একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ

১৪১ সংখ্যা

বৈশাখ ১৭৭৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গত ১৯ চৈত্র ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহে এই প্রস্তাব পঠিত হয়*

মানব জাতির জাতীয় ধর্ম্ম দেশ-বিশেষে, কাল-বিশেষে, অবস্থা-বিশেষে, অশেষ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া আসিতেছে। কেহ বা জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য-বিম্বকে পরমারাধ্য প্রধান দেবতা জ্ঞান করিয়া নমস্কার ও অর্ঘ্য-দান করিতেছে। কেহ বা দেদীপ্যমান অগ্নি-কুণ্ডে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। কেহ বা মৃন্ময়ী, পাষাণময়ী, অথবা ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, গল-লগ্নীকৃত বস্ত্রে, কৃতাঞ্জলি পুটে, তদীয় পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। কেহ বা পরমেশ্বরকে হস্ত-পদাদি-যুক্ত ও কাম-ক্রোধাদি-বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া, আত্মবৎ সেবার অনুষ্ঠান দ্বারা, তদীয় প্রসন্নতা লাভার্থে উৎসুক হইতেছে। কেহ বা নর-বিশেষকে চৈতন্য-ময় পরমেশ্বরের অবতার জানিয়া, তদীয় ধ্যান ধারণা অর্চ্চনাদি দ্বারা, পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা পাইতেছে। কোন কোন জ্ঞান-পবিত্র ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে অসীম-শক্তি, অসীম-জ্ঞান ও অসীম করুণার আশ্রয় অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ জানিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ করিতেছেন। কেহ বা সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে। কেহ বা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থ সেবা ও দেশ পর্য্যটন করিয়া সমুদয় জীবন ক্ষেপণ করিতেছে। কেহ বা নিষ্পাপ থাকিয়া পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকে পরমেশ্বরের প্রধান উপাসনা বলিয়া বিশ্বাস করে। কেহ বা অপেয় পান ও নরবলি প্রদান করিয়া তাঁহার তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে। এই রূপ কত প্রকার ধর্ম্ম কত স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু উল্লিখিত এবং উল্লিখিতরূপ সমুদয় ধর্ম্মই মানব-জাতির প্রকৃতি-মূলক। সমুদয় ধর্ম্মই আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্যের অন্যান্য বিষয় যেমন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াছে, ধর্ম্মও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া আসিয়াছে। বন্যদলের পর্ণ-কুটীর এবং নগর-মধ্য-স্থিত পরম শোভাকর রাজ-প্রাসাদ উভয়ই মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পূর্ব্ব কালের জ্যোতিঃ-শাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, এবং আধু-

* ১৭৭৬ শকে ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের গৃহে মধ্যে মধ্যে সমাজ-নিয়ম ভিন্ন অন্য দিবসে ধর্ম্মবিষয়ে এক একটি প্রস্তাব পঠিত হয়। তন্মধ্যে এইটি প্রথম প্রস্তাব।

নাতন তত্ত্ব-পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ উভয়ই মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রণীত। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের মনঃকল্পিত ভূগোল-বৃত্তান্ত এবং অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষ-মূলক ভূগোল-বিদ্যা উভয়ই মনুষ্য কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। সেইরূপ, বৈদিক-সংহিতা-প্রোক্ত চন্দ্র সূর্য্যাদি জড় বস্তুর আরাধনা এবং উপনিষদুল্লিখিত নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞানময় পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মানব-জাতি প্রথমে সকল বিষয়েই ভ্রান্ত ছিলেন, সকল বিষয়েই কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ ছিলেন, সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। শিক্ষা লাভাদি দ্বারা তাঁহার মানসিক প্রকৃতি উত্তরোত্তর যেমন মার্জ্জিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে বিদ্যা, ধর্ম্ম, গৃহ-কর্ম্ম এবং সামাজিক প্রথা প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপারই উত্তরোত্তর উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে।

আদ্য-কালীন মনুষ্যেরা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ও কুসংস্কার পাশে বদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা যে কোন বস্তুর অসামান্য তেজ ও অসামান্য প্রভাব দৃষ্টি করিতেন, তাহারই দেবত্ব ও সপ্রধানত্ব স্বীকার করিয়া অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ভূমণ্ডলের যে বস্তু সমধিক প্রভাবশালী, এবং গগন-মণ্ডলের যে পদার্থ সমধিক তেজস্বী, তাহাই পরম পূজনীয় দেব-মণ্ডলী মধ্যে গণ্য করিতেন। যে যে নদী সমধিক বেগবতী, যে যে বৃক্ষ সমধিক উন্নত বা গুণকারী, যে যে পদার্থ সমধিক প্রভাবশালী, নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্য চন্দ্রাদি যে যে পদার্থ সমধিক তেজস্বী ও উপকারী, সেই সমুদায়ের অর্চ্চনা ও তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যে সময়ে বৈদিক সংহিতা মাত্র হিন্দু বর্গের ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, সে সময়ে তাঁহারা ঐ সমস্ত দেবতারই আরাধনা করিতেন। পূর্ব্ব-কালীন পারসীকেরাও পর্ব্বত-শিখরে অধিরূঢ় হইয়া, ঐ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও পৃথিবীর স্তোত্র পাঠ করিত, এবং নভোমণ্ডলরূপী, ইন্দ্রদেব-সদৃশ, অঁরা এক মনঃকল্পিত দেবতার আরাধনা করিত। গ্রীকেরাও সর্ব্ব প্রথমে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং ভূলোক ও স্বর্গলোকের উপাসনা করিত। মিসর দেশীয় লোকেরাও জল ও অগ্নি, দিবা ও রাত্রি, এবং ভূলোক ও দ্যুলোকের উপাসনায় নিযুক্ত ছিল। আরব ও য়িহুদিদিগেরও পুরাবৃত্ত দর্শনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারাও অতি পূর্ব্বে গ্রহ নক্ষত্রের আরাধনায় প্রবৃত্ত ছিল।

সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বদেশীয় লোকেরাই ঐরূপ অথবা উহার অনুরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল ভৌতিক পদার্থের আরাধনা করিয়া অধিক কাল তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না, বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা-শক্তি ক্রমে ক্রমে যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ অনেক প্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এক এক দেবতাকে এক এক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া অবধারণ করিলেন। ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সেনাধিপতি কার্ত্তিকেয়, মরণাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্ত্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে। কেহ বা দিবসের অধিপতি, কেহ বা রজনীর অধিষ্ঠাতা। লক্ষ্মী যেমন ধনদাত্রী, অলক্ষ্মী সেইরূপ দারিদ্র দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী। ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি ও শারীরিক অবস্থারও রূপ কল্পিত হইল। কাম ও রতি এবং জ্বর ও বসন্তও দেবমণ্ডলীমধ্যে গণ্য হইয়া আসিল? উপাসকদিগের বিশ্বাসানুসারে, ঐ সমস্ত দেবদেবী মনুষ্যের মত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মনুষ্যের মত পিতামাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, মনুষ্যের মত স্ত্রী পুরুষ দ্বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরস্পর পরিণীত ও প্রণয়-বদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মনুষ্যের মত কন্যাপুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থ ভারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত দেবদেবী তদীয় উপাসকদিগের শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য সমুদয় বিষয়েই মনুষ্যের তুল্য, কেবল জরা মরণের বশবর্ত্তী নহেন। তাঁহারা চির-জীবী ও স্থির-যৌবন।

কালক্রমে প্রধান প্রধান মনুষ্যও দেবত্ব-পদে অধিরূঢ় হইয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। ঋগ্বেদানুসারে ঋভু নামক দেবত্রয় সর্ব্বাগ্রে মানব ছিলেন, স্বকীয় পুণ্য-বলে শ্রীবৃদ্ধি পাইয়া অমরত্ব-পদ প্রাপ্ত হইলেন। গ্রীক ও রোমক শাস্ত্রানুসারেও তত্তদ্ দেশীয় বীর-বিশেষ শৌর্য্য-প্রভাবে মরণোত্তর সুরত্ব-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও পুরাণানুসারে, এবং য়িহুদি দেশীয় বায়বল অনুসারে, পরমেশ্বর নরলোকের ভারমোচন এবং নরগণের পরিত্রাণ সাধনার্থ অবনি-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্ব দেশীয় লোকেরাই দেবগণকে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন কালে কোন দেশের লোক সমুদয় দেবতাকে সম্পূর্ণরূপ স্বাধীন ও স্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করে নাই। ভূমণ্ডলে যেমন প্রত্যেক রাজ্যের এক এক রাজা, এবং প্রত্যেক দলেরই এক এক দলপতি থাকে, তদ্দৃষ্টে দেবগণের মধ্যেও সেইরূপ এক জনকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা ইন্দ্র বা বরুণ দেবকে, গ্রীশ দেশীয়েরা জিউস বা জুপিটরকে, মিসর দেশীয়েরা এমন বা অসিরিসকে, য়িহুদীয়েরা জিহোবাকে, এবং পারসীকেরা অখণ্ড-নভোমণ্ডল-রূপী দেবতা-বিশেষকে সর্ব্বদেবের অধিপতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষে অতিপূর্ব্বে ইন্দ্রদেব, তৎপরে বোধ হয় ব্রহ্মা, পরিশেষে শিব ও বিষ্ণু সর্ব্বদেবের অধীশ্বর ও অগ্রগণ্য বলিয়া অর্চ্চিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মানব-জাতির মনঃকল্পিত, সুতরাং মনুষ্যের ন্যায় হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট, মনুষ্যের ন্যায় কাম-ক্রোধাদি-বিশিষ্ট, এবং মনুষ্যের ন্যায় সদসৎ উভয়বিধ প্রবৃত্তিরই অনুগত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

দেবতা-বিশেষের উল্লিখিতরূপ প্রাধান্য স্বীকারই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞান ও উপাসনা প্রচারের সূত্রপাত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু মানব-জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যত মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাঁহাদের ধর্ম্মের ভাবও সেই পরিমাণে উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিল। তাঁহারা নিখিল বিশ্বের সমস্ত অংশ পরস্পর দৃঢ়তর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দেখিয়া, একমাত্র অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ চৈতন্যময় পুরুষকে তাহার সৃজন, পালন ও সংহার কারণ বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক পরিপাক না হইলে নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞানময় পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মে না। এই নিমিত্ত, সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞ লোকেরা যদিও তাহার বিশুদ্ধ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অপর লোকে তাঁহাদের অনুগামী হইতে সমর্থ হয় নাই। মোসলমানেরা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনায় নিয়োজিত হইয়াও অশেষবিধ অযুক্তি-মূলক ক্রিয়া কলাপের কল্পনা করিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অনাদর করিয়া বহুসংখ্য সাকারের উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা আপনাদিগকে অদ্বৈত পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে দ্বৈত ভাবের বিলক্ষণ আবির্ভাব আছে। জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রিষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা। কিন্তু কোন প্রধান পণ্ডিত বিবেচনা করেন, শয়তান্ যখন জনকেশ্বরের অভিপ্রায় অবহেলন করিয়া প্রায় সকল লোকের হৃদয়সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তখন সেই শয়তানও খ্রিষ্টানদিগের চতুর্থ দেবতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মানব-জাতির মনোবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি অনুসারে যে তাঁহাদের ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। পূর্ব্বে সুবিস্তৃত রোমক দেশে কেবল সাকার দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের বিদ্যাবুদ্ধির সমধিক প্রাচুর্ভাব হওয়াতে, ঐ কনিষ্ঠ ধর্ম্মে তত্র-

ক্য পণ্ডিত বর্গের উত্তরোত্তর অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তৎকালবর্ত্তী ধর্ম্মের সহিত তৎকালীন বিদ্যার বিরোধ জন্মিল। ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগেরও স্বীয় ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল। এমত সময়ে সেন্টপাল খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের সমাচার লইয়া রোমনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং কারারুদ্ধ হইয়াও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ভ্রান্তি-সংযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্বতন পৌত্তলিক ধর্ম্ম তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। রোমকদিগের দেববর্গ নজারথ নিবাসী সূত্রধর সমীপে পরাভব মানিল। সেই নরলোক-নিবাসী সূত্রধর-সন্তান বিশ্বরাজ্যের সূত্র-সঞ্চারক বলিয়া পূজিত হইল। ইয়ুরোপীয় লোকের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন মার্জ্জিত হইতে লাগিল, তদনুসারে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মও রূপান্তরিত ও পরিশোধিত হইয়া কথলিক, প্রটেষ্টেণ্ট, ইয়ুনিটেরিয়ন প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। এক্ষণে আবার ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বর্গের মধ্যে অনেকে বাইবেল শাস্ত্রের ভ্রান্তি প্রমাদ অঙ্গীকার করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্বান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এস্থলে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম পরিবর্ত্তসহ বলিয়া সে ধর্ম্মের নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে। প্রত্যুত, ইয়ুরোপীয় লোকে স্বীয় ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট মত অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন ইহা তাঁহাদের প্রশংসারই বিষয়। সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত ধর্ম্মই পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম রূপ মহামঞ্চ সমারোহণের সোপান স্বরূপ। একেবারে সেই মনোহর মঞ্চে উত্থিত হইবার উপায় নাই। উল্লিখিত সোপান-পরম্পরা আরোহণ না করিলে, উক্ত মঞ্চে উত্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রস্তাবে মানব-জাতির ধর্ম্মবিষয়ের পুরাবৃত্ত বর্ণন করা আমার অভিপ্রেত নহে। সে বিষয়ের বর্ণন করিতে হইলে, বিস্তৃত পুস্তক প্রস্তুত করিতে হয়। এক্ষণে সমুদয় সভ্য জাতির মধ্যে যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহা যে তাঁহাদের আদিম ধর্ম্ম নহে, তাঁহাদের আদ্য-কালীন ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তদ্বিষয়ের কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয় উল্লিখিত হইল। ঐ সমস্ত ধর্ম্মের ঐ অবস্থা চিরস্থায়িনী হইবে, অথবা ইতঃপর আরও পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইতে থাকিবে, এক্ষণে ইহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যখন পূর্ব্বকালে মানব বর্গের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি সহকারে তাঁহাদের ধর্ম্মেরও উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, তখন যে উত্তর কালে আর তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া কদাচ প্রতীত হয় না। আমাদের অন্তঃকরণ যত পরিশুদ্ধ হয়, বাহ্য ব্যবহারও তদনুরূপ পবিত্র হইয়া থাকে। রোমকদিগের অন্তঃকরণের যে অবস্থা হইলে, তাঁহারা নানাপ্রকার প্রতিমার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সে অবস্থা না হইলে, তাঁহারা কখনই সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না। ইয়ুরোপীয় লোকের বুদ্ধিবৃত্তি যত মার্জ্জিত হইলে, তাঁহারা পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া প্রটেষ্টেণ্ট মত অবলম্বন করিয়াছেন, তত মার্জ্জিত না হইলে, তাহা কদাচ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের মনোবৃত্তি যত পরিশোধিত হইলে, তাঁহারা অপরাপর খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের অবলম্বিত তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টানের মত অবলম্বন করিয়াছেন, তত পরিশোধিত না হইলে, তাহা কদাচ স্বীকার করিতেন না। এক্ষণে আবার অবনি-মণ্ডলে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।

ইদানীং বিদ্যা বুদ্ধির যাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে ভূমণ্ডলের প্রচলিত কোন শাস্ত্র ও কোন ধর্ম্ম অধুনাতন প্রধান পণ্ডিতদিগের বিশুদ্ধ ও ভ্রান্তি-বর্জ্জিত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে না। তাঁহারা পুরাণ ও তন্ত্রানুসারে

পরমেশ্বরকে সাকার বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বেদ বেদান্ত অনুসারে ইন্দ্রাদি দেবের অস্তিত্ব এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভিন্ন স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে পারেন না. এবং কোরাণ ও বায়িবল অনুসারে পরমেশ্বরকে ক্রোধ-পরায়ণ এবং অসংখ্য জীবের অক্ষয় নরক-বাসের বিধানকর্ত্তা বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না। ঐ দুই শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, যে কোন ব্যক্তি কোরাণ ও বায়িবল শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ না পাইয়া খ্রিষ্টান ও মোসলমান ধর্ম্ম অস্বীকার করিবে, পরমেশ্বর তাহাকেই নরকস্থ করিয়া চির কাল অসহ্য নরক-যন্ত্রণায় দগ্ধ করিবেন। এই অক্ষয়-নরকাধিবাসের বিষয় স্মরণ হইলে, দয়াশীল লোকের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইদানীং অবনি-মণ্ডলে কত লোকের নিবাস আছে, এবং প্রটেষ্টেণ্ট সম্প্রদায়ী খ্রিষ্টানদিগের মতানুসারে কিরূপ মনুষ্য মুক্তি লাভে অধিকারী হইতে পারে, থিয়োডোর পার্কর এই দুই বিষয় গণনা ও বিবেচনা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, যে খ্রিষ্টানদিগের অভিপ্রায়ানুসারে, লক্ষ লোকের মধ্যে এক জনের অধিক পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না, অবশিষ্ট সমুদয় ব্যক্তি দুঃসহ যন্ত্রণায় অনন্ত কাল জ্বলিত হইতে থাকিবে। তাহাদের কস্মিন্ কালেও পরিত্রাণ পাইবার আশা ও ভরসা নাই। যাঁহাদের মতে করুণাময় পরমেশ্বর সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থ বিশ্ব-সংসার সৃজন করিয়াছেন, এবং জীবগণ সেই কল্যাণ-সোপান আরোহণ করিবার সময়ে যৎ কিঞ্চিৎ দুঃখ যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাও জীবের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা উল্লিখিত অক্ষয়-নরকাধিবাস রূপ কঠিন দণ্ড বিধান এবং ঐ দণ্ডদাতার উক্তরূপ নিষ্ঠুর স্বভাব কদাচ বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

কোন প্রচলিত ধর্ম্মই যদি নব্য সম্প্রদায়ী প্রধান পণ্ডিতদিগের সম্পূর্ণরূপ শ্রদ্ধার বিষয় না হইল, তবে ইতঃপর ধরণীমণ্ডলে কিরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত ও স্থায়ী হইবে তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা কি একেবারে ধর্ম্ম-পদবী পরিত্যাগ করিবেন, না আপনাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপযুক্ত উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হইবেন, ইহা একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। ভূমণ্ডলের পুরাবৃত্ত ও মানব-জাতির মানসিক প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, মানববর্গের সমুদয় বিষয়েরই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে, ও নিরন্তরই উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে থাকিবে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়-সুখের ও ক্রমশ. উন্নতি হইয়া আসিতেছে, বাণিজ্য ও শিল্প-কার্য্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে, শিক্ষা-প্রণালীরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে, সামাজিক ব্যবহার ও রাজ্য-শাসনেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত শুভজনক বিষয়ের যে ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ইহা অনেকানেক সভ্য জাতীয় শিষ্ট লোকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু মানব-জাতির পরমার্থ বিদ্যাও যে উত্তরোত্তর উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিতেছে, ইহা কোন দেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকে স্বীকার করেন না। যিনি যে শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলেন, তিনি সেই শাস্ত্রকেই পরমেশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত আপ্ত-বাক্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন। যে শাস্ত্রে যে বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, তাঁহার মতে সেই অভিপ্রায়ই যথার্থ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার অভিপ্রায়ে, সে শাস্ত্রের আর পরিবর্ত্তনেরও সম্ভাবনা নাই, সংশোধনেরও সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষীয়েরা বেদ ও পুরাণকে, খ্রিষ্টানেরা বায়িবল শাস্ত্রকে, এবং মোসলমানেরা কোরাণ নামক প্রসিদ্ধ পুস্তককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভ্রান্ত গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ঐ ঐ গ্রন্থে যে যে বিষয়ের যেরূপ নির্দ্দেশ আছে, ঐ ঐ সম্প্রদায়ের লোকে তাহাই অপরিবর্ত্তসহ সর্ব্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত প্রাচীন পুস্তকে যে বিষয় যত দূর নিরূপিত আছে, ঐ সমুদয় সম্প্রদায়ের মতে, তাহার আর অধিক অবধারণ করিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বতন পণ্ডিত গণের অপেক্ষায় শতগুণ বিদ্বান্ অধুনাতন প-

ণ্ডিতেরা অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা কেহই অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, বরং তাহারও সংশোধনার্থ সচেষ্টিত হইয়া নিজ বুদ্ধি নিয়োজন করেন; কিন্তু যে সময়ে মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তি নিতান্ত জড়ীভূত অথবা অত্যন্ত অসংস্কৃত ছিল, সে সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি যে কোন মত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রচলিত-ধর্ম্মাবলম্বী, নব্য-সম্প্রদায়ী পণ্ডিতদিগের মধ্যেও অনেকে তাহা আপ্ত-বাক্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এবং ব্যবহার-কালে সেই বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করেন। যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, ভারতবর্ষীয় লোকের নিকট তাহা তত শ্রদ্ধেয়; অতএব তাঁহারা যে স্বকীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিবেন ইহা কোনরূপেই অসঙ্গত নহে। কিন্তু খ্রিষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ব্যক্তিরা অপরাপর সকল বিদ্যাকে পরিবর্ত্তসহ বলিয়া কেবল পরমার্থবিদ্যাকে যে অপরিবর্ত্তসহ অভ্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। খ্রিষ্টীয়-শাস্ত্রাবলম্বী পণ্ডিতবর্গ নিউটন্ ও লাপলাস্ নামক ভুবন-বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্দিগকে অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, হিউম ও গিবন্ ও নাইবর নামক জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তাদিগকে ইতিহাসবিদ্যার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করেন না; বেকন ও কোমটি এবং মিল ও হ্বেরেল নামক অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদিগকেও ভ্রান্তি-শূন্য আপ্ত-ভাষী বলিয়া বিশ্বাস করেন না। অন্যান্য সমুদায় বিদ্যারই উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে ইহা তাঁহারা একবাক্য হইয়া অঙ্গীকার করেন, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে নিতান্ত বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অশেষ-দোষাকর কুসংস্কার সমস্ত জাতির অন্তঃকরণে চির কাল বদ্ধমূল থাকাতে, একাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। প্রত্যুত, যে কোন সময়ে যে কোন বিদ্যা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রতীয়মান হইয়াছে, তখনই তাঁহারা সেই বিদ্যা প্রচারের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং সেই বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী বিদ্যা-ব্যবসায়ীদিগকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়া উত্তরকালীন বিদ্বান্ লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছেন। ইটালি-দেশীয় খ্রিষ্টীয়-সম্প্রদায়ীরা গালিলিও নামক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম যেরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কোন কালে অপনীত হইবার নহে। হতভাগ্য খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম আপনার সংহার-কাল পর্য্যন্ত ঐ বিষময় কলঙ্ক হৃদয়াভ্যন্তরে ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বপতির স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ে যে কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। সকল দেশের সকল জাতির প্রচলিত ধর্ম্মই সেই বিদ্যার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তাহাদের পরস্পর সন্ধিবন্ধনের সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন ধর্ম্মের সহিত প্রকৃত বিদ্যার ঐক্য হইবার উপায় নাই। যত দেশে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই বিদ্যা সন্নিধানে পরাভূত হইয়া কালের করাল গ্রাসে অগ্র পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে, এবং তখন পরম পরিশুদ্ধ প্রকৃত ধর্ম্ম বিদ্যা সহ এক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া অবনি-মণ্ডলে আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যেরূপ প্রণালী ক্রমে অপরাপর বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, পরমার্থবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ সেইরূপ প্রণালী অবলম্বন না করাতেই, ঐ উভয়ের উক্তরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সকল প্রকার জ্ঞানই আমাদের প্রকৃতি-মূলক। সমুদয় বিদ্যারই বীজ আমাদের মানস-ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমুদয় বিদ্যাই প্রথমে অপরিশুদ্ধ ভ্রান্তি-সঙ্কুল থাকিয়া লোকের অন্তঃকরণ কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখে, সমুদয় বিদ্যাই উত্তরোত্তর উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া পরম রমণীয় পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করে, উত্তর কালে

সমুদয় বিদ্যারই এতাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি ও মহোন্নতি হইবে, যে এক্ষণে তাহা অনুভবেও উপস্থিত হয় না। অন্যান্য বিদ্যারও যেমন কোন অলৌকিক কারণে উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, ব্রহ্মবিদ্যারও কোন অলৌকিক কারণে উৎপত্তি ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তারা যেমন স্বীয় শাস্ত্রের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ অসামান্য ঐশী শক্তি প্রাপ্ত হন নাই, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকেরাও সেইরূপ কোন অলৌকিক ঐশী শক্তির আশ্রয় লাভে সমর্থ হন নাই। অন্যান্য-শাস্ত্র-সম্পর্কীয় পূর্ব্ব-কালীন পুস্তক সমুদায় যেমন ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ, পূর্ব্ব-কালীন ধর্ম্মশাস্ত্রও সেই রূপ অশুদ্ধ ও ভ্রান্তি-সঙ্কুল। অন্যান্য শাস্ত্রেরও যেমন অনুশীলন দ্বারা ভ্রম নিবারণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে, ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও সেইরূপ অনুশীলন দ্বারা ভ্রম নিবারণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা আবশ্যক। যে সময়ে মনুষ্য-সাধারণের অন্তঃকরণ অজ্ঞানে আবৃত ও কুসংস্কারে পরিপূরিত ছিল, তাঁহাদের সে সময়ের পুস্তক যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ভ্রান্তি-বর্জ্জিত হইবে, এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বিদ্বান্ লোকের শিক্ষাদানের উপযোগী হইবে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। কিন্তু সেই সমস্ত পুস্তক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উল্লেখ করা কর্ত্তব্য নহে। সেই সমুদয় শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া যে আমরা কোন উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিনা তাহাও নয়। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞানরত্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত ও গ্রথিত করিয়া অপ্রতিম ধর্ম্ম-বিগ্রহের কণ্ঠ-দেশে লম্বমান করা কর্ত্তব্য। বেদ ও কোরাণ পরাৎপর পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়-স্বরূপ কেমন সুস্পষ্টরূপে নির্ব্বচন করিতেছে! বায়িবল ও মহাভারত, এবং সক্রেটিস্ ও কান্‌ফিয়ুসস্ প্রণীত পুস্তক সমুদয় করুণাময় পরম পিতার অনুজ্ঞা পরিপালন বিষয়ে কত সুমধুর উপদেশই প্রদান করিতেছে! সাদি ও হাফেজ এবং তুলসী ও কবীর পরম বন্ধুর প্রেমামৃত-রসে স্বীয় স্বীয় কমনীয় বাক্যাবলি কেমন অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন! পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নরলোকের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মনুষ্যের মানসিক স্বভাবেরও উন্নতি হইয়া আসিয়াছে। অতএব, প্রাচীনদিগের লিখিত সমগ্র শাস্ত্র ইদানীন্তন পণ্ডিতদিগের সর্ব্বতোভাবে মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র যত্ন সহকারে মন্থন করা আবশ্যক। তাহা হইতে যে সমস্ত পরম মনোহর পরমার্থ-রত্ন উদ্ধৃত হইবে, তাহা সঙ্কলন করিয়া একত্র করা কর্ত্তব্য, এবং ইদানীন্তন বিজ্ঞান রূপ বিভাকরের প্রভায় সেই সমুদায় প্রদীপ্ত করিয়া ধর্ম্ম রূপ মহামঞ্চ সুশোভিত করা বিধেয়। মানব-জাতির জ্ঞান-নেত্র যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইবে, নরলোকে ধর্ম্মের বেশ সেই পরিমাণে সংস্কৃত হইতে থাকিবে। মানব-বর্গ সহস্র সহস্র বৎসর অবধি যে দুর্বিগাহ ভ্রান্তিপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, ইদানীং আমরা অনায়াসেই তাহা কর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমরা যে নিবিড়তর অন্ধকারে অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছি, উত্তর-কালীন, বিশুদ্ধ-চিত্ত, মহানুভাব পুরুষের বিজ্ঞান প্রভাবে অনায়াসেই তাহার অপনয়ন করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন।

অবনি-মণ্ডলে সমস্ত বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, ইহাই করুণাময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। কাহারও সেই উন্নতি নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা যে বিষয়ের উন্নতি সাধনার্থ যত্ন করি, তাহারই অতি সত্বর উন্নতি হয়। যে বিষয়ের প্রতিকূলাচরণ করি, তাহার সত্বর উন্নতি হইবার ব্যতিক্রম ঘটে। আমরা ধর্ম্ম বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ যত্ন পাই নাই, চিরকালই প্রতিকূল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, এই নিমিত্ত সে বিষয়ের সত্বর উন্নতি হয় নাই। প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত হইবার পর কৃষি-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, নাবিক-বিদ্যা, বাণিজ্য-ব্যবসায়, রাজ্য-শাসন, শিক্ষা-প্রণালী, ইত্যাদি অশেষ বিষয়ের যাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

বেদশাস্ত্র প্রস্তুত এবং মূষার গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে, এ সকল বিষয় যে রূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, এক্ষণে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকটিত হইবার পর, কত অভিনব বিদ্যারই সৃষ্টি হইয়াছে। মহম্মদের শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পর, মানব-জাতির সুখ সৌভাগ্য সাধনের কত প্রকার অভিনব কৌশলই বা সঞ্চারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ঋষি মহাশয়েরা যে সমস্ত সমৃদ্ধি-শালী জনপদের অস্তিত্বও অবগত ছিলেন না, এক্ষণে তাহা আমাদিগের স্বদেশবৎ সুগম হইয়াছে। খ্রিষ্ট্‌ যে সকল দেশের বাষ্পও জানিতেন না, তাঁহার অনুগামীরা সে সমুদায় অধিকার করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতার আস্পদ করিয়াছেন। ইদানীং দিগ্‌দর্শন, মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ যে সমস্ত পরমাদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বকালীন ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্র মনুষ্যদিগের জ্ঞান-ভূমি এতাদৃশ বিস্তৃত করিবে, এবং গগন-বিহারিণী বিদ্যুৎ মানব-জাতির দাস্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া একশত যোজনের সংবাদ এক নিমিষে আনয়ন করিবে, তাহা মূষা ও মহম্মদ, ব্যাস ও শঙ্কর, জর্তুশ্‌ত ও কানফিয়ুষস্‌ ইঁহাদের মধ্যে কাহারই বা বিদিত ছিল?

এইরূপে মনুষ্যের সুখ, সৌভাগ্য, বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া আসিতেছে, কেবল পরমার্থ-বিদ্যারই যে আর উন্নতি হইবে না, ইহা কোন রূপে অঙ্গীকার করা যায় না। বস্তুতঃ মানব-জাতির বুদ্ধি বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে ধর্ম্ম-জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতেছে, এবং উত্তরকালে ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কোন দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম নব্য সম্প্রদায়ী প্রধান পণ্ডিতদিগের উপযুক্ত নহে, এ নিমিত্ত অনেকেরই তাহাতে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। পঞ্চম বর্ষীয় বালকের সহিত কি ত্রিংশৎ বর্ষীয় যুবা পুরুষের বয়স্য-ভাব উৎপন্ন হইতে পারে? না সর্ব্ব-শাস্ত্র-দক্ষ সুপণ্ডিত অমাত্যের সহিত অবিনীত বর্ব্বর-রাজার প্রকৃত রূপ সৌহার্দ্দভাব সঞ্চারিত হইতে পারে? বিদ্যার সহিত প্রচলিত ধর্ম্মের বিষম বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্বানের সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর আন্তরিক অপ্রণয় উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্দেশে পিতার সহিত পুত্রের, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার এবং কুটম্বের সহিত কুটম্বের বিবাদ ও বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেবল এতদ্দেশেই যে এইরূপ হৃদয়ভেদী ব্যাপারের ঘটনা হইয়াছে এমত নহে। পাশ্চাত্য খ্রিষ্টীয় জাতির মধ্যেও ঐরূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম রূপ মহাদুর্গ বিদ্যার প্রভাবে কম্পমান হইতেছে। থিওডোর পার্কর কোনস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে সমস্ত প্রদেশে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিতদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও প্রকৃতরূপ খ্রিষ্টান নহেন।

I do not know a single great philosopher in all Christendom who is, in the technical sense of the churches, a "Christian" or who would wish to be.*

উক্ত মহাত্মা অন্য এক স্থানে লেখেন, "বিদ্যার্থীরা বিদ্যা প্রভাবে খ্রিষ্টীয় মতের নিকট হইতে বর্ষে বর্ষে অধিকতর অন্তরিত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রোম নগরীয় খ্রিষ্টীয় সমাজকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন? কোন ব্যক্তিই বা পোপ নামক রোমীয় ধর্ম্মাধিপতিকে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন? যে সমস্ত জনপদে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তথাকার বিদ্যার্থী পণ্ডিতেরা গণিত, ইতিহাস, আত্মবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যাকে অবজ্ঞা করিয়া তদ্বিরোধী বাইবল শাস্ত্রকে কি অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন? তাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের নিমিত্ত ঐ শাস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন। জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর এই দেবত্রয়াত্মক মত বিচলিত হইয়াছে। জল-সংস্কার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ ও তাদৃশ অন্যান্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে যে মুক্তি লাভ হয়, এবিষয়েও লোকের শ্রদ্ধার খর্ব্বতা হইতেছে। বাইবলের

* Theism, Atheism, and the Popular Theology, p. 84.

মধ্যে যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়ার বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য লোকের বিশ্বাস-ভূমি হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।" বিদ্যার সহিত যে যে ধর্ম্মের এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সে সে ধর্ম্ম আর কি উপায়ে রক্ষা পাইবে? যে সময়ে সেণ্টপাল রোম নগরে গমন করিয়া খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম উপদেশ করেন, সে সময়ে তথাকার পুরাতন ধর্ম্মের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, অধুনা ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় যাবতীয় সভ্য-জাতীয় ধর্ম্ম সেইরূপ অবস্থায় উপনীত হইতেছে। হিন্দু ধর্ম্ম অতিপ্রাচীন জরা-জীর্ণ হইয়াছে। খ্রিষ্টান ধর্ম্মও দিন দিন নিস্তেজ হইতেছে। তাহাদের দ্বারা নরলোকের শ্রীবৃদ্ধি হইবার আর সম্ভাবনা নাই। তাহারা নরলোকের যত দূর উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিল, বোধ হয়, তাহা এত দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাদের নিকট যত দূর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিদ্যার্থীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নিকট যত সুখ সমৃদ্ধি লব্ধ হইতে পারে, অনেক জাতির অবস্থা তদপেক্ষায় অনেক দূর উন্নত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে, উন্নত না হইয়া অধোগত হইবারই সম্ভাবনা। ঐ সকল ধর্ম্ম আমাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের এক এক সোপান মাত্র। আমরা সেই সকল সোপান আরোহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদূর্দ্ধে অভিনব সোপান নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

যে দেশে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, যদি তন্মধ্যে কোন ধর্ম্মই সভ্য জাতীয় লোকের বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্‌রূপ উপযুক্ত না হইল, তবে অধুনা কি কর্ত্তব্য? অনেকে প্রচলিত ধর্ম্মে পরিতৃপ্ত না হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন।—হে বিদ্বন্! ধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার বিশুদ্ধ বেশ অবিশুদ্ধ করা উচিত নহে।—যাহা হউক, ধর্ম্ম কদাচ উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত হইবার বিষয় নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম অবশ্যই স্থায়ী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যদিও হিন্দু ধর্ম্ম নরলোক হইতে অন্তর্হিত হয়,—যদিও খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়—যদিও যাবতীয় প্রচলিত ধর্ম্ম এককালে সংহার-দশায় উপস্থিত হয়, তথাপি প্রকৃত ধর্ম্ম কদাচ বিনষ্ট হইবার বস্তু নহে। যত দিন মর্ত্যলোকে মানব-জাতি বিদ্যমান থাকিবে, এবং যত দিন তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতির বিকৃতি না হইবে, তত দিন মহীমণ্ডলে প্রকৃত ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই।

সেই প্রকৃত ধর্ম্মের পরিজ্ঞানার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যা-বিশিষ্ট শিষ্ট লোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাঁহাদিগের তদনুরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে, বিদ্যা যেমন পরিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্য-জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে, তদনুরূপ পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর-প্রসাদে ইতিমধ্যেই এতাদৃশ পবিত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মই এই ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম এই। "সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গকর্ত্তা একমাত্র; অনন্ত স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সকল-মঙ্গলালয়, সর্ব্বাবয়ব-বিবর্জ্জিত, বিচিত্র-শক্তিমান্ এবং অপরিজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই মানব-জাতির পরম ভক্তি-ভাজন আরাধ্য বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ। তিনিই একাকী আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক সকল মঙ্গলের বিধানকর্ত্তা। আমরা সকলেই সেই পরাৎপর পরম পুরুষের সন্তান, এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব-রস পানে অধিকারী। যে দেশের যে জাতির যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করে ও পরম প্রীত মনে তাঁহার মঙ্গলময় অনুজ্ঞা সমুদয় পরিপালন করিতে যত্নবান্ থাকে, তিনি তাহারই অর্চ্চনা গ্রহণ করেন। পরম পবিত্র প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মদিগের আর অন্য ধর্ম্ম নাই। তাঁহার প্রিয় কার্য্য

সাধন ব্যতিরেকেও তাঁহাদের আর অন্য কার্য্য নাই। তদ্ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মই কাল্পনিক, আর সকল কার্য্যই অকার্য্য। সর্ব্ব-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর যে মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, তাহাই সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের মনোরূপ রত্ন-খনিতে যে সকল জ্ঞান-রত্ন ও সুখ-রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা খনন করিয়া বহির্নিঃসারণ করা এবং বিচিত্র বাহ্য বস্তুতে যে সকল কল্যাণ-বীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাহা আহরণ করিয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন। বিশ্বপতির স্বপ্রতিষ্ঠিত শারীরিক, মানসিক, ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পরিপালিত হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য এবং ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দ উৎপন্ন হয় ইহাই এই পরম ধর্ম্ম প্রচারের অভিপ্রেত।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে ইতি পূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তর কালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে, সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হইনা, এবং ইয়ুরোপীয় খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়াও কম্পিত হই না। আমরা অবনি-মণ্ডল সচল শুনিয়াও, শঙ্কিত হই না; এবং তদর্থে ক্রুদ্ধ হইয়া পিসা নগরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা ইতি পূর্ব্বে ভূতত্ত্ব বিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই, এবং অধুনা জর্জ কুম্-প্রণীত অদ্ভুত পুস্তক প্রচার বিষয়েও প্রতিকূল হই নাই। খিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্য এবং নিউটন ও হর্শেল যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং গাল ও বেকন যে কোন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ, যিশু ও চৈতন্য, এবং পার্কর ও লেহন্ট পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে কেবলই শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।

এবৎসর এই সমাজে যে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠের সংকল্প ছিল, তাহা সম্পন্ন হইল। অদ্যকার পঠিত বিষয় এবারের চরম প্রস্তাব। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ কি, এবং ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনেরই বা প্রয়োজন কি, ইহাই অপর সাধারণ সকলকে অবগত করা ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠের উদ্দেশ্য ছিল। যদি ঐ সমুদায় শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কোন ব্যক্তির প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ বলিতে হইবে। যদি উহা শ্রুতিগোচর হইয়া কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেই আমাদের মনোগত অভিলাষ সফল বলিতে হইবে। যদি উহা বিচার করিয়া কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই, আমাদের ইচ্ছা, যত্ন ও পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে সার্থক বলিতে হইবে।

ধর্ম্মনীতি

১৪০ সংখ্যক পত্রিকার ১৮০ পৃষ্ঠার পর

পরানিষ্টকারী কুকর্ম্মীদিগের উপদ্রব নিবারণ ও চরিত্র সংশোধন পঞ্চম সামাজিক কার্য্য। অধুনা এবিষয়ের যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা উল্লিখিত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কাহার অর্থ হরণ অথবা অন্যরূপ অনিষ্টাচরণ করিলে, ঐ কৃতানিষ্ট হিংসিত ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে তাহার নামে অভিযোগ

করে, ধর্ম্মাধিকরণের কর্ম্মচারীগণ তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হয়, অনন্তর বিচার কর্ত্তারা সাক্ষীদিগকে বিচার স্থলে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, অবশেষ অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, তাহাকে কারাধ্যক্ষের অথবা ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণকি, কি উপায়ে সে কারণের নিরাকরণ হইতে পারে, তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে, তাহার চরিত্র-শোধন ও জন সমাজের অনিষ্ট নিবারণ হইতে পারে, প্রায় কোন রাজ্যেই এ সকল বিষয় বিবেচনা করিবার প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং প্রায় কোন রাজ্যের রাজপুরুষেরা অশেষমতে শাস্তি বিধান করিয়াও কুকর্ম্মের স্রোত উচিত মত মন্দীভূত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কারণের নিবৃত্তি না হইলে তদীয় কার্য্যের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে। অতএব আদৌ পাপীদিগের পাপ-কর্ম্মে রত হইবার হেতু নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। পরে তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মানব জাতির মনোবৃত্তি তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি।

কোন কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি অতিমাত্র তেজস্বিনী থাকে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলা। তাহাদিগের সেই সমুদয় দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবার নিমিত্ত সতত ব্যগ্র, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এতাদৃশ বলবতী নহে, যে সেই সমুদায়কে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারে। তাহারা প্রবল রিপু-বিশেষের বশীভূত হইয়া অসৎপথে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং অসদুপায় অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জনে ও ইন্দ্রিয়-সুখ সম্পাদনে নিযুক্ত হয়। নদী যেমন অধোগামিনী না হইয়া থাকিতে পারে না, তাহারা সেইরূপ অধর্ম্ম-কূপে নিমগ্ন না হইয়া নিরস্ত হইতে পারে না। তাহারা এরূপ দুষিত-স্বভাব অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যে তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে অযত্ন-সাধ্য গরল-প্রবাহ আপনাহইতেই নির্গত হইতে থাকে।

কোন কোন ব্যক্তির পবিত্র চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যেমন তেজস্বিনী, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সেরূপ নহে। তাঁহারা স্বভাবগুণে আপন অন্তঃকরণ অকলঙ্কিত রাখিয়া জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে উৎসুক নহেন।

অপর কতক গুলি লোক এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গণিত হইতে পারে। তাহারা প্রথম শ্রেণীর ন্যায় নিতান্ত রিপু-পরতন্ত্র নহে, এবং শেষোল্লিখিত শ্রেণীর মত জ্ঞান-প্রধান ও ধর্ম্ম-প্রধানও নয়। তাহাদিগের নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট অনেক বৃত্তির প্রায় তুল্যরূপ বল। তাহারা যেমন বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ আবার সেই সমুদায়কে করিবার নিমিত্ত তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

এইরূপ উত্তমাধম মধ্যম ত্রিবিধ লোক সর্ব্ব দেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সমস্ত জনপদের মনুষ্যেরা সুবিনীত ও সামাজিক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তথায় অধম লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। উত্তম ও মধ্যম প্রকার মনুষ্যই অধিক-সংখ্য। উল্লিখিত ত্রিবিধ লোকের যে এইরূপ ন্যূনাতিরেক দেখিতে পাওয়া যায় ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় অপকৃষ্ট লোকের সংখ্যা অধিক হইলে, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত।

উল্লিখিত রিপু প্রধান অপকৃষ্ট লোকেরা আপনাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ প্রবল রিপুর বশীভূত হইয়া পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা আপনা হইতেই অধর্ম্মের পথ অনুসন্ধান করিয়া লয়, এবং কোন তেজস্বিনী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয় সমক্ষে উপস্থিত হইলে, অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা

সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত সযত্ন ও সচেষ্টিত হয়। তাহারা এরূপ দূষিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যে পাপকার্য্যে লিপ্ত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এরূপ লোকদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রচলিত রাজনিয়মানুসারে, তাহারা কিছু কাল কারারুদ্ধ থাকে ও দণ্ড ভোগ করে, অনন্তর নিষ্কৃতি পাইলে, পূর্ব্ববৎ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া জনসমাজের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা পায়। রাজা ও রাজপুরুষেরা আবহমান কাল অধার্ম্মিকদিগকে অশেষমতে শাস্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পাপের প্রবাহ কোন প্রকারে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অতএব বলিতে হয়, পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় হইয়াছে, উক্তরূপ শাস্তি বিধান দ্বারা জনসমাজে অধর্ম্ম নিবারণের সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের প্রতি অন্যরূপ আচরণ করিলে, এবিষয়ে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক উপকার দর্শনে সম্ভব কি না ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

কুকর্ম্মীরা এক্ষণে রাজদ্বারে যেরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা আমাদের ক্রোধের কর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। সেরূপ শাস্তি একপ্রকার বৈরনির্য্যাতন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। এক্ষণকার রাজনিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, কেহ দ্বেষ করিলে তাহার প্রতিদ্বেষ করা, কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা, কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা ইদানীন্তন রাজপুরুষদিগের রাজনিয়মের প্রধান অভিসন্ধি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রকার দণ্ডবিধান আমাদের জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তির অভিমত হইতে পারে, কিন্তু দয়া ও ন্যায়পরতা- নাম্নী মহীয়সী প্রবৃত্তিদিগের অনুমোদিত নহে। কুকর্ম্মীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে, তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও সুখ সংসাধন এবং লোকসমাজে অনিষ্ট নিবারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন পূর্ব্বাবধি বিধেয় বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু নব্য-সম্প্রদায়ী সদয়-স্বভাব সাধু পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায় এই যে, দুষ্টদিগেরও পালন ও সুখ সাধনের উপায় করা কর্ত্তব্য।

যেমন, অঙ্গবিশেষের স্বাভাবিক দোষ, দূষিত-বায়ু-সংযুক্ত কুস্থানে অবস্থান, যথাবিধানে শরীর সঞ্চালন বিষয়ে অবহেলন ইত্যাকার বিবিধ প্রকার স্বাভাবিক কারণে শারীরিক রোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মনোবৃত্তি বিশেষের স্বাভাবিক দোষ, কুলোকদিগের সহিত কুস্থানে সহবাস, যথাবিধানে মনোবৃত্তি সঞ্চালনে অবহেলা প্রকাশ ইত্যাকার বিবিধ প্রকার স্বাভাবিক কারণে পাপ রূপ মানসিক রোগেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। কেহ পীড়িত হইলে আমরা তাহাকে ভ্রমেও কখন শাস্তি দিবার বাসনা করি না, প্রত্যুত, তাহাকে বিচক্ষণ চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, উচিত মত ঔষধ পথ্য প্রদান করত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার যত্ন পাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি উক্তরূপ স্বাভাবিক কারণে পাপ রূপ পীড়ায় পীড়িত হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করিয়া সুকঠিন শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হই। এরূপ আচরণ সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ বোধহয় না। যদি শারীরিক ও মানসিক রোগ একরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এক প্রকার রোগীকে শাস্তি দেওয়া বিহিত হইলে, অন্য প্রকার রোগীকেও শাস্তি দেওয়া কি নিমিত্ত বিহিত না হয়? বাস্তবিক, কোন ব্যক্তি পাকস্থলীর প্রকৃতি দোষে ও কুস্থানে অবস্থান-দোষে উদরাময়-পীড়ায় পীড়িত হইলে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া যেমন যুক্তি-বিরুদ্ধ, কেহ মনোবৃত্তি বিশেষের স্বভাব-দোষে ও কুলোকের সহিত সংসর্গ-দোষে পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হলে, তাহাকে শাস্তি দেওয়াও সেইরূপ যুক্তি-বিরুদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ কহিতে পারেন, চৌর অথবা দস্যু এক বার কাহারও অর্থাপহরণ ক-

রিয়া কঠিন দণ্ড প্রাপ্ত হইলে, শাস্তি-ভয়ে কিছু দিবস সে কর্ম্ম না করিলেও না করিতে পারে, কিন্তু পীড়িত ব্যক্তি শাস্তি পাইলে, তাঁহার তদনুরূপ উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, শাস্তি বিধানে যদি কিছু উপকার থাকে, তবে ঐ উভয় স্থলেই তুল্যরূপ ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। যদি কুকর্ম্মী দিগের ন্যায় রোগীদিগের প্রতি দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে, তাহারাও রোগোৎপত্তির আশঙ্কায় শারীরিক নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিয়া সাবধান হইতে পারে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে ব্যক্তি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রোগ-গ্রস্ত হয়, সে ব্যক্তি আপনিই তন্নিবন্ধন যন্ত্রণা ভোগ করে, অপর লোকের তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, অতএব সে বিষয়ে রাজনিয়ম প্রচার করা প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থ হরণাদি অসাধু কর্ম্মে অনুরক্ত হইলে, তদ্দ্বারা অন্য লোকের অনিষ্ট সাধন হয়, এই নিমিত্ত, রাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ের শাসন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু এ আপত্তি নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মের ন্যায় শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারাও লোকসমাজের সমধিক অপকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, যে ব্যক্তি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় শরীর ভগ্ন করিয়া ফেলে, সে ব্যক্তি সুস্থ-শরীর থাকিলে, অশেষবিধ উপকারী কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া জনসমাজের যেরূপ উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইত, তাহাতে অসমর্থ হইয়া জনসাধারণকে সে বিষয়ে বঞ্চিত করিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার সন্তানগণ অখণ্ডনীয় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দূষিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে, তন্নিবন্ধন অশেষবিধ ক্লেশ-পরম্পরায় পতিত হইয়া বহুতর কষ্টে কাল ক্ষেপণ করে, এবং তাহারা সুস্থ থাকিলে, জনসমাজের যে প্রমাণ মঙ্গল-রাশি সম্পাদন করিতে পারিত, তাহাতেও অক্ষম হয়। তদ্ভিন্ন, কেহ পীড়িত হইলে, পরিজনেরা তদর্থে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদির নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কষ্ট পায়, যে অর্থে পরিবারের ও অন্যের অনেকপ্রকার উপকার হইতে পারিত তাহা তাঁহার চিকিৎসার্থে ব্যয় হইয়া যায়, আর যদি তিনি কোনপ্রকার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীপুত্র ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি তদীয় সংস্রব-দোষে সেই পীড়ায় পীড়িত হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে ও মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে পারে। বাস্তবিক, শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে অযত্ন ও অশ্রদ্ধা করাতে, মানব-বর্গের এ পর্য্যন্ত যে প্রমাণ অনিষ্ট-রাশি উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহা এক কালে অনুভব করিতে পারিলে, ধর্ম্মবিষয়ক নিয়মের ন্যায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়েও রাজাজ্ঞা প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

কেহ কেহ কহিতে পারেন, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অস্বাস্থ্য-জনিত ক্লেশ রাশি উৎপন্ন হয়, তাহাই সে কর্ম্মের শাস্তি স্বরূপ। যে ব্যক্তি শারীরিকনিয়মের বিরুদ্ধ ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি সেই শাস্তি ভোগ করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হয়, এবং অপর ব্যক্তি তাহা দেখিয়া তদনুরূপ অবৈধ আচরণে বিরত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, আপনা হইতে তাহার সেরূপ শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত তাহাকে শাস্তি দিয়া সে কর্ম্মে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মানব-জাতির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্তরূপ আপত্তি নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। স্বাস্থ্য বিষয়ক বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে যেমন অসুখ উৎপন্ন হয়, ধর্ম্ম বিষয়ক বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও সেইরূপ অসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নান, ব্যায়াম, অঙ্গমার্জ্জনাদি শারীরিক নিয়ম পরিপালন না করিলে, যেমন অব্যাহত-স্বাস্থ্য-জনিত অনির্ব্বচনীয় সুখ অ-

নুভব করা যায় না, ধর্ম্মবিষয়ক বিধান উল্লঙ্ঘন করিলেও সেইরূপ ধর্ম্ম নিবন্ধন পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের আস্বাদ-লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। শারীরিক বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, যেমন শারীরিক অসুখ উপস্থিত হইতে থাকে, ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিলেও সেইরূপ, আন্তরিক গ্লানি উপস্থিত হইতে থাকে। যেমন শরীর-বিষয়ক কোন কোন নিয়মের নিরন্তর বিপরীত আচরণ করিলে, উৎকট পীড়া উৎপন্ন হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ কোন কোন প্রকার ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, উন্মাদাদি উপস্থিত হইয়া অতিশয় ক্লেশ উদ্ভাবিত হয়। কেহ কেহ যেমন রোগ-জনিত ক্লেশ ভোগ করিয়া শারীরিক নিয়ম পরিপালন বিষয়ে সযত্ন হয়, কেহ কেহ সেইরূপ অধর্ম্ম-জনিত যাতনা ভোগ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম পরিপালনে সচেষ্টিত হয়। স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা শরীর অসুস্থ হইলেও, যেমন অনেকে অত্যাচার করিতে বিরত হয় না, সেইরূপ, ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা অন্তঃকরণ অস্বচ্ছন্দ ও অপ্রসন্ন হইলেও, অনেকে কুকর্ম্ম করিতে নিরস্ত হয় না। কোন ব্যক্তি রোগ-গ্রস্ত হইলে, যেমন পরিজন বর্গে অথবা অপর লোকে তাহার শাস্তি না করিয়া রোগ শান্তির উপায় করে, সেইরূপ, কোন ব্যক্তি লোকসমাজের অনিষ্টজনক কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার শাস্তি না করিয়া চরিত্র শোধনের উপায় করা কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি কোন পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা ক্রোধের কর্ম্ম, ন্যায়ানুগত ও দয়া-সম্মত কার্য্য নহে ইহা অবধারিত হইল। তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। কুকর্ম্মীদিগকে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে, তাহারা স্বেচ্ছানুসারে লোকসমাজের অনিষ্টাচরণ করিতে অনুরক্ত হয়, এবং তাহাদিগের সংসর্গ-দোষে অপর লোকেও অধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিতে পারে, অতএব তাহাদিগের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। তাহাদিগের তেজস্বিনী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিজ নিজ বিষয় প্রাপ্ত হইলেই উত্তেজিত হইয়া চরিতার্থ হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয় এই নিমিত্ত, যাহাতে সেই সমুদয় বিষয় তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বতোভাবে সদয় আচরণ করাই উচিত। তাহাদিগকে যেরূপ অবস্থায় রাখিলে, তাহারা আরামে থাকিতে পারে, অথচ আপনার ও অপরের অনিষ্টাচরণ করিতে না পারে, সেইরূপ অবস্থায় রাখাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্ম যত দূর শিক্ষা করিতে পারে, তত দূরই শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং শ্রম-সাধ্য কর্ম্ম অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে, তাহারা যেমন সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এবং লোকসমাজের যত উপকার-সাধন করিতে পারে, রুদ্ধ না হইয়া জনসমাজে যথেচ্ছা অবস্থান ও গমনাগমন করিলে, সেরূপ থাকিতে ও সেরূপ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। এইরূপ হইলে, অনেকের চরিত্র কালক্রমে সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষায় অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদিগের স্বভাব যে কস্মিন্ কালে শোধিত হইতে পারে, এমত বোধ হয় না। অনেকানেক অন্ধ ও বধির যেমন একান্ত অচিকিৎস্য, অন্ধতা ও বধিরতা রোগ হইতে কোন প্রকারেই মুক্ত হয় না; উল্লিখিত অধম ব্যক্তিদিগের স্বভাবও সেইরূপ অশক্য-প্রতীকার, কোন মতে মার্জ্জিত ও সংশোধিত হয় না। কিন্তু তাহারা বহুকাল কারারোধ ও অবিরত সদুপদেশ প্রাপ্তি বশতঃ যদি কদাচ সৎপথ অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণকে ধর্ম্মানুগত করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাদিগকে সুচিকিৎসিত আরোগ্য-লব্ধ ব্যক্তির সমান বিবেচনা করিয়া নিষ্কৃতি দেওয়া বিধেয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রূপ অঙ্গীকার লইয়া নিষ্কৃতি

দেওয়া আবশ্যক, যদি তাহারা পূর্ব্ববৎ অনিষ্টাচরণে পুনরায় অনুরক্ত হয়, তবে পুনর্ব্বার প্রত্যানীত হইয়া পূর্ব্ববৎ শাসিত, পালিত, ও শিক্ষিত হইতে হইবে।

কুকর্ম্মী দিগের প্রতি এইরূপ আচরণ করা ন্যায়-সিদ্ধ ও দয়ানুগত। তাহাদিগকে নিরর্থক ক্লেশ দেওয়া রাজশাসনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। তাহারা পাপ-কর্ম্মে বিরত হইয়া আপনারা শান্ত ও সুখী থাকে এবং অপরলোকের অনিষ্টাচরণে নিবৃত্ত হয় এই অভিসন্ধি রাখিয়া, এতদ্বিষয়ে রাজ-নিয়ম সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু উক্তরূপ আচরণ দ্বারা তাহাদের কষ্ট সাধন হয় না এমত নহে। পীড়িত ব্যক্তির ক্লেশ দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া চিকিৎসারম্ভ করিলে, যেমন নিরন্তর শয্যা-শয়ন, বিস্বাদ ঔষধ ভক্ষণ ও অন্যান্য কারণ দ্বারা তাহার ক্লেশ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সদয়ান্তঃকরণে অসচ্চরিত্র মনুষ্যদিগের চরিত্র শোধনার্থ উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে, তাহাদিগকেও অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তাহারা অবিরত অবরুদ্ধ থাকে, অসচ্চরিত্র স্বাভিমত লোকের সহিত আলাপ ও সহবাস বিষয়ে নিবারিত হয়, এবং বাসনানুরূপ কুকর্ম্ম সাধনে অসমর্থ হইয়া বাসনা-বিরুদ্ধ শ্রমজনক কার্য্যে নিয়োজিত হয়। একান্তে অবরুদ্ধ থাকা ও স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পাদনে নিবারিত হইয়া স্বীয় বাসনার বিপরীত কর্ম্মে নিয়োজিত হওয়া কিরূপ ক্লেশকর, তাহা যাঁহারা না জানেন, তাঁহারাই কহেন, পাপীদিগের প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার করিলে, তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না, এবং তাহা দেখিয়া অন্য লোকের পাপকর্ম্মে শঙ্কা জন্মেনা। কোন ব্যক্তি মদ্য-পানে অত্যন্ত অনুরক্ত হওয়াতে, তাহার আত্মীয় বন্ধুরা তাহাকে অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নানামতে উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে সে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিয়াছিল, বন্ধু তুমি যাহা বলিলে, অতি যথার্থ, কিন্তু আমি আর লোভ সম্বরণ করিতে সমর্থ নহি। যদি আমার এক দিকে এক পাত্র মদ্য বিদ্যমান থাকে, এবং সুগভীর নরক-কুণ্ডের মুখ অন্যদিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, আর যদি আমার এরূপ নিশ্চয় প্রত্যয় থাকে, যে ঐ মদ্য এক পাত্র পান করিবা মাত্র ঐ নরক-বিবরে প্রবেশ করিতে হইবে, তথাপি আমি লোভ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইনা। তোমরা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃজ্জন, অতএব, তোমাদিগের নিকট আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু আমার চরিত্র শোধনের আর সম্ভাবনা নাই, অতএব সে বিষয়ে তোমরা নিরস্ত হও*।" ঐ ব্যক্তি খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং তাহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে পাপাচরণ করিলে, চিরকালের মত নরক বাস ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। চিরকাল নিরয়-যন্ত্রণা ভোগের আশঙ্কা যে ব্যক্তিকে পাপানুষ্ঠানে নিবৃত্তি করিতে না পারিল, তাহার আর কিরূপ শাস্তি ভয়ে নিরস্ত হইবার উপায় আছে?

যাহার যে বৃত্তি তেজস্বিনী, সে সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উক্তপ্রকার ব্যগ্র হইয়া উঠে। সেই বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবার উপায় রহিত হওয়া অপেক্ষা ক্লেশের বিষয় আর কি আছে? এইরূপ ক্লেশ ভোগকে স্বীয় কর্ম্মের বিলক্ষণ শাস্তি ভোগ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি দণ্ড-ভোগের আশঙ্কায় পাপানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে কারাবরোধ ও উক্তরূপ ক্লেশ ভোগ দ্বারা অবশ্যই হইতে পারে। যে কর্ম্ম করিলে যেরূপ ক্লেশের উৎপত্তি হওয়া উচিত, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাহা একেবারেই নিয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। সে কর্ম্ম করিলে সেইরূপ বেদনা স্বভাবতঃ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদতিরিক্ত ক্লেশ-পরম্পরা কল্পনা করিয়া মর্ত্যলোকের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করা মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। যেমন পীড়িত ব্যক্তির পীড়া শান্তির নিমিত্ত চিকিৎসা করান বিধেয়, সেই রূপ, পাপ-পীড়ায় প্রপীড়িত ব্যক্তিকে সদুপদেশ প্রদান,

---

* Simpson's Criminal Jurisprudence. p 59,

স্তেতকর সামগ্রীর অসন্নিধান, কুলোকের সহিত সহবাস নিবারণ, লোকের উপকার-জনক শ্রমজনক কার্য্যে নিয়োজন ইত্যাদি উপায় দ্বারা অধর্ম্মরূপ মহারোগ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৬ শকের অগ্রহায়ণ অবধি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আয় ব্যয় স্থিতির নিরূপণ

আয়

দান প্রাপ্ত … … …	৩৯৫৶১৫
পুস্তক বিক্রয় … … …	৬৮৷৵০
তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রাপ্ত …	১০০
গত মাসের স্থিত … …	১১২৸৶১০
	৬৭৩৷৶৫

ব্যয়

কর্ম্মচারি গণের বেতন … … …	৪৪৩৷০
বিবিধ ব্যয় … …	১৪৩।১৫
	৫৮৬।১৫

স্থিতি

স্থিত … … … …	৯০৵১০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মিত্র … …	১
" কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় … …	১
" দুর্গা চরণ গুপ্ত … … …	১০
" রাধা মোহন বসু … …	১
" দুর্গা দাস কর … … …	৪
" মদন মোহন সেন … …	১
" কৈলাস চন্দ্র বসু … … …	১
" রাখাল দাস হালদার … …	১
" ক্ষেত্র চন্দ্র দত্ত … … …	১
" বৈষ্ণব দাস আঢ্য … …	১
" প্যারী মোহন বসু … … …	১
" মনো মোহন বসু … …	১
" শ্যাম লাল মিত্র … … …	৪
" কুঞ্জ বিহারি চক্রবর্ত্তি … …	২
" ভুবন মোহন নিওগী … … …	১
" নীল মাধব মিত্র … … …	৩
" রাম তনু চক্রবর্ত্তি … … …	১
" কৃষ্ণ নাথ কুণ্ডু … …	১
" দ্বারিকা নাথ কুণ্ডু … … …	১
" যষ্টিচন্দ্র মজুমদার … …	১
" মথুরা নাথ কুণ্ডু … … …	৪
" রাম ধন মজুমদার … …	১
" হরি নাথ কুণ্ডু … … …	১
" নবীন চন্দ্র কুণ্ডু … … …	১
" বিহারি লাল মজুমদার …	১
" নবীন চন্দ্র বারিক …	১
" দিননাথ মণ্ডল … …	১
" রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর … …	৫৬
" গোপালচন্দ্র হাজরা … … …	১
" গুরুচরণ দত্ত … … …	৩
" মতিলাল মজুমদার … … …	৩
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর … … …	১০১
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর … …	২
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর … … …	২
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর … …	২
" যজ্ঞেশ্বপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় … …	২
" কাশীশ্বর মিত্র … … …	১০
" শম্ভুচন্দ্র কর … … …	২
" তারকনাথ তত্ত্বরত্ন … …	৫
" সাগরচন্দ্র সুর … … …	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি … …	১
" শিবচন্দ্র মিত্র … … …	১
" লোকনাথ ঘোষ … … …	১
" পরমাথচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় … …	১
" নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় … …	১
" রামনারায়ণ কর … … …	৩
" গোবিন্দচাঁদ ধর … …	২
" কানাইলাল পাইন … …	৫
" ঈশ্বরচন্দ্র দে … … …	২৫
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় … …	২
" সাগর লাল দত্ত … … …	১
" ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় …	১
" হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় … …	১
" হলধর রায় … … …	১
" হরিমোহন নন্দী … … …	৪
" নন্দলাল বসু … … …	২৪
" রামকানাই সেন … …	৫
" রাজনারায়ণ বসু … …	৫
" রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় … …	৩
" কাশীনাথ দত্ত … … …	১৬
" চন্দ্রশেখর দেব … …	৫
" বদনচন্দ্র দাস … … …	২
" বৈকুণ্ঠনাথ লাহুড়ি … …	১
" বিহারিলাল ভট্টাচার্য্য … …	১
অল্প দানের সমষ্টি … … … …	৭
দানাধারে প্রাপ্ত … … …	৫৮৶১৫
	৩৯৫৶১৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ বৈশাখ শুক্র বার সম্বৎ ১৯১২। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৬।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ

১৪২ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প

চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মস্তোত্র

হে রাজাধিরাজ করুণাময় মহারাজ তুমি যে আমাদের কেমন রাজা, তাহা কি ? রাজা হইয়া অকৃত্রিম স্নেহ-পূর্ণ পিতার তুল্য স্নেহ করে, এমন রাজা কে কোথায় দেখিয়াছে ? রাজা হইয়া হৃদয়াধিক বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করে, এমন রাজাই বা কে কোথায় দৃষ্টি করিয়াছে ? তুমি যে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়-জনিত, বুদ্ধি-জনিত ও ধর্ম্ম-জনিত কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ তাহা কি বর্ণন করিব ? যদি কেহ সিন্ধুর সলিল বিন্দু বিন্দু করিয়া গণনা করিতে সক্ষম হয়, তথাচ তোমার প্রেম-সিন্ধু পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবেনা। যদি কেহ সমস্ত নক্ষত্র গণনা করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে, তথাচ তোমার করুণার স্থল গণনা করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হইবেনা। তুমি যে আমাদিগকে তোমার তত্ত্ব-রস পানে অধিকারী করিয়াছ, আমাদিগের ইহা অপেক্ষায় সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব-বোধে নিতান্ত অসমর্থ, বিশ্ব-সংসার তাহার পক্ষে অতিমাত্র অকিঞ্চিৎকর। অস্বামিক গৃহ ও অরাজক রাজ্যের বিষয় মনন ও আন্দোলন করিয়া কে তুষ্ট হইতে পারে ? জীবন-শূন্য শরীর ও নিরাশ্রিত আত্মার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই বা কে প্রসন্ন হইতে পারে ? যে ব্যক্তি তোমার প্রেমামৃত-রস পান করে নাই, তোমার এমন অদ্ভুত বিশ্ব-কার্য্যও যৎসামান্য অসুন্দর ধূলি-রাশি মাত্র বলিয়া তাহার প্রতীত হয়। শৈত্য-গুণ যেমন গন্ধবহের, এবং গন্ধ ও মকরন্দ যেমন সুগন্ধ পুষ্পের মাধুর্য্যদায়ক, সেই রূপ, তোমার প্রেমামৃত-রস বিশ্ব-কাননের মাধুর্য্যকারী। যে ব্যক্তি তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই, এ জগৎ যে কত মধুর ও কত সুন্দর তাহা সে কি জানিবে ? যে ব্যক্তি তোমার প্রেম-রস পান করিয়াছে, তাহার পক্ষে সকলই মধুময়, সকলই সুধাময়, সকলই সৌন্দর্য্যময়। সে দেখিতে পায়, সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ মধ্যে, তোমারই প্রীতি-সৌরভ উত্থিত হইতেছে, সুমন্দ মারুতের সঞ্চরণ মধ্যে তোমারই প্রীতি-সমীরণ সঞ্চরিত হইতেছে, নিশাকরের কিরণ-ধারায় তোমারই প্রেমামৃত-ধারা ক্ষরিত হইতেছে, সুবিমল নির্ঝর-নীরে তোমারই পরম পবিত্র প্রীতি-বারি চলিত হইতেছে, এবং পরিশুদ্ধ প্রস্রবণ মধ্যে তোমারই প্রীতি রূপ বিশুদ্ধ সলিল নিঃসৃত হইতেছে। যাহার দৃক্-শক্তি আছে, দিবাকরের উদয়াস্ত-কালীন অদ্ভুত সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া সে অবশ্যই মোহিত হয় তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার প্রেমে প্রেমিক ব্যক্তি সেই শোভার অভ্যন্তরে যে

কিরূপ অত্যাশ্চার্য্য অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করেন, তাহা আর কেহই জানে না, কেবল তিনিই বিরলে দৃষ্টি করেন। যাহার শ্রবণ-শক্তি আছে, মধুমাসে মধুর-ভাষী বিহঙ্গ-কুলের সুমধুর গান শ্রবণ করিয়া সে অবশ্যই পুলকিত হয় তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার প্রেমে প্রেমিক ব্যক্তি সেই সঙ্গীত-শব্দ সহকারে যেপ্রকার পীযূষময় প্রেমের সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রপুলকিত হন তাহা আর কেহই জানে না, কেবল তিনিই বিরলে পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করেন। নিদাঘ-সময়ে সামান্য লোকেও সুগন্ধ চন্দনে চর্চ্চিত হইলে প্রমোদিত হয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা তোমার প্রেমে প্রেমিক ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে অলোক-সামান্য আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়, তাহা আর কেহই জানে না, কেবল তিনিই বিরলে অনুভব করিয়া ধন্যবাদ করেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বিবিধ সামগ্রীর রসাস্বাদন করিলে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার প্রেমে প্রেমিক ব্যক্তির হৃদয় মধ্যে সেই রসের উদ্বোধ সহকারে যে অনির্ব্বচনীয় কৃতজ্ঞতা-রসের উদ্রেক হয়, তাহা আর কেহই জানে না, কেবল তিনিই বিরলে অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত হন।

হে প্রেমসিন্ধু পরম বন্ধু! তোমার প্রেমেরও অন্ত নাই, করুণারও পার নাই। চন্দন যেমন গন্ধময়, নিশান্ত যেমন শৈত্যময়, বসন্ত যেমন মাধুর্য্যময়, এবং পৌর্ণমাসী যেমন সুধাময়ী হইয়া প্রতীয়মান হয়, বিশ্ব-সংসার সেইরূপ তোমার প্রেমময় হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তুমি আপন ইচ্ছায় আমাদিগের প্রতি অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়াছ। আমরা কিরূপে তাহার পরিশোধ করিব? কিরূপেই বা তোমার প্রীতির যোগ্য পাত্র হইব? আমরা কেনই হতাশ হইতেছি! যত্ন করিলে, অবশ্য কণামাত্রও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব। প্রীতিই প্রীতি-পরিশোধের একমাত্র উপায়। তোমার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাতে অনুরক্ত হওয়া ব্যতিরেকে আর কি প্রকারে তোমাকে প্রীতি করিতে হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। কেবল এই অমূল্য কথাটি অবগত আছি; ইহ লোকে তোমার প্রীত সংসারকে প্রীতি করিলেই, তোমার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায়। আমাদের পরিপাটী শরীর ও সুখাবহ মন তোমার প্রেমের ধন, অতএব ঐ উভয়কে প্রীতি করা উচিত। আমাদের স্নেহাস্পদ কন্যা পুত্র, প্রণয়াস্পদ ভার্য্যা মিত্র, এবং শ্রদ্ধাস্পদ জনক জননী তোমার প্রীতির পাত্র, অতএব এই সমুদায়কে প্রীতি করা উচিত। প্রতিবাসী, স্বদেশীয় জন, পণ্ডিতগণ, মানববর্গ ও অপর প্রাণী তোমার প্রীতি-স্থান, অতএব তাহাদিগকে প্রীতি করা উচিত। পাঠ-মন্দির, আরোগ্য-শালা, ঔষধাগার, পুস্তকাগার, অনাথনিবাস, সভামণ্ডপ, ধর্ম্মাধিকরণ, শিল্পশালা ও বাণিজ্য-গৃহ তোমার প্রীতির স্থল, অতএব সে সমুদায়কে প্রীতি করা উচিত। কৃষীবলের হলযন্ত্র, সূত্রধরের করপত্র, চিত্রকরের তূলিকা, গ্রন্থকারের লেখনী ও আচার্য্যদিগের বিশুদ্ধ আসন তোমার প্রীতির বিষয়, অতএব সে সমুদায়কে প্রীতি করা উচিত। জ্যোতির্বিদের দূরবীক্ষণ, উদ্ভিদ্বেত্তার অণুবীক্ষণ, নাবিকদিগের দিগ্দর্শন, মুদ্রাকরের যন্ত্রালয়, বাষ্পীয় রথের লৌহ-পথ, এবং তাড়িত বার্ত্তাবহের পরমাদ্ভুত কৌশল তোমার পরম পবিত্র প্রীতি-ভূমি, অতএব, সে সমুদায়কে প্রীতি করা উচিত। হা! আমরা অতি অক্ষম জীব। তোমার জগতের প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করা উচিত, আমরা তাহার কোটি অংশের একাংশও না পারিয়া সাপরাধ রহিয়াছি। যদি তদ্বিষয়ে নিতান্ত ইচ্ছা ও একান্ত যত্ন থাকে, তাহা হইলেও, জীবন সার্থক বোধ হয়। নাবিকগণ যেমন ধ্রুব নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমুদ্রযান সঞ্চালন করে, সেইরূপ, আমাদের অন্তঃকরণ যেন তোমার প্রতি স্থির থাকিয়া তোমারই প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকে, ইহাই আমাদের বাসনা। "আমি তোমাকে মনের সহিত প্রীতি করি" এই কথা যেন মনের সহিত কহিতে পারি ইহাই আমাদের কামনা।

ধর্ম্মনীতি

১৪১ সংখ্যক পত্রিকার ১৬ পৃষ্ঠার পর

কুকর্ম্মীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। তৎ সমুদায় সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রাণ-দণ্ড বিধান করা কোন রূপেই সঙ্গত বোধ হয় না। প্রাণ-দণ্ড করা ক্রোধের কার্য্য, কদাচ দয়ার কার্য্য নহে। যে ব্যক্তি যত গুরুতর কুকর্ম্ম করে, তাহার তত গুরুতর দণ্ড করা মাত্র যাঁহারা দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণ-দণ্ড বিষয়ক ব্যবস্থা বিহিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা কুকর্ম্মীর চরিত্র সংশোধন ও জনসমাজের অনিষ্ট নিবারণ মাত্র দণ্ডবিধানের অভিসন্ধি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা আর প্রাণ দণ্ড বিষয়ক বিধান বিহিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না। অপরাধী ব্যক্তির প্রাণ-দণ্ড করিলে, তাহার কেবলই অপকার করা হয়, কিছুমাত্র উপকার করা হয় না। তাহার আর লোকের উপর উপদ্রব করিবার সম্ভাবনা থাকে না বটে, কিন্তু তাহাকে চিরজীবন রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও, সে বিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারে; তাহার প্রাণবধ করা আবশ্যক করে না।

প্রাণ-দণ্ড নির্দ্দয়ের কার্য্য। প্রাণ দণ্ডের বিধি প্রচলিত থাকিলে, তদর্থে প্রাণঘাতক নিযুক্ত রাখিতে হয়। যে ব্যক্তি ঐ ঘৃণিত ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহার দয়ার অঙ্কুর পাপাগ্নি-শিখার ভষ্মীভূত হইয়া যায়। মনুষ্য হইয়া এতাদৃশ কুৎসিত ক্রিয়ায় ব্রতী হওয়া অপেক্ষায় পশুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। অতএব, যে নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, এ প্রকার ঘৃণাকর ব্যবসায় প্রচলিত রাখিতে হয়, তাহা কদাচ বৈধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে কুকর্ম্মীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত হইলে, প্রাণ-দণ্ড বিধানের আর তাদৃশ প্রয়োজনও থাকিবে না। যাহারা প্রাণ-দণ্ডার্হ গুরুতর দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অতি অপকৃষ্ট-স্বভাব তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা একেবারেই নর-হত্যায় প্রবৃত্ত হয় এমত বোধ হয় না। তাহার পূর্ব্বে অন্যান্য সামান্য কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। লিপ্ত হইলে সুতরাং ধৃত ও রুদ্ধ হইতে পারে। একবার রুদ্ধ হইলে, এই প্রস্তাবে প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে যত দিন বিনীত ও সংশোধিত-চরিত্র না হইবে, তত দিন আর নিষ্কৃত হইবে না, সুতরাং যে সমস্ত গুরুতর কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণ-দণ্ড হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার আর অবসর পাইবে না।

অনেকে মনে করেন, প্রাণ-দণ্ড বিষয়ক নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, লোকে প্রাণের আশঙ্কায় নরবধ রূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠানে নিরস্ত হইতে পারে। কিন্তু সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ আপত্তি তাদৃশ বলবতী বোধ হয় না। আমাদিগের জিঘাংসা নামে একটি বৃত্তি আছে। হনন করিবার বাসনা হওয়া সেই বৃত্তির স্বভাব। যদবধি সেই বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, তদবধি তাহা হইতে অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যখন অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শাসন অতিক্রম করিয়া উঠে, তখনই নরহত্যা ও আত্মহত্যাস উৎকট পাপে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। সেনাগণ হিংসা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সতত জিঘাংসা বৃত্তিরই চালনা করে এই নিমিত্ত, আত্মহত্যা পাপ তাহাদিগের মধ্যে যত অনুষ্ঠিত হয়, অন্য কোন লোকের মধ্যে তত হয় না। নরঘাতীদিগের স্বকীয় প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা প্রবল থাকিবারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যুত, তাহাদের মধ্যে অনেককেই স্বেচ্ছানুসারে আত্মঘাতী হইতে, অথবা আত্মঘাতী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতে, সতত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়। কেহ বা কাহাকেও বধ করিবার পর ক্ষণেই আত্ম প্রাণ সংহার করে। কেহ বা নরহত্যা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচারাগারে উপস্থিত হইয়া

প্রাণ-দণ্ডের প্রার্থনা করে। কাহাকেও বা এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধরা পড়িবার কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া ও তাহার প্রতিবিধানের কিছুমাত্র উপায় চিন্তা না করিয়া, উক্ত পাতকে প্রবৃত্ত হয়। কোন সুক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত এবিষয়ের প্রচুর প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নরঘাতীদিগের তিন ভাগের মধ্যে অনূ্যন দুইভাগকে আত্ম-বধে উদ্যত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় *। অতএব, মনের যে অবস্থা হইলে, আত্মহত্যায় উৎসাহ জন্মে, সে অবস্থায় প্রাণ-দণ্ড ভয়ে নর-হত্যায় নিবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

প্রাণ-দণ্ড অতি কুৎসিত কার্য্য। তাহা দেখিলে, নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ ব্যতিরেকে কদাচ শাসিত হয় না। রাজ-বিচারানুসারে কাহারও প্রাণ-দণ্ড উপস্থিত হইলে, রিপু-প্রধান নিকৃষ্ট লোকেরাই তাহা পরম কৌতুকের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে যায়, এবং দেখিতে গিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, প্রফুল্ল মনে প্রত্যাগমন করে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড দেশে বিশাপ ও উইলিয়ম নামক দুই ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হয়। তাহা দেখিবার নিমিত্ত, সেই দিবস প্রভাত-কালে ন্যূনাধিক ৩০০০০ লোক তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ঐ দুই ব্যক্তির বধ-ভূমিতে আনয়ন ও বধ-মঞ্চ আরোহণ দেখিয়া উৎসাহিত চিত্তে বারম্বার চিৎকার করিতে লাগিল, এবং তাহাদের প্রাণ-সংহার সঙ্ঘটন সময়ে, কয়েক বার ভয়ঙ্কর জয়ধ্বনি ও আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। ঐ সকল ব্যক্তি নরঘাতীর প্রাণ দণ্ড দেখিয়া আপনাদিগের জিঘাংসা বৃত্তির শাসন করিবে ইহা মনোমধ্যে ক্ষণমাত্রও স্থান দেওয়া যায় না। প্রত্যুত, দুই ব্যক্তি যে প্রকার নরহত্যা করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ-দণ্ডের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সেই প্রকার নর-বধের বৃত্তান্তে ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। একদা ইওয়ার্ট নামে এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে হৌস্ আব কামান্স নামক রাজকীয় সভায় ১৬৭ ব্যক্তির প্রাণ-দণ্ডের বিষয় উত্থাপন করিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ১৬৪ জন অন্যান্য লোকের প্রাণ-দণ্ড স্থলে উপস্থিত ছিল *। সেই সকল লোকের প্রাণ-নাশ দেখিয়া তাহাদিগের জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ ও উত্তেজিত হইয়াছিল এরূপ মীমাংসা করা সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়।

নরঘাতীর প্রাণ-বধ দেখিয়া অন্য লোকের নরবধে নিবৃত্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়না, কিন্তু প্রবৃত্ত হইবার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের যেমন জিঘাংসা বৃত্তি আছে, সেই রূপ অনুচিকীর্ষা নামে আর একটি প্রবৃত্তি আছে। প্রাণ-দণ্ড দর্শকদিগের ঐ দুই বৃত্তি মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপাদন করে। একদা ফরাশিশ দেশের এক জন সৈনা কোন সৈনিক-গৃহে থাকিয়া আত্ম-ঘাতী হয়; তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া উপর্য্যুপরি অনেক ব্যক্তি সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্তানুসারে সেই গৃহের মধ্যে আত্ম প্রাণ সংহার করে। এই বিষম বিভীষিকা দৃষ্টি করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষেরা যখন ঐ গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তখন তথায় আত্মহত্যা হওয়া নিবৃত্ত হইল। এক ভগ্ন-শরীর সৈনিক ব্যক্তি কোন চিকিৎসালয়ের দ্বারদেশে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করে। তাহা দেখিয়া এক পক্ষের মধ্যে অন্য চতুর্দ্দশ ব্যক্তি সেই স্থানে আত্ম-হত্যায় প্রবৃত্ত হয়। পরে যখন চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষেরা বিবেচনা করিয়া, সেই স্থানে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, তখন তথায় আত্মহত্যা রহিত হইল। এরূপ প্রবৃত্তি কেবল ফরাশিশদিগেরই স্বভাব-সিদ্ধ নহে। অন্যান্য দেশেও এইরূপ ভূরি ভূরি ঘটনা ঘটিবার বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব, প্রাণ-বধ দেখিয়া প্রাণ-বধে আশঙ্কা ও নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, প্রবৃত্তি হইবারই বহুতর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় †।

* Criminal Jurisprudence by M. B. Sampson p. 79

* Criminal Jurisprudence by M. B. Sampson p. 105

† Criminal Jurisprudence by M. B. Sampson p. 104 & 105

যখন যে রাজ্যে প্রাণদণ্ডের বিধি অপ্রচলিত হইয়াছে, তখন সে রাজ্যে নরবধ রূপ মহাপাপের হ্রাস ব্যতিরেকে কদাচ বৃদ্ধি হয় নাই। টস্কানি রাজ্যে যে সময়ে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না, তখন তথায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ৪টি মাত্র লোক মনুষ্য কর্ত্তৃক হত হয়। কিন্তু সে সময়ে রোমক রাজ্যে ঐ নিয়ম প্রচলিত ছিল, এবং তথায় এক বৎসরের মধ্যে তাহার দ্বাদশগুণ লোক উক্ত রূপে হত হইয়াছিল *। রাজপুরুষেরা প্রাণ-দণ্ড বিধান দ্বারা যেরূপ ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন, চিরকাল কারাবাস রূপ দণ্ড প্রদান দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। চিরজীবন কারাগারে রুদ্ধ থাকা অপেক্ষায় ক্লেশকর বিষয় আর কিছুই নাই বোধ হয়।

পূর্ব্বে ব্রিটিশ রাজ্যে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি ও কূট-লেখন দোষে দোষী হইলেও প্রাণদণ্ড হইত। সে সময়ে লণ্ডন নগরে এক এক বারে ১০।১২ জনের বধ-দণ্ড একত্র অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ইহাতে ঐ সমস্ত কুক্রিয়ার নিবৃত্তি হইল না দেখিয়া, রাজপুরুষেরা তৎপরিবর্ত্তে নির্ব্বাসন রূপ কঠিন শাস্তি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর রূপে প্রচলিত করিলেন।

কিন্তু নির্ব্বাসন করাও কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহাতেও দণ্ডদাতার অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিচারকর্ত্তা যাহাদিগকে নির্ব্বাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করেন, তাহারা নির্ব্বাসিত হইবার পূর্ব্বেও পরস্পর একসঙ্গে অবস্থিতি করে, এবং নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়াও, একত্র অবস্থান ও একত্র কথোপকথন করিয়া থাকে। তাহারা তথায় কোন কর্ম্মে নিয়োজিত হয় না, এবং কিছু মাত্র শিক্ষা পায় না। তাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় পূর্ব্ববৎ তেজস্বিনী থাকে, এবং অসৎসঙ্গ ও অসদালাপ দ্বারা উত্তরোত্তর বলবতী হয়। কিছু দিন হইল, কতক গুলি ব্যক্তি এতদ্দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রপোতে দেশান্তর গমন করিতেছিল, পথের মধ্যে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া রক্ষকদিগকে এবং ঐ জাহাজ সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগকে যেরূপ হত ও আহত করিয়াছিল, তাহা অনেকেরই অবশ্য স্মরণ আছে তাহার সন্দেহ নাই। অসৎসঙ্গ ও অসৎমন্ত্রণা দ্বারা অসৎলোকের যেরূপ প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব, উক্ত ঘটনা তাহারই একটি উদাহরণ মাত্র। ঐ সমস্ত পাপিষ্ঠ নরাধম নির্ব্বাসিত হইয়া যে স্থানে প্রেরিত হয়, সে স্থানে উপনীত হইয়া ও নিষ্কৃতি পাইয়া লোকের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে, এবং অনেকে দার পরিগ্রহ করিয়া আপনাদের অনুরূপ অসৎ সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব, দোষীদিগের প্রতি দণ্ডবিধানের যেরূপ অভিসন্ধি ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাসন দ্বারা কদাচ সিদ্ধ হইবার নহে। তদ্দ্বারা তাহাদিগেরও চরিত্র শোধন হয় না, এবং জনসমাজেরও অনিষ্ট নিবারণ হয় না। প্রত্যুত, তাহাদিগের ও জনসমাজের উভয়েরই অনিষ্ট সাধন হয়। তাহারা স্বদেশে থাকিলে, কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া গুরুজনের ভয়ে, আত্মীয় জনের ভয়ে ও লোক-লজ্জার ভয়ে অনেক প্রকার অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত থাকিতে পারে, কিন্তু দেশান্তরিত হইলে, সেই সমস্ত ভীতি-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারিবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পৃথিবী-মণ্ডলে পাপের প্রবাহ মন্দীভূত করা যদি আবশ্যক হয়, এবং দোষীদিগের প্রতি ন্যায়-সিদ্ধ সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে প্রাণ-দণ্ড ও নির্ব্বাসন একেবারে রহিত করাই শ্রেয়ঃকল্প।

এক্ষণে এবিষয়ের উপসংহার করা কর্ত্তব্য। কুকর্ম্মশালী ব্যক্তিরা যাহাতে আপনাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আপনার ও জনসমাজের অনিষ্টোৎপাদন করিতে সমর্থ না হয়, এবং তাহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যাহাতে চালিত, উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কর্ম্মণ্য হয়, তাহার উপায় করা উচিত। তদর্থে তাহাদিগকে রুদ্ধ রাখা, শিক্ষা দেওয়া এবং শ্রম-সাধ্য ব্যবসায়-বিশেষে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেবল পুস্তক পাঠ দ্বারা তাহাদের চরিত্র শোধন হওয়া

* Criminal Jurisprudence by M. B. Sampson p. 111

সম্ভব নহে। যেরূপ উপদেশ ও যেরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, সেইরূপ উপদেশ দেওয়া ও সেইরূপ অনুষ্ঠান করান আবশ্যক। তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নহে, যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে ও আরামে থাকিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তাহাদের বৈরনির্য্যাতন করা অথবা তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা যে রাজনিয়মের উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত, পীড়িত ব্যক্তিদিগের রোগ-শান্তি মাত্র যেমন চিকিৎসালয় সংস্থাপনের এক মাত্র প্রয়োজন, সেইরূপ, দুষ্প্রবৃত্তিরূপ মানসিক পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিদিগের কল্যাণ সাধন মাত্র কারাগার প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা তাহাদিগের দৃঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। রোগীদিগকে যেমন চিকিৎসার্থে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, কারাগারস্থ ব্যক্তিদিগকেও আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তিরূপ দারুণ রোগের দমনার্থ ক্লেশ পাইতে হয় একথা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকতর দুঃখ নিবারণ ও সমধিক কল্যাণ সম্পাদনই যে ঐ ক্লেশ প্রাপ্তির একমাত্র প্রয়োজন, ইহা তাহাদিগের প্রত্যয় করা অত্যন্ত আবশ্যক। কুকর্ম্মীদিগের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত হইলে, কারাগার অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যাগার হইয়া উঠিবে। জনক জননী কুকর্ম্মান্বিত সন্তানদিগকে তথায় স্থাপিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না; প্রত্যুত, উৎসাহ পূর্ব্বক সচেষ্টিত হইয়া তথায় তাহাদিগকে প্রেরণ করিবেন, এবং অনেকে আপনার দুষ্প্রবৃত্তি দমন বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে সেইস্থানে উপস্থিত হইবেন।

উল্কাপিণ্ড

পূর্ব্ব-কালীন মনুষ্যেরা যে সমস্ত ভৌতিক বিষয়ের কোন প্রকার বাস্তবিক নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহার মধ্যে অনেক বিষয়ই অলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধূমকেতুর আবির্ভাব, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ ঘটনা, উল্কাপাত ও ভূমিকম্প এই সমুদায়কে অশুভ-সূচক উৎপাত বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক, ঐ সমস্ত ঘটনার সহিত মনুষ্যের শুভাশুভ লক্ষণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। প্রত্যুত, ঐ সমস্ত বিষয় বিশ্বপতির বিশ্ব-রাজ্যের পরমৈশ্বর্য্য-প্রকাশক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে! ধূমকেতু সমুদায় পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়া সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ ঘটনাও তাঁহারই নিয়মানুসারে নিরূপিত সময়ে ঘটিয়া থাকে। তিনি ভূগর্ভ-নিহিত পদার্থ বিশেষে যে সমস্ত গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে স্থান বিশেষের কম্পন হওয়াকে ভূমিকম্প কহে। উল্কা কি পদার্থ, পশ্চাৎ তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

ইদানীং অনেকে মধ্যে মধ্যে অন্তরিক্ষ হইতে ধাতুপিণ্ড-পাতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিবেন। সেই সমস্ত ধাতুপিণ্ড এই প্রস্তাবে উল্কাপিণ্ড বলিয়া লিখিত হইল। রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে নক্ষত্র-পাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বাস্তবিক উল্কাপাত, নক্ষত্র-পাত নহে। এক এক টি নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষায় কত লক্ষ গুণ বৃহৎ তাহা বলা যায় না। সে সমুদায় পৃথিবীর উপর পতিত হইলে, পৃথিবীর প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়। উল্কাপিণ্ড পতিত বা চলিত হইবার সময়ে নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। ১৭৭২ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণে দিবা দ্বিপ্রহর তিনি ঘণ্টার সময়ে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়, তাহা কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সমাজের চিত্রশালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে কতস্থানে ঐরূপ কত উল্কাপিণ্ড পতিত হয়, তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। এক এক দিন লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড আকাশ-মণ্ডলে আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে।

ঐ সমস্ত উল্কাপিণ্ড পতিত হইবার সময়ে অন্তরিক্ষে একটী জ্বলীয় অগ্নি-শিখা

চলিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ একটা মহাশব্দ উৎপন্ন হয়। কখন কখন এপ্রকার ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপাদিত হইয়া থাকে যে, ঘর, দ্বার, প্রাচীর প্রভৃতি কম্পিত হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের নিকটে যে উল্কাপিণ্ড পতিত হইবার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পড়িবার সময়ে কামানের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। কখন কখন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অকস্মাৎ একখানি ঘোরতর মেঘ উপস্থিত হইয়া অতি গভীর শব্দ-পরম্পরা উৎপন্ন হয়, এবং সেই সঙ্গে বহু-সংখ্য উল্কাপিণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। এক এক সময়ে ঐরূপ মেঘ হইতে সহস্র সহস্র উল্কাপিণ্ড পতিত হইতে দৃষ্টি করা গিয়াছে।

উল্কাপাতের সময়ে শিখা দেখা যায় ও শব্দ হইয়া থাকে, ইহা বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নভোমণ্ডল হইতে যে উল্কাপিণ্ড পতিত হয় ইহা সেরূপ প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। উহা পতিত হইবার সময়ে উষ্ণ থাকে। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বরে ফরাশিশ দেশে উল্কাপাত হইয়া একটি শস্যাগার একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

রাত্রি কালে অগ্নি-শিখা হইতেই পতিত হউক, আর দিবাভাগে মেঘ হইতেই বা বর্ষিত হউক, সমুদয় উল্কাপিণ্ডই একরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ। লৌহ, তাম্র, টিন, গন্ধক, নিকেল, কোবাল্ট, সোডা প্রভৃতি অষ্টাদশ টি পার্থিব বস্তু উল্কাপিণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই, সে বস্তু উহাতে দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীতে খনির মধ্যে বিশুদ্ধ লৌহ ও বিশুদ্ধ নিকেল-ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, উহাদের সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু উল্কাপিণ্ডে যে লৌহ ও নিকেল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ। তাহার সহিত অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, উল্কাপিণ্ড পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় নাই; পৃথিব্যাদি গ্রহগণের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে। পৃথিবীমণ্ডলে যে সমুদয় পদার্থ আছে, উল্কাপিণ্ডও যখন তাহারই কিয়দংশে পরিপূর্ণ, তখন গ্রহ ও উপগ্রহগণও পার্থিব পদার্থে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে।

সকল উল্কাপিণ্ড সমানরূপ বৃহৎ নহে। ছোট বড় নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ব্রেজিল রাজ্যের অন্তঃপাতী বেহিয়া নামক স্থানে একটা উল্কাপিণ্ড পতিত আছে, তাহার ব্যাস ন্যূনাধিক ৫ হস্ত হইবে। লিখিত আছে, গ্রীশ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটিস যে বৎসর জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বৎসর সে দেশের ঈগস্ পোটেমস্ নামক নগরে এক বৃহৎ উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। এত বৃহৎ, যে একখানি শকট তাহাতে সম্পূর্ণ রূপ বোঝাই হইতে পারে। খ্রিষ্টীয় শাকের দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে নার্ণি নামক নগরের নিকটবর্ত্তিনী নদীতে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়; উহা এত বৃহৎ, যে জলের উপর ৪ ফুট জাগিয়া ছিল। মঙ্গল জাতির মধ্যে এরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে, চীনরাজ্যের পশ্চিম খণ্ডে হরিনদীর প্রস্রবণ সন্নিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ উল্কাপিণ্ডের কিয়দংশ পতিত আছে, সেই পিণ্ড ২৭ হস্ত উচ্চ ছিল।

উল্কাপিণ্ড চতুর্দ্দিকে যে দাহ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা লইয়া পরিমাণ করিলে, অতিবৃহৎ বলিতে হয়। কোন কোন টার ব্যাস ৫০০ ফুট, কোন কোন টার বা ১০০০ ফুট, কোন কোন টার ব্যাস তদপেক্ষাও অধিক দেখা গিয়াছে। সর্ চার্লস ব্লাগ্ডেন নামক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি একটা উল্কা দৃষ্টি করেন, তাঁহার ব্যাস ২৬০০ ফুট হইবে।

সৌরজগতে কত কোটি উল্কাপিণ্ড নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। মধ্যে মধ্যে একেবারে এত উল্কাপাত হয়, যে তাহা দেখিলে ও শুনিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিতে হয়। আরবীয় ইতিহাসবেত্তারা বর্ণন করিয়াছেন, যে রাত্রে ইব্রাহিম বেন্ আহ্মদ নামক নরপতি প্রাণত্যাগ করেন, সেই রাত্রে বহুসংখ্য

নক্ষত্র পতিত হয়। ঐ নক্ষত্র-পাত অগ্নি-বৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা গ্রন্থ বিশেষে মধ্যে মধ্যে যে অগ্নিবর্ষণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ঐ রূপ কোন উল্কাপাত দৃষ্টে উদ্বোধিত হইয়াছে বোধ হয়। এরূপ ইতিহাস আছে, ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫এ এপ্রেল ফরাশিশদিগের দেশে শিলা-বৃষ্টির ন্যায় নক্ষত্র-বৃষ্টি হইয়াছিল। এরূপ লিখিত আছে, ১২০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ অক্‌টোবরে সমস্ত রাত্রি শলভ বর্ষণের ন্যায় নক্ষত্র বর্ষণ হইয়াছিল। ১৩৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১এ অক্‌টোবরে রাত্রি-শেষে একেবারে এত নক্ষত্র-পাত হয়, যে কেহই তাহা গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই।

১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বরে আমেরিকা হইতে যে অত্যদ্ভুত উল্কাপুঞ্জের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। ঐ দিবস রাত্রি নয় ঘন্টা অবধি পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল। অগ্নিক্রীড়ার নক্ষত্র-বাজীর ন্যায় অসংখ্য উল্কাপিণ্ড আবির্ভূত হইয়া চক্ষুর্গোচর সমস্ত নভঃপ্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে সমুদায় যে সময়ে সাতিশয় অবিরল দৃষ্ট হইয়াছিল, সে সময়ে কাহারও তাহা গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। অনন্তর যখন কিছু বিরল হইয়া আসিল, তখন বোষ্টন নাগরস্থ এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি ঘণ্টায় ৪০০০০ চল্লিশ সহস্র উল্কাপিণ্ড আবির্ভূত ও চলিত হইতেছে। ক্রমাগত সাত ঘণ্টা ঐ রূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বলিতে হয়, ২৮০০০০ দুই লক্ষ অশীতি সহস্র উল্কাপিণ্ড ঐ রজনীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সময়ে উল্কার সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে তদপেক্ষায় অধিক সংখ্যা দৃষ্টি-গোচর হয়। অতএব, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, উক্ত রজনীতে সৌরজগতের অন্তর্গত ৩০০০০০ তিন লক্ষ জড়ময় উল্কাপিণ্ড আমেরিকার ঊর্দ্ধদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বপতির বিশ্বভাণ্ডারে কত অদ্ভুত বস্তু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কেবল কয়েকটি গ্রহ, চন্দ্র ও ধূমকেতু মাত্রই সৌরজগতে বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অসংখ্য উল্কাপিণ্ড যে তাহার অন্তর্গত থাকিয়া নিরন্ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের স্বপ্নেরও গোচর ছিল না।

উল্কাপিণ্ডের গতির বিষয় বিবেচনা করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ কোন বস্তুর এতাদৃশ সত্বর গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ২টি উল্কাপিণ্ডের বেগ নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে একটির গতি প্রতিপলে ২৬৪ ক্রোশ। দ্বিতীয়টির বেগ প্রতি পলে ১৭৯ ক্রোশের ন্যূন ও ২২২ ক্রোশের অধিক নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ দুটির মধ্যে একটি ভূতলের দিকে অবতীর্ণ না হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩৬টি উল্কাপিণ্ডের গতি ও পথ নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে এক একটির বেগ প্রতি পলে ৩৮০ ক্রোশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই আগষ্টে সুইজর্লণ্ড দেশে অনেক গুলি উল্কাপিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়। তাহাদের বেগ প্রতি পলে গড়ে ২৩২৩ ক্রোশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহগণের গতির সহিত তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐ সকল উল্কাপিণ্ড বুধগ্রহ অপেক্ষায় ৭॥০ গুণ এবং পৃথিবী অপেক্ষায় ১১ গুণ প্রবলতর বেগে পরিভ্রমণ করে। অনেকানেক ধূমকেতুও উক্তরূপ সত্বরগামী নহে। মহিমার্ণব পরমেশ্বরের কতই শক্তি ও কতই মহিমা তাহা কে কহিতে পারে! আমরা তাঁহাকে যত মহৎ মনে করি, তিনি তদপেক্ষাও মহত্তর।

ঐ সমস্ত উল্কাপিণ্ড ভূমণ্ডল হইতে কত ঊর্দ্ধে উদিত হয় তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, পণ্ডিতেরা অনেক যত্ন ও অনেক আয়াস পাইয়াছেন, এবং গণনা করিয়া কতকগুলির উৎসেধাঙ্ক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এবিষয়ে অতিমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটার উৎসেধ ৩ ক্রোশ, কোনটার বা ৭০ ক্রোশ, কোনটার ১৪০ ক্রোশ, কোনটার বা ২৩০ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। ১৮৩৮

৭৮৩	...	...	...	...	...	...	...				
৯০২	...	...	...	...	...	...	...		...		
১০২৯	...	...	...	১৩	...	...	...			১৯	...
১০৯২	...	...	...	...	...	...	...		...	...	
১২০২	...	...	...	...	...	...	...		...		
১৭৪১	...	...	...	...	...	...	...				
১৭৭৭	...	...	...	...	...	১৭	...				
১৭৭৯	...	...	...	...	...	...	২৭				...
১৭৮১	...	...	...	...	...	...	২৭		...	...	১১
১৭৮৪	...	...	...	...	...	...	...	১		...	
১৭৮৫	...	...	...	...	...	...	...		...		
১৭৯৮	...	...	...	...	...	...	...	১		২৩	
১৭৯৯	...	...	...	...	...	...	...		...		১
১৮০৩	...	...	...	২২	...	...	...		...	...	৮
১৮০৫	...	...	...	...	...	...	...	১		...	১৯
১৮০৬	...	...	...	...	...	...	...	১০	...	...	
১৮১১	...	...	...	...	...	...	...	১৪			
১৮১২	...	...	...	...	...	...	...	৬			১২
১৮১৩	...	...	...	...	...	...	...	১১	২	...	১২
১৮১৫	...	...	...	...	...	...	...	৯	১০	...	
১৮১৬	...	...	...	...	...	...	...				
১৮১৮	...	...	...	...	...	...	...	১৫			
১৮১৯	...	...	...	...	...	...	...	১০			
১৮২০	...	...	...	...	...	...	...	১৪		...	
১৮২২	...	...	...	...	...	...	...	১৪	...		
১৮২৩	...	...	...	...	...	...	...	১০			
১৮২৪	...	...	...	...	...	...	...	১৪			
১৮২৬	...	...	...	...	...	...	...	১০			
১৮২৭	...	...	...	...	...	...	...	১৪	...	...	১২
১৮২৮	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	১৩
১৮২৯	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	১৩
১৮৩০	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	১৩
১৮৩১	...	...	...	...	...	...	...	১০	...	...	১৩
১৮৩২	...	...	...	...	...	...	...	১০	...	...	১৩
১৮৩৩	...	...	...	...	...	...	...	১০	...	...	১৩
১৮৩৪	...	...	...	...	...	...	...	৭	...		
১৮৩৫	...	...	...	...	...	...	...	০			

খ্রিষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ড দেশে যে সমস্ত উল্কাপিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহাদের উৎসেধ ২৭৫ ক্রোশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

অনেকানেক উল্কাপাতের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার শিখা আবির্ভূত হইবা মাত্র অমনি তিরোহিত হয়। কিন্তু কোন কোন উল্কাপিণ্ডের শিখা ১৫, ১৭, ও ৩৭ পল পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কোন রণপোতাধ্যক্ষ অর্ণবয়ান আরোহণ করিয়া ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে একস্থানে একটি উল্কাপিণ্ড দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার শিখা সেই উল্কাপিণ্ড তিরোহিত হইবার পর এক ঘণ্টা স্থির হইয়া ছিল। নভোমণ্ডলের যে অংশে পৃথিবীর ছায়া পতিত হয়, যখন সেই অংশে সেই ছায়ার মধ্যেও উল্কার আভা দৃষ্ট হয়, তখন ঐ আলোক উহার নিজের আলোক বই আর কি বলিতে পারা যায়? গ্রহ চন্দ্রাদি যেমন সূর্য্যের তেজ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তেজোময় দেখায়, উল্কাপিণ্ড সেরূপ বোধ হয় না।

উল্কাপিণ্ড কিরূপে কোথা হইতে পতিত হয়, এই বিষয় লইয়া পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কেহ কহিতেন, উহা বায়ু-মধ্য-স্থিত বস্তু বিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়। কেহ বলিতেন, উহা আগ্নেয় গিরি হইতে নির্গত হইয়া থাকে! কেহ বা উহা চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ইদানীন্তন পণ্ডিত বর্গ উল্লিখিত অভিপ্রায়-ত্রয় নিরাকরণ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রহ ও ধূমকেতু সমুদায় যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সূর্য্য মণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, ঐ সমুদয় উল্কাপিণ্ডও সেইরূপ নিয়মবদ্ধ থাকিয়া সূর্য্য মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভূমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বৎসরের মধ্যে এক এক সময়ে অধিক সংখ্যক উল্কাপিণ্ড দৃষ্টি গোচর হয় ইহা দেখিয়া, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহারা নভোমণ্ডলের যে প্রদেশ দিয়া ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেই সেই সময়ে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, পৃথিবীস্থ লোকেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে দেখিতে পায়। ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ অবধি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১১০০ বৎসরের মধ্যে যে যে সময়ে অতিশয় উল্কাপাত হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ সংগৃহীত হইতেছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে, ৮ই আগষ্ট অবধি ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এবং ৬ই নবেম্বর অবধি ১৯এ নবেম্বর পর্য্যন্তই অধিক উল্কা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবেম্বর মাসের মধ্যে ১২ই ও ১৩ই নবেম্বরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক উল্কাপিণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে মাসের যে দিবসে অধিক উল্কা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে পশ্চাল্লিখিত সংগ্রহ-পত্রে সে মাসের নিম্ন দেশে সেই দিবসের অঙ্ক লিখিত হইল।

ইদানীন্তন অনেকানেক প্রধান জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন, চন্দ্র যেমন নিরূপিত সময়ের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, কতক গুলি উল্কাপিণ্ড সেইরূপ কালক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, যথা নিয়মে, উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফরাশিশ রাজ্যের অন্তঃপাতি তুলুস নগরস্থ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ রূপ একটি বৃহত্তর উল্কাপিণ্ড ধরাতল হইতে ২২০০ ক্রোশ ঊর্দ্ধে অবস্থিত আছে। উহা ৮ দণ্ড ২০ পলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, সুতরাং বলিতে হয়, পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রায় ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১১ মাঘ ১৭৭৫ শক

যিনি স্বীয় অলৌকিক সৃষ্টি-শক্তি প্রভাবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমাদিগের জীবন-ধারণোপযোগী পর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্তির উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি আমাদিগের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে সমুদায় বাহ্য বস্তুর অতি সুন্দর ব্যবস্থা

করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার উদার করুণা অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা এই সংসারে সুখে অবস্থিতি করিতেছি, অদ্য যামিনীতে যথাশক্তি তাঁহারই অপার মহিমা কীর্ত্তন ও বিশুদ্ধ প্রীতি-স্বরূপ চিন্তন পূর্ব্বক পরম পবিত্র আনন্দ লাভের নিমিত্ত সকলে এই সমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি।

আমরা সেই বিশ্ব-বিধাতা পরম পাতার অনন্ত গুণ ও অপার মহিমার বিষয় কি বর্ণন করিব? তাঁহার সকলই অনির্ব্বচনীয়। এই অশেষ অদ্ভুত কৌশলগর্ব্ব বিচিত্র বিশ্ব-কার্য্য তদীয় অচিন্ত্য জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি, অসীম করুণা ও উদার প্রীতির যথোচিত পরিচয় প্রতিনিয়ত প্রদান করিতেছে। যাহার চক্ষুঃ কর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তি আছে, সে অনায়াসেই দেখিতে, শুনিতে ও উপলব্ধি করিতে পারে, পরমেশ্বর আমাদিগের জীবন যৌবন সুখ সৌভাগ্যাদি সকল বিষয়ের মূলাধার, আমরা তাঁহার আশ্রিত ও পালিত, তাঁহার নিয়মানুসারে আমরা জন্মগ্রহণ করি ও জীবিত থাকি, এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে ইহলোক হইতে অবসৃত হই ও লোকান্তরে প্রস্থান করি। আমরা জীবদ্দশায় যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করি, তাঁহার অখণ্ড্য নিয়মই তাহার মূলীভূত, অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম পালনে যে সুখ ও লঙ্ঘনে যে দুঃখোৎপত্তি হয়, সেও তাঁহারই নিয়মানুগত। তিনি আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র-গতি ও একমাত্র পরম হিতকারি মিত্র। আমাদের প্রতি তিনি প্রীতি প্রকাশের একশেষ করিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় নাই। আমাদের যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকলই এক প্রকার দিয়া রাখিয়াছেন। আমাদিগের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে তিনি আমাদিগকে এই শরীররূপ অদ্ভুত যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহার অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল শিরা দ্বারা হৃদয়স্থ শোণিত অতিদ্রুত বেগে অবিশ্রান্ত নানা দিকে সঞ্চালিত হইয়া জীবনী শক্তিকে সম্বর্দ্ধন করিতেছে, অস্থি মেদ মাংস মস্তিষ্ক প্রভৃতি উপাদানে এই শরীর বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সুস্থতার উপর আমাদের যাবতীয় সাংসারিক সুখ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। শরীর মধ্যে যে সমস্ত অপূর্ব্ব-কৌশল-গর্ব্ব-ব্যাপার সন্নিবেশিত আছে, তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। পরমেশ্বর আমাদিগকে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদায় তদীয় অলৌকিক শিল্প নৈপুণ্য ও অপার করুণার পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহার এক একটি ইন্দ্রিয় এক এক প্রকার সুখের ও এক এক প্রকার জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। তিনি উহাদিগকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশেষ বিধ শ্রবণ-মনোহর শব্দ ও সুকুমার সুগন্ধ সুস্বাদ দ্রব্য সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা দেখিলে ও শুনিলে হৃদয়ে প্রীতি ও বিস্ময় রসের সঞ্চার হয়, এরূপ কত শত পদার্থ এই পৃথিবীর স্থানে স্থানে বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সুশীতল-বিমল-জ্যোতি-সুধাময় পূর্ণচন্দ্র, সুচারু নবীন পল্লব ও সুগন্ধ-সুকুমার-কুসুম শোভিত তরুলতা তুষারাবৃত অত্যুচ্চ শৈল শিখর, ভীষণ-তরঙ্গ-গর্ব্ব-গভীর সমুদ্র প্রভৃতি কত মনোহর ও বিস্ময়-রসোৎপাদক পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে লোকযাত্রা-সাধনোপযোগিনী জিজীবিষা প্রভৃতি কতিপয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া অসামান্য করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ঐ সকল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া জীবন রক্ষার্থে অন্নগ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই, অপত্যের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সুখানুভব করি, স্বজাতীয় জীবের সহিত সহবাস পূর্ব্বক প্রীত হই, বিপৎপাত ভয়ে সাবধানে চলি, গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সমাজবদ্ধ হইয়া নগরে বা গ্রামে স্বচ্ছন্দে বাস করি, পরিবার প্রতিপালনার্থে অর্থাদি উপার্জ্জন পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃত-কার্য্য বোধ করি, এবং সাংসারিক আর আর সমস্ত ব্যাপার সাধনে স্বতই প্রবৃত্ত হই আমরা যে পরম রমণীয়-ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বশম্বদ হইয়া সোদর সদৃশ মানব-জাতির হিত সাধনে প্রবৃত্ত হই, শোকাকুলিত চিত্তের শোক সান্ত্বনা করি, শান্ত সুধীর সচ্চরিত্র

লোকের প্রতি সদ্ভাব-সম্পন্ন হই, এবং মানব-জাতির অসুস্থতা ও দরিদ্রতা নিবন্ধন দুঃসহ দুঃখ ভার অনুভব করিয়া তন্নিবারণের উপায় চেষ্টা পাই, সে প্রবৃত্তিও পরমেশ্বরই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে পরম পবিত্র ভক্তি বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরু লোকের প্রতি স্নেহ-সম্পন্ন হই, তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি, ও তাঁহাদের সন্তোষ সাধনার্থে যত্নশীল হই, বিশেষত যাহার আবির্ভাব বশতঃ পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরম পিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া কৃতার্থ হই, সে বৃত্তিও তিনিই আমাদিগকে দিয়াছেন। আমাদের এরূপ কোন মনোবৃত্তি ও পদার্থ নাই যে তিনি না দিয়াছেন। তিনি আমাদের পরম হিতকারী প্রেমাস্পদ মিত্র। তাঁহার অপার প্রেমের সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে হৃদয়ে পরম [illegible] রসের সঞ্চার হয়। আমরা যতদিন মাতৃগর্ভে ছিলাম, তাবৎ তিনি আমাদের পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। ঐ অবস্থায় স্বীয় অলৌকিক কৌশল প্রভাবে মাতার হৃদয়স্থ শোণিতের কিয়দংশ এক অভিনব শিরা পথে ক্রমে ক্রমে আমাদের সুকুমার শরীরে সঞ্চালিত করিয়া কি আশ্চর্য্যরূপেই আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমাদের মাতৃগর্ভের, বাল্য যৌবন বৃদ্ধাবস্থার, ও মরণ সময়ের বন্ধু। তিনি আমাদের ইহকালেরও বন্ধু, পরকালেরও বন্ধু। তাঁহার সদৃশ সুহৃৎ আর আমাদের কেহ নাই। সংসারস্থ যে কোন বন্ধু আমাদের প্রতি যত স্নেহ-সম্পন্ন হউন না কেন ও আমাদের যতই উপকার করুন না কেন, পরমেশ্বর আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করেন ও আমাদের যেরূপ হিত সাধন করেন, সেরূপ কি কেহ কখন করিতে পারিবে? প্রীতি কি পদার্থ ইহা অনুভব করিবার বা জানিবার পূর্ব্বে যিনি অমাদিগকে যথেষ্ট প্রীতি করেন এবং আমাদের নিকট প্রীতি প্রাপ্ত না হইলে, আমাদের হিত সাধনে কখন বিরত হয়েন না; তাঁহার সদৃশ পরম প্রীতি ভাজন বন্ধু আর আমাদের কে আছে? অতএব তাঁহার প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন হওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি আমরা বিষয়ানুরাগে মুগ্ধ হইয়া তদীয় প্রীতিরূপ সুধা পানে ঔদাস্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন যৌবন-বিদ্যা বুদ্ধি সকলই বৃথা হইয়া উঠে। কিন্তু আমরা কিরূপে তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিব। আমাদের এমন কি বস্তু আছে যে তাঁহাকে প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন? অথবা তাঁহার এমন কি দ্রব্যের অভাব আছে, যে আমরা সেই-দ্রব্য দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব? তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তিনি পরিপূর্ণ স্বভাব। এই পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করা, সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোতিতে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রীতি, সুধাময় কিরণ অবলোকন করা, দিবাকরের উদয়কালের একান্ত হৃদয় গ্রাহিণী শোভা মধ্যে তদীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে দেখা, সুশীতল নির্ম্মল জল স্রোতে তাঁহার অপার করুণা স্রোত প্রবাহিত হইতে দর্শন করা, সুশোভন-শ্যামল-দল-শোভিত শস্যময় ক্ষেত্রে তদীয় মঙ্গল সঙ্কল্প প্রতীতি করা, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-পূর্ণ, উজ্জ্বল-নীলবর্ণ নভোমণ্ডলে তদীয় অসীম মহিমা ও মহীয়সী শক্তি সন্দর্শন করা, বিশাল তরঙ্গময় সুগভীর সমুদ্রগর্ভে তাঁহার অপার ঔদার্য্য ও অগাধ গাম্ভীর্য্য পর্য্যালোচনা করা, বিশেষতঃ তাঁহার প্রদত্ত ভক্তি বৃত্তির অমৃতময় উপদেশানুরূপ প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তদীয় অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ চিন্তন করা, সকল জীবের প্রতি তাঁহার সমান দয়া, ইহাতে নিঃসংশয় হওয়া, যে বিষয়ে তাঁহার সংস্রব আছে ভক্তি যোগ সহকারে তাহার আলোচনা ও অনুধ্যান করা, তাঁহার অনন্ত গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হওয়া, তিনি যে আমাদের করুণাময় পরমাশ্রয় ও প্রীতিপূর্ণ পরম বন্ধু এবং বিশুদ্ধ সুখ সরিতের প্রস্রবণ স্বরূপ, আমাদের একমাত্র অবলম্বন, তাহা ব্যতিরেকে আমাদের যে অন্য কোন গতি নাই, এই সকল বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হওয়া, তাঁহার

অপরিচ্ছিন্ন উপকারিতা-গুণ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তদীয় আশ্চর্য্য বিশ্ব-কার্য্যের পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক পরম পবিত্র আনন্দনীরে নিমগ্ন হওয়া, এবং সকল দেশীয় ও সকল জাতীয় লোকদিগকে পরমারাধ্য পরম পিতার প্রিয় পুত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের হিত সাধন বিষয়ে একান্ত যত্ন করা তাঁহার প্রতিপ্রীতি প্রকাশের অদ্বিতীয় সাধন। যিনি এইরূপে তাঁহাকে প্রীতি করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ আনন্দ-সলিলে নিরন্তর প্লাবিত থাকে। তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই।

তিনি অতি সাধু ও সচ্চরিত্র। তাঁহার ভক্তি প্রীতি, জীবন যৌবন সকলই সার্থক। হে পরমেশ্বর! যে দিন আমরা তোমার প্রীতিরূপ সুধারস পান করিতে করিতে তোমার অপার প্রেম জলধিতে নিমগ্ন হইয়া শাশ্বত বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিব, এরূপ পরম সৌভাগ্যের দিবস কবে উপস্থিত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ

১ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

১ পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না। তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি।

২ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরিপূর্ণ-স্বভাব।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৩ এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৪ তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের আয় ব্যয়ের বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত	১০৩
পুস্তক বিক্রয়	২৭/
কোং কাগজের বৃদ্ধি	৬০
গতমাসের স্থিত	৯০৶১০
	২৮০৶১০

ব্যয়

কর্ম্ম চারিগণের বেতন	৮৫।০
বিবিধব্যয়	৪০।৵৫
	১২৫॥৵৫

স্থিতি

স্থিত	১৫৪॥/৫
তত্ত্ববোধিনী সভায় গচ্ছিত	৭৬

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত কিশোরি চাঁদ মিত্র ..	৫
" গৌর গোপাল বসাক	২
" ঈশ্বর চন্দ্র নন্দী	২
" অক্ষয় কুমার দত্ত	৫
" মণি লাল মল্লিক	১০
" দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর যোড়াসাঁকো	৩০
" শিবচন্দ্র সেন	২৫
" গোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার	২
" দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর পাথুরে ঘাটা	৪
" হরনাথ ঠাকুর	১
" কালাচাঁদ সাহা	১
দানাধারে প্রাপ্ত	১৬
	১০৩

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ৫ জ্যৈষ্ঠ শুক্র বার সম্বৎ ১৯১২। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৬।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৪৩ সংখ্যা
আষাঢ় ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প | চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্ম-সূত্র

যখন মনুষ্যের স্বভাব সবিশেষ পর্য্যালোচন করিয়া দেখা যায়, তখন প্রতীতি হয়, যে অন্নের ইচ্ছা, ধনের ইচ্ছা, বলের ইচ্ছা, জ্ঞানের ইচ্ছা প্রভৃতি যেমন মনুষ্যজাতির স্বভাব-সিদ্ধ, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার ও প্রসন্নতা লাভ করিবার ইচ্ছাও সেইরূপ সমস্ত মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। মনুষ্যের মনে স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতেই, আবহমান কাল মনুষ্য-জাতির মধ্যে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; আমরা পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন স্থানে মনুষ্যের বাস বা বাসের চিহ্ন দেখিতে পাই, সেই স্থানেই দেবালয় দেব-মূর্ত্তি প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিদর্শন সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কি বহু-জনাকীর্ণ সুপ্রশস্ত অবনি-খণ্ড, কি দুস্তর-সাগর-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ সমূহ, কি সুমেরু নিকটবর্ত্তী লেপলেণ্ড দেশ, কি ভারতবর্ষীয় হিমগিরি-গহ্বরস্থ ঋষিদিগের তপোভূমি, সর্ব্বত্রেই পরমেশ্বরের কাল্পনিক বা অকাল্পনিক আরাধনার বহুতর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি পূর্ব্ব কালে যখন মনুষ্যের বুদ্ধি-কলিকা কিছুমাত্র প্রস্ফুটিত হয় নাই, যখন মনুষ্য-জাতির সভ্যতা ও ভদ্রতার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই, যখন তাহারা আপনাদিগের আবশ্যক মত উদরান্ন আহরণ করিতে সমর্থ হইত না, যখন বস্ত্রাভাবে বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত, যখন প্রয়োজন মত আবাসগৃহ প্রস্তুত করিতে না পারিয়া পর্ব্বত-গুহায় বা তরুতলে অধিবাস করত জীবন ক্ষেপণ করিত, যৎকালে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের নামও উৎপাদিত হয় নাই, যখন ন্যায়যুক্ত যুক্তি সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গও ছিল না, তৎকালেও তাহারা স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া একএক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিল। তাহারা তখন পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ না হওয়াতে, নানাবিধ সৃষ্ট পদার্থকে ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন দেবতা জ্ঞান করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদের অর্চনায় নিযুক্ত ছিল। কেহ জল, বায়ু, তেজ, মৃত্তিকা প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থে পরমেশ্বরের অনুপম জ্ঞান, শক্তি আরোপ করিয়া তদ্গত চিত্তে তত্তৎ পদার্থেরই আরাধনা করিয়াছে। কেহবা পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবে তাঁহার আবির্ভাব অনুমান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণীর অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ সেই অরূপ পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া আপনাদিগের মনোমত তাঁহার নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। কেহ বা

তাঁহাকেও তৃপ্ত না হইল। অপাপ-বিদ্ধ পবিত্র পরমাত্মাকে আপনাদিগের ন্যায় মনুষ্য-ভাব-সম্পন্ন বোধ করিয়া তাঁহার তুষ্টির জন্য নানাপ্রকার কল্পিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে। কেহ বা প্রগাঢ় মূঢ়তা হেতু সর্ব্বব্যাপী সনাতন ঈশ্বরকে কোন পরিমিত পদার্থের ন্যায় এক-দেশ-ব্যাপী বিবেচনা করিয়া কত কত তীর্থস্থানের কল্পনা করিয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্ম মানব-জাতির মনঃকল্পিত ভ্রান্ত ধর্ম্ম বটে, কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে তাঁহার সাক্ষাৎকার ও প্রসন্নতা লাভ করিবার যে প্রগাঢ় ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার অভিলাষেই যে তাঁহারা এ রূপ ভ্রান্ত হইয়া ঐ প্রকার নানাবিধ ধর্ম্মের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ ইচ্ছা প্রবল থাকাতে, অনেকে পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সংসারে নানা ধর্ম্মের ভাব এতদূর পরিশুদ্ধ হইয়াছে, এবং মনুষ্যের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান এতাদৃশ উজ্জ্বল হইয়াছে। যদিও আমাদিগের জ্ঞান-প্রদীপ উজ্জ্বল না হইলে, এবং আমরা বিশেষরূপে যত্ন না করিলে, পরমেশ্বরকে কখনই যথার্থ রূপে জানিতে পারি না, এবং বিশুদ্ধরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে সমর্থ হই না, তথাপি তাঁহার জ্ঞানলাভ ও প্রসন্নতা লাভের ইচ্ছা যে আমাদের পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার মূল কারণ তাহাতে সংশয় নাই। যেমন তৃষ্ণা না থাকিলে, কেহ জলের অন্বেষণ করিত না, এবং ক্ষুধা না থাকিলে, কেহ অন্নের অন্বেষণ করিত না, সেই রূপ মনোমধ্যে পরমাত্ম-জিজ্ঞাসা না থাকিলে, কেহ তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিত না। ঐ স্বভাব-সিদ্ধ ইচ্ছাই সকল ধর্ম্মের মূলাধার। যদি মনুষ্যের মনে সেই ইচ্ছা না থাকিত, তবে কোথায় বা ঈশ্বরোপাসনা, কোথায় বা ঈশ্বর-প্রীতি, কোথায় বা ভক্তি-রস পান ও কোথায় বা মনুষ্য জাতির তজ্জনিত বিমলানন্দ সম্ভোগ থাকিত? ঐ ইচ্ছা না থাকিলে, মনুষ্য এক্ষণকার অপেক্ষায় সহস্রগুণে বুদ্ধিমান্ হইলেও কখন সে বুদ্ধি ঈশ্বর বিষয়ে পরিচালন করিত না, সর্ব্বদা বাহ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াই কাল হরণ করিত। আমরা যে করুণাময় পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া ও তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া সুখী হইব, তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার সময়েই তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নানাবিধ ইচ্ছা প্রদান করিয়া তদুপযোগী নানাপ্রকার বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদিগের বুদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপায় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ক্ষুধা সৃষ্টি করিয়া অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পিপাসা দিয়া তাহার শান্তি জন্য জল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি স্নেহ দিয়া স্নেহপাত্র প্রদান করিয়াছেন, দয়া প্রদান করিয়া তাহার বিষয় সৃজন করিয়াছেন, এবং আমাদিগের মনে পরমার্থ-জিজ্ঞাসা প্রদান করিয়া আপনি স্বয়ং তাহার বিষয় হইয়াছেন। এই প্রকারে তিনি আমাদিগের প্রত্যেক ইচ্ছারই সমযোগ্য বিষয় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যে সময়ে আমাদিগের ঐ সমস্ত ইচ্ছার সহিত উহাদিগের যথাযোগ্য বিষয়ের সংযোগ হয়, তখনি আমরা তজ্জনিত সুখ লাভ করি। আমাদিগের ইচ্ছা না থাকিলে, সংসারের কোন বিষয়েতেই আমাদিগকে সুখী করিতে পারিত না, এবং ইচ্ছা থাকিয়া তাহার বিষয় না থাকিলেও, সুখ সম্ভোগ হওয়া দূরে থাকুক, আমাদিগের দুঃখের পরিসীমা থাকিত না। যথোপযুক্ত বিষয় দ্বারা ইচ্ছা চরিতার্থ হওয়ার নামই সুখ। অতএব, যখন সামান্য ইচ্ছা চরিতার্থ হইলে, আমরা সুখ লাভ করিতেছি, তখন আমাদিগের মনে পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ ও প্রসন্নতা লাভের যে প্রবল ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে, তাহা পূর্ণ হইলে যে আমরা কীদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা কে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে? যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আপন মানস-মন্দিরে সেই প্রীতি-ভাজন পরম প্রার্থনীয় পরমেশ্বরকে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সে সুখের অনুভব করিতে পারিয়াছেন। জগদীশ্বর যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ ক-

রিয়া আমাদিগকে অসংখ্য প্রকার অন্যান্য সুখ বিতরণ করিতেছেন, সেইরূপ অদ্ভুত কৌশলে তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার অলক্ষ্য অদৃশ্য ভাব ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা আমরা নেত্রে দেখিতে পাই না, কর্ণে শ্রবণ করিতে পাই না, এবং হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেও পারি না, যাহা আমারদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরও বিষয় নহে, এবং রসনেন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহে, তাহা যে আমরা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়া তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব ইহা কে সহসা সম্ভব মনে করিতে পারে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরের দয়া! এবং কি অদ্ভুত তাঁহার শক্তি! তিনি ইচ্ছামাত্র অনায়াসে তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব আমাদিগের মনে প্রেরণ করিয়া সকল লোকের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে আপনার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং প্রতি মনুষ্যের মনে সে সমুদায়ের জ্ঞান লাভ করিবার প্রবল স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই স্পৃহা পূর্ণ করিবার জন্য যে সময়ে নেত্র উন্মীলন করিয়া তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বিষয় সন্দর্শন করি, তখনি তাঁহাকে দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান লাভ করা স্থান বা কাল বিশেষ সাপেক্ষ নহে। আমরা সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে হইতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এবং আমাদিগের স্বীয় বুদ্ধিই আমাদিগকে সে বিষয়ের সবিশেষ উপদেশ প্রদান করিতে পারে। অতএব, তিনি যখন দয়া করিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ হইবার জন্য আমাদিগের মনেতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন, এবং অন্তর বাহ্য সমস্ত বস্তুতে আপনার অনির্ব্বচনীয় মহিমা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ও আমরা তাঁহাকে প্রতীতি করিয়া পরিতৃপ্ত হইব এই বিবেচনায় আমারদিগকে জ্ঞান-নেত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন মহীমণ্ডল ধর্ম্ম রূপ ভূষণে যে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ভূষিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? মনুষ্যের জ্ঞান-নেত্র যত পরিষ্কৃত হইতেছে, ধর্ম্মের বেশও তত পরিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। একাল পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যাবতীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সমুদায়ই আমাদের প্রকৃতি-মূলক। চরমে যে পরম ধর্ম্মের উদয় হইবে, ঐ সমুদায় তাহার সোপান স্বরূপ।

ধর্ম্মনীতি

১৮৭ সংখ্যক পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠের পর

জনসমাজস্থ সকল সাধারণ লোকের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের উপায় বিবেচনা করিয়া, এবং দেশের দরিদ্র ও অকর্ম্মা লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া, এক্ষণে জনসমাজস্থ ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি ব্যবহার-বিশেষের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তির বিষয় লিখিত হইবেক, তন্মধ্যে মিত্র সর্ব্বাগ্রগণ্য। যিনি যেরূপ মনুষ্যের সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হন, তাঁহার স্বভাব ও গুণ অনেকাংশে তদনুরূপ হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। অতএব, মিত্রতা ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় অতি গুরুতর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ের বিবেচনা করা সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য।

সমুদায় লোকের মধ্যে যাঁহারা আমাদিগের সদৃশ সিদ্ধ, এবং সমস্ত সদ্গুণে আমাদিগের অনুকরণীয়। তাঁহারা কোন বিষয়ে সংশয় সমর্পন করিলে, তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই, তাহার সহিত সহবাস করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এক জনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে, প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু, বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার, এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের, এবং

অসাধুর সহিত অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু, ধনীর সহিত ধনী লোকের, দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের, এবং মধ্যবর্ত্তীর সহিত মধ্যবর্ত্তী লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, মানসিক প্রকৃতির সমানভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি থাকে, তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু মেদিনীমণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ব্ব বিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব নহে। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নহে। যাহাদের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নহে। যাহাদের ধর্ম্ম সমান, তাহাদের প্রকৃতি সমান নহে। যাহাদের প্রকৃতি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাতে, এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না, সুতরাং সম্পূর্ণরূপ সৌহৃদ ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদিগের তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্য-ভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সে সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাহার সহিত কিয়দ্ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাহাকেই বন্ধুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

আমরা যাদৃশ বন্ধু লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি * উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু ব্যতিরেকে এসংসার একটি অরণ্য মাত্র। অপর এক মহাত্মা § নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি ‡ লিখিয়া গিয়াছেন, সংসার রূপ বিষ-বৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে; কাব্য রূপ অমৃত-রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান দুঃখ কি কঠোর পদার্থ, তিনি অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি যেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত সুশীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত, শোক-সন্তপ্ত মৃতকল্প ব্যক্তিরও অধর-যুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ

সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, সেইরূপ, প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ, এস্থলে আমাদিগের মিত্রতা ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক, মিত্রতার গুণ বর্ণন করা তত আবশ্যক নহে। কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত; তৎপরে যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে তত কাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয়; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার

* বেকন। § সিসিরো। ‡ হিতোপদেশকর্ত্তা।

করা কর্ত্তব্য। এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নহে। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধু-সঙ্গ তেমনি অগুণকারী ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়, এবং বন্ধুর সাধু গুণে আমাদের চরিত্র সাধু হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে [illegible] ভালবাসি, ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না; প্রত্যুত, তাঁহার অনুগামী হইয়া তদনুরূপ অসদাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতেও পারি না, কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব, যখন আমাদিগের গুণাগুণ ও সুখ দুঃখ মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা, এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছু দিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাঁহারও সেই অল্পকালের সংসর্গ-দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া, কাল হরণ করিতে হয়। যদি কিঞ্চিৎক্ষণ হাস্য কৌতুক ও প্রমোদ সম্ভোগ মাত্র বন্ধুত্ব করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া, তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার প্রাপ্তির উদ্দেশে শিষ্টতা ও সৌজন্য প্রকাশ মাত্র বন্ধুত্ব করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, কেবল উদার-স্বভাব ঐশ্বর্য্য-শালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোকসমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে, কোন লোক-মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা কথঞ্চিৎ লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত, অশেষ মতে চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ক্লিষ্ট ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত-দোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গ বশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধু [illegible] চার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট-হৃদয় সুহৃদ্ গণের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বদ্ধ হইবার সময়ে তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্ন পূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তুমি আপনি আপনার মনে [illegible] কি না বিচার করিয়া দেখ।

পৃথিবীমণ্ডলে ধর্ম্ম ব্যক্তি [illegible] কে আর কিছুই [illegible] নহে। ধর্ম্ম যে মিত্রতার মূলীভূত নহে, তাহা কদাপি স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন বিশ্বাসপাত্র, এমন আর কেহই নহে। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে, অবিশ্বাস প্রতিফল পাইতে হয়; যে ব্যক্তি লাভ-প্রত্যাশায় কাহারও সহিত মিলন করে, যদি কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থ-লাভ হয়, তবে সে কথা সে কেনন প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে ব্যক্তি বন্ধুজন সমীপেই বা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার প্রত্যাশা রহিত হইল বলিয়া, চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখ-শিখায় সন্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমা-

দিগের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থ লাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য কলঙ্ক আরোপণ পূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনিত দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন একথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নহে, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করাতেই, তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। বন্ধুত্ব-ঘটনার প্রারম্ভ সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, তাহা না করাতেই, উক্তরূপ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব, অসার লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। সদ্বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ। যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতক গুলি অতিমনোরম অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদয় পবিত্র ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা প্রাণত্যাগ-জনিত সুদারুণ শোক-সন্তাপ যদি আমাদিগের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে, তৎপরে যাবৎকাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎকাল তদীয় সদ্ভাব সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

আমরা যাঁহার সহিত যথা নিয়মে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত চিত্তে অব্যাহত ভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রূপ বিশুদ্ধ ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তখন তাঁহার নিকট অকপট হৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোমক দেশীয় কোন নীতিপ্রবর্ত্তক * নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই। তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া তাঁহাকে যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলে, তখন তাঁহাকে অভ্যন্তরে অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক, মিত্র সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নহে। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস রূপ পরম পদার্থের জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নহে। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে এবং ভার্য্যা সমীপেও সময়-বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাঁহার কল্যাণ সাধন বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়। তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, সে অপ্রতুল পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে, প্রীতি-বচন ও স্নেহ বিতরণ দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোকদুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়-পবিত্র প্রবোধ-বচন দ্বারা, তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া, তাঁহার শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে

* সেনেকা।

পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহা হইলে, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে, ও তাঁহার মিথ্যাপবাদ-জনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে, সমর্থ হই, এবং জন সন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিতরূপ অশেষ প্রকার উপকার সম্পাদন করা আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার উপকার সাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকার উহার তুল্য কল্যাণকারী নহে। মনুষ্যের পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষায় হিতকারী নহে। অতএব, হৃদয়াধিক সুহৃজ্জনের হৃত-প্রায় ধর্ম্ম-রত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষায় অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময়ে যাঁহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সে সময়ে তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও, পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নহে, পুণ্য-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে, দৈবাৎ পদ-স্খলন হইয়া, বিপথগামী হইবার সততই সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্য-পথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পাপানুরক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত ব্যবহার নহে। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও, তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম রূপ মানসিক-রোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশরূপ ঔষধ সেবন করান সেইরূপ অবশ্য-কর্ত্তব্য পুণ্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে, বন্ধুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার অসন্তোষ প্রকাশ ও রোষোৎপত্তি নিবারণ উদ্দেশে মৃদু বচনে সুমধুর ভাবে উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যদি ইহাতেও তিনি অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ না করিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হন তাহা হইলে, জানিতে হইবে, তিনি আর আমাদিগের মৈত্র-পদের অধিকারী নহেন। তখন আপনা হইতেই এইরূপ উদ্বোধ হইবে, আমরা এতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার উপর যে সমস্ত প্রেমামৃত-বারি বর্ষণ করিয়াছি, তাহা ঊষর ভূমিতেই বর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু যদি তিনি আমাদের বন্ধুত্ব-পদের উপযুক্ত হন, তাহা হইলে, রুষ্ট না হইয়া সমধিক সন্তুষ্টই হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তিনি আমাদিগের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা রস মিলিত করিয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয় বচনে মিত্রগণের দোষোল্লেখ করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কুপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায়, বাক্য মাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রু সকল তাঁহাদের অপেক্ষায় হিতকারী সুহৃৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রোমক রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন, অনেক ব্যক্তি প্রিয়ম্বদ মিত্র অপেক্ষায় বদ্ধবৈর শত্রু সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সতত যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্র গণের নিকট কস্মিন্ কালেও শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত, কেননা তাঁহারা অধর্ম্মে অনুরক্তি ও সদুপদেশ গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই, উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন।

তাঁহারা আপনাদের তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের তোষজনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক্ হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন, এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যেতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন। পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে একজন অর্থলাভ ও অন্য জন পরিচারণা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা যদি পরস্পর মিত্রশব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীত দাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে? অকপট হৃদয়ে অকুণ্ঠিত ভাবে সদুপদেশ প্রদান করা, এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা বন্ধুত্বের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা দোষ উপস্থিত হয়, তবে সে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-বাক্য কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নহে।

বায়ু সেবন ও গৃহ পরিমার্জ্জন

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিক, উহা পৃথিবীস্থ জীবগণের জীবন স্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই। অন্ন জল ব্যতিরেকে দুই এক দিবস অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু বায়ু ব্যতিরেকে ক্ষণ মাত্র প্রাণ ধারণ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রতধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নবরাত্র করিয়া, অর্থাৎ নয় দিবস নিরশন থাকিয়া, জীবিত ছিলেন শুনা গিয়াছে, কিন্তু নির্ব্বাত স্থানে নয় পল মাত্র অবস্থিতি করিতে হইলে, মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। যে সমস্ত পথিক ও বণিক্ বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করে, তাহারা জলপান ব্যতিরেকে ১০।১৫ ক্রোশ অনায়াসেই ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিত হইলে, ১০।১৫ পাদও গমন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব, বায়ু আমাদিগের জীবন রক্ষার্থ যেমন আবশ্যক, অন্য কোন বস্তু সেরূপ নহে। অন্ন, জল, ও জ্যোতি আবশ্যক বটে, কিন্তু বায়ুর তুল্য নহে। বায়ু পৃথিবীর সাক্ষাৎ প্রাণ স্বরূপ।

কিন্তু সকল স্থানের বায়ু সমানরূপ উপকারী নহে। বিশুদ্ধ বায়ুই প্রকৃতরূপ উপকারী। যেমন, দুর্গন্ধ জল পান করিলে ও গলিত ফল ভক্ষণ করিলে, রোগ জন্মে, সেইরূপ, অবিশুদ্ধ দুষ্ট বায়ু সেবন করিলেও রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। যিনি কলিকাতা নগরীর পথ-প্রান্ত-বর্ত্তিনী জল-প্রণালীর নিকট-স্থিত দুর্গন্ধ বায়ু নিশ্বাস-সহকারে শরীরস্থ করিয়াছেন, এই নগরীর লোক কি জন্য রুগ্ন [illegible] ও ভ্রষ্ট, তাহা তাঁহার অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। প্রত্যহ, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালীন সুস্নিগ্ধ [illegible]শুদ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া হৃদয়-[illegible]সিত করিয়াছেন, চৌরঙ্গী-নিবাসী ইউরোপীয় লোক কি নিমিত্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তাহাও তাঁহার প্রতীত হইতে পারে।

মধ্যে অবিশ্রান্ত রক্ত চলিতেছে। সেই রক্ত চলিতে চলিতে শরীরস্থ অন্যান্য নষ্ট পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইতেছে। পরে অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিশ্বাস সহকারে দেহ মধ্যে নীত হইয়া সেই রক্ত সংস্কৃত করিতেছে। যদি ঐ বায়ু সমভিব্যাহারে কোন অহিতকারী পদার্থ শরীর মধ্যে সতত প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আশু বা বিলম্বে রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ু নানা কারণে ও নানা প্রকারে দূষিত হইতে পারে। মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাস উহার এক প্রধান কারণ। আমরা যে বায়ু নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীরস্থ করি, তাহা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া, বহির্গত হয়। উহা নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে আমাদিগের প্রাণ ধারণের উপযোগী থাকে, পরে প্রাণ সংহারের উপযোগী হইয়া বাহির হইয়া আইসে। উহার প্রাণ-ধারণ গুণ নষ্ট হইয়া

প্রাণ-হরণ গুণ উৎপন্ন হয়। ঐ বিষ-তুল্য বিকৃত বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকারী। তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা উক্তরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহা অক্লেশে পরীক্ষা করিয়া সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। চূণের জলে সামান্য বায়ু ব্যজন করিলে, সে জলের কিছু মাত্র রূপান্তর হয় না, যেমন তেমনিই থাকে। কিন্তু ফুৎকার দিলে, উহা অবিলম্বে মলিন হইয়া উঠে। যে অহিতকারী পদার্থ নিশ্বাস সহকারে শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা চূর্ণ-জলে মিলিত হইলে, সে জল ঐরূপ আবিল হইয়া থাকে।

আমরা যে গৃহে অবস্থিতি করি, সে গৃহের বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা অনবরতই উক্তরূপ দূষিত হইতে থাকে। যদি বাহিরের বায়ু প্রবাহিত হইয়া ঐ দূষিত বায়ুকে অপসারিত করিয়া না দেয়, তাহা হইলে, ঐ বায়ু ক্রমশঃ বিষ-তুল্য হইয়া উঠে। উহা সেবন করিলে, অবিলম্বেই মৃত্যু-গ্রাসে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। নবাব সেরাজদ্দৌলার সেনাপতি মানিক চাঁদ কলিকাতার দুর্গমধ্যে দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত ও প্রস্থে ৯ হস্ত প্রমাণ এক টি প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন ইংরেজকে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ করিয়া রাখাতে, যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। ঐ প্রকোষ্ঠের এক দিকে একটি মাত্র বাতায়ন ছিল, সুতরাং আবশ্যকমত বায়ু সঞ্চরণের উপায় ছিল না। উল্লিখিত বন্দী সকলের নিশ্বাসে উক্ত গৃহের সমস্ত বায়ু অতিশীঘ্র ভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাহারা অবিলম্বেই পিপাসায় অস্থির হইল, গাত্রদাহে দগ্ধ হইল, এবং বায়ু বিরহে অস্থির হইতে লাগিল। সকলেই কিঞ্চিৎ বায়ু লাভের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া, বাতায়নের নিকটস্থ হইবার জন্য, চেষ্টা পাইতে লাগিল, এবং "বন্দুক করিয়া আমাদের যন্ত্রণার পর্য্যবসান কর" বলিয়া রক্ষকদিগের নিকট কাতরতা সহকারে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরিশেষে এক এক করিয়া, হত-চেতন হইয়া, ধরণীতলে পতিত হইল, এবং অবশিষ্ট সকলে তাহাদের মৃতশরীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ু প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পর দিন প্রাতঃ কালে দ্বারোদ্ঘাটন হইলে দৃষ্ট হইল, ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র তখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

নাসিকার ন্যায় লোম-কূপ দ্বারাও শরীরস্থ অনিষ্টকারী পদার্থ-সমূহ নিয়ত বহির্গত হয়। অতএব, তদ্দ্বারাও গৃহের বায়ু ক্রমাগত দূষিত ও অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন কখন এমন দূষিত হয় যে, তদ্দ্বারা এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিশির-কালে উষা-কালীন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন পূর্ব্বক, কোন ব্যক্তির শয়ন-গৃহের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, তাহার শয্যার নিকট গমন করিলে, এরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় যে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

এই রূপ নিশ্বাস-ক্রিয়া, স্বেদ-নিঃসরণ, রন্ধন-ধূম, দুর্গন্ধ বস্তুর বাষ্পোদ্গম ইত্যাদি অনেক কারণ দ্বারা গৃহের বায়ু অবিরত দূষিত হইয়া গৃহ-বাসীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্য কর হইতে থাকে। অতএব, যাহাতে গৃহ মধ্যে সতত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, অর্থাৎ বাহিরের বিমল বায়ু গৃহের মধ্যে সর্ব্বদা সঞ্চরিত হইয়া তথাকার দূষিত বায়ু বহির্গত করিয়া দেয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

তাহার উপায় করা কঠিন কর্ম্ম নহে। বায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর উহা সর্ব্বত্র প্রচুর রাখিয়া দিয়াছেন। উহা সকল স্থানে, সকল গৃহে, ও সকল রন্ধ্রেই সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পথ, ঘাট, গৃহ, কানন, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতি যে কোন স্থানে আমাদের অবস্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহাই বায়ু-রাশিতে পরিপূর্ণ। মৎস্য, কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তু যেমন জলাশয় মধ্যে নিমগ্ন থাকে, আমরাও সেইরূপ সুগভীর বায়ু-রাশিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি।

অতএব, বায়ু যেমন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কিন্তু কেমন দুর্ভাগ্যের বিষয়! পরমেশ্বরের করুণাময় অভিপ্রায় অবহেলন করা আমাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে! আমরা প্রযত্ন পূর্ব্বক বায়ু-প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া থাকি। বাসস্থানে অপ্রতিহত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা নিতান্ত আবশ্যক ইহা এতদ্দেশীয় লোকেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করে না, সুতরাং গৃহ নির্ম্মাণের সময়ে তাহার উপায় করিয়াও রাখে না।

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ নির্ম্মাণের প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয়। গৃহ মধ্যে জ্যোতি ও বায়ু সঞ্চরণের প্রতিবিধান করা যেন ঐ প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন গৃহ সমুদায়ের এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একটি সিন্দুক সদৃশ্য উল্লিখিত হইতে পারে। বাস্তবিক, সিন্দুকের এক পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, এবং অন্য এক পার্শ্বে তদপেক্ষা বৃহত্তর আর একটি চতুষ্কোণ ছিদ্র কর্ত্তন করিলে যেমন হয়, পূর্ব্বকালের প্রকোষ্ঠ সমুদায় অবিকল সেইরূপ ছিল, এবং অদ্যাপি পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদীয় ভিত্তির ঊর্দ্ধদেশে দুই একটি এক হস্ত প্রমাণ গবাক্ষ বা বাতায়ন থাকে, তদ্দ্বারা যে প্রমাণ বায়ু গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, গৃহবাসীরা তাহাই সেবন করিয়া সজীব থাকেন। অনেকানেক তৃণাচ্ছাদিত গৃহে উক্তরূপ গবাক্ষও থাকে না; কেবল এক দিকে, অথবা ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই দিকে, এক বা দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিদ্যমান থাকে। আপাততঃ বোধ হয়, উল্লিখিত গৃহ ও প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইবার সময়ে তাহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বায়ু যাহা রুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বুঝি তথা হইতে কোন কালেই নিঃশেষে নিঃসারিত হয় না। অনেক মহাশয় শীত ঋতুতে গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করা একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকেন তথাকার বিষপূরিত দূষিত বায়ু যত্ন পূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐরূপ এক একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে বহু-সংখ্য লোক শয়ন করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তথাকার বায়ু বিষাক্ত করিয়া রাখে। তাহারা সেই বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ থাকিয়া যে প্রাতঃকালে সজীব শরীরে গাত্রোত্থান করে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ভাগ্যে আমরা উক্তরূপ গৃহের উক্তরূপ বাতায়নে সাসী ব্যবহার করিতে শিক্ষা করি নাই। বাতায়নের ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহ-বাসীদিগের প্রাণরক্ষা করে। সাসী ব্যবহার করিলে, সমুদয় রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে এক রজনীতেই মৃত্যু-গ্রাসে প্রবেশ করিতে হইত।

এই মহানগরের, এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের, অধুনাতন লোকেরা ইংরেজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে গৃহের দ্বার ও বাতায়নাদি প্রশস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গৃহ নির্ম্মাণের সমগ্র-প্রণালী বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, গৃহ মধ্যে অতিপ্রচুর বায়ু সঞ্চার থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহাদের কদাচ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণের যেরূপ রীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এতদ্দেশীয় সমগ্র গৃহই সেইরূপ রীতি ক্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোক আবাস-গৃহ চক্‌বন্দি করা যেমন ভালবাসেন, অন্য কোন প্রণালী সেরূপ ভালবাসেন না। নূতন গৃহের সূত্রপাত করিবার সময়ে, অগ্রে চকের ঘরের স্থান রাখিয়া, তবে অন্যান্য কার্য্য আরম্ভ করেন। চক্‌বন্দি করার গুণ এই যে, সমগ্র গৃহ চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠ-শ্রেণিতে বেষ্টিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকের বায়ু রোধ করিতে থাকে। বিশেষতঃ, রাজধানীর মধ্যে উক্তরূপ চক্‌বন্দি করা নিবাস-গৃহ অশেষ অনর্থের মূল। পল্লিগ্রামে স্থান সুলভ, গৃহ সমুদায় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, বাস্তবাটীর চতুর্দ্দিকে প্রায়ই উন্মুক্ত থাকে, অতএব তথায় চক্‌বন্দি হইলেও, গৃহ মধ্যে কিয়ৎ প্রমাণ বিশুদ্ধ বায়ু কথঞ্চিৎ সঞ্চরিত হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতার বিষয় ইহার নিতান্ত বিপরীত। এখানে ভূমি অতি দুর্লভ। গৃহ অতি সঙ্কীর্ণ।

চতুর্দ্দিক্ চকবন্দি হইলে অঙ্গন অতি অল্প থাকে। সেই সমস্ত চকের ঘর দ্বিতল এবং ত্রিতল হইয়া থাকে। বাটীর পার্শ্বে কিছুমাত্র উদ্বাস্তু থাকেনা। প্রতিবাসীর বাসগৃহ এরূপ সন্নিহিত ও সংলগ্ন, যে সেদিকে একটি বাতায়ন রাখিবারও উপায় হয় না। উক্তরূপ এক একটি গৃহ এক একটি কূপ বলিয়া অনায়াসেই উল্লিখিত হইতে পারে। আবার যখন ক্রিয়া-কাণ্ডের সময়ে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হয়, তখন দারুময় সিন্দুকের সহিত উহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না। উহার মধ্যে নিশ্বাস-বিষ নির্গত হইতেছে, স্বেদ বিন্দু সঞ্চিত হইতেছে, রন্ধনধূম বিচরিত হইতেছে, এবং শতপ্রকার গলিত বস্তুর বিষময় বাষ্প সঞ্চরণ করিতেছে। করুণাময় পরমেশ্বর গৃহ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ুর সতত সঞ্চার থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া যে মঙ্গল-গর্ভ মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকে সে নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতেছেন।

আমরা ভ্রান্তিক্রমে যাহা সুখের বিষয় বিবেচনা করি, আমাদিগের বুদ্ধি-দোষে তাহা অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ক্রিয়া-কাণ্ডের সময়ে গৃহস্থের গৃহ যেরূপ অনিষ্টকারী ও বীভৎসজনক হয়, তাহা এই মাত্র উল্লিখিত হইল। রাত্রি-কালে নৃত্য গীতাদি হইলে, ততোধিক অহিতকারী হইয়া উঠে। উহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত, উপরিভাগে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, এবং অভ্যন্তরে লোকজনে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক, উহা ঊর্দ্ধাধঃ সম্বলিত দশ দিকই রুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিলে, অসঙ্গত হয় না। বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে বটে, কিন্তু কৌতুকাবিষ্ট অনাহূত লোকের সমাগমে নিতান্ত নিরবকাশ হইয়া যায়। কোন দিক্ হইতে বায়ু সঞ্চরণের পথ থাকে না। লোকের নিশ্বাসে ও স্বেদ নিঃসরণে তথাকার রুদ্ধ বায়ু অতি শীঘ্র দূষিত হয়, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এমন দুর্গন্ধ হয় যে, অসহ্য হইয়া উঠে। তালবৃন্ত-ধারী আজ্ঞাকারী ভৃত্য গণ সেই সমস্ত দুর্গন্ধময় ঘনীকৃত গরল বারম্বার সঞ্চালন করিয়া, নিয়োগকর্ত্তাদিগের ও তদীয় বান্ধবদিগের মুখমণ্ডলে প্রক্ষেপ করিতে থাকে। রাত্রি জাগরণ ও বিষ-পূরিত বায়ু পরিসেবন দ্বারা তত্রস্থ সমস্ত লোকের শরীর অবিলম্বে ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া পড়ে। যাঁহারা নিশার্দ্ধ সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সতেজ শরীরে ও সরস বদনে সঙ্গীত-ভূমি আরোহণ করেন, প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে বিবর্ণ-বদন ও ক্লিষ্ট-লোচন অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইতে হয়। তদীয় মুখশ্রীতে স্বকীয় অত্যাচারের লক্ষণ, সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে থাকে।

যাঁহারা আপনাদিগের আবাসগৃহ উল্লিখিতরূপ বিধি-বিরুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করেন, তাঁহারা দেবগৃহও তদনুরূপ করিবেন ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব। বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাঁহারা দেবালয় নির্ম্মাণ বিষয়ে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের একশেষ করিয়া থাকেন। ভারত বর্ষীয় দেবমন্দিরের মধ্যে অনেক মন্দিরেরই এক দ্বার; যদিবা দুই দ্বার থাকে, তাহার একটি চিরদিন রুদ্ধ। অতএব, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চার ও অব্যাহত জ্যোতিঃ সমাগমের সম্ভাবনা থাকে না। পবন তথায় প্রবেশ করিতে স্থান পান না, এবং সূর্য্যও স্বীয় রশ্মি বিকীর্ণ করিতে পথ পান না। সুপ্রশস্ত উন্নত মন্দিরের মধ্যে রাত্রি দিবারাত্র বিরাজ করে, এবং উহা প্রস্তুত হইবার সময়ে যে বায়ু উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা চির-কারারুদ্ধ দুঃখী লোকের ন্যায় দূষিত ভাবে চিরক অবস্থিতি করে। কোন কোন প্রধান তীর্থের প্রধান মন্দিরে দিবা-ভাগেও দীপালোক ব্যতিরেকে দেব-সেবা সম্পন্ন হয় না। ঐ সমস্ত দেবালয় মধ্যে দীপ-শিখার ধূম উত্থিত হয়, বিল্বদল ও কুসুম-পুঞ্জ গলিত হইয়া দুর্গন্ধ হয়, যাত্রী গণের নিশ্বাস-বায়ু নিঃসৃত হইয়া ব্যাপ্ত হয়, এবং যে মন্দিরে শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার অন্তর ও বাহির পশু-কণ্ঠ-বিনির্গত পূতি-গন্ধিক শোণিতে দূষিত হইয়া অতিমাত্র জঘন্য হইয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালী বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, ঐ প্রণালী যে অত্যন্ত অনিষ্টকরী, ইহা অক্লেশেই প্রতীত হইতে পারে। বাস-গৃহের সূত্র পাত করিবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে অপর্য্যাপ্ত বায়ু-সঞ্চারের সদুপায় নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রন্ধনের ধূম, গলিত বস্তুর বাষ্প, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা, লোমকূপ-বিনির্গত স্বেদ-বিন্দু ইত্যাদি অনেক বস্তু দ্বারা গৃহের বায়ু নিয়ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সমস্ত দুঃখী লোক এক কুটীর বা এক প্রকোষ্ঠের মধ্যেই অশন, শয়ন, রন্ধনাদি সমস্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহের বায়ু ঐ সমস্ত অনিষ্টকারী পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া অনবরতই দোষাশ্রিত হয়। যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু বিদ্যমান থাকে, সতত বায়ুসঞ্চার থাকিলেও, তথাকার বায়ু বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রত্যুত, নিরন্তর বিষাক্ত হইয়া গৃহবাসীদিগের শরীরের তেজ ও মনের বীর্য্য বিনাশ করিতে থাকে। অতএব, বাস-গৃহ সতত পরিষ্কৃত রাখা, গলিত ও দুর্গন্ধ বস্তু দৃষ্টমাত্র অপসারিত করিয়া দেওয়া, এবং রন্ধনের ধূম গৃহ মধ্যে রুদ্ধ না হইয়া যাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্থিত ও বহির্গত হইয়া যায় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

শরীরের স্বেদাদি দ্বারা শয্যার আস্তরণ মলিন হইলে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক হয়। তাহা হইতে যে এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তাহা নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র রোগাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। অনেক ব্যক্তির শয্যা এরূপ মলিন ও দুর্গন্ধ, যে উহা কস্মিন্ কালে রজকের হস্ত স্পর্শ করিয়াছিল এমত বোধ হয় না। উহা প্রতি রাত্রিতে স্বেদ স্বরূপ গরল সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য-সুখ হরণ করে, ইহা তাহারা জানিতে পারে না। অতএব, শয্যা পরিষ্কৃত রাখা, বিশেষতঃ তাহার আস্তরণ সতত প্রক্ষালন ও পরিবর্ত্তন করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পরে, উহার আস্তরণাদি তুলিয়া বায়ু সেবিত করা এবং শয়ন-গৃহের দ্বার ও বাতায়ন উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে দেওয়া সম্যক্‌রূপেই বিধেয়। রাত্রিকালে শ্বাস প্রশ্বাস ও স্বেদ-নিঃসরণ দ্বারা গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে, তাহা উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহ দ্বারা অপসারিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বায়ু সমাগত হইতে পারে, এবং শয্যাতে যে সমস্ত স্বেদ-বিন্দু বিলিপ্ত থাকে, তাহাও ঐ বায়ু-প্রবাহ দ্বারা বিচলিত ও উড্ডীন হইয়া বহির্গত হইতে পারে। যাহাদের শরীর সুপটু নহে, তাহাদিগের শয্যা ও শয়ন-গৃহ উক্তরূপ বায়ু-সেবিত করা নিতান্ত আবশ্যক ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক ব্যক্তি রাত্রিকালে অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইত। বিস্তর ঔষধ সেবন করিয়াছিল, কিছুতেই প্রতীকার হয় নাই। কিছু দিন পরে দৃষ্ট হইল, তাহার শয্যার আস্তরণ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আস্তরণ পাতিয়া দিলে, ২।৩ দিবস পর্য্যন্ত কিছু মাত্র ঘর্ম্ম হয় না, এবং নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা দেখিয়া তাহার সমুদয় শয়নবস্ত্র দুই দিবসান্তর প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার সে রোগের আশু প্রতীকার হইল, এবং উত্তরোত্তর বলাধান হইতে লাগিল।

ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য, বিশেষতঃ সামিষ ব্যঞ্জন, কিয়ৎ ক্ষণ থাকিলেই পচিয়া উঠে। উহা হইতে যে দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে বিষবৎ অনিষ্টকারী। তাহার ঘ্রাণ লইলে, শারীরিক স্বাস্থ্য সাধনের অতি শীঘ্র ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব, উহা গৃহ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, পীড়িত ব্যক্তির গৃহে ঐ সকল সামগ্রী ক্ষণ মাত্রও রক্ষা করা বিধেয় নহে।

নিশ্বাস সহকারে শরীর হইতে যে বিষতুল্য অনিষ্টকারী পদার্থ নির্গত হয়, রাত্রিকালে বৃক্ষ লতাদি হইতেও সেই পদার্থ নিঃসৃত হইয়া সমীপস্থ সমস্ত বায়ু দূষিত

করে। অতএব, শয়ন-গৃহে সজীব বৃক্ষ ও জলাভিষিক্ত পুষ্প স্থাপিত করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু স্থাপিত হয়, তাহাতে শয়ন করিয়া অনেক ব্যক্তি এক রজনীর মধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনেক লোকে প্রস্তাবিত বিষয়ে আর একটি দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহার তুলনায়, উল্লিখিত সমুদয় দোষ সামান্য দোষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শৌচাগার পার্য্যমাণে পরিষ্কৃত রাখিতে চাহেন না। কোম্পানির লোক তদর্থে তাঁহাদিগকে উত্তেজনা করিলে, তাহাকে উৎকোচ দিয়া বিদায় করিয়া দিবেন, এবং আপনারা সপরিবারে দুঃসহ দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া থাকিবেন, তথাচ উহার প্রতীকারার্থে যৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় অঙ্গীকার করিবেন না। মনে করেন, যৎ কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া ব্যয়ের লাঘব করিলাম, কিন্তু শৌচাগার-জনিত সাংঘাতিক বিষ নিয়ত শরীরস্থ করিয়া প্রাণ-ধন বিসর্জ্জন দিতেছেন, ইহা ভ্রমেও একবার ভাবেন না। প্রজারা যখন নিজ ভবনে, এবং রাজপুরুষেরা যখন রাজপথের প্রান্তবর্ত্তিনী জলপ্রণালীতে, উক্তরূপ সাংঘাতিক বিষ সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তখন যে কলিকাতা একটি প্রকৃতরূপ প্রধান নরক হইয়া উঠিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

গৃহের বায়ু অভ্যন্তরস্থ অনিষ্টকর পদার্থ দ্বারা যেমন দূষিত হয়, সমীপস্থ অস্বাস্থ্যকর বস্তু দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে। কলিকাতার সর্ব্ব স্থানেরই বায়ু দোষাশ্রিত, অতএব তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত আর কি লিখিব? রাজপুরুষেরা অনুকূল হইয়া উল্লিখিত জলপ্রণালী সমুদায়ের প্রতীকার না করিলে, মহানগর কলিকাতা জিজীবিষু ব্যক্তির বাসযোগ্য হওয়া সম্ভব নহে। পল্লিগ্রামে বাস্তুর চতুর্দ্দিকে অনেক উদ্বাস্তু থাকাতে, অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত হইবার উপায় আছে বটে, কিন্তু গৃহের পার্শ্বদেশ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত করিয়া রাখাতে, সেই বিশুদ্ধ বায়ু অবিশুদ্ধ না হইয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পায় না। দ্বার-সন্নিহিত আবর্জ্জনা-রাশি, দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র জলাশয়, বাঁশ বাসকাদির নিবিড় জঙ্গল ইত্যাদি অহিতকারী বস্তু দ্বারা গ্রামস্থ লোকের অতি সুলভ স্বাস্থ্য লাভের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটে। গৃহ মধ্যে মল মূত্রাদি যত প্রকার আবর্জ্জনা উপস্থিত হয়, সমুদায়ই বহির্দ্বার অথবা গুপ্ত দ্বারের সমীপে রাশীকৃত থাকিয়া গৃহ-বাসীদিগের সতেজ শরীরকে নিস্তেজ ও সুস্থ দেহকে অসুস্থ করিতে থাকে। উল্লিখিত অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী যে সময়ে জলপূর্ণ হয়, সে সময়ে তটস্থ তৃণাদি তন্মধ্যে পতিত হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং গ্রীষ্ম কালে সেই জল যত শুষ্ক হয়, ততই বিষ-তুল্য বাষ্পরাশি তাহা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে রোগ ও মারী বিস্তার করিতে থাকে। গৃহ-পার্শ্বে যে স্থানে নিবিড় জঙ্গল থাকে, তথাকার বায়ু কোন কালেও পরিশুষ্ক ও পরিশুদ্ধ হয় না। সেস্থানে যখন গমন করা যায়, তখনই একপ্রকার দুরাঘ্রেয় গন্ধ নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বিশেষতঃ, বর্ষাকালে গলিত পত্রাদি পচিয়া এমন অহিতকারী হয় যে, বোধ হয়, অনেক স্থান কলিকাতা অপেক্ষাও অস্বাস্থ্যজনক হইয়া উঠে।

বাস্তু ও উদ্বাস্তুর এইরূপ অপরিষ্কৃত অবস্থা যে রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ ইহার শত শত প্রমাণ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এডিন্‌বরা নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতক স্থান এপ্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল যে, প্রতি বৎসরই বসন্ত কালে তথাকার কৃষকদিগের কম্প-জ্বর হইত। তাহারা মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পরে যখন তথাকার প্রবাহ-শূন্য পীড়াদায়ক জলাশয় সকল শোধিত হইল, সুনিয়মানুসারে কৃষি-কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইল, এবং দ্বার সন্নিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় রাশীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত তাহা দূরীকৃত হইল, তখন পূর্ব্বকার সমুদায় রোগ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। এই রূপ নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া এত

দেশীয় লোকের যাবৎ হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তাবৎ তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন-জনিত বিবিধ শাস্তি ভোগ করিয়া অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতে থাকিবেন।

সত্য-জ্ঞান-সঞ্চারিণী সভা

ভবানীপুর

দুই বৎসর অতীত হইল, এই সভা ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন উৎসাহী ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে এই সভা সংস্থাপন করিয়া, একান্ত যত্ন ও অবিচলিত উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক, সেই সঙ্কল্প সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন; গত ৬ বৈশাখ উহার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। সেই সভাতে তদীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র যে প্রস্তাব পাঠ করেন তাহা পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে। তাহা পাঠ করিলে, পাঠক-বর্গ সত্য-জ্ঞান-সঞ্চারিণীর সভ্যদিগের যত্ন, পরিশ্রম, ও অধ্যবসায়ের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

"অদ্য আমাদিগের কি আনন্দের দিন! অদ্য আমাদের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা। যাঁহার অসীম মহিমার পরিচয় এই বিশ্ব রূপ মহাগ্রন্থের সর্ব্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, ও যাঁহার কৃপা সকল প্রাণীর প্রতি অবিশেষে অশেষ-সুখ-বিধায়িনী হইয়াছে, অদ্য আমরা সেই পরাৎপর পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার উপাসনা করিতে একত্র উপবিষ্ট হইয়াছি। জগতে ইহার তুল্য মনোহর দৃশ্য আর কিছুই নাই। সেই কৃপানিধান পরমেশ্বরের কৃপা বলে এই সত্য-জ্ঞান-সঞ্চারিণী সভা দুই বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া অদ্য তৃতীয় বৎসরে পদ সঞ্চারণ করিতেছেন।

এই সভা প্রথম বৎসরে বহু বিঘ্ন দ্বারা ব্যাহত হইয়া ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর-প্রসাদে দ্বিতীয় বৎসরে যে সেই সকল দুর্নিবার্য্য প্রতিবন্ধক নিবারণ করিয়া চন্দ্র-কলার ন্যায় দিন দিন সুবিমল জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের-বিষয়। প্রথম বৎসরে যাঁহারা এ সভার শুভকর উদ্দেশ অনুধাবন করিতে না পারিয়া, আপনাদের স্বভাব-সিদ্ধ বিদ্বেষের বশম্বদ হইয়া, ইহার সমূলোন্মূলনার্থে যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই,! দ্বিতীয় বৎসরে যে তাঁহারা তদনুরূপ প্রতিকূলতা প্রকাশ করেন নাই, ইহা অবশ্য শুভ-সূচক বলিতে হইবেক।

এ সভা কেবল সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কদাচ বট-বৃক্ষ দৃষ্টি করে নাই, সে উহার বালুকা-কণাবৎ ক্ষুদ্র বীজ দৃষ্টি করিলে কখনই মনে করিতে পারে না যে, ঐ বীজ প্রকাণ্ড বৃক্ষ রূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে যে পরমাদ্ভুত শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেই শক্তি প্রভাবে, ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, কালক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করত, বিস্তৃত স্থান অধিকার করে, এবং প্রচণ্ড-রবি-কিরণ-সন্তপ্ত প্রাণীগণকে স্নিগ্ধ ছায়া প্রদান দ্বারা শীতল ও প্রকৃতিস্থ করে। তদ্রূপ যে সকল মঙ্গলোৎপাদক সঙ্কল্প এই সভার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সময় সহযোগে যে তাহা শুভফল উৎপাদন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মদিগের উপাসনা স্থান। তথায় কেবল ঈশ্বরের আরাধনা সম্পর্কীয় স্তোত্রাদি ভিন্ন অন্য প্রকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার নিয়ম নাই। সুতরাং ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্ম মহাশয়েরা অভিলাষানুরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার এবং কাল্পনিক ধর্ম্ম সকলের অলীকত্ব প্রদর্শন করিবার সুন্দর উপায় স্বরূপ এই সভাকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিলাষ সফল করিতে যত্নযুক্ত রহিয়াছেন। এই সভাতে প্রতি রবিবার বৈকালে নিয়মিত রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বৎসরে এ সভাতে যে সমস্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা আপনা-

দিগকে অবগত করিবার নিমিত্ত ক্রমানুসারে নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম পরিশুদ্ধ মধুরময় ভাব সকল অবগত হইয়া কতিপয় যুবা শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও আগ্রহাতিশয় সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মানব জীবনের সাফল্য সাধনের সোপান অবলম্বন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ। বেহালা ও কালীঘাটস্থ ব্রাহ্ম মহোদয়গণ এস্থানে নিয়মিত রূপে আসিয়া উপাসনা করিতে অসমর্থ, এপ্রযুক্ত তাঁহাদিগের নিমিত্তে, এবং তদঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে, এই সভার শাখা স্বরূপ দুইটা সভা তত্তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম " বেহালা নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা "। ইহাতে প্রতি শনিবার অপরাহ্নে ৩॥ ঘটিকা সময়ে নিয়মিত রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা ও স্তোত্র পাঠাদি হইয়া থাকে। ঐ সভার সত্ত্বে ১১ ব্যক্তি কাল্পনিক পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। উক্ত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় নামক ব্রাহ্মদ্বয় কর্ত্তৃক উহার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও যত্ন দ্বারা তদঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতেছে। আর একটি সভার নাম " কালীঘাটস্থ ব্রাহ্মধর্ম্মালোচনা সভা। " ইহা প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর ৭ ঘণ্টার সময়ে আরব্ধ হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ এবং বক্তৃতা ইত্যাদি কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধ্যক্ষবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক ইহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম মহোদয়দিগের যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন, তাহার পরিচয় উক্ত সভাদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ। এদেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের অন্তঃকরণ অযুক্তি-মূলক পৌরাণিক ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম সংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অলীক সংস্কার সকল উহাদের মনোভূমিতে এমত দৃঢ় রূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, যে তাহা সহজ উপায়ে অপনীত হইবার নহে। পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম নানা প্রকার; পৃথিবী সচেতন পদার্থ, ত্রিকোণাকৃতি, কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে স্থিতা, সচেতন সূর্য্য ইহাকে বেষ্টন করিতেছে; তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভোজন করিলে পুত্র হত্যার পাতক হয়; মনুষ্য বিশেষের উপাসনা করিলে মুক্তি লাভ হয়; অভিসম্পাত দ্বারা কুল দগ্ধ হয়, গ্রহ নক্ষত্র লোকের প্রতি কুপিত হইয়া রোগ বা তাদৃশ অন্য কোন অমঙ্গল উৎপাদন করে, রাহু কেতু অসুরদ্বয় চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে, এবং গ্রাস কালে পৃথিবীর সমুদয় পদার্থ অশুচি হয়, পশুপক্ষী ইত্যাদি জীব সমস্ত মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করে এবং ভবিষ্যদ্ বিষয় সকল ব্যক্ত করে; মনুষ্যের মৃত্যুকালে যমদূত আসিয়া, জীবকে যম মন্দিরে লইয়া যায়, মনুষ্যের জন্ম গ্রহণ করিবার পর ষষ্ঠ দিবসে রজনী যোগে বিধাতা পুরুষ সন্ন্যাসীর প্রভৃতির আশ্রয় দ্বারা মনুষ্য-ললাটে আয়ুলিপি বদ্ধ করেন, এবম্বিধ অমূলক সংস্কার সকল লোকের অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত না হইলে, দেশের সমধিক উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে পর্য্যন্ত ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত সে ভ্রম বিদ্যমান থাকিতে পারে, অতএব পূর্ব্বোক্ত ভাব সকল ভ্রমমূলক ইহা সাধারণের উদ্বোধনার্থে এসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কতিপয় প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া এতদ্দেশীয় অধ্যাপক মণ্ডলীমধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, এবং ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইলে, ১০০ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদানে সম্মত হইয়াছেন।

চতুর্থতঃ। ভারতবর্ষীয় লোকে কি কারণে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করে, এই বিষয়ের একটি প্রস্তাব ১৩৬ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে, সেই প্রস্তাবটী এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের গোচরার্থে প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটি লক্ষণ ও তৎসংযুক্ত অন্যান্য বিষয় এবং " আপনার প্রতি উপদেশ " নামক একখানি পুস্তক সত্য-জ্ঞান-সঞ্চারিণী যন্ত্রে প্রকটিত হইয়া স্থানে স্থানে বিতরণ করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রান্তি ছিল এই নিমিত্ত, সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত যুবা ব্যক্তিদিগের, প্রবোধনার্থে এবৎসর কলিকাতাপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে যে কয়েকটী প্রস্তাব পঠিত হইয়াছে, তাহা এই সভা হইতেই প্রচারিত হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ। এই সভা সংস্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত ৩২ জন, এবং ইহার শাখা সভাদ্বয় দ্বারা ২১ জন, সর্ব্ব সমষ্টি ৫৩ জন পৌরাণিক মত পরিহারপূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও আগ্রহাতিশয় সহকারে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পরম পুরুষার্থ লাভের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিয়া, মানব জন্মের সাফল্য সম্পাদন করিয়াছেন।

এই সকল মঙ্গল জনক ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে অন্তঃকরণে এমত বিশ্বাস জন্মিতেছে, যে যত্ন বারি সেচন দ্বারা উত্তরোত্তর এ সভা অশেষ প্রকার উপকারজনক ফল উৎপাদন করিতে থাকিবে। হে পরমাত্মন্ তুমি প্রসন্ন হইয়া এই সভাকে চির জীবিনী কর এই আমাদিগের বাসনা।"

বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সেন মহাশয় প্রতি মাসে কেসেল সাহেব কৃত "ইলস্‌ট্রেটেড ফেমেলি পেপর" নামক মাসিক পত্রিকার এক এক খণ্ড এই সভায় প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র সন্দি কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত চাহার দরবেশ গ্রন্থ, যাহার মূল্য পূর্ব্বে ১॥০ ছিল, এইক্ষণ অবধি তাহা এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ।

এই পুস্তকের মূল্য ৵ দুই আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়, মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত … … …	১৭৫।৶১০
গতশকের স্থিতি … … …	১২৶১০
	১৮৭॥৶

ব্যয়

উপাচার্য্যের বেতন …	১০৪
গায়কের বেতন … …	৫২
আলোক ব্যয় … …	৪॥৵
পুস্তক ক্রয় … … …	৩॥৴১০
তৈজ ক্রয় … …	৪।৵০
চৌকি ক্রয় … …	১॥৶০
তান পুরা মরামত … …	৮৲
ডাকের মাশুল … …	৴১০
	১৭১৵০

স্থিতি

স্থিত … … …	১৬॥৴০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণ রায় …	৩০
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
" জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় …	১২
" শিবচন্দ্র দেব … …	১০
" রাজনারায়ণ বসু …	২৫৸৶১০
" মধুসূদন দাস … …	১২
" শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় …	১০
" পদ্মলোচন মিত্র … …	১০
" প্যারিমোহন চট্টোপাধ্যায় …	৫॥০
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় … …	৫॥০
" কুমার নারায়ণ শীল … …	৫॥০
" লোকনাথ সরস্বতী … …	২॥০
" ভবানীচরণ মিত্র … …	৫
" জগদীশ বসু … … …	২
" যদুনাথ মিশ্র … …	১॥০
" বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য … …	১
" দুর্গানারায়ণ বসু … …	২৸০
" নীলাম্বর নাগ … …	২॥০
" রাখালদাস দত্ত …	২
" নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৸০
" ভোলানাথ ঘোষ …	১।০
" বিষ্ণুচরণ মিত্র … …	।০
" হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় …	১
" দুর্গাগতি রায় … …	॥০
	১৭৫।৶১০

৩ আষাঢ় শনি বার সম্বৎ ১৯১২। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৬।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৪৪ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প   চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মস্তোত্র

হে বিশ্বনাথ! কোথায় বা তুমি বিদ্যমান নাই? কোন্ বস্তুই বা তোমার অপার মহিমার সতত সাক্ষ্য দান না করিতেছে? এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমুদায় তোমার অদ্ভুত মহিমায় এতাদৃশ পরিপূর্ণ যে, পূর্ব্বকালীন মনুষ্যগণ সেই সকল পদার্থকেই তোমার স্বরূপ বলিয়া অর্চনা করিয়াছিলেন, এবং অনেকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া অদ্যাপি করিতেছেন। তুমি তোমার পরম প্রেমাস্পদ বিশ্ব-মন্দির কত সুন্দর করিয়াই সৃজন করিয়াছ, কিছু বলিতে পারি না। উহা যে কিরূপ মনোহর, দীর্ঘকাল অপেক্ষিত কোন অভিনব বস্তু দর্শন করিলেই, তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারি। পুষ্পতরুর প্রথম-বিকসিত সুদৃশ্য পুষ্প কেমন মনোহর! ফল-বৃক্ষের প্রথম-পরিপক্ক সুখাদ্য ফলই বা কেমন সুন্দর! বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে অম্বুকণ-পরিপূরিত প্রথমোদিত ঘনাবলিই বা কেমন তৃপ্তিকর! যে বিহঙ্গ-স্বর বসন্ত-সমাগমের সুধাময় সমাচার সর্ব্বাগ্রে প্রচার করে, তাহা যে কত মধুর, যাবতীয় ভাষার যাবতীয় সুমধুর শব্দ একত্র হইলেও, তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। তোমার রচিত সমস্ত বস্তুই এইরূপ সৌন্দর্য্যময়। সমগ্র বিশ্বই এইরূপ মধুর ভাবে পরিপূর্ণ।

যাহা আমরা বারবার দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা অতিমনোহর হইলেও, সতত মনোহর বলিয়া বোধ হয় না বটে. কিন্তু তোমার কার্য্যের নিরুপম সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে নিরন্তর মুদ্রিত রহিয়াছে। আমার নেত্র সেই সৌন্দর্য্য-রস পান করিবার নিমিত্ত অবিরত উৎসুক ও ব্যাকুল হইতেছে। হা! আমরা জনাকীর্ণ নগর মধ্যে চিরদিন অবস্থান করিয়া তোমার মহিমা বিস্মৃত হইতেছি। এখানে সকলই বিকার। কেবলই কৃত্রিমতা। এখানে দগ্ধ মৃত্তিকার রুক্ষ স্বভাব নয়নের তেজ হরণ করিতেছে। জন-পুঞ্জের নীরস ধ্বনি শ্রবণ-শক্তি বিকল করিতেছে। শত শত বিশুদ্ধ পদার্থ বিকৃত হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্লিষ্ট করিতেছে। শ্রম-সাধ্য কৃত্রিম শোভা তোমার সৃষ্ট স্বভাবজ সৌন্দর্য্য সর্ব্বক্ষণ বিস্মরণ করাইতেছে। এখানে মন তৃপ্ত হয় না। এখানে স্বেচ্ছানুসারে তোমার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে স্থানে তোমার রচনা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যে স্থানের কোন বিষয়েই মনুষ্যের শ্রম-জনিত, কপোল-বিগলিত, স্বেদ-বিন্দু স্মরণ হয় না, আমার মন সেই স্থানে অবস্থান করিবার

নিমিত্ত প্রতিক্ষণ উৎসুক হইতেছে। সে স্থানের সমস্ত বস্তুই তোমার কুশলময় ভাব প্রকাশ করিতেছে, এবং প্রতিনিমেষে তোমার পরিচয় প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এক একটি নবীন পল্লব পরমার্থ-রসে পরিপূরিত রহিয়াছে। এক একটি প্রফুল্ল কমল পরমার্থ-ভাবের অভাবনীয় মাধুর্য্য প্রচার করিতেছে। এক একটি নির্ঝর রব পরাৎপর পরমার্থ-জ্ঞান বিতরণ করিতেছে। পূর্ণচন্দ্রের প্রত্যেক রশ্মি গগনে পরিশুদ্ধ পরমার্থ-পথ প্রদর্শন করিতেছে। পক্ষিগণ বিশ্ব একতান হইয়া যে পরম সুখময় ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতেছে, মেঘাবলির গম্ভীর গর্জন ও ঝঞ্ঝাবাতের ভয়ঙ্কর শব্দও সেই সঙ্গীতেরই অন্তর্গত। সে সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ সকলই পলায়িত ও দূরস্থিত হয়। যখন সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া অস্থির-চিত্ত হই, তখন নগর ও রাজধানীর কৃত্রিম শোভা ও নগরীয় লোকের কৃত্রিম ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রান্তরে, বা পুষ্পকাননে, অথবা দূর্ব্বাদল-পরিশোভিত নদী-তীরে প্রস্থান করি, এবং তথায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, একবারে চরিতার্থ হইয়া যাই। সেখানে আমার মন আপনা হইতেই কহিতে থাকে, প্রত্যেক শ্যামল পত্র পরমেশ্বরের মহিমায় পরিশোভিত, এবং প্রত্যেক অম্বুকণা পরমার্থ-রসে পরিপূরিত। হে প্রেমাকর পরমেশ্বর! তুমি এই মনোহর বিশ্বের স্রষ্টা বলিয়া, তোমার প্রেমে মগ্ন হই। এ জগৎ তোমার সৃষ্ট বলিয়া, ইহাকে মনের সহিত প্রীতি করি। হে হৃদয়েশ্বর! সমগ্র বিশ্ব তোমার গুণের পরিচয় দিয়া কৃতার্থ হইতেছে; অতএব, আমিও যেন সেই রমণীয় কর্ম্মের অধিকার হইতে প্রচ্যুত না হই।

ধর্ম্মনীতি

১৪৩ সংখ্যক পত্রিকার ৩৬ পৃষ্ঠার পর

তৃতীয়তঃ। কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, এবং বদ্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, পূর্ব্ব মাসের পত্রিকায় এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে, বন্ধুত্ব-ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতিসংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সৎপাত্রে-প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্ কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মিত্র পরিগ্রহ সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন, ও যত সাবধান হউন না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সজ্জন মিত্র নির্ব্বাচ করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনিমণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সুচরিত্র মিত্র সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দৃষ্ট দোষে দূষিত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্যহীন, ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব, যাঁহারা পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, কোন না কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একবারেই ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদি ভাগ্য-দোষ বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্ কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া পুলকিত চিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, এই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ

শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আমাদিগের অনুরাগ লাভের একান্তই অযোগ্য হন. তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নহে। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের নিকট এতাদৃশ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন, যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্তরূপ অনর্থপাত অথবা কিছু মাত্র অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি, অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণসত্ত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নহে। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট উক্তরূপ অঙ্গীকার করা প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব বন্ধন বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব, তিনি সদ্ভাব সত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া সংগোপনে যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা চির কালই হৃদয় মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিধিরই স্থল বিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিচ্ছেদ হইলেও, সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষ-পরবশ হইয়া, মিথ্যাপবাদ দিয়া, আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষের উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয় প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষায় স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত ব্যতিরেকে তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্যশালী উভয় মিত্রের মধ্যে এক জন যদি দুর্বিপাক বশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি নিজ মিত্রের মৃত শরীরোপরি অশ্রুজল বর্ষণ করিলেও, সে জলে তাঁহার হৃদয়-স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও, সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপট হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর নাম, বন্ধুর যশ, ও বন্ধুর পরিজন তখনও তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তর-নিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তির পরিবার এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ পতনের সমাচার শুনিয়া সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্গুণ সমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃ শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া, এবং তাঁহার পরিজন বর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও কারুণ্য-ভাব প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চরিতদর্শীর কথিত উপাখ্যান।

" লোকে মান্য হব বলে কি কষ্ট পেতেছ"

অমুক পল্লির মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিবসের পর গৃহ প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া, অদ্য দুই, দিবস হইল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রধান লোকের সন্তান ও আপনিও বিলক্ষণ কৃতী। বিংশতি বৎসর বয়সে বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর এখন প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল, ইহার মধ্যে এক দিবসের নিমিত্তেও পদচ্যুত হন নাই। বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন; কিন্তু যেমন আয় তেমনি ব্যয়। দাতা, ভোক্তা, মর্য্যাদক; সর্ব্বাংশেই উত্তম। মুক্তহস্ত পুরুষ। দোল দুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের বাধ নাই। ক্রিয়াবান্ ধনাঢ্য লোকের মধ্যে গণ্য হইব এই প্রত্যাশা করিয়াই চিরকাল চলিয়াছেন। বাস্তবিক, গ্রামের মধ্যে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ যখন তাঁহার ভবনে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ সামগ্রী ভোজন করিয়া, ভোজনাবশিষ্ট মিষ্টান্ন সমুদয় হস্তে লইয়া, 'মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীবৃদ্ধি হউক' বলিয়া প্রস্থান করে, তখন তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। এইরূপে উপার্জিত অর্থ অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় হওয়াতে, সংপ্রতি দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ম্মস্থানে কিঞ্চিৎ ভূমি-সম্পত্তি আছে, তাহাই বন্ধক দিয়া কিয়ৎ দিবস মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যে বেতন নিরূপিত আছে, সুদ পরিশোধ করিতেই, তাহার সমুদায়াংশ নিঃশেষিত হয়। যে কিছু উপাধিক আয় আছে, তাহাতে বাসার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াও সুকঠিন। শুনিতে পাই, তথায় দুই বেলায় ন্যূনসংখ্যা শতাধিক পাত পাতিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, আমোদ, প্রমোদ, যাত্রা, মহোৎসব প্রায় প্রতিদিনই আছে। চিরকাল অকাতরে ব্যয় ব্যসন করিয়া আসিয়াছেন; এখন আর কোন রূপেই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং প্রতি মাসেই নূতন নূতন ঋণ গ্রহণ না করিয়া নিস্তার পান না। বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহেন, "যদি উল্লিখিত ভূসম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেন, ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া চলিতেন, তবে অক্লেশেই ঋণ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ হইতে পারিতেন।" কিন্তু তাহা হইলে, সম্ভ্রমের লাঘব হয়। একথা একবার তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহাতে, তিনি কহিয়াছিলেন, "বিক্রয় করিতে হইলেই এবিষয় সর্ব্বলোকের সুগোচর হইবে, কিন্তু লোক সমীপে নির্ধন বলিয়া পরিচিত হইবার অপেক্ষা মানী ব্যক্তির অপমানের বিষয় আর কিছুই নাই। অতএব, বিক্রয় করা বিহিত হয় না।" যাহা হউক, এখন সে পথ একবারেই রুদ্ধ হইয়াছে। নিজ বাটীতে এক বৎসরাবধি কপর্দ্দক মাত্রও প্রেরণ করিতে না পারাতে, এখানে সমূহ অপ্রতুল উপস্থিত। ঐ এক বৎসর পরিজনদিগের আহার ব্যবহার ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ড সমুদায়ই ঋণ করিয়া নির্ব্বাহিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপে আর সম্ভ্রম রক্ষা করা সম্ভব পায় না দেখিয়া, এবং মহাজন গণ কর্ত্তৃক বারম্বার উত্তেজিত হইয়া, রাজকোষ হইতে কয় সহস্র মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ নিজ বাটীতে প্রেরণ করিলেন, এবং কিয়দংশ দিয়া কলিকাতায় অহিফেণ ক্রয় করিয়া চীন-রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। নিজে এক জেলার কোষাধ্যক্ষ, সুতরাং সে সময়ে অক্লেশেই রাজকোষ হইতে অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এখন বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। অহিফেণ ব্যবসায়ে কত শত জন হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াছে; ইনিও, দেখিতেছি, তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলেন। ইহাঁর ঐ ব্যবসায়ে এমন অপচয় হইয়াছে যে, তাহার আর প্রতীকার হইবার উপায় নাই। এদিকে এই বিপত্তি, ওদিকে রাজকোষের ব্যাপার প্রচার হই-

বার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুচতুর ও কর্ম্ম-কুশল; উক্ত বিষয় প্রকাশ হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া, পিতাঠাকুর তীরস্থ বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিদায় লইয়া বাটী আসিয়াছেন।

তিনি এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত শুনিয়া, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার ভাব ভক্তি দর্শন করিলে, কে কহিতে পারে, ইনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন? দেখিলাম, সৌরভ-সংযুক্ত-সুচিক্কণ-বস্ত্র-পরিহিত, সহচর ও প্রতিবেশীগণে পরিবেষ্টিত, এবং অশেষ-কর্ম্মকারী পরিচারক সমূহ দ্বারা পরিসেবিত হইয়া বহু-মূল্য উৎকৃষ্ট আস্তরণে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। লক্ষ্মী জনার্দ্দনের পরমান্ন ভোগ এবং সত্য নারায়ণের শীর্ণি দিবার পরামর্শ হইতেছে, এবং রথযাত্রার উদ্‌যোগার্থে লোকজন ও দাস দাসী গণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। পরস্পর নমস্কার, আলিঙ্গন, কুশল-জিজ্ঞাসা, এবং মিষ্টালাপ ও শিষ্টাচার সম্পন্ন হইলে পর, আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৈবাহিক! শুনিলাম, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে রামধন প্রামাণিকের দরুণ ৫০০ বিঘা উৎকৃষ্ট ভূমি, এবং দক্ষিণ প্রান্তে কবিরাজদিগের দরুণ তিন খান্দ অতিবৃহৎ আম্র-বাগিচা, বিক্রেয় আছে। আর ঘোষেরাও নাকি নিজবাটীর সম্মুখবর্ত্তী সমুদয় রায়তি-ভূমি পুষ্করিণী সম্বলিত বিক্রয় করিবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তবে যথেষ্ট উপকার হয়। হয় যদি তো, একবারেই কথা ধার্য্য ও মূল্য নির্ধার্য্য করিয়া আসিবেন। আর নীলামের সময়ে আমাকে একবার কালেক্টরিতে গমন করিতে হইবে। যদি আপনার অবকাশ থাকে, দুই বৈবাহিকে একত্রেই যাত্রা করিব।

এই সমস্ত অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আমি তাঁহাকে মৌখিক কহিলাম, এবিষয়ের অবশ্যই তত্ত্বানুসন্ধান করিব, এবং যাহা অবধারিত হয়, সপ্তাহ মধ্যেই অবগত করিব। কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইবার পূর্ব্বাবস্থা হইয়াছে। কোন্ দিন ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইবেন তাহার নিশ্চয় নাই। কিছু দিন পরেই দিনপাত হওয়া সুকঠিন হইবে। অথচ কি প্রত্যাশায় এই সমস্ত আকাশভেদী অভিপ্রায় প্রকটন করিলেন, কিছু বুঝিতে পারিনা। ফলতঃ, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তিনি স্বচ্ছন্দ মনে ও সহজ শরীরে আছেন এমন বোধ হয় না। যে কথা মৃদু স্বরে উল্লেখ করা উচিত, তাহা যত্ন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন। যে স্থলে সহজ ভাবে ঈষদ্ হাস্য করা উচিত, সে স্থলে উৎকট ভাবে অট্টহাস্য করিতেছেন। যে সময়ে যে বিষয় উল্লেখ করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, সে সময়ে সেই অপ্রাকরণিক বিষয় উপস্থিত করিয়া পারিষদবর্গকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছেন। কখন কখন যখন বন্ধু বান্ধবেরা কোন মনোরঞ্জন উপাখ্যান উত্থাপন করিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে, তিনি তখন ললাটের চর্ম্ম কুঞ্চিত করিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া, অন্য বিষয়ের চিন্তন করিতেছেন। আমি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক, ভবনাভিমুখে আগমন করিতেছি, পথ মধ্যে সিংহদিগের সিংহদ্বার সমীপে দৃষ্টি করিলাম, রামসুন্দর ছায়া ছত্র মাথায় অসত্বর বেগে আগমন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, এই যে ঘোষাল দাদা। অনেক দিবসের পর সাক্ষাৎ হইল; একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তোমার বৈবাহিকের ভবনে নাকি রথযাত্রার বড় ধূম? আমি তাঁহার মুখের ভঙ্গীতে অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিলাম, রামসুন্দরের অগোচর কিছুই নাই। আর ইহার নিকট গোপন করিয়াই বা ফল কি? এই বিবেচনা করিয়া কহিলাম, ভাই, জানইতো সব। যার যে রীতি, যায় কদাচিৎ। কেবল রথ-

যাত্রা নহে। আবার সংপ্রতি বিষয় বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া আমাকে কতক গুলি বিক্রেয় ভূমির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন। এই কথা শুনিয়া রামসুন্দর কহিতে লাগিলেন, ঘোষাল দাদা! কেবল তোমাকে নহে, এখন উনি সকলকেই এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। ইহার কিছু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে শ্রবণ কর। ‘এদিকে অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ’ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ হইয়াছে, ওদিকে দেখ, মহাজন গণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, বিষয় বিভব দূরে থাকুক, বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিতেছে, এখনও জনসমাজে সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত সযত্ন হইয়া, ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করিব বলিয়া, সকলের সমীপে পরিচয় দিতেছেন। অনেকেই একথা গ্রাহ্য করে না। যাহারা প্রত্যয় যায়, তাহারা উঁহাকে রাজকোষাপহারক বলিয়া স্থির করিয়াছে। যখন উঁহার নূতন নিকেতন প্রস্তুত হয়, তখন কহিয়াছিলাম, “মুখোপাধ্যায় ভায়া! সর্ব্ব বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা পাও। বাসগৃহের এতাদৃশ পরিপাটিই বা কেন? অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠ সমুদায় এরূপ প্রশস্ত করিবারই বা প্রয়োজন কি? আহার ব্যবহার পরিচ্ছদাদিরই বা এত বাহুল্য কি নিমিত্ত? গৃহস্থ লোকের দাস দাসী লোক জনেরই বা এত আধিক্য কি জন্য? আমি তাঁহাকে সুহৃৎ ভাবিয়া যত হিতোপদেশ দিলাম, তিনি তাহার একটি কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। এখন তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতেছেন।”

রামসুন্দর ভায়ার নিকট এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইলাম। মনুষ্যেরা আপন দোষে অনর্থক ক্লেশ পায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, এবং লোকের চরিত্র চিন্তন করিতে করিতে নিজ নিকেতনে প্রত্যাগমন করিলাম। মুখোপাধ্যায় যেমন ব্যয়শীল, রামসুন্দর তেমনি ব্যয়কুণ্ঠ। তাহার পরিচ্ছদ দেখিলে কে কহিতে পারে, ইনি এক জন সাম সম্পন্ন মনুষ্য? বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, অথচ কস্মিন্ কালে স্থূল বই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন না, অপকৃষ্ট বই উৎকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ করেন না, এবং কদাচ ভৃত্য অথবা অন্যরূপ পরিচারক রাখিবার প্রসঙ্গও করেন না। ক্রয়, বিক্রয়, দ্রব্য বহনাদি সমুদায় কর্ম্মই স্বয়ং সম্পন্ন করেন, এবং সন্তানগণকেও সেই সমস্ত সুচারুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। খাদ্য পরিধেয় ক্রয় করিবার সময়ে দ্রব্যের গুণাগুণ বিবেচনা করেন না; যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য তাহাই ক্রয় করিবার নিমিত্ত সকল আপণ পর্য্যটন করেন। গুরু মহাশয় নিযুক্ত করিবার সময়ে তাহার বিদ্যার বিষয় বিচার করেন না; যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বেতন স্বীকার করে, তাহাকেই সুপণ্ডিত বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট মনে নিযুক্ত করেন।

রামসুন্দর ও মুখোপাধ্যায় উভয়েই উভয়কে ঘৃণা করেন। মুখোপাধ্যায় রামসুন্দরকে ব্যয়কুণ্ঠ এবং রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়কে অতিব্যয়শীল বলিয়া পথে ঘাটে সর্ব্বত্র সকলের সমীপে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের যে রূপ চরিত্র বর্ণিত হইল, এতদ্দেশে অনেক ব্যক্তিরই সেইরূপ। তাঁহারা দুইজন সেই সকল ব্যক্তির আদর্শ স্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারেন। অবনিমণ্ডলের অধিক লোকেই উক্তরূপ দ্বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে পারে। তাঁহাদের অন্যান্য বিষয়ে যত বিভিন্নতা থাকুক, নির্ধন হইবার ভয় ও ধনাঢ্য হইবার প্রত্যাশা উভয় সম্প্রদায়েরই অতিশয় প্রবল। এক সম্প্রদায় দারিদ্র দশাকে অতিমাত্র দুঃখ-হেতু জানিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ চির জীবনই সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে, অন্য সম্প্রদায় ঐ দশাকে অতিশয় অসম্ভ্রমজনক বিবেচনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা পায়। এক সম্প্রদায় উত্তর কালে যোত্রহীন হইবার আশঙ্কায় সতত সঙ্কিত। অন্য সম্প্রদায় বর্ত্তমানে যোত্রহীন বলিয়া পরিচিত হইবার ভয়ে নিরন্তরই চিন্তিত। এক সম্প্রদায়, উত্তর কালে দীনতাবস্থার উৎপত্তি হইবার শঙ্কায়, বর্ত্ত-

মানে দীনতা-সম্ভব সমুদয় ক্লেশই ভোগ করে। অন্য সম্প্রদায়, বর্ত্তমানে দরিদ্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার আশঙ্কায়, উত্তর-কাল-সম্ভাবিত দরিদ্র-দশায় অতিসত্বর প্রবেশ করিতে থাকে। এক সম্প্রদায় উত্তর কালের ক্লেশ ঘটনার প্রতিবিধানার্থ পরিজন বর্গের কষ্টসাধন ও নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি-জীবিকা অবলম্বন প্রভৃতি অসদুপায়ের অনুষ্ঠান করে। অন্য সম্প্রদায় অসম্ভ্রম নিবারণ, সম্ভ্রম বর্দ্ধন, ও ইন্দ্রিয়োপভোগ সম্পাদন উদ্দেশে অশেষবিধ লোকরঞ্জন বিষয়ে অতিরিক্ত অনর্থক ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হয়। যাঁহারা পূর্ব্ব বৎসর পিতৃ-কৃত্যে বা মাতৃ-শ্রাদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পর বৎসর ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হন, তাঁহারা ঐ শেষোক্ত সম্প্রদায়ের গণনীয় লোক। যাঁহারা পূর্ব্ব নিশায় তনয়ের বিবাহে হস্ত-গত সমস্ত অর্থ ধ্বংস করিয়া পরদিন প্রাতে বাস্তগৃহ ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হন, তাঁহারা ঐ শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পূজনীয় লোক। যাঁহারা ইন্দ্রিয়-লালসার তৃপ্তি সাধনের জন্য সপ্ত-পুরুষ-সঞ্চিত প্রচুর সম্পত্তি এক রজনীতে বিনষ্ট করেন, তাঁহারা ঐ শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সর্ব্ব-প্রধান লোক।

সমধিক অর্থাগম না হইলে, স্বেচ্ছানুগত অতিরিক্ত ব্যয় করা সম্ভব হয় না. এনিমিত্ত, অনেকে একদিকে নির্ধন লোকদিগকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়া প্রচুর অর্থ হরণ করেন, অন্যদিকে সধন লোকের মনোরঞ্জনার্থ, ও তাহাদিগের নিকট খ্যাতি লাভার্থ, অনেক প্রকার অনর্থক বিষয়ে সেই অর্থ অক্লেশেই ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেকে আত্ম কর্ত্তৃক নিগৃহীত প্রজার উচ্চতর আর্ত্তনাদ পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও তাহাতে কর্ণপাত করেন না, অথচ তাহাদেরই শোণিত-বিন্দু স্বরূপ সঞ্চিত ধন হরণ পূর্ব্বক অকাতরে অপাত্রে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। তাঁহাদের অসঙ্গত যশোবাসনা ও সত্ত্বব্যতীত প্রমোদ-স্পৃহাই এরূপ বিধি-বিরুদ্ধ ব্যবহারের মূলীভূত। গৃহস্থ লোকের মধ্যে অনেক ব্যক্তি পরিজন বর্গকে সম্বৎসর কষ্ট দিয়াও যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু-ব্যয়-সাধ্য অনাবশ্যক উৎসব-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, ঐ দুই প্রবল বাসনা তাহার বলবৎ কারণ তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের উভয় প্রকার আচরণের এক প্রকারও যুক্তিসিদ্ধ নহে কৃপণতা যেমন দোষ, অতিব্যয়শীলতা তাহার অপেক্ষা অধিক বই অল্প দোষ নহে। যে পথ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহাই সৎপথ জানিবে। যাহাতে আমরা পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে নিয়মিত রূপ আহার ব্যবহার করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। সাধ্য সত্ত্বে তাহাতে ত্রুটি করা উচিত নহে। কিন্তু আপনার আয় ব্যয় স্থিতি বিবেচনা না করিয়া ইচ্ছানুরূপ অতিরিক্ত ব্যয় করা বিহিত নয়, এবং যশোবাসনা ও প্রমোদ-কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অন্যায় করিয়া উপার্জন করাও কর্ত্তব্য হয় না। অর্থলোভী ও যশোলোভী হইয়া কার্য্য করিলে, ধর্ম্ম-পথের বহির্ভূত হইয়া অশেষ প্রকারে ক্লেশ পাইতে হয়। মনের স্বস্তি-লাভ অপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই। যশোলোভ বা অর্থ-লোভের বশীভূত হইয়া সে স্বস্তি বিসর্জ্জন দেওয়া সুবোধ লোকের কার্য্য নহে। আপনার আয় ব্যয় আশা ভরসা পদ-মর্য্যাদাদি বিবেচনা করিয়া কিরূপ নিয়মে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা মনে মনে সকলেরই একরূপ অবধারণ করা উচিত, এবং অবধারণ করিয়া ন্যায়ানুগত উপায় দ্বারা তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেইরূপ নিয়মে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহা লোকের দুঃখ হরণ ও কল্যাণ সাধনার্থে ব্যয় করা বিধেয়। ইহা হইলে, দুরাকাঙ্ক্ষ ধনার্থী লোকের অর্থাগম দেখিয়াও ঈর্ষ্যা হয় না, এবং সুস্থ-চিত্ত সামান্য লোকের সামান্য অবস্থা দেখিয়াও অনাদর প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ও খ্যাতি লাভের অনুরোধ-ক্রমে-

অযুক্তি-সিদ্ধ অবৈধ কার্য্যেও অনুরাগ হয় না। প্রত্যুত, লোভাদি রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে শান্তভাবে পরম সুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

কীর্ত্তি-কুশল পুরুষের সৎকীর্ত্তির অনুশীলন করিলে তাঁহার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, তাঁহাকে কেবল স্মরণ করিলে, অথবা তাঁহার নাম মাত্র উচ্চারণ করিলে, সেরূপ শ্রদ্ধার সঞ্চার হওয়া সুকঠিন। পরমেশ্বর-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা পরমেশ্বরকে স্মরণ ও মনন করিয়া ভক্তি ও প্রীতি-রসে আর্দ্র হন বটে, কিন্তু সেই পরম দেবতার মহীয়সী শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, অপার করুণা, ও অনির্ব্বচনীয় মহিমার এক একটি চমৎকারজনক নিদর্শন দর্শন করিলে, তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধা ও সেই প্রীতি শত গুণে প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের কেমন কুৎসিত স্বভাব, বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্যের অন্তর্গত যে কার্য্য প্রথমে অতিমাত্র বিস্ময়জনক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা প্রতি দিন পুনঃ পুনঃ দর্শন, শ্রবণ, ও পর্য্যালোচন করিলে, আর সেরূপ বিস্ময়জনক বোধ হয় না। পৃথিবীর অপেক্ষায় চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণ বৃহত্তর বহ্নিময় সূর্য্যমণ্ডলের উদয় ও অস্ত গমন যেমন চমৎকারজনক, জগতে তদপেক্ষা চমৎকার-জনক অন্য কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু বাল্য-কালাবধি বারম্বার ঐ ব্যাপার অবলোকন করাতে, উহা আর দর্শন-যোগ্য অসামান্য বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। অনেকেই উষাকালের অদ্ভুত শোভা সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক নহে। অনেকে সূর্য্যোদয়ের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন না করিয়া বহুতর বৎসর অতিক্রম করিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হয় না। যে বনাকীর্ণ হরিত-বর্ণ গিরিপ্রস্থ দৃষ্টি করিবার নিমিত্ত আমাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠে, পর্ব্বত-নিবাসী সামান্য লোকেরা তাহা অকিঞ্চিৎকর সামান্য স্থান জ্ঞান করিয়া থাকে। যে অসীমবৎ প্রতীয়মান নীল-বর্ণ সমুদ্রে গমন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের অতিশয় ঔৎসুক্য উপস্থিত হয়, বণিক্ পোতের নাবিক সমুদয় তথা হইতে গৃহ প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ, অভিনব বিষয় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত যত আগ্রহ হয়, শিক্ষিত বিষয়ের পর্য্যালোচনায় তত আগ্রহ উপস্থিত হয় না। একটি অবিদিত পদার্থ বিদিত হইলে যত আহ্লাদ হয়, জ্ঞাতপূর্ব্ব সহস্র পদার্থ স্মরণারূঢ় থাকিলেও, তত আহ্লাদ হয় না। কখন কখন বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্য মধ্যে কোন অতিমনোহর অভিনব কৌশল অবলোকন করিলে, তাঁহার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির উদ্রেক হয় শিক্ষিত-পূর্ব্ব সহস্র কৌশল জ্ঞাত থাকিলেও, সেরূপ হয় না। অতএব, পরমেশ্বরের মহিমা ও করুণা-সূচক নানা প্রকার নূতন পদার্থ ও নূতন কৌশল শিক্ষা করিবার উপায় থাকা পরমেশ্বর-পরায়ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

এক্ষণে উক্তরূপ অভিনব বিষয় অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ নহে। করুণাময় পরমেশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সময়ে আমাদের কল্যাণার্থে যে সমস্ত সুচারু ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মানবজাতির অন্তঃকরণে উত্তরোত্তর আবির্ভূত হইতেছে। যে সমস্ত পরমাদ্ভুত মহোপকারী বিষয় কস্মিন্ কালে মনুষ্যবর্গের জ্ঞাতসার ছিল না, এক্ষণে সেই সমুদায় দিন দিন আবিষ্কৃত হইয়া অখিল-বিশ্ব-পতির অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। অনভিজ্ঞ জনেরা সে সমুদয় বিষয় সত্বর অবগত হন না বটে, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে সতত তাহার প্রসঙ্গ ও পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে। নানা বিধ অভিনব বিষয় উদ্ভাবন করা বর্ত্তমান সময়ের অসাধারণ ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। এতাদৃশ শুভকর সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াও, ঐশিক মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ঐ সমস্ত নব-নিরূপিত বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকিয়া অন্ধবৎ দিন যাপন করিলে, এই প্রধান কালের অযোগ্য

বলিয়া গণ্য হইতে হয়। এই নিমিত্ত, এক্ষণে যে সমস্ত অভিনব তত্ত্ব ও ইষ্টকর ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহার অন্তর্গত কতক কতক বিষয় উপস্থিত মতে সঙ্কলন করিয়া প্রকটন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। প্রাকৃতিক পদার্থ ও প্রাকৃতিক পদার্থ ঘটিত কার্য্যের বিষয় যে সকল বিদ্যায় বিবৃত ও বর্ণিত হয়, তাহা বিজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত, ঐ প্রস্তাব বিজ্ঞানবার্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইল। যে সমস্ত বিষয় কিয়দ্বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়া বহুদর্শী পণ্ডিতগণের নিকট একপ্রকার পুরাতনবৎ গণ্য হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশে সর্ব্বসাধারণের সুখোচর হয় নাই, তাহারও অন্তর্গত কোন কোন বিষয় ঐ প্রস্তাবে নিবেশিত হইবে। অনেক অনেক এমন দুরূহ বিষয় সতত আবিষ্কৃত হইয়া থাকে যে, তাহা ব্যবসায়ী পণ্ডিত ভিন্ন অন্য লোকের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই; সে সমুদায় উক্ত প্রস্তাবে প্রকটিত হইবে না। যাহা সর্ব্ব সাধারণ পাঠকবর্গের বোধগম্য হইতে পারে, তাহাই উহাতে লিখিত হইবে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা

জ্যোতিষ

১।— ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদেরা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি এই পাঁচটি মাত্র* গ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন। দূরবীক্ষণ ব্যতিরেকে যে সমস্ত গ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার বিষয় কিছুই জানিতেন না। ইদানীং ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ যন্ত্র দ্বারা নূতন নূতন গ্রহ দৃষ্টি করিয়া এপর্য্যন্ত ন্যূনসংখ্যা ৪১ একচল্লিশটা গ্রহের অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। প্রায়ই, দুই এক মাস অন্তর দুই একটি গ্রহ নূতন প্রকাশিত হইবার সমাচার শুনিতে পাওয়া যায়। গত ইংরেজি শাকে, অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ৬ ছয় টা গ্রহ আবিষ্কৃত হইবার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ধূমকেতুর স্বভাব ও গতিবিধির বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। দুরবীক্ষণ ব্যতিরেকে যে সমস্ত বৃহদাকার ধূমকেতু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহারা মধ্যে মধ্যে উদয় হইতে দেখিয়া, অমঙ্গল-সূচক বলিয়া, লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেন। ধূমকেতু সমুদায়ও গ্রহ গণের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এবং দুরবীক্ষণ দ্বারা প্রতি বৎসরেই বহু-সংখ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সৌরজগতে উক্তরূপ কত লক্ষ ধূমকেতু আছে, কিছু বলা যায় না। গত ইংরেজি শাকে, অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ন্যূনসংখ্যা চারিটা ধূমকেতু নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাণিবিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যা

১।— হিমালয়ের অন্তঃপাতী শিবালিক পর্ব্বতে এক প্রকার অতিবৃহৎ কচ্ছপের অস্থি-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই কচ্ছপের পরিমাণের বিষয় শ্রবণ করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহার শরীর ১২ হাত দীর্ঘ ও প্রায় ৫ হাত উচ্চ। মুখ অনুমান ২ ফুট দীর্ঘ। কম্বু অর্থাৎ পৃষ্ঠ দেশের অস্থি ৮ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত উচ্চ। উহার কয়েক খণ্ড অস্থি দেখিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, উহার পা গণ্ডারের পায়ের তুল্য ছিল।

এরূপ বৃহৎকায় কচ্ছপ কস্মিন্ কালে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং অধুনা অবনিমণ্ডলে কুত্রাপি সজীব বিদ্যমান নাই। ঐ কচ্ছপ-জাতি পূর্ব্ব কালে বিদ্যমান ছিল, পরে একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহাদের অস্থি সমুদায় পর্ব্বতের মধ্যে প্রস্তরীভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

---

* ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহের মধ্যে গণনীয় নহে। যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। আর যাহারা গ্রহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে তাহারা চন্দ্র। পৃথিবী গ্রহের যেমন এই এক চন্দ্র আছে, অন্যান্য কোন কোন গ্রহের সেইরূপ অনেক চন্দ্র আছে। দূরবীক্ষণ দিয়া সে সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়। রাহু ও কেতু বাস্তবিক পদার্থ নহে।

রহিয়াছে। বহু-পরিশ্রমী পণ্ডিতেরা প্রায় চল্লিশ ক্রোশ স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উক্তরূপ কতকগুলি অস্থি সঙ্কলন করিয়াছেন। এ বিষয় প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য লোকের গোচর ছিল না। ৫।৬ মাস হইল, ফালকনের সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটি নামক এতদ্দেশীয় সমাজে এবিষয়ে প্রামাণিক উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতেই ঐ বিশাল কচ্ছপের বিবরণ অপর সাধারণ সকল লোকের সুগোচর হইবার সুবিধা হইয়াছে।

বোধ হয়, পুরাণান্তর্গত কূর্ম্মাবতারের বৃত্তান্ত ও মহাভারত-প্রোক্ত গজ কচ্ছপের যুদ্ধ-বিবরণ উক্ত কোন বৃহৎ-কায় কচ্ছপ দৃষ্টে কল্পিত হইয়া থাকিবে। প্রথম উপাখ্যান এই যে, সমুদ্র মন্থনের সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্ম-রূপ পরিগ্রহ করিয়া মন্থান-দণ্ড স্বরূপ মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠ-দেশে ধারণ করেন। দ্বিতীয় উপাখ্যান এই যে, গরুড় সর্পগণের আদেশানুসারে অমৃত আহরণে গমন করিতেছিলেন, পথমধ্যে এক সরোবরে পরস্পর বৈর-বদ্ধ প্রকাণ্ড-কায় গজ ও কচ্ছপ অবলোকন পূর্ব্বক এক নখে গজ ও অন্য নখে কচ্ছপ গ্রহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেন, ও কিয়দ্দূর গমন করিয়া উভয়কেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। উল্লিখিত গজ কচ্ছপের উপাখ্যান নিতান্ত মনঃকল্পিত হইলেও, এক্ষণে যেরূপ বৃহৎ-কায় কচ্ছপ-জাতি অবনিমণ্ডলে বিদ্যমান আছে, তাহার সহিত হস্তীর যুদ্ধ কল্পনা করা কোনরূপে সঙ্গত বোধ হয় না। যে ব্যক্তি আখ্যায়িকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেও হস্তী ও কচ্ছপকে সমকক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারে না। যদি কোন কাব্য-লেখক মূষিকের সহিত গণ্ডারের তুমুল সংগ্রাম হইতেছে বলিয়া বর্ণন করে, তাহা হইলে পণ্ডিত গণের হাস্যাস্পদ হয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বতন গ্রন্থকারেরা উক্তরূপ বৃহৎ-কায় কচ্ছপ দেখিয়া, গজ কচ্ছপের সংগ্রাম ঘটনা সম্ভব বিবেচনা করিয়া, কল্পনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বৃহৎ-কায় কচ্ছপ-জাতি বিদ্যমান থাকিবার উক্তরূপ অনেক নিদর্শন অন্যান্য দেশের শাস্ত্রেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীশ দেশীয় পিথাগোরস নামক প্রাচীন পণ্ডিত পৃথিবী হস্তীর উপরে, এবং সেই হস্তী এক বৃহৎ-কায় কূর্ম্মের উপরে, অধিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় দিগের পৌরাণিক মতের সহিত উক্ত মতের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। পুরাণের মত এই যে, বিষ্ণু শেষাখ্য সপ্ত-ফণ সর্প-রূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে মস্তকোপরি ধারণ করিতেছেন, এবং কূর্ম্ম-রূপ গ্রহণ করিয়া ঐ সর্পরাজকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়া আছেন*। পিথাগোরস হস্তীকে কূর্ম্মের উপরে অধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পুরাণের মত এই যে, অষ্ট দিগ্‌হস্তী অষ্টদিক্ ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছে।

আমেরিকার আদিম নিবাসী লোকদিগের মধ্যেও বিশাল-কায় কচ্ছপের বিষয়ে এক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তাহাদের মত এই যে, সর্ব্ব প্রথমে যে সময়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নাই, সে সময়ে বায়ুর মধ্যে কয়েকটি পুরুষ মাত্র ছিল, একটিও স্ত্রী ছিল না। স্বর্গলোকে একটি বিদ্যমান আছে শুনিয়া, তাহাদের এক জন এক বিহঙ্গ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সেই স্ত্রীকে হরণ করিবার নিমিত্ত গমন করিল, এবং অনেক কৌশলে তাহার অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া অধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত করিল। ইহা জানিতে পারিয়া, পরমেশ্বর ঐ স্ত্রীকে স্বর্গ হইতে বহির্ভূত করিয়া দিলেন। সে বহির্ভূত হইলে, এক কচ্ছপ তাহাকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া লইল। তাহা দেখিয়া, জল মার্জ্জার ও মৎস্যগণ সমুদ্র হইতে পঙ্ক-রাশি উদ্ধৃত করিয়া কচ্ছপের চতুর্দ্দিকে স্থা-

* সতু দীর্ঘতনুস্তোয়ে যদানন্তোন চাশকৎ। কূর্ম্মরূপী তদা ভূত্বানন্তকায়মধাদ্ধরিঃ। অথ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং সপ্তচ্ছিরাক্রম্য কচ্ছপঃ। গ্রীবাং বিতত্য বায়ব্যাং পৃষ্ঠেনৈনমধারয়ৎ। অনন্তঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠে তু নবভির্বেষ্টনৈস্তনুং। নিধায় পৃথিবীং দধ্রে মুখেনৈব মহাতনুঃ।

কালিকাপুরাণ ২৫ অধ্যায়।

পন পূর্ব্বক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রস্তুত করিল। সেই দ্বীপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এই পৃথিবী হইয়াছে। এইরূপ নানা দেশের শাস্ত্র মধ্যে কচ্ছপ বিষয়ে যে সমস্ত উপাখ্যান নিবিষ্ট আছে, তাহা যদি কোন বৃহৎকায় সজীব কচ্ছপ দর্শনে কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, মানবজাতি উৎপন্ন হইবার অনেক কাল পরে ঐ কচ্ছপ-জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে!

উদ্ভিদ্বিদ্যা।

১।— আমেরিকার অন্তঃপাতী কালিফোর্নিয় নামক প্রদেশে এক পর্ব্বতের উপর এক প্রকার প্রকাণ্ড বৃক্ষ নূতন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার বেড় ৭৩ হাত ও দৈর্ঘ্য ২৬০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। একটা বৃক্ষের বয়ঃক্রম ৩০০০ বৎসর বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

এতদ্দেশের কোন বৃক্ষ উহার তুল্য দীর্ঘ নহে। উহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এদেশের তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ ক্ষুদ্র বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

২।— সংপ্রতি নিরূপিত হইয়াছে, রঙকরা কাচ-পাত্র দিয়া আবরণ করিয়া রাখিলে, বৃক্ষ লতাদি অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৃক্ষাদির বীজ বপন করিয়া, নীলবর্ণ কাচ পাত্র দিয়া, আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে, তাহা অবিলম্বে অঙ্কুরিত হয়। এডিনবরা নগরের লাসন কম্পানি নামক বণিকেরা বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একটি স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ স্থান নীলবর্ণ কাচে আচ্ছাদিত। যে বীজের গুণ-দোষ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা সেই স্থানে বপন করিয়া দেখেন, কত দিনে তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। যে বীজ যত শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়, তাহা তত উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে বীজ এক পক্ষে অথবা দশাহে অঙ্কুরিত হইত, এক্ষণে নীলবর্ণ কাচ দিয়া আবরণ করিয়া রাখাতে, দুই তিন দিবসের মধ্যেই তাহার অঙ্কুর হয়। ইহাতে সময় ও ব্যয়ের লাঘব হইয়া লাভের আধিক্য হইবার সম্ভাবনা।

৩।— গ্রন্থাদির যত বাহুল্য হইতেছে, কাগজের ততই অপ্রতুল হইয়া উঠিতেছে, এবং ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ অপ্রতুল পরিহার করিবার নিমিত্ত ততই যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। সংপ্রতি ডাক্তর রয়ল দ্বাদশ প্রকার দ্রব্যের নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকে এক এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। তন্মধ্যে কদলী প্রভৃতি কয়েক প্রকার বৃক্ষে অল্প ব্যয়ে অধিক কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে।

রসায়ণ ও ধাতুবিদ্যা।

১।— সর্ব্ব প্রকার রত্ন মনুষ্যের যত্ন ব্যতিরেকে স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, মনুষ্যেরা কেবল পরিশ্রম করিয়া সঙ্কলন করিয়া থাকেন। সংপ্রতি দোবরে নামে এক ফরাশিশ পণ্ডিত দ্রব্য বিশেষ সংযোগ করিয়া স্ফাটিক, চন্দ্রকান্ত মণি, সর্পমণি ও অন্যান্য কয়েক প্রকার সুদৃশ্য রত্ন প্রস্তুত করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বাবধি দেস্পে নামক ফরাশিশ পণ্ডিত কয়েকবার কয়লা গলাইয়া হীরক প্রস্তুত করিয়াছেন।

বেহালা গ্রামস্থ নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা

দুই বৎসর অতীত হইল, বেহালাগ্রামস্থ কতিপয় তরুণবয়স্ক ব্রাহ্ম পরব্রহ্মের উপাসনার্থ নিজগ্রামে নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা নামে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সভা স্থাপিত করিয়া অবধি গ্রামস্থ লোকের বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহারা নানামতে নিগৃহীত হইয়াও পরাঙ্মুখ হন নাই; প্রত্যুত, উৎসাহিত চিত্তে স্বীয় সঙ্কল্প সাধন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সংপ্রতি ঐ সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। তদীয় সম্পাদক ঐ সভাতে যে প্রস্তাব পাঠ করেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকটিত হ-

ইতেছে। তাহা দৃষ্টি করিলে, নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণীর সভ্যদিগের যত্ন, উৎসাহ, ও অধ্যবসায়ের স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

" অদ্য আমাদিগের বেহালাস্থিত নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা। অদ্য আমার অন্তঃকরণে কি অনুপম আনন্দ-সুধারই সঞ্চার হইতেছে! বুঝি এমত আনন্দময় দিনের আনন্দ এই নশ্বর দেহ আর কখনই উপভোগ করিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্যকার সভা ভদ্র ও ধনাঢ্য এবং মান্যবর মহাশয়দিগের শুভাগমনে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিয়া আমরা মনের আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিনা, এবং ইহা একবৎসর কাল অতিশয় ম্লান ভাবে অবস্থান করিয়া যে অদ্য এরূপ শুভাবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে তজ্জন্য সর্ব্ব-শুভঙ্কর পরমেশ্বরের অগণ্য ধন্যবাদ না করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইনা। দুই বৎসর অতীত হইল, এই নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহা ক্রমাগতই এতৎ-পল্লি-নিবাসী ভদ্র মহাশয়দিগের ক্রোধের আস্পদ এবং বিদ্বেষের বিষয় হইয়া স্থিতি করিতেছে। প্রথম বৎসর এই সভার সভ্য মহাশয়েরা যেরূপ অসহ্য তাড়না ও বিষবৎ কটূক্তি সকল সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম সাম্বৎসরিক সভার বিবরণ-পত্রে বিশেষ রূপে বর্ণন করা গিয়াছে। তাঁহারা সেই সভার দিবস অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে কিরূপ দুঃসহ তাড়না ও ঘৃণাকর কটূক্তি সকল সহ্য করিতেছেন, এবং তদবধি আমাদিগের সভা কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহার বিশেষ রূপ বর্ণন করিতে হইলে, আমার চিত্ত অতিগভীর শোক-সাগরে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রিয় সকল অবশ হয়, এবং লেখনী লেখনে অশক্ত হইয়া পড়ে। অতএব এক্ষণে আর সেই পাষাণভেদী সমাচার বিস্তারিত রূপে প্রচার করিয়া অদ্যকার সভাকে মলিন করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন এই সভার গত দুরবস্থার বিষয় উল্লিখিত হইল, তখন ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্যাচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ধন্যবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। তিনি যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তবে আমাদিগের প্রথম সাম্বৎসরিক সভার পরদিবস হইতে কোথায় বা এই নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা থাকিত? কোথায়ই বা ইহার সভ্যেরা থাকিতেন? কেবা এতৎ-পল্লি-স্থিত বালক গণকে নিত্য নিত্য জ্ঞান প্রদান করিত? কোথায় বা অদ্যকার সাম্বৎসরিক সভার শোভা থাকিত? এবং কেইবা যত্ন পূর্ব্বক এমত গুণশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী মান্যবর মহাশয় দিগকে আনয়ন করিয়া এই বেহালা গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করিত? তিনি এই সভা চিরস্থায়িনী করিবার জন্য যে কত শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, এবং এসভার যে সমুদয় সভ্য মহোদয় গ্রামস্থ লোকের তাড়না ভয়ে সাহসহীন ও উৎসাহ-বিহীন হইয়াছিলেন, তিনি কিরূপ প্রকার উপদেশ দ্বারা এবং কিরূপ প্রকার কৌশল দ্বারা তাঁহাদিগকে সভায় আনয়ন করিয়াছেন, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলামনা। আমি পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্নিধানে কায়মনোবাক্যে প্রচুর ভক্তি সহকারে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের স্বদেশ-হিতৈষী সভাপতি মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া নরলোকের উপকার সাধন পূর্ব্বক মানব-জন্ম সফল করুন।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-পথের যথার্থ পথিক হয়, তাহার চরিত্র এইরূপ হওয়াই সম্ভব। হে পরমাত্মন্। ইহা কেবল তোমার তত্ত্বরসের গুণ। যে একবার মাত্রও সে রস প্রকৃতরূপে আস্বাদন করিয়াছে, সে কি লোকভয়ে তাহা হইতে বিরত হইতে পারে? যদি সমস্ত জীব তাহার সহিত প্রতিকূলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তথাচ সে তোমার প্রসন্নতা লাভ বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইয়া সতত

আসক্তি ত থাকে। তাহার সাংসারিক সুখের আসক্তি একেবারে পরিত্যক্ত হয়। তোমার নিয়মিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে বিশুদ্ধ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাই তাহার পক্ষে যথার্থ সুখ। একবার মাত্র যে তোমার নামের মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়াছে, সে কি তাড়না-ভয়ে সেই নাম উচ্চারণ করিতে ত্রুটি করে? যাঁহারা তোমার উদার করুণার বিষয় একবার জ্ঞাত হইয়াছেন, এবং তোমার মঙ্গলময় উপদেশ যাঁহাদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা যদবধি সেই সুখে অন্যকে সুখী করিতে না পারেন, তদবধি তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন না। এই প্রকার মঙ্গলকর স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকালে কত শত মহাত্মাই দেশান্তরিত হইয়াছিলেন, কত লোকেই বা কারারুদ্ধ হইয়া কারাগারে জীবন নিঃশেষিত করিয়াছেন, কত মহাত্মাই বা বধ মঞ্চ উপরে আপনার সুকোমল কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, কত লোকেই বা জনক জননীর ক্রোধের পাত্র হইয়াও স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। জগদীশ! লোক-ভয়ে কি তোমাকে বিস্মৃত হওয়া যায়? যে ব্যক্তি তোমাকে আপনার পরম গতি পরমাশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, সে কোন কালে তোমা হইতে অন্তরে থাকিতে সমর্থ হয় না। সে সতত তোমাকে হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতে দেখিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। সে যদি লোক কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া তোমাকে সমাজ-মন্দিরে প্রকাশ্য রূপে উপাসনা করিতে নিবারিত হয়, তথাচ মনোমন্দিরে অর্চ্চনা করিতে কে নিবারণ করিতে পারে? যাঁহারা তোমার উপাসনা করিতে নিবারণ করেন, তাঁহারা অতি অজ্ঞান। তাঁহারা নিবারণ করিলেও, কি ক্ষান্ত হওয়া যায়? তাঁহারা ঈশ্বর-প্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে নিবারণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিশাল বিস্তারিত অখণ্ড বিশ্ব-বেদান্ত পাঠ করিতে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? নিশীথ সময়ে নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত নিশাকরের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে, যখন অন্তঃকরণ তোমার অচিন্ত্য মহিমার অনুশীলন পূর্ব্বক পরমানন্দ-রসে আর্দ্র হইয়া তোমাকে প্রীতি-পুষ্প প্রদান করিতে থাকে, তখন কে তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত থাকে? যখন সুগম্ভীর সাগর-তটে দণ্ডায়মান হইয়া জল-তরঙ্গ সকলের মনোহর ভাব সন্দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হওয়া যায়, তখন তথায় সে আনন্দ উপভোগ করিতে নিবারণ করিবার জন্য কে দণ্ডায়মান থাকে? যখন প্রভাত সময়ে শ্রবণ-সুখকর বিহঙ্গ-দল সুমধুর স্বরে গান করত মনোমধ্যে বিশুদ্ধ সুখের সঞ্চার করিয়া তোমাকে স্মরণ করাইতে থাকে, তখন তাহা নিবারণ করিবার জন্য তথায় কে উপস্থিত থাকে? উপস্থিত থাকিলেই বা কে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে অবশ্যই প্রতীত হইবেক, ঈশ্বরের উপাসনা উপরোধানুরোধের কার্য্য নহে। উহা তাড়না ভয়ে নিবারিত হইবারও বিষয় নহে। অতএব এক্ষণে জনগণের নিকট অভাজনদিগের কৃতাঞ্জলি পুটে এই প্রার্থনা যে, ঈশ্বরের উপাসনা তাঁহাদিগকে সুখকর বোধ হউক বা না হউক, তাঁহারা যেন উহা নিষেধ করিয়া দীন হীনদিগকে বৃথা মনঃপীড়া প্রদান করিতে প্রবৃত্ত না হন। পরমেশ্বরের উপাসনা করা মনুষ্যজাতির স্বভাব-সিদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক এক সময়ে তাড়না ভয়ে বিরত হইতে প্রবৃত্তি হইলেও, স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায় না। আহা! যদি এতদ্গ্রামস্থ সদ্গুণ-বিশিষ্ট জনগণ আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইতেন, তাহা হইলে, আমরা এক্ষণকার অপেক্ষা বহুগুণ বলধারণ পূর্ব্বক অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইতাম। কেবল আমাদিগের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কি? একে আমরা অল্প-বয়স্ক, তাহাতে আবার অজ্ঞান ও অস্বাধীন। এমত সকল ব্যক্তি দ্বারা স্বদেশের হিত সাধন কখনই হইতে পারে না। এবংবিধ জনগণ জনসমাজে কখনই আদরণীয় হইতে সমর্থ হয় না। সুতরাং আমাদিগের চেষ্টা নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু যদি গ্রামস্থ জ্ঞানী, স্বাধীন, ও বিদ্বান্ মনুষ্যগণ এমত শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তবে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমরা অস্বাধীন বলিয়াই সাম্বৎসরিক সভার জন্য নিয়মিত দিবসে স্থান প্রাপ্ত হই নাই। স্বাধীন হইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতাম। মহামান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দিগের যত্নে ও অনুগ্রহে অদ্য আমরা এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহারা এই অভাজনদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ না করিলে, আমরা অদ্য সভা করিবার নিমিত্ত স্থানও প্রাপ্ত হইতাম না। হে জগদীশ! তুমি যেমন গত বর্ষে এইরূপ সমুদয় উপস্থিত বিঘ্ন বিনাশ করিয়াছ, সেইরূপ আগামী বর্ষে আমাদিগকে নির্বিঘ্ন কর। হে বিঘ্ন বিনাশক! আমরা অতিকাতর হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ কর।"

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

১

সত্যমেব জয়তে নানৃতং। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং।

'সত্যং' 'এব' 'জয়তে' জয়তি 'ন' 'অনৃতং'। 'সত্যেন' অনৃতত্যাগেন মৃষাবদনত্যাগেন 'লভ্যঃ' প্রাপ্তব্যঃ 'তপসা' মনসএকাগ্রতয়া 'হি' 'এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'সম্যক্ জ্ঞানেন' যথানুভূতব্রহ্মদর্শনেন। 'যেন' সত্যেন তপসা জ্ঞানেন 'আক্রমন্তি' আক্রমন্তে 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ 'হি' 'আপ্তকামাঃ' বিগততৃষ্ণাঃ 'যত্র তৎ সত্যস্য পরমং' 'নিধানং' আশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষি সকল এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত চিত্ত হইয়া সত্যের পরম আশ্রয় স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বর সত্যনিরূপণার্থে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমরা সেই বুদ্ধি যত মার্জ্জিত করিতে পারিব, সত্যনিরূপণে ততই সমর্থ হইব। সত্য-নিরূপণের আর অন্য পথ নাই। যাহা প্রকৃত পদার্থ তাহাই সত্য, সুতরাং তাহাই স্থায়ী। সত্য পদার্থ আমাদিগের বুদ্ধির গোচর হউক বা না হউক, তাহা কদাপি বাস্তবিক অসত্য হইতে পারে না। অনেক সত্য বিষয় বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির প্রকাশ হইলেই সে সকলের প্রকাশ হয়। অতএব সত্যই স্থায়ী এবং পরিণামে সত্যই জয়যুক্ত হয়। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে, তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ঋষিরা সেই মঙ্গল-স্বরূপকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-নেত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র ও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারাই সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

২

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজোঽপ্রাণোহ্যমনাঃ। যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।

'দিব্যঃ' দ্যোতনবান্ 'হি' 'অমূর্ত্তঃ' সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ 'পুরুষঃ' পূর্ণঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তত ইতি 'সবাহ্যাভ্যন্তরঃ' 'হি' ন জায়তে কুতশ্চিদিতি 'অজঃ' অবিদ্যমানঃ প্রাণবায়ুর্যস্মিন্ অসৌ 'অপ্রাণঃ' 'হি' অবিদ্যমানং মনোযস্মিন্ সোঽয়ং 'অমনাঃ' 'যং' ব্রহ্মাত্মানং 'পশ্যন্তি' উপলভন্তে 'যতয়ঃ' যত্নশীলাঃ 'ক্ষীণদোষাঃ' ক্ষীণপাপাঃ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ স্বরূপ, সকলের বাহিরেও আছেন এবং সকলের অন্তরেও আছেন এবং জন্মরহিত তাঁহার প্রাণও নাই এবং মনও নাই; যত্নশীল নিষ্পাপ জ্ঞানি সকল যাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

তিনি প্রকাশবান্, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন, এই অপরিসীম বিশ্বের

প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মহিমা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, তিনি পূর্ণ স্বরূপ; সকল বস্তুর বাহিরেও আছেন এবং সকল বস্তুর অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্ম রহিত, তিনি সর্ব্বকালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর স্বভাব; তিনি মনুষ্যাদির ন্যায় প্রাণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না, তিনি প্রাণের প্রাণ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহার পরমাদ্ভুত জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের ন্যায় মনোবৃত্তি দ্বারা উৎপন্ন হয় না। মন তাঁহাকর্ত্তৃক সৃষ্ট ক্ষুদ্র পদার্থ বিশেষ, অতএব তাঁহার এতাদৃশ মন থাকিবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা পাপ কর্ম্ম করিতে বিরত থাকিয়া যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই এই প্রকাশবান্ নিরবয়ব পূর্ণ স্বরূপকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়া অপার আনন্দ ও অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

৩

যোদেবানামধিপোযস্মিন্ লোকাঅধিশ্রিতাঃ। যঈশেস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ। সবাএষমহানজআত্মা।

'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'দেবানাং' 'অধিপঃ' স্বামী 'যস্মিন্' পরমেশ্বরে সর্ব্বকারণে 'লোকাঃ' 'অধিশ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'অস্য' 'দ্বিপদঃ' মনুষ্যস্য 'চতুষ্পদঃ' গবাদেঃ 'ঈশে' ঈষ্টে 'সবৈ এষঃ মহান্ অজঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি যাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ যাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা।

তিনি চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি লোকান্তর নিবাসী দেবগণ পর্য্যন্ত সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন ও অধিপতি, যাঁহার বিধানানুসারে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার শাসনের অধীন থাকিয়া কি মনুষ্য কি পশু সকলেই চির কাল প্রতিপালিত হইতেছে, তিনি এই জন্ম রহিত মহানাত্মা।

৪

অদৃষ্টোদ্রষ্টাংশ্রুতঃ শ্রোতাংমতোমন্তাংবিজ্ঞাতোবিজ্ঞাতা।

'অদৃষ্টঃ' ন দৃষ্টঃ চক্ষুর্গোচরত্বমনাপন্নঃ কস্যচিৎ স্বয়ন্তু 'দ্রষ্টা' তথা 'অশ্রুতঃ' শ্রোত্রগোচরত্বমনাপন্নঃ স্বয়ন্তু 'শ্রোতা' তথা 'অমতঃ' মননবিষয়ত্বমনাপন্নঃ স্বয়ন্তু 'মন্তা' যতঃ সোংদৃষ্টোংশ্রুতোংমতোংতএব 'অবিজ্ঞাতঃ' স্বয়ন্তু 'বিজ্ঞাতা'॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন, কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন, কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন।

পূর্ণ স্বরূপ অশরীরী পরমেশ্বরের চক্ষু কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু আমরা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, সেই স্বয়ম্ভু অনাদি পুরুষ তাহার সমুদায়ই জানেন এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে পারি তাহাও তিনি জানেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে জগতের আদ্যন্ত সমুদায় বস্তু সর্ব্বক্ষণ একেবারে অবলোকন করিতেছেন, তিনি সকলকেই জানেন, কিন্তু কেহ তাঁহার স্বরূপ অবগত নহে।

৫

সএবনেতি নেত্যাত্মাংগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে।

'সএষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্ম যদন্যৎ ইন্দ্রিয়মনোগোচরং তেন নির্দিষ্টং বস্তু তৎ ন ব্রহ্মেতি 'ন ইতি ন ইতি' এবং ব্রহ্মণঃ স্বরূপমেব নির্দ্দিষ্টমিদং ভবতি নিরস্তসর্ব্ববিশেষং তদা নেতি নেতীতি প্রতিষেধদ্বারমুক্তে ন শক্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ নির্দ্দেষ্টুং 'অগৃহ্যঃ' ন হি গৃহ্যতে করণাবিষয়ত্বাৎ॥

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

সৃষ্টি স্থিতি উন্নতির কারণ যে পরমেশ্বর তিনি সৃষ্টির অতীত বস্তু, এই মাত্র তাঁহার নির্দ্দেশ। যাহা কিছু চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায় তাহা তিনি নহেন, মন দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারা যায় তাহা তিনি নহেন,

তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য। তিনি অতি নিগূঢ় তত্ত্ব।

৬

স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ।

'স এষঃ' ব্রহ্মাত্মা 'সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ' 'সর্ব্বং' 'ইদং' জগৎ যৎ ইদং কিঞ্চ' অবশিষ্টং 'প্রশাস্তি' নিয়মতি॥

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সকলকেই শাসন করেন।

দীপ্যমান সূর্য্য অবধি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত, ভয়ঙ্কর বজ্র অবধি এক অতি মনোহর কুসুম পর্য্যন্ত, অসীম সাগর অবধি একবিন্দু শিশির পর্য্যন্ত সকলেই বিশ্ব নির্ম্মাতার শাসনে রহিয়াছে, তাঁহার শাসন কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

৭

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।

'ঋতং' সত্যং অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং 'পিবন্তৌ' একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুংক্তে নেতরঃ তথাপি পা... 'সুকৃতস্য' স্বয়ং কৃতস্য 'লোকে' শরীরে 'গুহাং' গুহায়াং বুদ্ধৌ 'প্রবিষ্টৌ' 'পরমে' 'পরার্দ্ধে' প্রকৃষ্টস্থানে। তৌ চ 'ছায়াতপৌ' ইব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বদন্তি' কথয়ন্তি ন কেবলং ব্রহ্মবিদ এব বদন্তি 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' গৃহস্থাঃ 'যে চ' 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যৈস্তে॥

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন* প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন† স্বকৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, আর এক জন¶ সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সকল তাঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

* পরমাত্মা আর জীবাত্মা। † জীবাত্মা। ¶ পরমাত্মা।

জীবাত্মা এবং তাহার আশ্রয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা উভয়েই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। ছায়া এবং আতপ যেরূপ পরস্পর বিলক্ষণ ও ভিন্ন পদার্থ, জীবাত্মাও পরমাত্মা সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, জীবাত্মা সেই ফল ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কেবল তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদেরা এই উভয়কে এরূপ বিলক্ষণস্বভাব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এমত নহে, অগ্নিহোত্রী কর্ম্মিরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ৩১ বৈশাখ দিবসীয় সাম্বৎসরিক সভায় প্রস্তাবিত বিষয়ের পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ৭ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫।।০ ঘটার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়

সম্পাদক।

পুস্তক বিক্রয়

ষটত্রিংশৎ ব্যাখ্যান, কাগজে বাঁধা	১
ঐ কাপড়ে বাঁধা	১।০
ঐ আত্মতত্ত্ব বিদ্যা সম্বলিত	১।।০
সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র নামক মাসিক পত্রিকার, প্রতি সংখ্যার মূল্য	।০
ঐ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	২

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ শ্রাবণ সোম বার সম্বৎ ১৯১২। কলিগতাব্দা ৪৯৫৬

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৪৫ সংখ্যা
ভাদ্র ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প　　চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মস্তোত্র

হে জগদীশ্বর! কি আশ্চর্য্য তোমার মহিমা! কি অদ্ভুত তোমার শক্তি! তুমি যে কি অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছ এবং কি অভাবনীয় উপায় দ্বারা আমাদিগকে সুখী করিতেছ, তাহা কি বলিব? আমরা তোমার মহিমার বিষয় যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখনই বিস্ময়াপন্ন হই, তোমার দয়া প্রতি ক্ষণেই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে নূতন নূতন সুখ প্রদান করিতেছে। উষার শোভা এক রূপ, সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য অন্যরূপ, নিশার শোভা আবার অন্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সুধার সঞ্চার করে। বিভিন্ন ঋতু বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া পর্য্যায় ক্রমে আমাদিগকে বিভিন্ন সুখে সুখী করিতেছে। বসন্ত কালের বৃক্ষ লতাদির পুষ্প শোভাও আমাদিগের নিকট প্রতিবৎসর মনোহর রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, এবং নিদাঘ নিশার সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়াও আমরা বর্ষে বর্ষে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছি। আমরা প্রতি বারই গ্রীষ্ম ঋতু অতিক্রম করিয়া প্রথম বর্ষার নয়ন তৃপ্তিকর নূতন জলধরের জলধারা প্রাপ্ত হইয়া নব সুখ ভোগ করিতেছি এবং প্রতি বর্ষা অতীত হইলেই আমরা পুনর্ব্বার সুনির্ম্মল শরৎ কালের নবানুরাগে অনুরাগী হইতেছি। এইরূপে তোমার বিশ্ব চক্র অনবরত তোমার নিয়মানুসারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া প্রতি ক্ষণেই নূতন রূপ ধারণ করিতেছে এবং প্রতি ক্ষণেই আমাদিগকে নূতন সুখে সুখী করিতেছে। অতএব প্রতিক্ষণেই তোমার দয়া স্মরণ করিয়া তোমাকে নমস্কার করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। তুমি আমাদিগের প্রতি চিরকাল সমান দয়া প্রকাশ করিতেছ। আমাদিগের প্রতি তোমার পিতৃভাব, সুহৃদ্ভাব ও রাজ ব্যবহার কদাচ অন্যথা হইবার নহে। পূর্ব্ববৎসরে তুমি আমাদিগকে যে প্রকার পিতার ন্যায় পালন করিয়াছ, বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করিয়াছ এবং রাজার ন্যায় রক্ষা করিয়াছ বর্ত্তমান বর্ষেও তুমি আমাদিগকে সেই প্রকার পালন করিতেছ, সেইরূপ প্রীতি করিতেছ এবং সেইরূপে রক্ষা করিতেছ, তাহার বিন্দু মাত্রও অন্যথা হইতেছে না। আমরা এক বর্ষের মধ্যে কেহ পূর্ব্ব সম্পত্তি বিহীন হইতেছি, কেহ নূতন বিভব উপার্জ্জন করিতেছি, কেহ পূর্ব্বাশ্রয় বিহীন হইতেছি এবং নূতন আশ্রয় লাভ করিতেছি, কেহবা প্রাপ্ত বন্ধু হীন হইতেছি এবং কেহ নূতন বন্ধু প্রাপ্ত

হইতেছি, এই প্রকারে আমাদিগের সাংসারিক সম্বন্ধের কত ইতর বিশেষ হইতেছে কিন্তু তোমার সহিত আমাদের যে অখণ্ড্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, কস্মিন্ কালেও তাহার অন্যথা হইতেছে না। কৌমারাবস্থায় যখন আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া বাৎসল্য ভাবে লালিত পালিত হই, তখনও তুমি আমাদিগের সহায় এবং যৌবন কালে যে আমরা সুহৃদ্গণের সৌহার্দ্দ ভাবে আমোদিত হইয়া সুখেতে কাল হরণ করি, তুমিই তাহার মূল, এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রাদির ভক্তিভাব অবলম্বন করিয়া যে অনায়াসে জীবন যাপন করি, তোমারই অসীম প্রেম তাহার নিদান ভূত। আমি যখন কোন গৃহী ব্যক্তিকে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সাংসারিক সুখ সম্ভোগ করিতে সন্দর্শন করি, তখনও আমার মনোমধ্যে তোমার দয়া আবির্ভূতা হইয়া আমাকে আর্দ্র করিতে থাকে এবং যখন কোন অপরিচিত দূর দেশগত শুষ্ককণ্ঠ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জলদান দ্বারা কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তিকে তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে দেখিতে পাই, তখনও তোমার দয়া চিন্তা করিতে করিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তোমার নিকট রাজা প্রজার বিশেষ নাই, ধনী দরিদ্রের বিচার নাই, তোমার নিকট দাস প্রভুর ভেদ নাই, পিতা পুত্রের ভিন্নতা নাই তোমার নিকট গুরু শিষ্যের প্রভেদ নাই, সুরূপ কুরূপের বিভিন্নতা নাই, তুমি সকলকেই সমদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর। তুমি আমাদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তোমাতে সকলেরই অধিকার আছে। যে তোমাকে প্রার্থনা করে সেই তোমাকে প্রাপ্ত হয়। যে ইচ্ছা করে, সেই তোমাতে প্রীতি করিয়া সুখী হইতে পারে। তুমি সকল মনুষ্যকে শুভকর সাধারণ নিয়মে বদ্ধ করিয়া কি অসাধারণ অপক্ষপাতিতা ভাব বিস্তার করিয়াছ। সংসারে যত দুঃখ বিদ্যমান আছে, তোমার প্রেম সেই সমুদায়েরই মহৌষধ স্বরূপ। আমার মন যখন সংসারানলে সন্তপ্ত হয়, তখন তোমার প্রেমামৃত সেচন দ্বারা তাহাকে শীতল করি। তুমি অনুপায়ের উপায়, দরিদ্রের ধন, দুর্ব্বলের বল, এবং অনাথের নাথ। তুমি পিতৃহীনের পিতা, তুমি বন্ধুহীনের বন্ধু, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তুমিই জীবের জীবন, তুমিই জীবের সর্ব্বস্ব ধন। ভূষণহীন ব্যক্তি যদি তোমার অনুরাগে অনুরাগী হয়, তবে তাহার আর অন্য ভূষণের আবশ্যক থাকে না। তোমার প্রেমই তাহার অমূল্য হেমময় হার স্বরূপ হইয়া শোভা পায়। আর যে শরীরে তোমার অনুরাগ নাই, শত শত স্বর্ণাভরণেইবা তাহার কত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবেক? সুসজ্জিত কাষ্ঠ পুত্তলিকার সহিত তাহার বিশেষ কি? যে অভাজন তোমার তত্ত্বরসের রসিক না হইল, তাহার অন্তঃকরণ পরিশুষ্ক বৃক্ষ সদৃশ নীরস, তাহার সন্দেহ নাই। জগতে তোমার তত্ত্বানুশীলন অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় আর কি আছে? কাব্য রসের বিনোদ কি তোমার তত্ত্বরস হইতে অধিক মধুর?। হে আদি কবি অখিল নাথ! তোমার কবিত্ব-শক্তির কথা কি বলিব? সেই অনির্ব্বচনীয় মহিমার ভাব কি বুঝিব?। তুমিই সরোবর শায়ী সুকোমল কমল ফুলের সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমিই গগনস্থ তেজঃপুঞ্জ তপন শরীর সৃজন করিয়াছ। দুর্গম গহনবাসী যে ভয়ানক সিংহ; সেও তোমার সৃষ্ট এবং চিত্ত-প্রফুল্লকর সুদৃশ্য মনুষ্যের মুখ মণ্ডলও তোমার রচিত, তুমিই ময়ূরকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়াছ এবং তুমিই বৃক্ষগণকে শ্যামল বর্ণে সুশোভিত করিয়াছ। শরৎকালের বিচিত্র-বর্ণ-বর্ণিত জলদজালও তোমার হস্তের কার্য্য, এবং নয়ন-তৃপ্তিকর, সৌন্দর্য্যের সাগর, পূর্ণ শশধরও তোমার সৃষ্ট। উজ্জ্বল নীল বর্ণে সাগর জলকে শোভিত করাও তোমার কার্য্য এবং বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মনোহর হরিত বর্ণও তোমার কীর্ত্তি, তুমিই কোকিলাদি সুরব বিহঙ্গ গণকে মনোহর স্বর প্রদান করিয়াছ, এবং তুমিই মধুপানোন্মত্ত মধুকর নিকরের মনো মোহন ভাব উদ্ভাবিত করিয়াছ। বন উপবন, গিরি গহ্বর, সিন্ধু সরোবর, পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় মানব-

জাতিও তোমার পরমাদ্ভুতকর প্রীতিময় কবিত্ব-গুণের পরিচয় দিতেছে। তুমিই মাতার চক্ষে স্নেহ ভাব প্রদান করিয়াছ এবং তুমিই দুগ্ধপোষ্য বালকের মুখে মুগ্ধকর শোভা অর্পণ করিয়াছ। তুমিই সখ্য ভাবের সম্মোহিনী শক্তির রচনা কর্ত্তা, এবং প্রীতিরসের সঞ্জীবনী শক্তির রচয়িতা। তুমি স্বয়ং প্রেম রাজ্যের রাজা এবং সকল ভাবের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার প্রেমময় ভাবের সীমা কোথায়? আমার মন যেন নিরন্তর তোমারই ভাবে মগ্ন থাকে, এবং তোমারই প্রীতিরস আস্বাদন করে। হে ভয় হরণ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমার সকল ভয় হরণ কর। আমাকে নির্ম্মল শান্তি প্রদান কর। আমি এখানে অতি শ্রমে শ্রান্ত হইয়াছি, গুরুভারে আক্রান্ত হইয়াছি, এবং বিষয় বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়াছি। অতএব আমার মন এখন উচ্চৈঃস্বরে কেবল এই বলিতেছে যে, হে নাথ! একবার তুমি আমার হৃদয়ে আসিয়া উদয় হও, আমি সেই শোভা সন্দর্শন করিয়া সুখী হই।

পদার্থবিদ্যা

বারি-বিজ্ঞান

১৩৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৯ পৃষ্ঠার পর

যে জলাধার যত গভীর, এবং সে জলাধারের তলা যত প্রশস্ত, তাহার সেই তলা উপরি-স্থিত জলের ভরে তত আক্রান্ত হয়, এই বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করা গিয়াছে। কোন বস্তু জল মধ্যে মগ্ন করিবার সময়ে তাহা ক্রমে ক্রমে যত মগ্ন হয়, উপরি-স্থিত জল-রাশির ভারে ততই আক্রান্ত হইতে থাকে। কিন্তু পার্শ্ব-স্থিত জল-রাশি দ্বারা সেরূপ আক্রান্ত ও নিপীড়িত হয় না। জলাশয়ের জলের মধ্যে কোন বস্তু এক হস্ত মগ্ন করিলে, সেই বস্তু কি সমুদ্র, কি সরোবর, কি নদ, কি কলস, সর্ব্বত্র সমান নিপীড়িত হয়। অর্থাৎ সেই বস্তু সমুদ্রের মধ্যে এক হস্ত মগ্ন হইলেও, উপরিস্থিত জলের ভার দ্বারা যেরূপ আক্রান্ত হয়, ক্ষুদ্রতর তড়াগের মধ্যে এক হস্ত নিমগ্ন হইলেও, সেইরূপ আক্রান্ত হইয়া থাকে, কদাচ অল্প হয় না। যদি উহার পার্শ্বস্থ জল দ্বারা নিপীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ঐ বস্তু কলসের অপেক্ষা সরোবর মধ্যে, সরোবর অপেক্ষা নদীর মধ্যে, এবং নদী অপেক্ষা সমুদ্র মধ্যে পার্শ্বস্থ জলের নিপীড়ন-বলে অধিক নিপীড়িত হইত। কিন্তু যখন তাহা না হইয়া, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জলাশয়ে সমান নিপীড়িত হয়, তখন তদ্বিষয়ে পার্শ্বস্থ জলের কিছুমাত্র কার্য্যকারিত্ব নাই ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

সমুদ্রের নিকটে কবাট প্রস্তুত করিলে, সমুদ্রের জল সেই কবাটের যত দূর উত্থিত হয়, নদীর নিকট কবাট থাকিলে, নদীর জলও যদি সেই কবাটের তত দূর পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, তাহা হইলে, ঐ উভয় কবাটই সন্নিহিত জলের নিপীড়ন-বলে সমান নিপীড়িত হইয়া থাকে। যদি কবাটের নিপীড়ন বিষয়ে পার্শ্বদিকের জলের কার্য্যকারিত্ব থাকিত, তাহা হইলে, সমুদ্রের বিস্তার নদীর বিস্তারের যত গুণ, সমুদ্র-সন্নিহিত কবাট নদী-সন্নিহিত কবাট অপেক্ষা তত নিপীড়িত হইয়া ভগ্ন হইয়া যাইত।

লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরের যোগ করিয়া দিবার নিমিত্ত একটি কৃত্রিম নদী খনন করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, প্রথমে অনেকে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, লোহিত সাগর ভূমধ্যস্থ সাগর অপেক্ষা ১৩ হস্ত উচ্চ, অতএব ঐ উভয় সমুদ্রের মধ্যস্থলে যে কবাট থাকিবে, তাহা লোহিত সমুদ্রের জলের বলে ভগ্ন হইয়া তীরস্থ জনপদ সমুদায় প্লাবিত হইয়া যাইবে। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, লোহিত সমুদ্রের সমুদয় জলের ঠেল কবাটের উপর পড়িয়া উহাকে ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু ঐ কবাট সরোবর-তীরস্থ হইলেও যেমন নিপীড়িত হইত, সমুদ্র-জল দ্বারাও তেমনিই নিপীড়িত হইবে ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন নাই।

যে জলাধার যত উচ্চ বা যত গভীর, ও যে জলাধারের তলা যত প্রশস্ত, তাহার সেই তলা জলের ভরে তত আক্রান্ত হয়, এই নিয়ম দ্বারা অবনিমণ্ডলে এক এক সময়ে এক এক গুরুতর ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই স্থলে এ বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন।

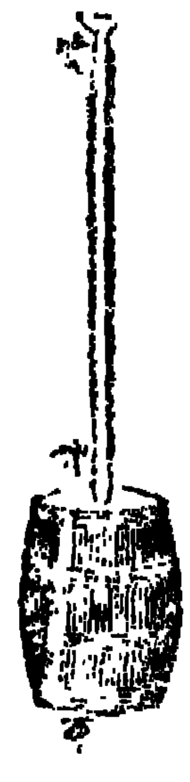

কগ একটি দারুময় পাত্র। খগ চিহ্নিত নল উহার মধ্যে দৃঢ়রূপে নিবেশিত রহিয়াছে। ঐ নল ১৬ অথবা ২০ হস্ত দীর্ঘ। ঐ পাত্র ও নল ক অবধি খ চিহ্ন পর্য্যন্ত জল-পূর্ণ করিলে, সেই জলের নিপীড়ন-বলে এমন আক্রান্ত হয় যে, হয়তো তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়া যায়। জলপাত্রের উৎসেধ ও তাহার তলার বিস্তার যে প্রমাণ, ঐ তলা উপরিস্থ জলের ভারে সেই প্রমাণ আক্রান্ত হয়। খগ চিহ্নিত নল কগ চিহ্নিত দারু-পাত্রের ন্যায় প্রশস্ত হইলে, ঐ দারুপাত্রের তলা উপরিস্থ জল-পুঞ্জের ভরে যেরূপ আক্রান্ত হইত, উক্ত নলের ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম হইলেও, ঐ তলা সেইরূপ আক্রান্ত হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, জল-পূর্ণ পাত্রের একাংশ একদিকে নিপীড়িত হইলে, তাহার সমুদায় অংশ সকল দিকে নিপীড়িত হয়। অতএব, ঐ কগ চিহ্নিত দারুময় পাত্রের তলা যেমন উপরিস্থ জলের ভারে আক্রান্ত হয়, তাহার পার্শ্ব দেশও সেইরূপ হইয়া থাকে। খগ চিহ্নিত নল কগ চিহ্নিত দারুপাত্রের ন্যায় প্রশস্ত হইলে, ঐ দারুপাত্রের পার্শ্বদেশ তত্রস্থ জলের নিপীড়ন-বলে যেমন নিপীড়িত হইত, উক্ত নলের ছিদ্র অতিসূক্ষ্ম হইলেও, ঐ পাত্রের পার্শ্বদেশ সেইরূপ নিপীড়িত হয়। এই নিমিত্ত ঐ পাত্র ও নল জল-পূর্ণ হইলে, সেই জলের নিপীড়ন-বলে পার্শ্বদেশের বন্ধন সমুদায় শিথিল হইয়া, ঐ পাত্র বিদীর্ণ হইয়া যায়। ঐ অপ্রশস্ত নলের অভ্যন্তরস্থ অত্যল্প জলের শক্তিতে যে এতাদৃশ বৃহৎ ব্যাপারের ঘটনা হইয়া থাকে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

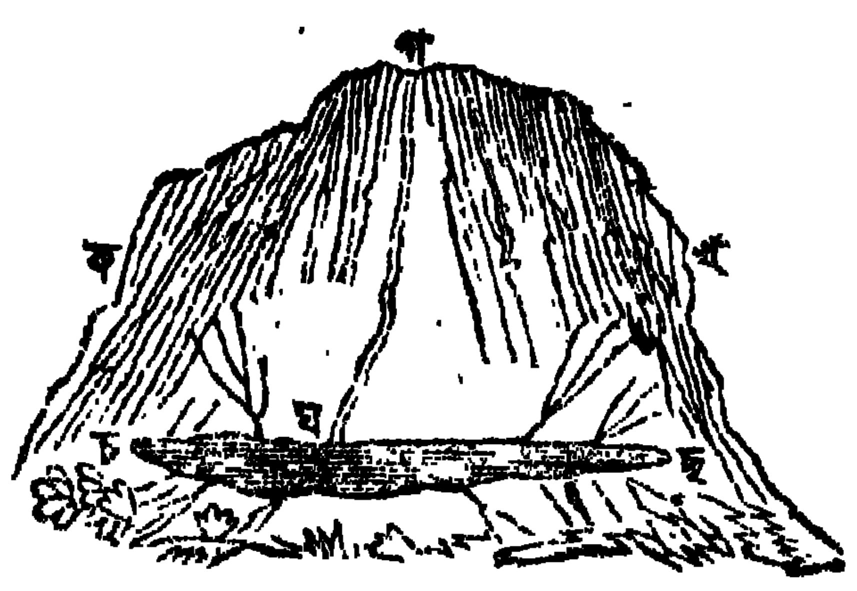

পর্ব্বতাদিও কখন কখন উক্তরূপে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই চিত্র ক্ষেত্রে কখ একটি পর্ব্বত, গঘ একটি ছিদ্র, চছ একটি জল-কুণ্ড। গঘ চিহ্নিত ছিদ্র, চছ চিহ্নিত জল-কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। বৃষ্টি হইলে, ঐ ছিদ্র ও কুণ্ড উভয়ই জল-পূর্ণ হইতে পারে। তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত দারুময় পাত্র যেমন তদুপরিস্থ নলের জলের তেজে বিদীর্ণ হয়, কখ চিহ্নিত পর্ব্বত চছ চিহ্নিত জল কুণ্ডের, ও গঘ চিহ্নিত রন্ধ্রের, অন্তর্গত জলের নিপীড়ন-বলে সেইরূপ বিদীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে পৃথিবীর কত স্থানের কত বিষয়ের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে?

জলের জালা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়া রাখিলে যে ভগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকে, ইহা অপর সাধারণ সকলেই অবগত আছে। অনেকে এই নিমিত্ত উহা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করিয়া রাখে না, কিয়দংশ শূন্য রাখে।

যে প্রাচীরের পার্শ্বদেশে মৃত্তিকা-রাশি থাকে, আর জল নিঃসরণের পথ না থাকে, সে প্রাচীরও কখন কখন ঐরূপে বিদীর্ণ হইতে দৃষ্টি করা যায়।

সমুদ্রের জল তাহার তীরে যত হাত উঠে, নদীর জলও যদি তাহার তটে তত দূর উত্থিত হয়, তাহা হইলে, ঐ উভয় তটই সন্নিহিত জল দ্বারা সমান নিপীড়িত হয়। সমুদ্রে অধিক জল আছে বলিয়া তাহার তট যে অধিক আহত হইবে তাহা নয়।

তরঙ্গ ও বেগাদি দ্বারা যে তীরস্থ ভূমি ভগ্ন হয়, সে স্বতন্ত্র কথা।

যদি জলের নিপীড়ন-শক্তি বিষয়ক নিয়ম উক্তরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইত, অর্থাৎ উহা জলাশয়ের উৎসেধ বা গভীরতা অনুসারে বৃদ্ধি না হইয়া যদি বিস্তার অনুসারে বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে সমুদ্রের নিপীড়ন-শক্তি কোন প্রকারে নিবারিত হইত না; গ্রাম, নগর, বন, উপবনাদি সমুদায়ই ক্রমে না একেবারে ভগ্ন হইয়া যাইত। জলের নিপীড়ন শক্তি জলাশয়ের বিস্তারানুসারে বৃদ্ধি না পাইয়া গভীরতা অনুসারে বৃদ্ধি পায় এই মনোহর নিয়ম নিরূপণ করিয়া, আমরা অসীমবৎ প্রতীয়মান সমুদ্রকেও কবাট দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখি, এবং তদীয় তটের পরিশুষ্ক ভূমি সমুদায় কর্ষণ করিয়া শস্য ও ফল উৎপাদন করিয়া থাকি।

জলাশয়ের যে স্থান তাহার জল-সীমা হইতে যত নিম্ন, সে স্থান উপরি-স্থিত জলের ভারে তত আক্রান্ত হয়, ও সেই জলাশয়ের পার্শ্বদেশের যে স্থান সেই স্থানের সন্নিহিত, তাহাও তত নিপীড়িত হইয়া থাকে, এই নিয়ম ইতি পূর্ব্বে উদাহরণ সম্বলিত প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব জলপথ নিবারণার্থ আলিবন্ধ অথবা ভেড়ীবন্ধ করিতে হইলে, তাহার অধোভাগ ঊর্দ্ধ্ব ভাগ অপেক্ষায় দৃঢ় ও কঠিন করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, যে জলাশয় যত গভীর, তদীয় জলের নিপীড়ন-শক্তিতে তাহার তট ভগ্ন হইবার তত সম্ভাবনা। অতএব, সমুদয় জলাশয় আবশ্যক মত গভীর করাই উচিত, প্রয়োজনাতিরিক্ত গভীর করা বিহিত নহে।

পরমেশ্বরের মহিমা

কৃপাময় পরমেশ্বর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং চরাচরস্থ সমস্ত বস্তুই অহর্নিশ তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল স্বরূপের বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু চক্ষু বিহীন হইলে, যেমন সম্মুখস্থ সহস্র সুন্দর পদার্থ কোন সুখ প্রদান করিতে পারে না, কর্ণ বিহীন হইলে যেমন সুমধুর সঙ্গীত স্বর কোন কার্য্যের হয় না, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি রহিত হইলে যেমন সুগন্ধ পুষ্পের কিছুমাত্র সৌরভ অনুভূত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান-নেত্র বর্জ্জিত হইলেও অবিস্তীর্ণ বিশ্ব কৌশল জগদীশ্বরের কোন পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি জগদীশ্বরের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও নির্ম্মল প্রীতি করিয়া সুখী হইতে পারেন, প্রমাদী ও অবিবেকী ব্যক্তির কথনই পরমেশ্বরে সে প্রকার প্রীতি ও ভক্তি উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানির লক্ষ্য ও অজ্ঞানির লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক্। তত্ত্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী যে সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান ও অপার করুণা সন্দর্শন পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে প্লাবিত হইতে থাকেন, অজ্ঞানী মনুষ্য সেই সকল ব্যাপারকে অশুভকর জ্ঞান করিয়া মহাভয়ে ভীত হয়েন। জ্ঞানি মনুষ্য যে সকল পদার্থে জগদীশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া প্রেমেতে পুলকিত হয়েন, অজ্ঞানী মনুষ্য সেসমস্ত বস্তুতে জগদীশ্বরের কোন শোভাই সন্দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন না।

ফলতঃ জ্ঞান কি? বস্তুর স্বরূপ অবগতির নামই জ্ঞান। ঈশ্বরের রাজ্য মধ্যে যিনি যে বস্তুর যত দূর পর্য্যন্ত তত্ত্বনির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাঁহার মনে তত দূর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মহিমা প্রতিভাত হইতে থাকে। তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন একটি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই তৎক্ষণাৎ আমাদিগের মনে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল ভাব দেদীপ্যমান প্রকাশিত হইয়া উঠে। যখন আমরা তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি ও পালন-শক্তির প্রতি একবার গাঢ়রূপে মনোযোগ করি, তখন আর কি আমরা তাঁহাকে মনের সহিত জ্ঞানের আকর ও দয়ার সাগর না বলিয়া কোনমতেই নিরস্ত থাকিতে পারি।

তিনি কোন্ স্থানে যে কত জীবলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং কোন্ লোকে যে কত অসংখ্য প্রকার জীবের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, ও কোন্ জীবকে যে কি প্রকারে প্রতিপালন করিতেছেন, যদিও তাহা সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া অসাধ্য, তথাপি তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোকে যে জীবপুঞ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সমস্ত জীবের জীবন ধারণ ও জীবিকা লাভের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেও একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

প্রাণী-বিদ্যা পরায়ণ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে কি জল, কি বায়ু, কি পর্ব্বত, কি বন, কি পুষ্প, কি লতা সর্ব্বস্থানই প্রাণী পুঞ্জে পরিপূরিত রহিয়াছে। এক বিন্দু মাত্র জলে লক্ষ লক্ষ কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে, এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে রাশি রাশি জীব বিচরণ করিতেছে, এবং এক এক বিন্দু বায়ুর মধ্যেও অতি সূক্ষ্ম কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র পুষ্পরেণু মধ্যেও জীবপুঞ্জ বাস করিতেছে এবং বৃক্ষ শাখা ও বৃক্ষ পত্র হইতেও অসংখ্য জীব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কত প্রস্তর খণ্ড দ্বিধা করিবার সময়ে তন্মধ্য হইতে অপূর্ব্ব কীট নির্গত হইয়াছে, কত বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করিবার কালে তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র কীট দৃষ্ট হইয়াছে এবং কত কূপ, খনি খনন কালেও গভীর ভূগর্ভ মধ্যে কোটি কোটি কীটাণু প্রকাশ পাইয়াছে। যে স্থানে জীব নাই এ মর্ত্ত্যলোকে এমত স্থানই অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! সেই সমস্ত জীবই স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া উপযুক্ত মত স্বীয় স্বীয় জীবিকা লাভ করিতেছে এবং সুখেতে জীবন ধারণ করিতেছে।

মৎস্য কচ্ছপ কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর সমস্ত চির-জীবন জলেতে অধিবাস করিয়া আপন আপন প্রয়োজনোপযোগী আহার প্রাপ্ত হইতেছে। সুবিস্তীর্ণ সাগর মধ্যে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যও তাহার যথোপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সামান্য জলচর সমস্তও আপনাদিগের আহার লাভ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। জলের মধ্যে যে কত প্রকার প্রাণী আছে, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য, কিন্তু সে সকলেরই জীবন ক্রিয়া সেই জলেতে নির্ব্বাহ হইতেছে। জলচরের মধ্যেও তৃণাহারী এবং মাংসাহারী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাহাদিগের মধ্যে যে জাতি যে স্থলে থাকিলে আপনাদিগের অপর্য্যাপ্ত আহার পাইতে পারে, দয়ার সাগর পরমেশ্বর তাহাকে সেই স্থলে বাস করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। যে সমস্ত জলজীব শৈবালক প্রভৃতি অম্বুলতা ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, তাহারা হ্রদ, পুষ্করিণী, বিল প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয় ভিন্ন, কদাপি স্রোতস্বতী নদী মধ্যে বাস করে না এবং কুম্ভীর প্রভৃতি মাংসভুক্ জল জন্তু সকলও কদাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে থাকিতে পারে না। মৎস্যাদি অনেক জলজন্তু, সন্তান কি ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহার সহিত এক কালে নিঃসম্বন্ধ হয়, কিন্তু বিশ্বপতির বিশ্বসঞ্চারিণী দয়া সেই জল মধ্যে উপস্থিত হইয়া সেই সমস্ত পরিত্যক্ত, ও নিরাশ্রয় ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের জীবিকা প্রদান পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করে। জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্য মধ্যে যেমন জলচর সমস্ত জলেতে থাকিয়া স্বীয় স্বীয় প্রয়োজনোপযোগী জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, সেইরূপ অসংখ্য প্রকার ভূচর জীব স্থলেতে অধিবাস করিয়া তাঁহার দ্বারা প্রত্যহ প্রতিপালিত হইতেছে। নিবিড় অরণ্য মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি মাংসভুক্ মহাবল পশু সকলও প্রতিনিয়ত তাঁহার হস্ত হইতে আহার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং গো মহিষ মৃগ প্রভৃতি তৃণাহারী পশুদিগের প্রাণ ধারণের জন্যও তাঁহার অনুমত্যনুসারে রত্নগর্ভা পৃথিবী নিত্য নিত্য নবতৃণ প্রসব করিতেছে। তাঁহার প্রসাদে হস্তী অশ্ব উষ্ট্র প্রভৃতি বৃহদাকার পশু সকলও আপনাদিগের উদর পূরণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং তাঁহার প্রসাদাৎ পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী সমস্তও আহার প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। তিনি একটি জীবকেও বিস্মৃত

নহেন, সকলকেই সম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া জীবিকা বিতরণ করিতেছেন। এক অরণ্য, এক পর্ব্বত ও এক প্রান্তর মধ্যে অসংখ্য প্রকার প্রাণী বাস করিয়া সকলেই তাহার মধ্য হইতে স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্য প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ তৃণ আহার করিতেছে, কেহ পর্ণ ভোজন করিতেছে, কেহ বা ফল দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতেছে, এবং কেহ শুষ্ক মূলাবলম্বন করিয়াও জীবিত রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! পশুরা জ্ঞানহীন হইয়াও আপনাদিগের পরিত্যাজ্য আহার ত্যাগ পূর্ব্বক ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া সুখেতে কাল হরণ করিতেছে। যে সমস্ত পশু কস্মিন্ কালে একস্থানে স্থিতি করে না এবং যে সকল পক্ষি নিরন্তর নানা স্থানে ভ্রমণ করে, ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ তাহারা কারারুদ্ধ বন্দির ন্যায় এক স্থানে স্থায়ী হইয়া আপন আপন শাবক ও সন্তান প্রতিপালন করে। পক্ষি শাবক, যাবৎ না স্বয়ং আহার করিতে পারগ হয়, তাবৎ তাহার জনক জননী প্রাণ পণে তাহাকে উপযুক্ত আহার প্রদান করিতে নিযুক্ত থাকে। শৃগালাদি পশুগণ নিরন্তর বিবর বদ্ধ থাকিয়া, আপন সন্তান গণকে স্তন্য পান করায়। দোহন কালে গাবী, বৎসের জন্য স্বীয় স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখে, হস্তী করভের জন্য মুখ মধ্যে আপন ভোজ্য বিভাগ করিয়া রক্ষা করে, উৎকুণাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট যে স্থানে স্ব স্ব জাতির উপযুক্ত জীবিকা দেখে সেইস্থানেই ডিম্ব পরিত্যাগ করে এবং সেই ডিম্ব হইতে যে সমস্ত কীটাদি উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই স্থানেই আপন আহার প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকে। ভূচর ও জলচর মধ্যে কোন কোন জীবকে পরমেশ্বর এ প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে তাহারা প্রয়োজন মতে স্থল জল উভয়েতেই সঞ্চরণ করিতে পারে। সিন্ধু ঘোটক প্রভৃতি কোন কোন জীব অধিক কাল জলবাসী হইয়াও প্রয়োজন মত স্থলেতে গমন পূর্ব্বক আহার লাভ করে এবং জলমার্জ্জার প্রভৃতি কয়েকটি জন্তু দীর্ঘকাল স্থলেতে বাস করিয়াও ইচ্ছানুসারে জলমগ্ন হইয়া মৎস্যাদি ধারণ করিতে পারে। পানিকৌড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার আমিষাশী খেচর পক্ষিকেও জগদীশ্বর নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া জলেতে মগ্ন থাকিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। সংসার মধ্যে সকল ঋতুতে সকল জীবের সমান উপজীব্য উপস্থিত থাকে না, একারণ যে কালে যে জীবের সমধিক আহার প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত জীব সেই কালেই অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম কালে এপ্রকার অনেক জীব জন্মায়, যাহারা বর্ষার প্রারম্ভে এক কালে অদৃশ্য হয়, এবং বর্ষাকালে এরূপ অনেক প্রাণী উৎপন্ন হয়, যাহারদিগকে আর শীত কালে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং শীত ঋতু ও বসন্ত ঋতুতেও এইরূপ অনেক প্রকার বিশেষ বিশেষ প্রাণী প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র সকল কালে এ পৃথিবী প্রাণী পুঞ্জে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া দয়ার নিধান জগদীশ্বর কোন কালে তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার ধরণীকে শূন্য করেন না। এ পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে কোন এক প্রকার জীবের উপজীব্য বিদ্যমান নাই এবং এমন কালও নাই যে কালে কোন প্রকার জীবের জীবিকা উৎপন্ন না হয়। তাঁহার জীব প্রতিপালন বিষয়ক আশ্চর্য্য কৌশলের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এক পাত্র অন্ন লইয়া অসংখ্য লোককে ভোজন করাইলেও যদি তাহার কখন শেষ না হয়, তবে সে আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টে কে না মুগ্ধ হইবেক? কিন্তু জগদীশ্বরের কৌশল তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য, তিনি জীব প্রতিপালন জন্য পৃথিবীতে প্রথমতঃ যে অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অন্ন ক্রমাগত সকল জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বর্ষে বর্ষে উদ্বৃত্ত হইয়া আসিতেছে, কোন কালেই তাহার শেষ নাই; দিন দিন জীবসংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতেছে অন্নের পরিমাণও সেইরূপ অধিক হইতেছে। অতএব তাঁহার মহিমা কে বুঝিবে? তিনি উষ্ণ দেশে অপর্য্যাপ্ত শীতল ফল শ-

স্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন এবং শীত প্রধান দেশে এরূপ ফল মূলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা ব্যবহার করিলে শরীরের সমুচিত উষ্ণতা রক্ষা করিতে পারা যায়।

বিশেষতঃ অন্নপ্রদান বিষয়ে তিনি মনুষ্যের পক্ষে যেরূপ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ আর কোন জীব জন্তুতেই দৃষ্ট হয় না। অপরাপর জীবের ন্যায় মনুষ্যকে সকল সময় উদরান্ন আসাদনের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয় না। জগদীশ্বর ক্ষেত্র [illegible] যে প্রকার পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন. এবং মনুষ্যকে যে প্রকার বুদ্ধি সাধ্য প্রদান করিয়াছেন. তাহাতে একজন মনুষ্য অতি অল্পকাল পরিশ্রম করিলে, এত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় যে তাহা বহু লোকে সম্বৎসর কাল ভোজন করিয়া অনায়াসে কাল যাপন করিতে পারে। ঈশ্বরের এই করুণাই মনুষ্য জাতির অশেষ সৌভাগ্যের মূল। এই করুণা হেতু মনুষ্য অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনায় ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইতেছে, এবং শিল্পাদি নানা বিদ্যার অনুষ্ঠান করিয়া সংসারের নানা প্রকার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে. এই হেতু বাল বৃদ্ধ অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি অনেক উপায় বিহীন লোকে অন্ন প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। যদি পশু পক্ষির ন্যায় মনুষ্যকে সর্ব্বদা উদর পোষণের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত, তবে কোথায় বা অপূর্ব্ব মঠ মন্দির অট্টালিকা ময় শোভনতম নগরের শোভা, কোথায় বা জ্ঞান ধর্ম্মের প্রচার, কোথায় বা সুধাময়ী সঙ্গীত বিদ্যার মধুরালাপ থাকিত। সংসার এসমস্তই বর্জ্জিত হইত। অতএব তাঁহার পালন শক্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যকেই তাঁহার নিকট অধিক কৃতজ্ঞ হইতে হয়। যখন তিনি আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া জীবিকা লাভের এমত সুলভ উপায় বিধান করিয়াছেন, তখন সর্ব্বদা কেবল অন্নের নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা কখনই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

বিজ্ঞান-বার্ত্তা

জ্যোতিষ

১—। ইয়ুরোপে শনিগ্রহ লইয়া জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এক বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে শনি গ্রহ তিনটি বৃহদাকার অঙ্গুরীয়কে পরিবেষ্টিত এবং ঐ তিনটি অঙ্গুরীয় উক্ত গ্রহ হইতে অধিক দূরে অবস্থিত আছে. কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, যে ২০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঙ্গুরীয় ত্রয় ঐ গ্রহের নিকট হইতে যত দূরে দৃষ্ট হইত এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; এই নিমিত্ত অনেকে বিবেচনা করেন, উল্লিখিত অঙ্গুরীয় ত্রয় উক্ত গ্রহের ক্রমশঃ নিকট হইতেছে এবং উত্তর কালে ঐ গ্রহের উপর পতিত হইয়া উহার সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইবে। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ অংশে কখন্ যে কোন্ ঘটনা হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু পরিণামে সকল ঘটনাই যে সৃষ্টির কল্যাণকর হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাণিবিদ্যা ও ভূতত্ত্ব বিদ্যা

১—। শিবালিক পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে দুইটি অদ্ভুত হস্তীর আকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি একদন্ত ও একটি চতুর্দন্ত। উহাদের আকৃতি বড় বৃহৎ নহে, এক্ষণে সচরাচর যে প্রকার হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় ঐ দুই হস্তীর আকার তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। এ প্রকার হস্তী এত দিন কাহারও দৃষ্টি গোচর হয় নাই বরং শুনিলে অলীক বোধ হইত। পুরাণ শাস্ত্র মধ্যে গণেশের যে এক দন্ত কুঞ্জর বদনের কথা বর্ণিত আছে এবং ইন্দ্রদেবের ঐরাবত হস্তী যে চতুর্দন্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, বোধ করি পুরাণ কর্ত্তারা উক্ত প্রকার একদন্ত ও চতুর্দন্ত হস্তীর আকৃতি দৃষ্টেই তাহা কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

২—। আমেরিকা খণ্ডে নিউঅরলিয়ন্স নামক স্থানে খনি খনন করিতে করিতে এক অস্থিময় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হওয়া গি-

আছে। ঐ কঙ্কাল ১১ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত ছিল, উহা এমত জীর্ণ হইয়াছিল, যে স্পর্শ মাত্রেই তাহার সকল অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল, কেবল মস্তকের খর্পর নষ্ট হয় নাই। পণ্ডিতেরা ঐ খর্পরের লক্ষণানুসারে নিরূপণ করিয়াছেন, যে উহা আমেরিকার আদিম মনুষ্যের মস্তকের অস্থি তাহার সন্দেহ নাই। যে স্তরে ঐ নরাস্থিকায় নিহিত ছিল, সেই স্তরের উৎপত্তির কাল গণনা করিয়া ভূতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার ৫৭০০০ সপ্তপঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক পূর্ব্বে ঐ স্থানে মনুষ্যের বাস ছিল।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের লিখনানুসারে এই রূপ বিশ্বাস করিতেন, যে ছয় হাজার বৎসর মাত্র এ পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। পরে যখন ভূতত্ত্ব বিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের সে মতের খণ্ডন হইল, তখন তাঁহারা আর কোন উপায় না পাইয়া ছয় সহস্র বৎসর মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা বলিয়া কৌশল ক্রমে আপনাদের ধর্ম্মপুস্তকের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমেরিকার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ খণ্ডন করিতে না পারিলে তাঁহারা আবার কিরূপে আপনাদের শাস্ত্রের সমন্বয় করিবেন, বলা যায় না।

৩—। ইয়ুরোপখণ্ডে প্রুসিয়া রাজ্যের অন্তঃপাতী বরলিন নামক নগরে ইরেন্‌বর্গ নামক এক সুবিখ্যাত পণ্ডিত সম্প্রতি কীটাণু সম্বন্ধীয় এক অসাধারণ ব্যাপার দৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ নগরের কোন স্থানে মৃত্তিকা খনন করিবার সময় তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলেন, যে সেই স্থানের ১০ হস্ত ভূমির নীচে অসংখ্য কীটাণু বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই স্থানেই উৎপন্ন হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কাল জীবিত থাকিয়া সেই স্থানেই নষ্ট হইতেছে। তিনি ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে এক এক সময় ঐ সমস্ত কীট পুঞ্জ ভূতলের মধ্য দিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমন করাতে তাহার উপরি-স্থিত ভূমি বিচলিত হইয়া ঘর, দ্বার, অট্টালিকা প্রভৃতি বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং কখন কখন ভগ্ন ও চূর্ণ হয়। কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের নিরাপদে কালহরণ করিবার জন্য কত বিষয়ক জ্ঞানেরই যে আবশ্যক হয় তাহা নির্দ্দেশ করাই কঠিন, এত দিন কে মনে করিতে পারিত? যে গভীর ভূগর্ভস্থ অতি সূক্ষ্ম কীটাণু হইতে আমাদিগের এ প্রকার মহানর্থ উৎপন্ন হইতে পারে।

৪—। আমেরিকার অন্তঃপাতী কেনেডা প্রদেশ হইতে প্রায় পঞ্চবিংশতি মণ পরিমিত এক খণ্ড চুম্বক ফরাশীশ রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছে। যে স্থানে ঐ চুম্বক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তথায় অনুমান ৯০০০০০০০ নয় কোটি মণ চুম্বক বিদ্যমান আছে।

উদ্ভিদ্বিদ্যা

১—। আমেরিকা খণ্ডে এক অদ্ভুত বৃক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, উহার ত্বকেতে অস্ত্রাঘাত করিলে এক প্রকার দুগ্ধবৎ নির্য্যাস নির্গত হয় বলিয়া লোকে উহার নাম ক্ষীর তরু কহিয়া থাকে। উক্তবৃক্ষ দেখিতে অতি প্রকাণ্ড। উহার কাষ্ঠ অতিদৃঢ় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গঠন প্রস্তুত হইতে পারে, ফল অতি সুখাদ্য এবং সুস্বাদ, দেখিতে আতার মত, এবং তাহার মধ্য হইতে অধিক সরস শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ বৃক্ষের অন্তর্গত দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, বল্কলের উপর কিঞ্চিৎ অস্ত্রাঘাত করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে, এবং তাহার আস্বাদ গোদুগ্ধের স্বাদের সহিত কিছু মাত্র ভিন্ন নহে। কেবল ইতর দুগ্ধ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়, নচেৎ আর সর্ব্বাংশেই সমান। যে বনে ঐ দুগ্ধ বৃক্ষ আছে, লিবেন্‌স নামক এক জন সাহেব ঐ বনে গমন করত ঐ উদ্ভিজ্জ দুগ্ধ, চার সহিত পান করিয়া দেখিয়াছেন, যে, ঐ দুগ্ধেতে আর গোদুগ্ধেতে আস্বাদের কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই এবং তিনি ঐ দুগ্ধ দ্বারা স্বদেশীয় দুই এক প্রকার গব্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐদুগ্ধ দ্বারা এক প্রকার সিরিস প্রস্তুত হয়, এবং লিবেন্‌স সাহেব সেই সিরিস কোন

কোন কার্য্যে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন, যে তাহা, ইতর সিরিস অপেক্ষা অনেক শক্ত ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। কি অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপার! তৃণ পর্ণাহারী গো মহিষাদি অচেতন পশুর শরীর হইতে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, বিশ্বপাতা বিশ্বপিতা আমাদিগের প্রতিপালনের জন্য অচেতন উদ্ভিজ্জ শরীরেও সেই দুগ্ধ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

২—। মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী কত বস্তুই কত প্রকারে উৎপন্ন হইতেছে, যাহা দীর্ঘ কাল আয়াস করিয়া নানা প্রকার কলে কৌশলে প্রস্তুত করিতে হইত, জগদীশ্বর কৃপায় এক্ষণে অক্লেশে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। বৃক্ষ হইতে সাবান উৎপন্ন হইতেছে। আমেরিকার অন্তঃপাতী কেলিফর্ণিয়া প্রদেশে এক প্রকার সাবানের বৃক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ বৃক্ষ এক ফুট মাত্র দীর্ঘ হয়। উহা প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম কালে আপনা হইতে শুষ্ক হইয়া যায়, পরে প্রজারা সেই শুষ্ক বৃক্ষের মধ্য হইতে অপূর্ব্ব সাবান বাহির করিয়া লয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের সর্ব্ব প্রকার সাবানের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। ঐ সাবান সকল প্রকার কৃত্রিম সাবান হইতে উৎকৃষ্ট।

৩—। মনুষ্যাদি জীব জন্তুর সন্তান যে রূপ নিয়মে সবল ও দুর্ব্বল হয়, বৃক্ষাদির চারাও সেই নিয়মে হইয়া থাকে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থার সন্তান যেমত সবল ও সতেজ হয়, বৃক্ষাদিরও প্রথমাবস্থার কলম কি চারা সেই মত সতেজ হয়। এবং মনুষ্যের শেষাবস্থার সন্তান যেমত নির্ব্বীর্য্য হয়, বৃক্ষাদির প্রাচীনাবস্থার কলম কি চারাও সেই প্রকার নিস্তেজ হয়। এক জন উদ্ভিদ তত্ত্ব বিৎ পণ্ডিত নিরূপণ করিয়াছেন, যে যদিও প্রতি বৎসরেই বৃক্ষের নূতন শাখা ও পল্লব উদ্গত হয়, তথাপি প্রাচীন বৃক্ষের নূতন শাখা অপেক্ষা, সতেজ বৃক্ষের শাখার কলম ভাল হয়, এই নিমিত্ত ২০।৩০ বৎসরের বৃক্ষের শাখা হইতে কলম করা ভাল, এবং তাহা বিলক্ষণ সতেজ হয়। আর অপরিমিত ভোজন দ্বারা যেমত অজীর্ণ উৎপত্তি হইয়া মনুষ্যাদির নানা প্রকার রোগ জন্মে, সেইরূপ লতা গুল্মাদিও অপরিমিত রস আকর্ষণ করিলে তদ্দ্বারা তাহাদিগের তেজ বৃদ্ধি না হইয়া অশেষ রোগ উৎপন্ন হয়। নিস্তেজ বৃক্ষের কলম লইয়া যদি অত্যন্ত সারবান্ মৃত্তিকায় রোপণ করা যায়, তবে তদ্দ্বারা তাহা বিশেষ বৰ্দ্ধিষ্ণু না হইয়া ক্রমে নিস্তেজ ও নষ্ট হইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিবে! তিনি মনুষ্যাদির শরীর বর্দ্ধন ও পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত যেরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, অচেতন বৃক্ষাদিকেও সেইরূপ নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন।

রসায়ণ ও ধাতু বিদ্যা

১—। মৃত্তিকার মধ্যে এলুমিনম্ নামে এক ধাতু বিদ্যমান আছে, উহা যেমত উৎকৃষ্ট তেমনি সুলভ। অপরাপর ধাতু যেমত স্থান বিশেষ ও খনি বিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়, উক্ত ধাতু সেরূপ নহে, উহা সকল স্থানের মৃত্তিকা হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। পেরিস নগরস্থ একে ডিমি অব সাইন্স নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রানুশীলন সমাজে, দিবিল্লি সাহেব সকল সভ্যের সম্মুখে ঐ এলুমিনম্ ধাতু নির্ম্মিত কয়েক প্রকার দ্রব্য উপস্থিত করেন, সভ্যেরা সকলে তাহা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহা মহা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও ঐ ধাতুর বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঐ ধাতু সকল স্থানের মৃত্তিকাতেই বিদ্যমান আছে, কোন কোন মৃত্তিকা হইতে তাঁহার চারি ভাগের এক ভাগ উক্ত ধাতু পাওয়া যাইতে পারে। ঐ ধাতু পরিমাণে বড় ভারী নহে, অথচ প্রায় লৌহের মত কঠিন ও দৃঢ়। দেখিতে অতি পরিষ্কৃত, রৌপ্যের মত শুভ্র, অগ্নিতে উষ্ণ করিলে অতি শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং উহাতে তার ও পাত উভয়ই প্রস্তুত হইতে পারে। শীতল করিয়া আঘাত করিলে ক্রমে কঠিন হইয়া যায়, শীঘ্র মলিন হয় না। জল বাতাস কি উত্তাপ লাগিলেও যেমন তেমনি থাকে। এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদির দ্বারা যেমন ভোজন পাত্র, জলপাত্র, দীপাধার, তাম্বূলাধার প্রভৃতি সর্ব্বপ্র-

কার গৃহকার্য্যোপযোগী তৈজসাধার প্রস্তুত হয়, উহার দ্বারাও সেইমত সকল প্রকার ধাতু পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে, বরং তাহা রৌপ্যের অপেক্ষা অধিক স্থায়ী হয়, এতদ্ভিন্ন উত্তর কালে গৃহের স্তম্ভ, কবাট, ভিত্তি প্রভৃতি ঐ ধাতুতে নির্ম্মিত হইতে পারিবে। উক্ত ধাতুর যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণ নিরূপিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি দিবব্লি সাহেব উহা প্রস্তুত করিবার যে সহজ উপায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় উহাদ্বারা অতি সত্বরেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিবেক। যখন সকল দেশে সকল লোক ঐ ধাতু প্রস্তুত করিতে শিখিবে, তখন আর কাংস্য পিত্তলাদি ধাতু কে স্পর্শ করিবেক? এবং তখন রজতের নির্ম্মল শুভ্রতার গৌরবই বা কোথায় থাকিবেক? আপামর সাধারণ সকলেই অনায়াসে সুনির্ম্মল শুভ্র পাত্রে পান ভোজন করিয়া সুখী হইবে, ধনী দিগের রজত পাত্র ব্যবহার জন্য অসঙ্গত অহংকারের অনেক হ্রাসতা হইবেক, গ্রাম, নগর, বিপণি প্রভৃতি আর এক প্রকার নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিবেক, মঠ, মন্দির, অট্টালিকা সমস্ত দুর হইতে রজত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিবেক, বাণিজ্যের বেশ আর এক প্রকারে রূপান্তরিত হইবেক, এবং মনুষ্যের শ্রম অনেক লাঘব হইবেক। ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! কাহার মনে ছিল? যে সর্ব্ব প্রকার সামান্য কর্দ্দম অপূর্ব্ব ধাতু রূপে পরিণত হইবে, কে বলিতে পারে? যে চরমে এ পৃথিবী কোন অনুপম অবস্থায় পরিণত হইবে।

২—। আমরা শূন্য পথে মেঘাবলি হইতে যে বিদ্যুতের অগ্নি শিখা নির্গত হইতে দেখিতে পাই, যাহার কঠোর নাদ শ্রবণ করিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে হত চেতন হই এবং যাহার নির্ঘাত নিপতন হেতু সময়ে সময়ে আমাদিগের ঘর, দ্বার, তৃণ, শস্য, গো, মহিষ এবং প্রাণ পর্য্যন্তও নষ্ট হয়, প্রায় জড় বস্তু মাত্রেই ন্যূনাধিক বিধানে সেই বিদ্যুতের অধিষ্ঠান আছে, সুতরাং সেই বিদ্যুৎ মনুষ্য শরীরেও বিদ্যমান আছে। কিছু দিন অতীত হইল, নিউইয়র্ক নামক স্থানে আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঐ নগরের কতকগুলি গৃহে সর্ব্বদা বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইত। কোন ব্যক্তি কাহারও গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহার হস্তস্পর্শ করিয়া সম্ভাষণ করিলে হস্ত হইতে বৈদ্যুতাগ্নি নির্গত হইত এবং তাহাতে ঈষদ্ আঘাত ও শব্দ হইত। এইরূপে সর্ব্বদা সকলেরি গৃহ মধ্যে, শয্যাতে, বাক্সেতে, অক্ষেতে, বিদ্যুতাগ্নি প্রকাশ পাইত এবং কখন কখন ধাতু পাত্রাদি স্পর্শ বা হস্ত নাস্তৃরিত করিতে হইলে ঈষদ্ আঘাতও অনুভূত হইত।

THE HUMAN IMMORTALITY.

The notion of a future life—of immortality—has always presented itself as *a religious idea*; it has always assumed the form, the character, the relations, of a religious idea. There are passions of the earth that rule, and run their course in reference to earthly things. Ambition delights in the tumult of battle, the shout of victory, the formation and the *conquest* of empires. Avarice accumulates its stores, and drives its thriving trade, with reference either to the mere possession of wealth, or to the various uses and advantages which wealth gives in society. Invention, the child of necessity, seeks the abridgment of toil, for the procuring of food and of comfort, by its never-failing devices. The poet pours forth his song, because the thought is burning within him, and he must speak and give it utterance. Human passions, affections, interests, build up, and ever have built up, family relations. They all pursue their earthly course; they might pursue that same course if religion entered not at all into the human mind. But when the religious sentiment is excited, then the hope of immortality appears in strength and beauty, and glory. Place man in the light of religious sentiment, and he sees beyond the dark portals of the grave. When the choral song of multitudes is swelling in adoration of the God and Father of all; when

> "Storied windows, richly dight,
> Shedding a dim, religious light"

give solemnity to the perceptions of the senses; when philosophy speculates on the unfinished materials of character, the rudimentary marks which are borne by those whose existence here is prematurely terminated; when the spirit is in unison with the great harmonies of nature, and drinks in delight and instruction from every object of sight or sound, luxuriating, as it were, in the beauties of the fields, the woods, the blue heavens, or the boundless ocean; when meditation communes with its own heart upon its bed, and is still, and in the silence hears the low voice within whispering holy oracles; when bereavement stands by the yet uncovered grave, weeping over its blighted hopes; then, and in all circumstances inducing similar states of emotion, exciting the religious sentiments, human nature feels

that a future life is an undoubted reality; and when is human nature more to be trusted than under such circumstances?

Indeed, what is religion without this? It may be only a secondary idea; but does not the primal one of Deity, by close affinity, bring this in its train? Can man call God his Father without implying his own childhood, and, in that filial relation, his own future destiny? Does he not feel the truth of that saying, "God is not the God of the dead, but of the living?" Must he not have the conviction that "all live to Him?" Does he contemplate these grand relations only as things that are to pass away, like the other [illegible] phenomena of this world of ours? When he says, "My God" is it, as sometimes has been suggested, only with a sense of property? Is it not rather with that of *relation*, that of [illegible], and in that, of participation in the future parental eternity? In that unfinished melody of our hymn-book—"Art thou not from everlasting to everlasting, O God, mine Holy One? We shall not die,"—is there not a sequence of thought as close as in the most logical chain of causes and effects that was ever linked together? If religion were capable of existing in its proper strength and greatness without the immortality of man, it would become fainter as we approach the verge of our existence. It would grow less and less in the prospect of [illegible] would partake of that [illegible] spread over wealth, and power, and [illegible] which man's passions and [illegible] are excited in their most active moments. Is this the fact? Is it not most directly the reverse? Is not the triumph of religion, the hope of immortality, always greater at such times? Is not the death-bed especially the scene, the peculiar scene of the vigour of the religious sentiment, including this as one essential idea though only a secondary one, of that religious sentiment? So it was rightly judged by him who [illegible] that Hope would

"[illegible] torch at Nature's funeral pile."

Smile not at the funeral pile of the individual, as well as at that of congregated nature.

"Unfading Hope! when life's last embers burn,
When soul to soul and dust to dust return,
[illegible] resign that awful hour,
[illegible], immortal power!"

Let it stand then, as the second great article of the religion of human nature. If we take it from the ground of logical deduction, it is not a towering [illegible] of it; for we place it on the same footing with the existence and perfection of the Divinity. Let it stand as a fact inculcated by the very tendencies of our moral, and intellectual being, and therefore anterior to and paramount over, the thoughts and inventions which we devise to ourselves in the sport or the working of those faculties. There let it ever stand, bound within the covers of no sacred book — independent of tradition and legend — not resting upon the questionable testimony of historical evidence—unlinked from an association with preternatural wonders—needing the confirmation of no church or priesthood—neither affirming nor denying any divine mission, but resting and remaining, like the enduring pyramids, or rather like some mountain heaved up by Nature herself, to tower aloft and hold communion with the skies, those skies which are the type of Divinity. "Love to God and love to man" was the summary of the stone-tables of natural and Christian duty. There is a summary of the religion of Nature inscribed on the fleshly tables of the heart, and that summary is,—"The perfection of Divinity—the immortality of humanity."—W. J. Fox.

বিজ্ঞাপন

গত ৩১ বৈশাখ ও ৭ শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভাতে সভ্যেরা শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র মহাশয় দিগকে এসভার সম্পাদকীয় পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে খিদিরপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থের সম্পূর্ণ এক প্রস্থ ও অন্যান্য কতিপয় পুস্তক এ সভায় দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক রচিত ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ।।০ আটআনা।

ইংরাজী হইতে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মল্লিক কর্তৃক মাল সংক্রান্ত আইনের সার সংগ্রহ ইংরাজী হইতে অনুবাদিত হইয়া সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; মূল্য ২ দুই টাকা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে গত ৭ শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্বিচার জন্য আগামী ২৫ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫।। ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র
সম্পাদক

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ ভাদ্র বৃহস্পতি বার সম্বৎ ১৯১২। কলিযুগাব্দা ৪৯৫৬

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৪৩ সংখ্যা
আশ্বিন ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের উপাসনা

ইহ সংসারে মনুষ্যের যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান উপার্জ্জন এক প্রধান কার্য্য। সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা ও সকল বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া, মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, এবং তন্মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করাই সকল হইতে গরিষ্ঠ। আমরা যদি পদার্থ-বিদ্যা-পরায়ণ হইয়া জল, বায়ু, তেজ, মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থের স্বভাব ও গুণ নির্দ্দেশ করিয়াই যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করি, আর তন্মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ না দেখি, তবে কখনই আমাদিগের সে পদার্থ-বিদ্যার আলোচনা সম্যক্ সফল হইতে পারে না। যদি রসায়ন বিদ্যার আলোচনা দ্বারা বস্তুর সংযোজন ও বিয়োজন জনিত অসংখ্য অদ্ভুত ঘটনার উদ্ভব দেখিয়া চিরজীবন কেবল তাহারই তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে করিতে আয়ুঃ শেষ করি, আর সেই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ প্রত্যক্ষ করিতে না পারি, তবে আমাদিগের ঐ বিদ্যা অনুশীলনের চরম ফলও প্রাপ্ত হওয়া হয় না। ভূতত্ত্ববিদ্যার আলোচনা দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত পদার্থের বিষয় আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, যদি তন্মধ্যে সেই অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বরের মহান্ কৌশল না দেখিতে পাই, তবে সে ভূতত্ত্ব-বিদ্যা-প্রদত্ত জ্ঞানইবা আমারদিগের কত দূর সুখ সাধন করিতে পারে? জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুষ্ঠান দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ-পরি-পূরিত নভোমণ্ডলের মধ্যে যদি আমরা অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তিকে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান না দেখিয়া, কেবল সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আকৃতি, আকর্ষণ ও স্থিতিগতির বিষয় জানিয়াই নিরস্ত থাকি, তাহাহইলেও কখন আমাদিগের সে জ্ঞান জ্যোতির্ব্বিদ্যা সাধনের চরম ফল বলিয়া উক্ত হইতে পারে না।

অতএব আমাদিগের উচিত যে আমরা শ্রবণ, দর্শন, মনন, ইত্যাদি উপায় দ্বারা যে কিছু পদার্থ প্রত্যক্ষ করি সে সমুদায়ের অনুশীলন দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করি এবং উপার্জ্জিত জ্ঞানকে সফল করি।

কিন্তু এই প্রত্যক্ষ এবং অনুমেয় যাবতীয় পদার্থে যাঁহার অনন্ত জ্ঞানের নিদর্শন সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে, দ্যুলোক এবং ভূলোকস্থ সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যাঁহার অনন্ত শক্তি ব্যক্ত করিতেছে এবং সিন্ধু-তট-লগ্ন ক্ষুদ্রতম রেণুকণা হইতে গগন মণ্ডলস্থ তেজঃপুঞ্জ তপন পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তু যাঁহার মঙ্গল স্বরূপ উচ্চৈঃ-

স্বরে ঘোষণা করিতেছে, যিনি কৃপা করিয়া এই অসংখ্য জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার অপার করুণা অবলম্বন করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি এবং অন্ত কালেও আমরা সকলে যাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব, তাঁহাকে কি কেবল জানামাত্রই মনুষ্যের কর্ম্ম? তাঁহাকে জানিতে পারিলেই কি মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্য সাধন করা হয়? যেমত সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিকে চরিতার্থ করা উচিত, সেইরূপ প্রীতি ও ভক্তি সহকারে তাঁহার উপাসনা করিয়া আমাদিগের মনুষ্য জন্ম সফল করা কর্ত্তব্য। যিনি আমাদের স্রষ্টা এবং আশ্রয়, তিনি আমাদিগের কেবল জ্ঞেয় বস্তু নহেন, তিনি আমাদিগের ধ্যেয় এবং উপাস্য। তাঁহার উপাসনা কোন দুঃসাধ্য দুঃখ জনক ব্যাপার নহে। তাঁহার উপাসনার জন্য কোন দুর্গম স্থানে গমন করিতে হয় না, দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদিরও আয়োজন করিবার প্রয়োজন নাই। এবং কোন দৈবায়ত্ত কাল বিশেষের প্রতীক্ষা করিবারও আবশ্যক করে না. তাঁহার উপাসনার সহিত লোক-বল, ধন-বল ও দৈহিক বলেরও সংশ্রব নাই। তাঁহার উপাসনার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া বহুলোক সমারোহ পূর্ব্বক বাহ্য আড়ম্বরও করিতে হয় না, এবং অনশনাদি কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়া তপঃ কাষ্ঠায় স্বীয় শরীরকে শোষণ করিবারও প্রয়োজন হয় না। তাঁহার তপস্যার জন্য পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু অমাত্য গণের প্রণয় পাশ ছেদন করিয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না এবং বেশবিশেষ ধারণ করিয়া আপনাকে পরিচিত করিবারও আবশ্যক করে না। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা করাই তাঁহার উপাসনা। যাহা আমাদিগের নিরুপম সুখের বিষয়, তাহাই তাঁহার উপাসনা। তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করার তুল্য সুখের ব্যাপার জগতে আর কি আছে? প্রীতিতে যেরূপ সুখোদয় হয়, তাহা বর্ণন করাই অনাবশ্যক। তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। সংসারে প্রীতির তুল্য সাধারণবস্তু আর কিছুই নাই। কি ধনী, কি নির্ধন, কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি প্রাজ্ঞ, কি অজ্ঞ, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেরি মনে প্রীতিরসের সঞ্চার আছে। প্রীতি হেতু কেহ রূপে রত রহিয়াছে, কেহ বা শব্দে মত্ত হইতেছে। প্রীতি হেতু কেহ ধনে আবিষ্ট হইতেছে, কেহ যশে মুগ্ধ হইতেছে, কেহ স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, কেহ বা বন্ধুত্ব-গুণে আকৃষ্ট রহিয়াছে। প্রীতিই মনুষ্যের সুখ, প্রীতিই মনুষ্যের জীবন। এমত মন নাই যে তাহাতে প্রীতি নাই। যাহার প্রীতি ও প্রিয় বস্তু নাই তাহার জীবনেরও কোন সুখ নাই, তাহার জীবন নিরর্থক। এই সমস্ত অনিত্য অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবীর পদার্থে যে প্রীতি স্থাপন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি ও সুখী হইতেছি, নিত্য সত্য পূর্ণ পরমেশ্বরেতে সেই প্রীতি অর্পণ করিলে যে অপার সুখ লাভ করিতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যিনি রূপের আকর, গুণের সাগর এবং সুখের মূল, যাঁহাতে প্রীতি হইলে আর কস্মিন্ কালে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই, যাঁহাকে প্রীতি করিলে, সে প্রীতি স্থানের অন্তরেও অন্তরিত হয় না এবং অবস্থার ভেদেও বিভিন্ন হয় না। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, সকল অবস্থাতে যাঁহার সহিত প্রীতি করিয়া সুখী হওয়া যায়, যাঁহার প্রেম-পূর্ণ সংসর্গ আমরা নিজ নিকেতনে বসিয়া সুখে সম্ভোগ করিতে পারি এবং গভীর অরণ্য ও দুস্তর সাগর মধ্যেও যাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পারি; যাঁহাতে পর্ণ কুটীরবাসী দরিদ্রের ও উঞ্ছবৃত্তিধারী নিকৃষ্ট জাতিরও প্রীতি করিবার অধিকার আছে, এবং যিনি ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীব পর্য্যন্ত সকলকেই অনবরত প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার অপেক্ষা আর আমাদিগের প্রীতির পাত্র কে আছে? এবং তাঁহাতে প্রীতি করণাপেক্ষা আমাদিগের সুখের কার্য্যই বা আর কি আছে? অতএব ঈশ্বরেতে প্রীতি করা যেমত আমাদিগের কর্ত্তব্য তেমনি সুখের বিষয়।

পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন, তাঁহার উপা-

সনার দ্বিতীয় অঙ্গ। তাহাও আমাদিগের নিতান্ত সুখকর। আমরা যে তাঁহার প্রণীত সমুদয় নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক এক কালে দৈহিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জড়বৎ হইয়া কাল যাপন করি, ইহা তাঁহার প্রিয় নহে। গৃহ-ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম অবহেলন পূর্ব্বক গৃহত্যাগী হইয়া উদাসীনের ন্যায় অরণ্যে ভ্রমণ করি, ইহাও তাঁহার প্রিয় কার্য্য নহে। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শরীরকে শুষ্ক ও অঙ্গ বিশেষকে অবশ করি, ইহাও তাঁহার প্রিয় কার্য্য নহে। অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক জীবিকা লাভ করিয়া কেবল আত্ম সুখ উদ্দেশেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, ইহাও তাঁহার প্রীতিকর নহে। শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া উত্তমরূপে শরীরকে রক্ষা করা, সামাজিক নিয়মানুসারে ন্যায়োপর্জিত বিত্ত দ্বারা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করা নানা বিষয়ে সক্ষম হইয়া আমৃত্যু শ্রী সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল থাকা, দীনে দয়া ও দোষীর দোষ ক্ষমা করা, বিপদে ধৈর্য্য ও সম্পদে শান্তি অবলম্বন করা, বাক্যে কোমলতা ও কার্য্যে সরলতা প্রকাশ করা, ইত্যাদি যে সমস্ত কায়িক ও মানসিক কার্য্য দ্বারা তাঁহার প্রিয় জগতের উন্নতি সিদ্ধি হইতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রিয় ও সেই সমস্ত কার্য্য সাধন করিলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা হয়। তাঁহার এইরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিলে যে সুখ ও কল্যাণ সমুৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। বিশেষত যিনি স্বার্থ পরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপাপবিদ্ধ পবিত্র পরমেশ্বরের প্রীতি মাত্রের উদ্দেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে রত হন, তিনি অনুপম সন্তোষ অনুভব করিতে থাকেন। স্বার্থপরতাই আমারদিগের সকল দোষের মুল এবং সকল দুঃখের হেতু। আমি মানী হইব, আমি ধনী হইব, আমার সমৃদ্ধি হইবে, এপ্রকার অভিসন্ধিতে কার্য্য করিলে মনুষ্য কত ক্ষণ দোষ শূন্য ও দুঃখ শূন্য থাকিতে পারে? অবশ্যই তাহাকে মোহ-পঙ্কে পতিত হইয়া দুষিত হইতে হয় এবং নানা বিষয়ে নিরাশ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রকাশ মাত্র সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের অভিসন্ধি হইলে, ঐ সমস্ত ব্যাপার আর কোন মতে ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। তখন আর স্ত্রী পুত্র পরিবেষ্টিত যৎ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র স্থান ব্যাপিয়া আমাদিগের প্রীতি বদ্ধ থাকে না। তখন সকল লোক ও সকল জীব আমাদের প্রীতির আস্পদ হইয়া উঠে। সমগ্র সংসার একটি গৃহ স্বরূপ এবং মনুষ্য কুল এক পরিবার স্বরূপ বোধ হয়। তখন যে দেশের কল্যাণ হয় তাহাতেই আনন্দ বোধ হয় ও অপর, ব্যক্তির সুখেও সুখী হওয়া যায়। সাংসারিক সমস্ত শুভ কার্য্যকে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বোধে তাহা সাধন করিতে সহস্র ক্লেশেও আর ক্লেশ বোধ হয় না, যে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম এক্ষণে নিতান্ত কঠোর ও নিতান্ত কষ্ট সাধ্য বোধ হইতেছে, তখন সেই সমস্ত কার্য্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য বোধে সাতিশয় কোমল ও সাতিশয় সুসাধ্য বোধ হইতে পারে, আমরা স্বচ্ছন্দে সত্যের পথে থাকিয়া কালকে অতিক্রম করিতে পারি, কোন মতে তাহা হইতে বিচলিত হই না, প্রত্যেক ধর্ম্ম সাধনে আমরা দ্বিগুণ বল প্রাপ্ত হই। প্রিয়তমের প্রিয়কার্য্য সাধন হইতেছে বলিয়া বৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে লৌকিক লাভালাভ জয়াজয় ও নিন্দা প্রসংসার প্রতি দৃষ্টি পাত থাকে না, আনন্দ পূর্ব্বক উল্লাস পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারাযায়, কিছুতেই আর আমারদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না। সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা সামান্যতঃ যে প্রকার সুখ লাভ করি পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য বোধে সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে তদপেক্ষা আরও অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি, অতএব ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে কেবল আমারদিগের কর্ত্তব্য সাধন হয় না, তদ্দ্বারা আমারদিগের অশেষ সুখ সাধনও হইতে পারে।

এই প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্য একত্র সংমিলিত হইলেই ঈশ্বরের উপাসনা সম্পূর্ণ হয় এবং আমারদিগের কর্ম্মসিদ্ধ ও জন্ম সফল হয়। কিন্তু ইহার এক অঙ্গ ভগ্ন হইলে তাঁহার উপাসনা সুসিদ্ধ হয়না। চ-

নকাদি দ্বিদল শস্যের উভয় ভাগ যেমত একত্র সংযুক্ত না থাকিলে তাহা হইতে কখনই অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ, ঈশ্বরের প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য উভয় একত্র মিলিত না হইলে, ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য যে মার্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া আমাদিগের বুদ্ধিকে সার্থক করি এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া মানব জন্ম সফল করি।

বিহঙ্গম-দেহ।

জগদীশ্বর পক্ষীগণের শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে অঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার নিরুপম নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে সতত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে হয়, এনিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীর একখানি অত্যুৎকৃষ্ট তরণি স্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ডস্বরূপ, পুচ্ছ কর্ণ স্বরূপ, এবং বক্ষস্থল নৌকার পুরোভাগ স্বরূপ। শরীর ভারী হইলে, তাহারা আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে এই বিবেচনায়, তিনি তাহাদের অঙ্গ সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত, তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ অঙ্কুশ ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পক্ষীগণের চঞ্চু অতি আশ্চর্য্য বস্তু। যে পক্ষী যেরূপ দ্রব্য আহার করে, জগদীশ্বর তাহার চঞ্চু তদুপযোগী করিয়া দিয়াছেন। শ্যেন, শকুনী প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অন্য প্রাণীর শরীর বিদীর্ণ করিয়া আহার করে, ও শুকাদি যে সমস্ত পক্ষী শস্য ভঞ্জন ও ফলাদি খণ্ডণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদের চঞ্চু অত্যন্ত কঠিন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হংস রাজহংসাদি যে সমস্ত পক্ষী পঙ্কের মধ্যে আহার অন্বেষণ করে, তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপ্টা এবং এপ্রকার কৌশল সহকারে নির্ম্মিত, যে তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হয়, কিন্তু সার বস্তু পতিত হয় না। মাংসাশী পক্ষীদিগের চঞ্চুর পার্শ্ব দেশ তীক্ষ্ণ এবং অগ্রভাগ বড়িশবৎ বক্রাকার। তাহারা তদ্দ্বারা নিহত পশু পক্ষ্যাদির শরীর বিদারণ ও মাংসাদি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করে। আবার, বক প্রভৃতি যে সমস্ত পক্ষী জলজন্তু ধরিয়া আহার করে; জগদীশ্বর বিবেচনা করিয়া তাহাদের চঞ্চু কঠিন, তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে নিহত জীবের শরীর হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে হয় না, এনিমিত্ত, তাহাদের চঞ্চু পূর্ব্বোক্তরূপ বক্রাকার করেন নাই। কপোত চটকাদি গ্রাম্য পক্ষীদের চঞ্চু ছোট, সুচাল ও ঈষদ্ বক্র, তদ্দ্বারা তাহারা শস্যাদি ভোজ্য বস্তু অক্লেশে তুলিয়া লইতে পারে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় হয়, পক্ষীদিগের মধ্যে যে জাতি যেরূপ সামগ্রী ভক্ষণ করে, পরমেশ্বর তাহার তদুপযোগী চঞ্চু নির্ম্মাণ করিয়া নিরুপম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন স্থলে এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা দেখা যায় না। যে স্থলে যেমন আবশ্যক, জগদীশ্বর সেস্থলে সেইরূপই করিয়াছেন।

তিনি যাবতীয় প্রাণীরই গাত্রাচ্ছাদন নির্ম্মাণ বিষয়ে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু পক্ষীদিগের শরীরের আচ্ছাদন যেমন পরিপাটী এমন বুঝি আর কোন জন্তুরই নহে। উহা যেমন লঘু তেমনি মসৃণ, আবার তদনুরূপ শীত-নিবারক ও উষ্ণতা সাধক। উহার বর্ণ ও শোভাই বা কেমন! পর্য্যটকেরা অকস্মাৎ এক এক বন-বিহারী বিহঙ্গমের অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া মোহিত হইয়া যান।

এক একটি পালক এক এক অত্যাশ্চর্য্য অসামান্য শিল্প-কার্য্য। উহার পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ স্কন্ধদেশ যেরূপ লঘু, তদনুরূপ দৃঢ়। লঘুতা ও দৃঢ়তা এই উভয় গুণের একপ একত্র সমাবেশ আর কোন বস্তুতে দৃষ্ট হয়

না। ঐ পূর্ব্বভাগের ন্যায় অপর ভাগও অতি আশ্চর্য্য। তাহা যে পদার্থে প্রস্তুত; ভূমণ্ডলের অন্য কোন প্রাণীতে ও কোন বস্তুতে তাহা বিদ্যমান নাই। উহা লঘু, দৃঢ়, ও দুর্ভেদ্য। ইচ্ছানুসারে সকলদিকে নত ও চালিত করা যায়। স্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ উহাকে কোনদিকে নত অথবা চালিত করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে অবস্থিতি করে। পালক গুলি লঘু না হইলে, পক্ষীগণ উড়িতে সমর্থ হইবে না, এই বিবেচনায় পরমেশ্বর উহাদিগকে লঘু করিয়াছেন। উহারা দৃঢ় না হইলে বায়ু প্রবাহ দ্বারা ভগ্ন হইয়া যাইবে এই কারণে, উহাদিগকে দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিয়াছেন। উহাদিগকে পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সকলদিকে চালনা করা আবশ্যক, এই বিবেচনায় উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক করিয়াছেন। বিশ্বপতি বিহঙ্গ-জাতির শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা একত্র সংসাধনার্থ কত যত্নই প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের যে বস্তুর বিষয় উক্তরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল ও প্রগাঢ় যত্নের লক্ষণ প্রতীয়মান হয়। অপরিচ্ছিন্ন অসীম বিশ্বের কণামাত্রও তাঁহার অযত্নের বিষয় নহে। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহ করেন, রাজার ন্যায় পালন করেন, এবং বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করেন।

কুসংস্কার

প্রকৃত জ্ঞানের জ্যোতি দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তি উজ্জ্বল না হইলে যে কত দূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে দুঃখ ভাগী ও অধোগামী হইতে হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। মনুষ্য অজ্ঞ হইলে যে কেবল দরিদ্র হয় এমন নহে, তদ্দ্বারা তাহাকে অশেষ প্রকার অপর যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়। যিনি বিশেষরূপে মানব-প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন, যে মনুষ্য যখন কোন অপরিজ্ঞাত অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার যথার্থ কার্য্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারে, তখন স্বভাবতই তাহার কল্পনা শক্তি ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে এবং সেই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বাপর অন্য কোন ব্যাপারকে তাহার কারণ ও কার্য্য বলিয়া প্রত্যয় যায়। এই রূপ অমূলক প্রত্যয়কে কুসংস্কার কহে। এই কুসংস্কার রূপ কাল পুরুষ যে কোন্ দেশে কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে, এবং কোন্ দেশে যে কত অনর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছে, তাহা স্থিররূপে নির্দ্দেশ করা সহজ নহে; কিন্তু যে স্থলে অজ্ঞানতার অধিকার সেই স্থলেই যে কুসংস্কারের বাস, তাহার সন্দেহ নাই। অজ্ঞানতাই উহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে এবং অজ্ঞানতাই উহাকে চির দিন প্রতি পালন করিতেছে।

মনুষ্য জাতির মধ্যে যাহারা এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, যাহাদিগের অসামান্য কার্য্য নৈপুণ্যের কীর্ত্তি পতাকা সংসারের সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইতেছে, যাহারা অতলস্পর্শ জ্ঞান সমুদ্রের গভীর গর্ত্ত হইতে নানা রত্ন উদ্ধার করিয়া মানস মন্দিরকে সুসজ্জিত করিতেছে, যাহাদিগের অচিন্তনীয় শিল্প নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইতেছে, এবং যাহারা মহত্ত্ব রূপ মহামঞ্চে আরোহণ করিবার জন্য অপূর্ব্ব সোপান প্রস্তুত করিতেছে; অজ্ঞানাবস্থায় তাহারাও ঐ কুসংস্কারের অধীন হইয়া বিধি মতে তাহার সেবা করিয়াছে, এবং তাহার অনুরোধে অসংখ্য প্রকার অত্যাচার উৎপন্ন করিয়াছে।

গগনমণ্ডলস্থ জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের স্বরূপ না জানিয়া এক্ষণে এদেশীয় অনেক মনুষ্য যেমন তাহা হইতে নানা প্রকার ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের উদয়াস্ত ও গতি বিধি দেখিয়া আপনাদিগের শুভাশুভ ঘটনার কল্পনা করে; অজ্ঞানাবস্থায় ইয়ুরোপীয় অনেক সভ্য জাতির মধ্যেও ঐ প্রকার কুসংস্কার বর্ত্তমান ছিল। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ মনুষ্য যেমত সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ দর্শন করিয়া কল্পিত সূর্য্য দেব

ও চন্দ্র দেবকে আপদগ্রস্ত মনে করে, পূর্ব্বকালে ইয়ুরোপীয় অনেক মনুষ্যও সেই প্রকার মনে করিত, এবং তজ্জন্য সংসারের অসঙ্গত অশুভ কল্পনা করিয়া মহা ভয়ে ভীত হইত। এপর্য্যন্ত ধূমকেতুর উদয়কে যেমন এদেশীয় অনেক মনুষ্য প্রজাদিগের উপপ্লবের কারণ মনে করিয়া তদ্দর্শনে অশেষ প্রকার কল্পিত অমঙ্গল নিবারণার্থ নানা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকালে ইয়ুরোপ খণ্ডের মধ্যেও অনেক স্থানে ধূমকেতু সন্দর্শন করিলে, লোকে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, ছত্রভঙ্গ, খণ্ড প্রলয়, রাজবিপ্লব প্রভৃতি বহুবিধ দৈব দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিত। এতদ্দেশের মত উল্কাপাত লইয়াও উহারা নানা প্রকার অলীক কথার রচনা করিত। ভূত ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ঘটনা জ্ঞাত হইবার জন্য এপর্য্যন্ত এদেশে যেমন কর-কোষ্ঠী, কঠিনীপাত, কাকচরিত্র, হনুমান চরিত্র, পত্রাবলি, পাদদর্পণ, নখদর্পণ প্রভৃতি নানা প্রকার কল্পিত পরীক্ষার প্রাদুর্ভাব আছে, সময়ান্তরে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ নানা মত ভয়ানক অমূলক প্রত্যয়ের অধিবাস ছিল। এবং এদেশের ন্যায় তত্রস্থ অধিকাংশ লোকের মন ভূত, প্রেত, দৈত্য, ডাকিনী প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার কাল্পনিক জীবের অমূলক ভয়ে ভীত ছিল।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বিষবৎ কুসংস্কার দোষে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভয়ানক অনর্থ উৎপন্ন হইয়াগিয়াছে, তাহা মনে হইলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাহারা ঐকুসংস্কার রূপ ঘোরান্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া কত সময় কত অচেতন বস্তুকে সচেতন মনে করিয়াছে, কত নির্জীবকে সজীব ভাবিয়াছে, কত অচলকে সচল মনে করিয়াছে, কত বৃহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ভাবিয়াছে, কত দোষীকে নির্দ্দোষী কল্পনা করিয়া প্রাণপণে তাহার স্বপক্ষতা করিয়াছে এবং নির্দ্দোষীকে দোষী বোধ করিয়া তাহার ধন প্রাণ বধা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। উক্ত ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া তাহারা যে সমস্ত রাশিরাশি কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি বিষয় অবগত হইলেও অবাক্ হইতে হয়।

উহাদিগের ডাকিনী বিষয়ে এমত বিশ্বাস ছিল, যে ঝঞ্ঝা ঝটিকা বাত বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা সকলকেও উহারা ঐডাকিনীর মায়ার কার্য্য মনে করিত, এবং কখন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত হইলে তাহারা নির্দ্দোষী স্ত্রীলোক দিগকে তাহার কারণ কল্পনা করিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করিত এবং কখন কখন ঐ দুর্ভগা স্ত্রীদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিত।

ইংরেজী ১৪৮৮শাকে কনষ্টানস্ নগরে অসঙ্গত বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাপাত হইয়া কিয়ৎ স্থানের শস্যের হানি হয়, ইহাতে তত্রস্থ সকল অবোধ লোকে উক্ত নগর বাসিনী এনমিণ্ডিলিন ওএগনিস নাম্নী দুইটি নির্দ্দোষী স্ত্রীলোককে সেই উপদ্রোবের কারণ মনে করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করে।

ইংলণ্ড রাজ্যে যখন প্রথম জেম্‌স রাজা, রাজ সিংহাসনারূঢ় হয়েন, তৎকালে তিনি ডাকিনী প্রভৃতি কল্পিত মায়া ধারীদিগের শাসনের জন্য এক বিশেষ নিয়ম সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহার সেই নিয়মানুসারে এক এক সময় অনেক নির্দ্দোষী অবলা অকারণে নিহত হইয়াছিল।

কিন্তু জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ইয়ুরোপখণ্ডে দিন দিন জ্ঞানালোক যত প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হইল, ততই তথা হইতে ভ্রমান্ধকার দুরীভূত হইতে লাগিল। জ্ঞান প্রভাবে তত্রস্থ লোকে যত পদার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে আরম্ভ করিল এবং প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ সম্বন্ধ জ্ঞাত হইতে প্রবৃত্ত হইল, ততই তাহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার রূপ কালকণ্টক অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাহারা জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান পাইয়া ধূমকেতু উল্কাপাত ও গ্রহণাদির ভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইল এবং পদার্থবিদ্যা আলোচনা করিয়া ডাকিনী প্রভৃতির অমূলক আশঙ্কা পরিত্যাগ করিল। তাহারা রসায়ন বিদ্যার আলোচনা দ্বারা ভৌতিক

পদার্থের সংযোজন ও বিয়োজন জনিত আশ্চর্য্য কার্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া ঐন্দ্রজালিক অলীক মন্ত্র তন্ত্রে অপ্রত্যয় করিতে আরম্ভ করিল এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুষ্ঠান হেতু ভূমিকম্প প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অবগত হওয়াতে বিস্তর অমূলক সংস্কারে আস্থা শূন্য হইল। তাহারা আয়ুর্বিদ্যার আলোচনা করিয়া নানা বিধ শারীরিক ও মানসিক রোগের লক্ষণ ও কারণ জানিতে পারিয়া কল্পিত ভূত, প্রেত, দৈত্য, ডাকিনী প্রভৃতির অলীক মায়ার বিষয়ে অপ্রত্যয় করিল এবং প্রাণীবিদ্যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বিষয়ক অসঙ্গত কুসংস্কার হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইল।

কেবল এক জ্ঞান গুরুর সহায়ে তাহারা ঐ সমস্ত কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং ক্রমে সত্যের পথে গমন করিতে শক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের ঐ সকল কুসংস্কার উৎসেধ বিষয়ে যে সমস্ত কথা বর্ণিত আছে, তাহা অতি চমৎকার। এক্ষণে এদেশে যেমন সর্ব্বদা ভূত প্রেতের প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন এবং মৃত মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ইতি পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও লোকে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভূত প্রেত প্রভৃতির উপরিভাব দর্শন এবং মৃত মনুষ্যের সহিত চাক্ষুষ করণের কথা সর্ব্বদা রটনা করিত। কেহ সম্মুখে দৈত্যবৎ বিকটাকার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইত, কেহ মৃত পিতা, মৃত ভ্রাতা, কি মৃত স্ত্রী, মৃত পুত্রের সহিতও কখন কখন সাক্ষাৎ করিত এবং কেহ কেহ নিরন্তর স্বকর্ণে অসঙ্গত বিকট শব্দ শুনিতে পাইত। এই রূপ নানা কারণে ভূতের বিষয় তত্রস্থ লোকের মনে এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে অনেকে সেই অমূলক প্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া ভূত প্রেত প্রভৃতির কথোপকথন বিষয়ক নানা অপূর্ব্ব আখ্যান রচনা করত গ্রন্থাদি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। পরে তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা ঐ সমস্ত ভয়ানক কুসংস্কারের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে সত্বরেই তাহার মূল আবিষ্কৃত হইল এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রখর অসি দ্বারা লোকের মন হইতে সেইমূল উৎসেধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিলেন, যে আমাদিগের চক্ষুর এবং কর্ণের এপ্রকার পীড়া জন্মিতে পারে, যে তদ্দ্বারা নানা প্রকার কল্পিত অবয়ব আমাদিগের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয় এবং নানা প্রকার কল্পিত শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড দেশের কোন ব্যক্তি উক্তরূপ এক রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর ঐ প্রকার বহুবিধ কল্পিত মূর্ত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতে পাইত এবং এক ব্যক্তি সর্ব্বদা এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহাদিগের ঐ রোগের শান্তি হইলে পর আর তাহাদিগের সে প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইত না।

গাঢ় রূপে কোন বিষয় চিন্তা করিলেও তাহা আমাদিগের নিকট অনেক সময় প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। এক ব্যক্তির স্ত্রী বিয়োগ হইলে পর সে অতি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বদা সেই মৃত স্ত্রীর রূপ চিন্তা করিত, ইহাতে কখন কখন তাহার এমন ভ্রম উপস্থিত হইত যে তাহার বনিতা আসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে, কিন্তু যখন সে তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিত অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভ্রান্তি দূর হইত।

কখন কখন স্বপ্ন হেতুও ভূত ভ্রমের উৎপত্তি হয়। এক ব্যক্তির কখন কখন এপ্রকার নিদ্রা উপস্থিত হইত, যে সে তাহা জানিতে পারিত না এবং সেই নিদ্রাবস্থার স্বপ্নকে সত্য বোধ করিত। সে যাহা কিছু স্বপ্নে অবলোকন করিত, স্বপ্নভঙ্গেও তাহাই তাহার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইত।

মস্তিষ্কের পীড়াও ভূত দর্শনের এক প্রধান কারণ। বর্লিন নগরের নিকোলাই নামক এক ব্যক্তি পুস্তক বিক্রেতার ঐ রোগ উপস্থিত হওয়াতে সে বৎসরাবধি প্রায় সর্ব্বদা আপন সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ পশু পক্ষীর অবয়ব দেখিতে পাইত। অনন্তর চিকিৎসকেরা যখন তাহার সেই রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া রক্ত মোক্ষণ দ্বারা তাহাকে অ-

রোগী করিলেন, তখন তাঁহার সে ভূত দর্শনও আপনা হইতে অন্তর্হিত হইল।

কোন কোন সময় কুজ্ঝটিকা উপস্থিত হইলেও তন্মধ্যবর্ত্তী নিকটস্থ সামান্য পদার্থকে দূরস্থ অতি প্রকাণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কোন পর্ব্বতের নিকট এক ব্যক্তি একবার শূন্য পথে কতক গুলি বিকটাকার সৈন্য শ্রেণী দর্শন করিয়া মহা ভীত হইয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হইল যে কতক গুলি বনচারী মনুষ্যের মুর্ত্তি সেই পর্ব্বত সন্নিকৃষ্ট বাষ্পের উপর প্রতিফলিত হওয়াতে ঐ ভয়ানক সেনা সমূহ দৃষ্ট হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে।

এইরূপ বহুবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে ভূত প্রেত বিষয়ক অমূলক কুসংস্কার সমূলে উচ্ছেদ করেন এবং দিন দিন যত অন্যান্য নানা প্রকার পদার্থতত্ত্ব প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইল, ততই ঐ সকল স্থান হইতে অপরাপর নানা জাতীয় কুসংস্কারও অপনীত হইতে লাগিল। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে কুসংস্কাররূপ কাল রোগ নিবারণের কেবল জ্ঞান মাত্র ঔষধ এবং সে জ্ঞান কোন কাব্যালঙ্কারের অধ্যয়ন দ্বারাও উৎপন্ন হইতে পারে না ও কোন স্মৃতি সাহিত্য পাঠ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে বিদ্যা দ্বারা প্রকৃত রূপে পদার্থ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা যায়, কেবল সেই বিদ্যার অভ্যাস দ্বারা উক্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। এই ভারতভূমিতে সেই প্রকৃত জ্ঞানের সমধিক প্রচার না থাকাতেই এপর্য্যন্ত এদেশের অধিকাংশ মনুষ্য অশেষ প্রকার কুসংস্কার পাশে বদ্ধ রহিয়াছে এবং তজ্জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে। এদেশের অগণনীয় অপরূপ কুসংস্কার জালের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এমন বিষয় নাই যাহা ইহাদিগের কোন এক প্রকার কুসংস্কারের বিষয় নহে। কি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, কি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, কি জল বায়ু তেজ মৃত্তিকা, কি দিবা রাত্রি প্রাতঃ সন্ধ্যা, সর্ব্বপ্রকার পদার্থেতেই ইহারা এক এক প্রকার অমূলক প্রত্যয় স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। ঐ অমূলক প্রত্যয় বশতঃ ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা সর্ব্বদোষ শূন্য সামান্য পক্ষিকে সাক্ষাৎ যমদূত জ্ঞান করিয়া তাহার রবে কম্পিত হইতে থাকে। কেহ বা কাল স্বরূপ কাল সর্পকে শুভ দাতা বাস্তু দেবতা মনে করিয়া তাহার অর্চনা করে। কেহ অতি কুটিল স্বভাব প্রকাশ্য প্রতারককে দূরদর্শী দৈবজ্ঞ স্থির করিয়া মহাশ্রদ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহবা বাত বৃষ্টি মেঘাদি বর্জ্জিত অতি রমণীয় সময়কে অনর্থক অশুভক্ষণ বোধ করিয়া তৎকালে অত্যন্ত আবশ্যক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়া থাকে, কেহ বা তিমিরাবৃত ঘোরা রজনীর পলার্দ্ধ মাত্রকে শুভ কর্ম্ম সাধনের প্রশস্ত কাল বিবেচনা করে, কেহ সামান্য শারীরিক অসুস্থতা হেতু আপনাকে মন্ত্রময় বাণ-বিদ্ধ কল্পনা করিয়া বৃথা মনঃ পীড়ায় পীড়িত হয়, কেহ বা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেও, তাহা কল্পিত ভৌতিক ভাব মনে ক- করিয়া প্রকৃত চিকিৎসা অভাবে প্রাণ ত্যাগ করে এবং কত ব্যক্তি আপনাদিগকে কল্পিত ভৌতিক রোগের চিকিৎসক পরিচয় দিয়া অনর্থক বহু লোকের ধনক্ষয় করে ও নানা প্রকার ক্লেশ দেয়। এমন অপকার নাই, যাহা ঐ সমস্ত কুসংস্কার রূপ বিষ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে, এবং এদেশে প্রায় এমন একটি পরিবার নাই; যাহাকে ঐ সকল গরলময় ফল ভোগ করিতে না হইয়াছে। কি ইতর কি ভদ্র, কি ধনী কি দরিদ্র, সর্ব্ব প্রকার লোকের মধ্যেই ঐ কালকূট বিষের সঞ্চার আছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই বলিতে হইবেক, যে এক্ষণে এতদ্দেশীয় কোন কোন লোক প্রকৃত জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হইয়া ঐ কুসংস্কার রূপ ঘোরান্ধকার হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এদেশে জ্ঞানালোক দিন দিন যত বিকীর্ণ হইতে থাকিবেক, ততই যে এখান হইতে সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার প্রস্থান করিবেক তাহার সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান-বার্ত্তা

জ্যোতিষ।

১—। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত কেবল চক্ষু দ্বারা বৃহস্পতি গ্রহের চন্দ্র ও শনি গ্রহের অঙ্গুরীয়ক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ষ্টাডার্ড নামক এক জন সাহেব, পারসীক দেশের অরুমিয়া নামক স্থান হইতে কোন সময়ে ঐ সমুদায় দূরবীক্ষণ ব্যতিরেকেও দৃষ্টি করিয়াছিলেন।

American Journal, No. 56.

উদ্ভিদ্বিদ্যা।

১—। দিন দিন মনুষ্যের জ্ঞানালোক যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ঈশ্বরের রাজ্যের অদ্ভুত ব্যাপার সকল প্রকাশ পাইতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়াই আশ্চর্য্য, আবার এক বীজ হইতে অন্য বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়া যে কত দূর আশ্চর্য্য, তাহা কি আমরা মনেতেও ধারণা করিতে পারি? এক্ষণে এক প্রকার সামান্য তৃণের বীজ হইতে অপূর্ব্ব গোধূম শস্য উৎপন্ন হইতেছে।

সিসিলি উপদ্বীপে এক প্রকার তৃণ হইয়া থাকে এবং উক্ত দ্বীপস্থ ইতর লোকে গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে সেই তৃণ উৎপাটন করতঃ অগ্নিতে কিঞ্চিৎ দগ্ধ করিয়া অতিশয় আমোদ পূর্ব্বক তাহার সেই ঈষদ্ দগ্ধ বীজ ভক্ষণ করে। ফ্রান্স রাজ্যের দক্ষিণাংশবাসী কেবর নামক কৃষি-বিদ্যা-বিশারদ এক ব্যক্তি ঐ তৃণ বীজের লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিলেন যে, ইহা অবশ্যই ধান্য, গোধূম, যব প্রভৃতি কোন এক প্রকার শস্য জাতি ভুক্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; এবং তিনি সেই অনুমান সপ্রমাণ করণ উদ্দেশে যথা নিয়মে সেই বীজের পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরেজী ১৮৩৮ সালে, তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক এক খণ্ড ভূমি বিলক্ষণ কর্ষণ করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিক্ ভিত্তি দ্বারা আবৃত করিলেন, এবং তিনি সেই ভূমিতে উক্ত তৃণের কতক গুলি বীজ বপন করিলেন, তাহাতে তদুৎপন্ন শস্যের আকার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া আইল। কেবর সাহেব ইহা দেখিয়া বিলক্ষণ ভরসা পাইলেন, এবং উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্য দ্বারা বর্ষে বর্ষে সেই তৃণের ক্রমোন্নতি সাধন করিয়া দেখিলেন, যে সপ্ত বৎসরের মধ্যে তদুৎপন্ন শস্য অপূর্ব্ব গোধূম রূপে পরিণত হইল। দেখিতে ঐ শস্যের আকার অবিকল গোধূমের ন্যায় এবং গোধূমের আস্বাদের সহিত তাহারও আস্বাদের কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই। এক্ষণে বহুসংখ্যক লোকে সেই তৃণ উৎপন্ন গোধূম ব্যবহার করিয়া জীবন [illegible] করিতেছে।

Chamber's Journal. February, 1855.

রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা

১—। কয়েক প্রকার দ্রব্যের সংযোগে একরূপ প্রস্তর প্রস্তুত হইতেছে। তাহাতে জতু, সর্জ্জরস, ধূনা, গন্ধক, গুড়াচূন, জিপ্সম, বালুকা ও প্রস্তরের গুঁড়া, এই কয়েক দ্রব্য লাগে। বিভাগমত ঐ কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কোন পাত্রে ক্রমাগত আলোড়ন করিতে হয়। পরে ছাঁচে ঢালিয়া তাহার উপর কোন ভারী দ্রব্যের চাপ দিয়া রাখিলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে তাহা বিলক্ষণ কঠিন প্রস্তর রূপে পরিণত হয়। কোন্ দ্রব্যের সংযোগে যে কোন্ বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা কে বলিতে পারে?

২—। আমিরিকা খণ্ডের অন্তর্গত বষ্টন নামক স্থানে, এক অত্যদ্ভুত বৈদ্যুতিক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ১৮৫৪ সালের ১৭ডিসেম্বর দিবসে সন্ধ্যার সময় ওয়ের নামক এক ব্যক্তি উক্ত স্থানের এক প্রকাণ্ড সেতুর উপর ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে তিনি উপর্য্যুপরি কয়েক বার একরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দেখিলেন যে, অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ কণ্টকবৎ এক প্রকার পদার্থ আসিয়া তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইতেছে, ইহাতে যেমন তিনি ললাটে হস্তার্পণ করিলেন, অমনি হস্তেতে কতক গুলি স্ফুলিঙ্গবৎ বৈদ্যুতাগ্নি দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ইহার কারণানুসন্ধানার্থে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে দেখেন যে সেই সেতু পার্শ্বস্থ কয়েকটি নির্ব্বাণ লণ্ঠন হইতে অনবরত

বিদ্যুৎ শিখা নির্গত হইতেছে। পরে তাহার হস্ত, যষ্টি এবং বস্ত্র ও টুপি হইতেও অনবরত অগ্নিশিখা ও একরূপ শব্দ নির্গত হইতে লাগিল।

৩—। এতদ্দেশীয় অনেকে কোহিনুর নামক হীরকেরই প্রতিষ্ঠা শুনিয়াছেন, এবং রত্নের মধ্যে এক্ষণে তাহাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, কিন্তু সম্প্রতি হেলফেন নামক এক জন সাহেব ব্রেজিল দেশ হইতে যে এই খণ্ড হীরক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কোহিনুর অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। কোহিনুর পরিমাণে ২৪৪ রতি মাত্র, উক্ত হীরক পরিমাণে এক্ষণে ৫০৯ রতি আছে, কিন্তু কাটিলে প্রায় ২৫৪ রতি হইবেক, এবং উহার গঠন ও চাকচিক্য অতি উৎকৃষ্ট, উহার নাম দক্ষিণ তারা রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রসিদ্ধ আর যে চারি পাঁচ খণ্ড হীরক রত্ন আছে, উহা তাহাদিগেরই মধ্যে গণ্য হইয়াছে। উহার মূল্য এপর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। এবং এপর্য্যন্ত উহার সংস্কারও হয় নাই, উহার গাত্রে নানা প্রকার খনিজ দ্রব্যের চিহ্ন আছে। যে স্থান হইতে উক্ত রত্ন প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে, সে স্থান অতি প্রসিদ্ধ রত্নাকর বলিয়া পরিচিত আছে, এবং এপর্য্যন্ত তথা হইতে যে সমস্ত রত্ন আসিয়াছে তাহার মধ্যে উক্ত রত্নই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইংরেজী ১৮৫৩ সালের শেষে ঐ রত্ন প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ব্রেজিল দেশের অন্তঃপাতি বোগাজম নামক স্থানের রত্নখনির মধ্যে একটি নিগ্রোজাতীয় স্ত্রীলোক কর্ম্ম করিতে করিতে ঐ হীরক প্রাপ্ত হয়।

Literary Gazette, 18th August, 1855

৪—। ইংলণ্ড দেশের অন্তঃপাতী রিডিং নামক স্থানে এক অভিনব সুবর্ণের খনি প্রকাশ পাইয়াছে। ফিলিপস্ নামক এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ব বেত্তা ঐ স্থানে লৌহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া উক্ত সুবর্ণের খনি প্রকাশ করিয়াছেন।

American Journal, No. 56.

শিল্পবিদ্যা

১—। লসন নামক একজন সাহেব এক আশার্ষ টানা পাখার কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ কল দ্বারা ব্যজন-যন্ত্র আপনা হইতে চালিত হইবেক, তাহাতে কোন লোকের সাহায্য আবশ্যক করিবেক না, যেমন ঘটিকা যন্ত্রকে ইচ্ছানুসারে সঞ্চালন করা ও বন্ধ করা যায়, উক্ত কলকেও সেইরূপ ইচ্ছানুসারে চালিত ও রুদ্ধ করা যাইবেক। বিশেষতঃ উহার জন্য কোন বিশেষ আড়ম্বর করিবারও প্রয়োজন হইবেক না, গৃহের মধ্যে ঘটিকা যে প্রকার ভিত্তিতে সংলগ্ন থাকে উক্ত কলও সেই প্রকার থাকিবেক। ঘড়ির অপেক্ষা উহার আকার বৃহৎ নহে, সুতরাং উহা ব্যবহার করা কি স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া কাহারও পক্ষে অনায়ত্ত হইবেক না। মনুষ্যজাতি বুদ্ধি চালনা করিয়া ক্রমে কত প্রকারই কায়িক শ্রমের লাঘব করিতেছে, যে সমস্ত কার্য্য অনবরত অঙ্গ সঞ্চালন না করিলে কোন ক্রমে সম্পন্ন হইত না, তাহা এক্ষণে বিনাশ্রমে নির্ব্বাহ হইবার উপায় হইতেছে।

Englishman, 28th July, 1855.

ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

তৃতীয় সাম্বৎসরিক সমাজ

আমাদিগের ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ তিন বৎসর বয়ঃক্রম অতীত করিয়া অদ্য চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিতেছে। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত বৈতনিক ভবনে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল, পরে গত ৯ আষাঢ় দিবসে দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা উপলক্ষে এই নূতন সমাজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াবধি একাদিক্রমে এক বৎসর পর্য্যন্ত জগদীশ্বরের করুণা প্রসাদাৎ উপাসনা কার্য্যাদি এই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই স্থানে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইবার সময়ে অনেক বিষয়ের যথেষ্ট অপ্রতুল ছিল। বিশেষতঃ কোন হিতকারি বন্ধু কার্য্যানুরোধে এস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাতে প্রবল বিপক্ষ মণ্ডলীর বিপক্ষতা ভয়ে আমরা অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম। এই সমাজ যে জীবিত থাকিবেক কিন্তু ইহার যে

উন্নতি হইবেক, আমাদিগের এরূপ আশা ও ভরসা ছিল না। কিন্তু যখন সত্য ধর্ম্মের প্রস্রবণ জনগণের অন্তরে নিরন্তর নিঃসৃত হইতেছে তখন তাহার প্রবাহ রোধ করা কাহারও সাধ্য নহে। যে পরাৎপর পরম পুরুষের প্রিয়তর কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারই অসীম করুণা প্রসাদাৎ ইহার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু হায়! আমাদিগের সে উন্নতির বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিলে ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। ভবানীপুরস্থ ব্যক্তি ব্যূহের সংখ্যা গণনা করিলে ন্যূনাধিক ২০০০০ বিংশতি সহস্র ব্যক্তি হইবেক, কিন্তু তন্মধ্যে অদ্য কেবল চারি পাঁচ শত ব্যক্তি সমাজারূঢ় হইয়াছেন। ইহা কি আমারদিগের আশার উপযুক্ত ফল? আমাদিগের আশা, যে অত্রস্থ আবাল বৃদ্ধ সকল লোকেই এই সমাজের উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল হইবেন, সকলেই ইহার উৎসবে মনের সহিত আমোদিত হইবেন এবং সকলেরই মুখে ইহার শুভ সাধনের কথা শুনিতে পাওয়া যাইবেক। যে দিন আমাদিগের এই আশা পূর্ণ হইবেক, সেই দিনই আমরা আমারদিগের পক্ষে প্রকৃত শুভ দিন বলিয়া মনে করিব, কিন্তু তথাপি যাঁহার করুণা প্রসাদে এই সমাজের কার্য্য নির্বিঘ্নে এই তিন বৎসর কাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং নানা বিঘ্ন নিবারিত হইয়া ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইবার উপায় হইতেছে, অদ্য তাঁহাকে নমস্কার ও স্তুতি না করিয়া নিরস্ত হইতে পারি না।

হে জগৎ স্রষ্টা! তুমি ইচ্ছামাত্র এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ এবং ইচ্ছামাত্র লয় করিতে পার। তুমি ইহাকে অনন্ত কৌশল দ্বারা রচনা করিয়া ইহার অন্তর্ভূত প্রত্যেক পদার্থকে যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া নিরন্তর তোমার কৃপা পাত্র জীবদিগকে বিবিধ প্রকার আনন্দ বিতরণ করিতেছ। তুমি সৃষ্টির প্রথম কালে তাবৎ ভবিষ্যৎ বিষয় আলোচনা করিয়া সৃষ্টি স্থিতি পালন জন্য যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছ সেই সমস্ত স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অদ্যাপি জগতের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া [illegible] তোমার সেই [illegible] নিয়মানুসারে সূর্য্য উদয় হইয়া আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে, ঋতু সকল একাদিক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৎসরের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে, বায়ু নিরন্তর সঞ্চালিত হইয়া জীবগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, মেঘ সকল আকাশ মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া অপর্য্যাপ্ত বারি বর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষ সকল ফলশালী হইয়া রসনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে এবং সুস্নিগ্ধ ছায়া প্রদান করত পথিক দিগের শ্রান্তি হরণ করিতেছে। এই রূপে প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে সুখ সলিলে সতত সিক্ত করিতেছে। প্রভো! তুমি গর্ভস্থ সন্তানের জীবন রক্ষা নিমিত্ত তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিতেছ। তুমি মাতার হৃদয়ে অকপট স্নেহ প্রদান করিয়া শিশুগণকে প্রতিপালন করিতেছ। আহা! পক্ষী সমস্ত আপনাদিগের ক্ষুদ্র চঞ্চু দ্বারা কি মনোহর বাসস্থান সকলই প্রস্তুত করে এবং অধরে আহার বহন পূর্ব্বক কি মধুরময় স্নেহ রস প্রকাশ করিয়া সাবকগণকে রক্ষা করে। হে করুণাময়! তুমি জীব বিশেষে কৌশল প্রকাশ করিয়া কি আশ্চয্য মহিমা প্রকাশ করিয়াছ! তুমি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবদিগের শিশুগণকে সুধা সদৃশ উপাদেয় স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা রক্ষা করিতেছ, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল বিহঙ্গ জাতি ও জলচর জীবগণের প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সেরূপ নিয়ম কর নাই। তাহারা চঞ্চু ও অন্যান্য উপায় দ্বারা কঠিন বস্তু সকল আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। হা! তোমার অসীম কৌশলের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কি সামান্য মনুষ্যের সাধ্য? পক্ষি সকলের চঞ্চু স্তন্য পানের উপযুক্ত না করিয়া কঠিন করিয়াছ, সুতরাং তাহারা কঠিন দ্রব্য সকল আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে।

তুমি জলচর, ভূচর ও খেচরে সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছ এবং তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা হেতু যথোপযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি ভূমিকে তৃণাদি দ্বারা পরিবৃত করিয়া পশুদিগকে পালন করিতেছ।

তুমি জলেতে গুল্ম প্রভৃতির সৃজন করিয়া জলচরদিগকে রক্ষা করিতেছ। তুমি মনুষ্য, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির পিতৃ স্বরূপে সকলকেই সমানরূপে পালন করিতেছ।

হে বিশ্ব পিতা! আমি তোমার স্তুতিবাদ কি করিব। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উচ্চৈঃস্বরে তোমার মহিমা গান করিতেছে। অতি প্রসারিত সমুদ্রস্থিত তরঙ্গ সমূহ কল কল ধ্বনি করত তোমার অসীম শক্তি প্রকাশ করিতেছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত পক্ষিজাতি সুস্নিগ্ধ ও সুকোমল মধুরস্বরে তোমার মহিমা গান করিতেছে। বায়ু প্রতিনিয়ত সঞ্চরণ করিয়া তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এবং প্রতি হিল্লোলে গাত্র স্নিগ্ধ করিয়া তোমার করুণার সমাচার ঘোষণা করিতেছে। যখন নভোমণ্ডল অসংখ্য নক্ষত্র মালায় বেষ্টিত হইয়া মস্তকোপরি মনোহর চন্দ্রাতপ স্বরূপে ব্যাপ্ত হয়, সরোবর সমস্ত আপনাদিগের অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করে, মধুমক্ষিকা সমস্ত গুণ গুণ ধ্বনি করত পুষ্প সমূহে উপবেশন পূর্ব্বক তোমার গুণ কীর্ত্তন করে, তরু সকল রজনীনাথের রমণীয় সুধা পান করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, পুষ্প সমস্ত নিরন্তর মধুর সৌরভ প্রচার করিয়া মন্দ মন্দ সমীরণ সহকারে সমস্ত কাননকে আমোদিত করে এবং সমীরণ ইতস্ততঃ বৃক্ষ পল্লবে সংলগ্ন হইয়া মধুর স্বরে কর্ণ কুহর শীতল করে, তখন এমন পাষাণময় চিত্ত কাহার আছে, যে আনন্দরসে অভিষিক্ত না হয় এবং তোমার মহিমার অগণ্য ধন্যবাদ না করে;

হে পরম বন্ধু! তোমার গুণ যত কীর্ত্তন করি, ততই রসনেন্দ্রিয় মধুর রস ক্ষরণ করে এবং তোমার মহিমা বর্ণনে নিরস্ত না হইয়া ঔৎসুক্যই প্রকাশ করে। তুমি আমাদিগের সত্যধর্ম্ম সুধাকরের নির্ম্মল কিরণ বিস্তার করিতেছ। তুমি সত্য ধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে নিরবধি করুণা বর্ষণ করিতেছ। তোমার নিকট আমাদের কিছুই প্রার্থনা নাই। তুমি আমাদের সকল বাসনাই সিদ্ধ করিয়াছ ও সকল মঙ্গলই সম্পাদন করিতেছ। তথাচ আমরা প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিনা, এই নিমিত্ত অভিলাষ করি, তুমি ব্রাহ্মদিগের মহোন্নতি কর, এই সমাজের কল্যাণ কর। তুমি ইহার বিপক্ষ দিগের অজ্ঞান বিমোচন করত স্বপক্ষতাচরণে ব্যগ্র কর। তুমি মাতৃবৎ প্রতিপালিকা বসুমতীকে মিথ্যাধর্ম্ম প্রচারকদিগের দৌরাত্ম্য হইতে নিস্তার কর। তুমি সমস্ত মনুষ্যকে পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে সত্যধর্ম্ম জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবাস কর।

হে প্রভো! আমরা পরম পবিত্র ভক্তি-পুষ্প, সুনির্ম্মল প্রীতি-চন্দনের সহিত একত্র করিয়া, অতি শ্রদ্ধার সহিত তোমার পূজা করিতেছি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু কলিকাতা ও মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল বক্তৃতা করেন, সেই সমস্ত বক্তৃতা এক্ষণে একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সাংসারিক কর্ম্মশ্রমহইতে অবসৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর প্রসঙ্গদ্বারা সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের পক্ষে উক্তগ্রন্থ বিশেষ উপকারী, বিশেষত যে সমস্ত তত্ত্বরসাকাঙ্ক্ষী ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রেমামৃতপান করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ঐপুস্তক পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, উহার মধ্যে এরূপ প্রস্তাব একটীও নাই যাহা পাঠ করিলে মনোমধ্যে পরমার্থ রসের সঞ্চার নাহয়। উক্ত পুস্তক সর্ব্ব সাধারণের প্রাপ্তি সুলভার্থে উহার মূল্য ৷৷০ অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ পুস্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

১ আশ্বিন [illegible] ১৯১১। [illegible] ৪৯৫৬

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৪৭ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প — চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ব-বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবংপূর্ণমিতি॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অনেক সময় অনেকের নিকট এই প্রকার আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়, যে মনুষ্যের মন নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের অধীন হওয়াতে, ঈশ্বর আরাধনার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। মনুষ্যের মন যে কত বিষয়ের অধীন তাহা নির্দ্দেশ করাই কঠিন। কখন নয়ন পথে সুদৃশ্য পদার্থের রমণীয় রূপ প্রবেশ করিয়া তাহাকে হরণ করিতেছে, কখন নানা প্রকার সুশ্রাব্য স্বরমাধুরী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, কখন মল্লিকা মালতী প্রভৃতি সুরম্য কুসুমের সুসৌরভ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মোহিত করিতেছে, এবং কখন রসনা রঞ্জন নানাজাতীয় উপাদেয় রস মাধুর্য্য তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। মন যেরূপ এই সমস্ত নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের অধীন, সেইরূপ আবার নানাপ্রকার আন্তরিক ভাবেরও অনুগত। মন কখন স্নেহে মুগ্ধ হইতেছে, কখন প্রেমে বদ্ধ হইতেছে, কখন যশের অনুগামী হইতেছে, এবং কখন মান দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। অতএব এই প্রকার বহুবিধ ব্যাঘাত সত্ত্বে কি প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের আরাধনা করা মনুষ্যের সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এই সমস্ত বিষয়কে পরমেশ্বরের উপাসনা পথের কণ্টক স্বরূপ মনে করিয়া বৃথা ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয়েন এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাদিগের জ্ঞাননেত্রে অলীক আশঙ্কা রূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহার সুনির্ম্মল মঙ্গলময় ভাবের অনুপম শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়েন, তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ গাঢ়রূপে বিবেচনা করেন, তবে অনায়াসেই তাঁহাদিগের উক্ত ক্ষোভ দূর হইতে পারে এবং ঈশ্বরের সুশোভন মঙ্গলকরী মূর্ত্তি তাঁহাদিগের নিকট পরিষ্কৃতরূপে প্রকাশ পায়।

যে মঙ্গলাকর আদি পুরুষ কেবল করুণা বিতরণার্থ এই বিশাল বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যাঁহার অপার করুণার নিদর্শন প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, তিনি স্বসৃষ্ট মনুষ্যকে কোন বিষয় দ্বারা তাঁহার জ্ঞান দানে বঞ্চনা করেন নাই এবং কোন রূপে তাহাকে বিড়ম্বনাও করেন নাই। তিনি মনুষ্যের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশেই তাহাকে এপ্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং মনুষ্যের নিকট স্বকীয় মহিমার পরিচয় প্রদান করিবার জন্যই তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয় সকলকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নানা প্রকার ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণ তাঁ-

হার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইতেছি। তিনি যদি আমাদিগকে দর্শনেন্দ্রিয় প্রদান না ক- রিতেন, তবে আমরা আর কি উপায় দ্বারা সুনির্ম্মল শারদ যামিনীর শশধর শোভা এবং নয়ন রঞ্জন সুশোভন পুষ্পকাননের রমণীয় রূপ সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহার মধ্যে জগদীশ্বরের নিরুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হইতাম। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যদি অ- শেষ সুখের হেতু স্বরূপ এই শ্রবণেন্দ্রি- য় প্রাপ্ত না হইতাম, তবে তরুশাখাব- লম্বী বিহঙ্গ দলের মনোহর ধ্বনি, অথবা সু- শ্রাব্য সঙ্গীতালাপের ললিত লহরীর মনোহ- র স্বর প্রভৃতি সুখকর শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় সকল কিরূপে আমরা গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বসুখা- কর পরম কারণের অদ্বিতীয় মহিমা স্মরণ করিয়া আনন্দ সাগরে সন্তরণ করিতাম। তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঘ্রাণে- ন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা উৎফুল্ল কুসুম রাজির সুসৌরভ গ্রহণ পূর্ব্ব- ক, হা নাথ! তোমার কি করুণা, এই বাক্য উ- চ্চারণ করত বিমলানন্দ লাভ করিতেছি। এবং তিনি আমাদিগকে স্পর্শেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা নিদাঘ কালে সুস্নিগ্ধ মলয় মারুত সেবন করিয়া, হে জ- গদীশ্বর! তোমার দয়ার সীমা কোথায়? এই মধুময় শব্দ উচ্চারণ করত কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছি। জগদীশ্বর যদি আমা- দিগের মনো ভূমিতে স্নেহের বীজ রোপণ না করিতেন, তবে কি প্রকারে আমরা তাঁ- হার অতুল্য স্নেহের সত্ত্বা প্রতীতি করিতে শক্ত হইতাম, এবং তিনি যদি আমা- দিগের মানস ক্ষেত্রে প্রীতির অঙ্কুর রো- পণ না করিতেন, তাহা হইলেই বা আমরা কি উপায় দ্বারা তাঁহার অসদৃশ প্রেম ময় ভাব বুঝিতে পারিতাম। অতএব তিনি জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সে স- মস্তই তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এবং সকলেই তাঁহার উপাসনার অনুকুল হইয়া আমাদিগের নিকট প্রতিক্ষণে তাঁহা- র তত্ত্বরসের উপদেশ করিতেছে। কেহ তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে, কেহ শক্তির বিষয় জ্ঞাত করিতেছে, কেহ করুণার বিষয় উপদেশ করিতেছে এবং কেহ তাঁহার প্রীতি বিষয়ের শিক্ষা দিতেছে। আমরা মোহে প্রতিভূত হইয়া এবং ভ্রমে অ- ন্ধ হইয়া তাঁহার অপার করুণাকে বিড়ম্বনা মনে করি। ফলতঃ তিনি আমাদিগকে কোন প্রকারেই বিড়ম্বনা করেন নাই। আমরা যদি বিমার্জ্জিত জ্ঞাননেত্র দ্বারা এই বিশ্ব- রূপ বিশাল গ্রন্থ হইতে তাঁহার অভিপ্রায় পাঠ করিয়া তদনুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত থাকি, তবে আমরা বিলক্ষণ দেখিতে পাই যে সংসারের সকল পদার্থই তাঁহার উপাসনার অনুকুল হইয়া আমাদি- গকে তাঁহার পথের পথিক করে এবং ক্রমে তাঁহার নিকট উপনীত করে। হে জগদী- শ্বর! তুমি সর্ব্বদাই আছ এবং সর্ব্বত্রই বি- রাজ করিতেছ। আমাদিগের নেত্র যথা- র্থদর্শী হইলে সকল রূপের মধ্যেই তোমা- কে দেখিতে পায়, ও কর্ণ প্রকৃত শ্রোতা হই- লে সকলমধুর ধ্বনির মধ্যেই তোমার গুণ গা- ন শুনিতে পায়, রসনা প্রকৃত রসজ্ঞ হইলেও সর্ব্ব প্রকার সুরস হইতেই তোমার করুণা র- স আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় এবং মন প্রকৃত বিজ্ঞ হইলে আপনার মঙ্গলময়ী মনোবৃত্তি- র মধ্য হইতে তোমার অনন্ত জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়।

ঈশ্বরের মহিমা

বায়ু

বিশ্ব-বিধাতা জগদীশ্বর বায়ুতে যে কত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনের অতীত। সৃষ্টি মধ্যে যত প্রকার জীব জন্তু আছে, সকলেরি প্রাণ ধারণের জন্য যথো- চিত বায়ু সেবন করা নিতান্ত প্রয়োজন, এ প্রযুক্ত বিচিত্র শক্তিমান্ পরমেশ্বর বায়ুর এরূপ অব্যাহত গতি করিয়া দিয়াছেন, যে তাহা অনায়াসে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে পারে। যে সকল দুর্গম ও সূক্ষ্ম স্থানে আমরা কোন মতেই বায়ুর গতি সম্ভব মনে করিতে পারি না, আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের অতী-

ত অতি সূক্ষ্ম সন্ধির মধ্য দিয়া বায়ু সেই সকল স্থানে সঞ্চরণ করত কত কত জীবকে জীবিতাবস্থায় রক্ষা করে। পক্ষীজাতি কেবল নাসিকা রন্ধ্র দ্বারা নিঃশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করে না, তাহারা পার্শ্বস্থ প্রত্যেক রন্ধ্র সমূহদ্বারাও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের এই ঈশ্বর দত্ত শক্তি থাকাতেই তাহারা বিনাক্লেশে অতি সত্বর বেগে বায়ু সাগরে সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়। তন্তুকীট* যে অবস্থায় কোষ মধ্যে কালযাপন করে, তৎ কালে সেও সেই অদৃশ্য কোষ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া আপনার নিশ্বাস যোগ্য বায়ু প্রাপ্ত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কোন জলের সহিত বাহিরের বাতাসের সংযোগ রহিত করিয়া দিলে, সে জলে আর মৎস্যাদি কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না, অতএব মৎস্যও যে জলের মধ্যে থাকিয়া জগদীশ্বরের করুণা প্রসাদাৎ বায়ু সেবন করত জীবিতাবস্থায় অবস্থান করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু দগ্ধ করিয়া যে অগ্নি উৎপাদন করি, বায়ু না থাকিলে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। বায়ুর অভাবে কখনই অগ্নির সত্ত্বা থাকে না। প্রজ্বলিত দীপ যদি এপ্রকার কোন পাত্র দ্বারা আবৃত করিতে পারা যায়, যে কোন মতে আর তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তবে তাহা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব পৃথীবিতে বায়ুর অভাব হইলে কেবল যে আমাদের নিশ্বাসাভাবে প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা নহে, তাহাতে করিয়া পৃথিবীতে অগ্নিরও অভাব হইত এবং সুতরাং অগ্নির অভাবেও আমরা কোন ক্রমে জীবন যাপন করিতে পারিতাম না।

অপরাপর জড় বস্তুর যে প্রকার ভারত্ব গুণ আছে, বায়ুরও সেই প্রকার আছে, অথচ আমরা নিরন্তর প্রচুর বায়ু রাশি মস্তকোপরি ধারণ করিয়া কখনই তাহার ভারে পীড়িত নহি। ২২ হস্ত জলের নিম্নে কোন পদার্থ অবস্থিত থাকিলে তাহার উপর যত ভার পতিত হয়, এ পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থই অনবরত সেই পরিমাণে বায়ুর ভার বহন করিতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের কৌশল! তাহাতে মনুষ্য পশু পক্ষী জীব জন্তু প্রভৃতি কোন প্রাণীরই অপকার হইতেছে না; মৎস্য যেমন অবলীলা ক্রমে সুগভীর সাগর গর্ত্ত মধ্যে সঞ্চরণ করে, আমরাও সেইরূপ অক্লেশে বায়ু সাগরের অধস্তলে সন্তরণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। মৎস্য যেমন চতুর্দিকস্থ জল রাশির মধ্যে অবস্থিত থাকাতে কস্মিন্ কালে জলভারে পীড়িত হয় না, সেইরূপ আমাদিগেরও চতুঃপার্শ্বে বায়ু রাশি বিদ্যমান থাকাতে কিঞ্চিন্মাত্রও তাহার ভার বোধ হয় না। এপৃথিবীর উপর প্রতিক্ষণ যে পরিমাণে বায়ুর ভার পতিত হইতেছে, তদ্দ্বারা সংসারের কোন অপকার না হইয়া বরং বিশেষ উপকারই দর্শিতেছে। তদ্দ্বারা আমাদিগের শরীরস্থ শোণিত দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া যথানিয়মে সঞ্চালিত হইতেছে। যদি আমাদিগের শরীরোপরি অনবরত বায়ুভার পতিত না হয়, তবে আমাদিগের শরীরস্থ রক্তশিরা সকল বিদীর্ণ হইয়া দেহ হইতে সকল শোণিত বহির্গত হইতে আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ উপরিস্থিত বায়ু ভারে যদি নিম্ন স্তরের বায়ু একরূপ ঘনীভূত না হইত তবে কখনই আমরা সেই বায়ু দ্বারা নিশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, এবং তাহা এক্ষণকার মত আমাদিগের কোন কার্য্যই সাধন করিতে সমর্থ হইত না।

পৃথিবীর সমীপবর্ত্তী বায়ু একরূপ ভারী হওয়াতে নদ হ্রদ সমুদ্র সরোবর হইতে জলীয় বাষ্প রাশি ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয় এবং তদুপলক্ষেই লবণাক্ত সিন্ধু সলিল সংস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে ধরাতলে পতিত হয়। যদি কেহ অতি দুরস্থ সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক আমাদিগের পরিশুষ্ক মরুভূমিতে সেচন করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া দেয়, তবে তাহাকে আমাদিগের কত দূর পর্য্যন্ত [illegible]

* [illegible]

বন্ধু বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু এক বায়ুর সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের নিরতই সেই উপকার সাধন করিতেছেন। তিনি বায়ুকে এমনি বিচিত্র গতিশক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে, সে দক্ষিণ সাগরের জল রাশি পৃষ্ঠেতে বহন করিয়া উত্তর দেশে উপস্থিত করিতেছে এবং পূর্ব্বসাগরের জল লইয়া পশ্চিম দেশে গমন করিতেছে।

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগের কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন জন্য বায়ুকে গন্ধ বহন করিবারই শক্তি প্রদান করিয়াছেন এমত নহে, তিনি বায়ুতে এ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা প্রবাহ কালে বায়ু সন্নিকৃষ্ট জলাশয়ের জলীয় পরমাণু সমস্ত বহন করিয়া আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়েরও সুখোৎপন্ন করে এবং অনেক সময় অনেককে দারুণ পিপাসার কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। নিদাঘ কালে যখন আমরা প্রচণ্ড প্রভাকরের প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে থাকি, তখন অদৃশ্য বায়ুর পরমাণু দ্বারা পরমেশ্বর জল সেচন করিয়া আমাদিগের সেই সন্তপ্ত শরীর শীতল করেন।

জগদীশ্বরইচ্ছায় বায়ু যে প্রকার সুচারু কুসুম কানন হইতে বিবিধ পুষ্প সৌরভ বহন করিয়া আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন করে এবং সুশীতল জলীয় পরমাণু বহন পূর্ব্বক আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করে; সেইরূপ আবার আপন প্রতিঘাত দ্বারা নানা প্রকার সুমধুর ধ্বনি উৎপাদন করিয়া আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়কেও তৃপ্তি প্রদান করে। কি মনুষ্য কণ্ঠোচ্চারিত সুশ্রাব্য মধুর সঙ্গীত, কি রবাব বেণু বীণা নিনাদিত স্বর মাধুরী, কি বিপিন বিহারী সুরব বিহঙ্গ কুলের সম্মোহন ধ্বনি, যে কোন শব্দ আমাদিগের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া মনোমধ্যে সুখের সঞ্চার করে, এই বায়ু সে সকলেরি মূলাধার। সকল মঙ্গলালয় সর্ব্বজ্ঞ যদি বায়ুকে ঊর্ম্মিমতী গতি প্রদান না করিতেন, তবে কখনই পৃথিবী মধ্যে এ সমস্ত মধুর স্বরের সৃষ্টি হইত না। ঊর্ম্মিমতী গতি বায়ুর এক চমৎকার স্বভাব। কোন স্থলে কোন আঘাত প্রাপ্ত হইলে বায়ু অমনি তৎক্ষণাৎ জল তরঙ্গের ন্যায় গমন করে এবং তদ্দ্বারা প্রত্যেক বায়ুর পরমাণু পরস্পর প্রতিহত হইয়া ক্রমে আমাদিগের শ্রুতিপথে আসিয়া উপনীত হওয়াতেই আমাদিগের শব্দের অনুভব হয়। বায়ুর গতি রোধ হইলে, যে সঙ্গীতাদি কোন প্রকার শব্দেরই উৎপত্তি হইতে পারে না তাহা সর্ব্বদাই সকলের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বীণাদি বাদ্য কালে তাহার তারের উপর হস্তার্পণ করিলে তদ্দ্বারা প্রতিহত বায়ু পরমাণুর গতি রোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ শব্দবন্ধ হয়, এইরূপ কোন শব্দায়মান ধাতু পাত্র স্পর্শ করিলেও অমনি তাহার শব্দ লুপ্ত হয়। অতএব বায়ু হেতুই যে আমরা সর্ব্ব প্রকার শ্রবণ সুখ লাভ করি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বর বায়ুতে যে আর একটি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। বায়ুতে প্রায় এক ভাগ অক্সিজন ও তিন ভাগ নৈত্রজন নামক বাষ্প আছে, এবং পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বায়ুতে উক্ত দুই প্রকার পদার্থের ঐরূপ পরিমাণ থাকাই নিতান্ত প্রয়োজন, এই নিমিত্ত অন্তর্জ্ঞান জগদীশ্বর এমন এক আশ্চর্য্য নিয়ম করিয়াছেন, যে কস্মিন্ কালেও উক্ত পরিমাণের অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। তৃণ শস্যাদির উৎপত্তি দ্বারা ও মনুষ্য পশ্বাদির নিঃশ্বাসক্রিয়া দ্বারা বায়ু হইতে প্রতি দিন তাহার যে পরিমাণে অক্সিজনের ভাগ ব্যয় হইয়া যায়, দিবাভাগে বৃক্ষাদি হইতে অনবরত অক্সিজন বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তাহার সেই পরিমিত অক্সিজনের ভাগ পূর্ণ করে এবং প্রতি দিন তাহার যে পরিমাণে নৈত্রজনের ভাগ ক্ষয় হয় তাহাও মনুষ্যাদি জীবজন্তুর প্রশ্বাস দ্বারা যে নৈত্রজন বহির্গত হয় তদ্দ্বারাই পূরিত হইতে থাকে। জগদীশ্বরের এই রূপ অনির্ব্বচনীয় ও আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে বায়ু চির দিনই স-

স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে এবং জীব জন্তু সকলেই সেই বায়ু সেবন করিয়া সুখেতে জীবন ধারণ করিতেছে।

এই প্রকারে জগদীশ্বর বায়ুর মধ্যে যে কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই বায়ুকে যে আমাদিগের কত কল্যাণ ও সুখ সাধনের কারণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনের অতীত। আমাদিগের জ্ঞান নেত্র দিন দিন যত পরিষ্কৃত হইতে থাকিবে, আমরা ততই তাঁহার কীর্ত্তি কৌশল দেখিতে পাইব, কস্মিন্ কালেও তাহা শেষ হইবার নহে। আমরা যদি তাঁহার বিশ্ব রাজ্যের তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইয়া যুগ যুগান্তরও ক্ষেপণ করি, তথাপি তাঁহার সৃষ্টির একটি রেণু কণারও অন্ত পাইতে পারি না। তাঁহার সকল ভাবই অনন্ত। তাঁহার জ্ঞানেরও সীমা নাই, শক্তিরও অবধি নাই, এবং দয়ারও পার নাই, অতএব আমরা তাঁহার মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়াই বা কিরূপে পার পাইব। তাঁহার এই এক বায়ু বিধানের আশ্চর্য্য কৌশলের বিষয় যিনি এক বার বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখেন, তিনি কি আর প্রতি নিঃশ্বাসে তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তির সহিত নমস্কার না করিয়া কোন মতেই নিরস্ত থাকিতে পারেন? ঈশ্বরকে ভক্তি করিবার জন্য তখন আর তাঁহাকে কাহারও উপদেশ গ্রহণ করিতে হয় না, তাঁহার স্বীয় মনই তখন তাঁহার উপদেষ্টা স্বরূপ হয়, এবং আপনাহইতেই তখন তাঁহার মনোমধ্যে নিরন্তর ভক্তি প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে।

নৈসর্গিক কন্দরের শোভা

পৃথিবীর কোন্ স্থানে যে কত আশ্চর্য্য ও কত রমণীয় ব্যাপার বিদ্যমান আছে, তাহা কে বলিতে পারে? ভূমধ্যস্থ সাগরে স্থিত গ্রীসীয় দ্বীপ পুঞ্জের অন্তর্গত এণ্টিপোরাস নামক ক্ষুদ্র উপদ্বীপে এক প্রসিদ্ধ কন্দর বর্ত্তমান আছে। উহার আয়তন অতি বৃহৎ উক্ত গিরি গুহা উচ্চে প্রায় ১৬০ হস্ত এবং প্রশস্তে ২০০ হস্ত। উক্ত দ্বীপস্থ ও উহার সন্নিকৃষ্ট অপরাপর দ্বীপস্থ লোকে পূর্ব্বাবধি এইরূপ বিশ্বাস করিত, যে ঐ গুহার মধ্যে এক বিকটাকার দৈত্যের অধিবাস আছে। ইংরেজী সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালি দেশীয় এক পণ্ডিত উক্ত দ্বীপে ভ্রমণ করিতে গিয়া উল্লিখিত দৈত্য সংক্রান্ত অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলেন এবং তাহার তত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া আপনার সঙ্গীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতেই ঐ কল্পিত দৈত্যের মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, পরে তিনি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, ঐ গহ্বরের ছাদ হইতে ক্রমাগত প্রস্তর কণা মিশ্রিত জল ধারা পতিত হইয়া সেই সমস্ত প্রস্তর কণা কালক্রমে সংযুক্ত ও দৃঢ়ীভূত হইয়া উক্তরূপ দৈত্য মূর্ত্তির ন্যায় হইয়া রহিয়াছে

অনন্তর ক্রমে ক্রমে তিনি গুহা মধ্যে যত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, ততই চতুর্দ্দিকে আরো নানাবিধ অদ্ভুত শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। উক্তরূপ প্রস্তর মিশ্রিত জলধারা পতিত হইয়া কোন স্থানে অপূর্ব্ব বৃক্ষ-শ্রেণী-শোভিত মনোহর উদ্যানের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কুত্রাপি শ্বেত হরিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের পাষাণময় সুচারু তরু সকল যেন কোন মনুষ্য কর্তৃক সুনিয়মে সংরোপিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কুত্রাপি অবন্ধুর প্রস্তর সকল কোন স্থানকে রাজ ভবনের প্রস্তর ময় গৃহ তলের ন্যায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। কোন স্থানে সুদীর্ঘ প্রস্তর সকল বহু ব্যয় ও যত্ন সম্পন্ন উন্নত স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রস্তর খণ্ড সকল উৎকৃষ্ট শিল্পজাত রাজ সিংহাসনের ন্যায় পতিত রহিয়াছে। ছাদ নিঃসৃত অসংখ্য জলবিন্দু ঐ গুহার উপরি ভাগে সংলগ্ন ও দৃঢ়ীভূত হইয়া উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ঐ গুহার সর্ব্ব স্থান নিরীক্ষণ করিলে উহাকে একটি আশ্চর্য্য ক্রীড়াকানন কি অপূর্ব্ব নাট্য শালা বোধ হয়; এবং জ্ঞান হয় যেন জগদীশ্বর

লোক সকলকে শিল্প জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নির্জ্জনে বসিয়া নিজ হস্তে ঐ সকল শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।

দর্শকেরা ঐ সমস্ত অদ্ভুত নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিয়া এক কালে বিমোহিত হইলেন। সংসার মধ্যে এমন মনুষ্য কেহ নাই যে সে শোভা নিরীক্ষণ করিলে চমৎকৃত না হয়। যিনি বিভ্রান্ত ও পথশ্রান্ত পথিকগণের শ্রান্তি হরণ জন্য গূঢ় গিরি গহ্বর মধ্যে বিচিত্র শোভা চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা যদি মনুষ্য হইয়া তাঁহার মহিমা আপন চিত্ত পটে মুদ্রিত করিয়া না রাখি, তবে আমাদিগের মনুষ্য নামের গৌরব কোথায় থাকে।

বিজ্ঞান বার্ত্তা

পদার্থবিদ্যা।

১—। আগরার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিবস শর্করাবৎ এক প্রকার পদার্থ বর্ষিত হয়, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল দেখিতে বালুকার মত এবং উহার বর্ণ ঈষৎ ধূসর। রসায়ন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ডাক্তর মেকনামেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহাতে শর্করা ও ষ্টার্চ নামক পদার্থ আছে। লোকে পুরাণাদি গ্রন্থ মধ্যে কেবল এ পর্য্যন্ত অমৃত বর্ষণের কাল্পনিক গল্প শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে শূন্য হইতে শর্করা বৃষ্টি অনেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হইল।

Journal of the Asiatic Society, No. 2, 1855.

শারীর বিধান বিদ্যা।

১—। শোণিতের মধ্যে এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ আছে, তাহাতে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ বিন্দু সমূহ ভাসিয়া থাকে, এই নিমিত্ত শোণিত রক্ত বর্ণ দেখায়। সম্প্রতি টড্ নামক এক জন শারীর বিধান বেত্তা এইরূপ এক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে শোণিতের মধ্যে যে সকল রক্ত বর্ণ বিন্দু আছে, তাহা নির্জীব নহে, এক প্রকার কীটাণু। মনুষ্যের বয়ো বৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। জন্মাবধি দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প থাকে, পরে বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় এবং ২০ অবধি ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে, তদনন্তর পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া ক্রমে শেষাবস্থায় অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়। কিন্তু প্রথম দশবৎসর তাহাদিগের সংখ্যা যত অল্প থাকে সেরূপ আর কোন অবস্থাতেই হয় না। উক্ত টড্ সাহেবের ইহাও এক বিশেষ মত, যে ঐ শোণিতান্তর্ভূত কীটাণুদিগের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে মনুষ্যের শরীরেরও অনেক ইষ্টানিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যে কোন কারণ উপস্থিত হইলে উক্ত কীটাণুদিগের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তদ্দ্বারা মনুষ্যেরও সুস্থতার অনেক হানি হয়। টড্ সাহেবের এই অভিনব মত যদি সর্ব্ববাদিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শারীর বিধান বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

Englishman, 7th April, 1855.

উদ্ভিদ্বিদ্যা।

১—। কোন বৃক্ষের যোড় কলম নির্ব্বিঘ্নে অতি দূরদেশে প্রেরণ করিবার এক অভিনব উপায় প্রকাশ পাইয়াছে। কলমের যোড়ের মুখে কতকগুলি আর্দ্র তৃণ কি শৈবালক প্রচুর করিয়া জড়াইয়া দিলে, অথবা সেই স্থলে একটি গোল আলু বিদ্ধ করিয়া দিলে, আর সে কলম দীর্ঘ কালেও শুষ্ক হয় না।

Literary Gazette, 1st Sept., 1855.

রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা।

২—। সম্প্রতি অঙ্গারের কতক গুলি অদ্ভুত গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। কোন গলিত দ্রব্যের সহিত অঙ্গার মিশ্রিত থাকিলে, উহা সেই গলিত বস্তু হইতে তাহার সমুদায় বিকৃত বাষ্প শোষণ করিয়া লয়, তাহার এক বিন্দু মাত্রও বহির্গত হইতে দেয় না। এবং উহার দ্বারা সেই বিকৃত বাষ্পের সাংঘাতিক দোষ সকল নষ্ট হইয়া যায়। দুর্গন্ধযুক্ত মলিন স্থান হইতে যে সমস্ত বিষবৎ বিকৃত বায়ু অনবরত উ-

ষিত হইয়া লোকের উৎকট উৎকট পীড়া উৎপাদন করে, সেই বায়ুর দোষ নষ্ট করিবার পক্ষে উক্ত অঙ্গারের তুল্য সুলভ উপায় আর নাই। সম্প্রতি অঙ্গার নির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। যে দ্বার কিম্বা গবাক্ষদ্বার দিয়া গৃহ মধ্যে কোন দিক্ হইতে অনিষ্টকারী বিকৃত বায়ু প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে, সেই দ্বার কি গবাক্ষে উক্ত যন্ত্র স্থাপন করিলে তন্মধ্যদিয়া যে বায়ু গমন করে তাহার দোষ সকল নষ্ট হইয়া যায়। ঐ অঙ্গার নির্ম্মিত যন্ত্র বায়ুর অন্তর্গত দূষিত বাষ্প শোষণ করিয়া লয় লণ্ডন নগরের এক প্রসিদ্ধ বিচারালয়ে বহু কালাবধি নিকটস্থ এক অপরিষ্কৃত স্থান হইতে উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবেশ করাতে গৃহস্থিত সমুদায় বায়ু দূষিত হইত। পরে তথায় উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া করাতে এক্ষণে আর সেরূপ হয় না। ডাক্তর ফর্গসন্ নামক এক বিজ্ঞ চিকিৎসক অঙ্গার চূর্ণ দ্বারা বহু কালের পূয়ময় দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত ক্ষত রোগ শান্তি করিয়াছেন, এবং তিনি অপরাপর অনেক রোগেও উক্ত পদার্থ ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

Literary Gazette, 18th August, 1855.

২—। তুষারের মধ্যে কোন পদার্থ নিহিত থাকিলে যে তাহা বিকার প্রাপ্ত হয় না, একথা প্রসিদ্ধ আছে। কিছু দিন হইল তাহার এক আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সাইবেরিয়া দেশে প্রাচীন কালিক এক হস্তীর মৃত শরীর কয়েক সহস্র বৎসরাবধি প্রভূত তুষার অভ্যন্তরে নিহিত ছিল, পরে এক্ষণে কোন কোন পণ্ডিত সেই মৃত হস্তীর দেহ তুষার হইতে বহির্গত করিয়া দেখিয়াছেন, যে তাহার কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্রও বৈলক্ষণ্য হয় নাই, যেমন শরীর তেমনি রহিয়াছে এবং কতক গুলি কুক্কুর সানন্দে সেই শব ভক্ষণ করিয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা।

১—। ঝটিকা প্রভৃতি কোন কোন উৎপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ যেরূপ জানিতে পারা যায়, আসন্ন ভূমি কম্প অবগত হইবার সেরূপ কোন উপায় ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তাহাও হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় গিরি হইতে এক ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়, ঐ অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ক্রমাগত দুইদিবস তথায় কম্পাস অর্থাৎ দিগ্দর্শন যন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এক্ষণে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন করিতেছেন এবং তাহার বিস্তর প্রমাণ প্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে ভূমি কম্প কি আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দিগ্দর্শন যন্ত্রের ব্যতিক্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে দিগ্দর্শন যন্ত্র দ্বারা আসন্ন ভূমিকম্পের পূর্ব্ব লক্ষণ জানা যাইতে পারিবেক।

Literary Gazette, 1st Sept., 1855.

শিল্পবিদ্যা।

১—। ভারত বর্ষের অন্তঃপাতী রাজাপুরের মধ্যে এক প্রকাণ্ড কামান বিদ্যমান আছে। এক্ষণে কুত্রাপি আর উহার তুল্য কামান দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার পরিমাণ ১২০০ মণ। উহার আয়তন এত বৃহৎ যে উহার মধ্যে অক্লেশে পাঁচ জন মনুষ্য অবস্থিতি করিতে পারে। উক্ত কামানের মধ্যে যে পরিমাণে বারুদ ধরিতে পারে, এক বার তাহার অর্দ্ধ মাত্রা বারুদ প্রদান করাতে উহার এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়াছিল, যে তাহাতে করিয়া তন্নিকটস্থ অনেক গৃহ, মন্দির, অট্টালিকা প্রভৃতি সমূলে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তত্রস্থ মনুষ্য মাত্রেই সশঙ্ক হইল।

২—। পিটর্স নামক একজন সাহেব ক্ষুদ্র অক্ষর লিখিবার এক আশ্চর্য্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ যন্ত্রের অধোমুখে একটি পেন্সীল সংলগ্ন আছে, ঐ পেন্সীল দ্বারা যে প্রমাণ ক্ষুদ্র বর্ণ বিন্যাস করা যায়, যন্ত্রের ঊর্দ্ধমুখ দ্বারা তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ পরিমিত অক্ষর বাহির হইতে থাকে। ঐ যন্ত্র সহকারে হীরক দ্বারা একবার একটি কাচ পাত্রে কতিপয় বর্ণ বিন্যস্ত হয়। ঐ সকল অক্ষর এত ক্ষুদ্র যে উৎকৃষ্ট অণুবী-

ক্ষণ ব্যতিরেকে তাহা কোনরূপে দৃষ্টি গোচর হয় না। যেহেতু খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে জগদীশ্বরের নিকট যে প্রকার করিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ প্রদান করেন, এবং যাহা অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত বাইবেল পুস্তকের মধ্যে সচরাচর ১০।১২ পংক্তিতে লিখিত হইয়া থাকে, উক্ত যন্ত্র দ্বারা সেই প্রসিদ্ধ প্রার্থনাটিও একবার একটি আলপিনকৃত ছিদ্র পরিমিত স্থানের মধ্যে অতি সুস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়া ছিল। দর্শক দিগের মধ্যে অনেকে ঐ যন্ত্র দ্বারা স্বীয় স্বীয় নাম লিখিয়াও দেখিয়াছেন।

৩—। বরফ সামান্যত শীত প্রধান দেশেই জন্মিয়া থাকে, উষ্ণদেশের মনুষ্যেরা তথা হইতে বহুব্যয় ও পরিশ্রম পূর্ব্বক না আনয়ন করিলে আর তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু সম্প্রতি আমিরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী ফ্লোরিড়া প্রদেশ বাসী ম, ড, গোরি নামক এক জন পণ্ডিত কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করণের এক আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ যন্ত্র দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সামান্য জল হইতে প্রচুর বরফ প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ যন্ত্র দ্বারা গোরি সাহেব একবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬০ মন বরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত যন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে অত্যন্ত উষ্ণ দেশীয় লোকেরাও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালেও প্রচুর বরফ প্রাপ্ত হইয়া উত্তপ্ত শরীর শীতল করিতে পারিবেক।

৪—। আমিরিকা খণ্ডে এক্ষণে শিল্প বিদ্যা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কল প্রস্তুত হইয়াছে। তথায় বৃক্ষ স্কন্ধাদি নমন করিবার এরূপ এক আশ্চর্য্য কল আছে যে তদ্দ্বারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে অতি দৃঢ় ও প্রকাণ্ড বৃক্ষস্কন্ধকে ইচ্ছা মত অবনত করিয়া বক্র করা যায়।

৫—। তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা যে সম্বৎসরের পথ হইতে সদ্য সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এবং সহস্র ক্রোশ অন্তরে থাকিয়াও যে তদ্দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আপনার মনের ভাব অবগত করা যাইতে পারে, তাহা এক্ষণে প্রায় অনেকেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি আমিরিকা খণ্ডে উক্ত বিষয়ের এক মহান্ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। ট, প, সেফনর নামক এক জন সাহেব এ প্রকার এক অসাধারণ তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তাহা সমুদায় ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিবেক। তাঁহার প্রস্তাব এই যে উক্ত তাড়িত বার্ত্তাবহের তার আটলাণ্টিক মহাসাগর ভেদ না করিয়া প্রথমতঃ আমিরিকার উত্তরাংশ হইতে লেব্রেডর নামক স্থান পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইবেক, তদনন্তর ২৫০ ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র ভেদ করিয়া গ্রীন্লণ্ড নামক স্থানে উপনীত হইবেক। গ্রীনলণ্ড হইতে উক্ত তার আইসলণ্ড পর্য্যন্ত চালিত হইবেক, পরে ফেরো নামক দ্বীপ অতিক্রম করিয়া ইয়ুরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তী নরওয়ে প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইবেক। তথা হইতে ক্রমে ইষ্টকহলম, পিটর্স্বর্গ, মস্কো, কেজন এবং ইয়ুরেলিয়ন্ নামক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়া খণ্ডে প্রবেশ করিবেক। পরে ওরস্ক, কলিবেন, কস্ক, আওদিনস্ক প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া রুসিয়ার অন্তঃপাতী ইরকটস্ক নামক নগরে নীত হইবেক। তথা হইতে অখোটস্ক নগরের মধ্য দিয়া কামস্কট্কার অন্তর্ভাগে প্রস্থিত হইবেক। তদনন্তর পাসিফিক্ নামক মহাসাগরে ভেদ করিয়া আমিরিকার পূর্ব্ব প্রান্তে পুনরাবর্ত্তন করত পৃথিবীকে অপূর্ব্ব অপরিচ্ছিন্ন মেখলা দ্বারা শোভিত করিয়া রাখিবেক। উক্ত প্রধান তার হইতে আবার নানা প্রসিদ্ধ স্থানে তাহার শাখা প্রশাখা সকল সঞ্চালিত হইবেক। অতএব ঐ ভূমণ্ডলব্যাপী অদ্ভুত বার্ত্তাবহ প্রচলিত হইলে এক অসামান্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া উঠিবে। উহার দ্বারা বাণিজ্য জীবী বণিকেরা ভারত বর্ষে অবস্থিতি করিয়া এক দিবসের মধ্যে আমিরিকার দ্রব্য মূল্য জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে সতর্ক হইতে পারিবেক এবং ইংলণ্ডস্থ রাজ পুরুষেরা ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের সুখ দুঃখ জ্ঞাত হইয়া সত্বরে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইবেন। উহার

দ্বারা পৃথিবীর প্রান্তিক প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল এক সূত্রে বদ্ধ হইয়া সর্ব্ব সর্ব্বস্থল-স্বত্র প্রচারিত হইবেক এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী ক্রমে ক্রমে লোকের দর্প-দর্পণ স্বরূপ হইয়া উঠিবে।

Literary Gazette, 28th July, 1856.

৭-১। এদেশে যে প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীর উপর সেতু সকল লৌহদণ্ডে লম্বমান দেখিতে পাওয়া যায়, পিটর্স বর্গ নামক স্থানে ওহিও নদীর উপর রোব্লীং নামক সাহেব সেই প্রকার লৌহদণ্ডে লম্বমান করিয়া এক আশ্চর্য্য জল-প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি আটশত ষোড়শ হস্ত প্রশস্ত কেণ্টকী নাম্নী নদীর উপর বাষ্পীয় রথ গমনোপযোগী লৌহবর্ত্ম যুক্ত এক সেতু প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত সেতু জলের উপর ২০০ হস্ত ঊর্দ্ধে লম্বিত থাকিবেক। এ ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক অসাধারণ কীর্ত্তি হইয়া উঠিবেক।

Literary Gazette, 1st Sept., 1855.

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ

ত্রিপুরা

গত ৩০ শ্রাবণ দিবসে উক্ত সমাজের সাম্বৎসরিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় অগ্রে সমাজ সংক্রান্ত নিম্ন লিখিত এই বিবরণ পাঠ করেন।

অদ্য এই ত্রিপুরা ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক সভা। অদ্য ব্রাহ্ম গণের বিপুলানন্দের দিবস। গত ১৭৭৬ শকের ৩০ শ্রাবণ দিবসে এই সমাজ সংস্থাপিত হয়, তৎ কালাবধি বর্ত্তমান দিবস পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল অতীত হইল, জগদীশ্বরের কৃপায় এই সভার উপাসনাদি নিয়মিত কার্য্য সকল নিষ্কণ্টকে সমাধা হইয়া আসিতেছে, অতএব তজ্জন্য আমরা সকলে একান্তচিত্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করি। এই ব্রাহ্ম সমাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলেই যাঁহার বিশেষ যত্নে ও যে উদ্দেশে এবং যে যে নিয়মে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয় সকলের জ্ঞাতসার করা আবশ্যক, অতএব তাহার সংক্ষিপ্ত সংক্ষেপ বিবরণ ব্যক্ত করা যাইতেছে। মনুষ্য জন্ম সফল করিবার ও তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার যে সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্ব্ব প্রধান। সত্য ধর্ম্মের আলোচনা এবং একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার উদ্দেশে এইস্থানে এক ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া ঐ মহদ্ব্যাপারের উদ্যোগ করণার্থে সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বাগ্রে উদ্যোগী হয়েন তৎ পরে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন প্রভৃতির যত্নে এবং উক্ত গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ পরিশ্রমে ইহা সংস্থাপিত হইয়া যথানিয়মে উপাসনাদি কার্য্য নিষ্পাদন হয়। দেশাচার ও লোকাচার মধ্যে যে যে কুসংস্কার রূপ পাপ বিস্তৃত আছে, তাহা ছেদন করা সামান্য ব্যাপার নহে, তাহাতে বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও সাহসের প্রয়োজন হয়, কালবিলম্ব অপেক্ষা করে, এবং ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। যখন এই ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, তখন উল্লিখিত কয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই ঐ সৎকর্ম্মে কৃতকার্য্য হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেন নাই এবং কেহই সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই। সহায়তা করা এবং সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, সভাস্থ হইয়া তাহার কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করাও তাহাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। উক্ত ব্যক্তিরাও সভারম্ভ করিয়া কতিপয় দিবস এমত ভীত ছিলেন, যে লোকে দস্যুবৃত্তি চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি কুকর্ম্মে রত হইয়াও তদ্রূপ ভীত হয় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পিতৃভয়ে, কেহ বা মাতৃভয়ে, কেহ বা ভ্রাতৃভয়ে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অতি সঙ্কোচে সভাস্থ হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, কিন্তু " সত্যের অবশ্য জয় হইবেক, মিথ্যা কদাচ জয়ী হইবার নহে " এই নীতি বাক্য

তাঁহাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল, এবং তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন, আর তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, যদি তাঁহারা অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ইত্যাদি পাপ কর্ম্মে রত না হয়েন, তবে কেবল একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম হওয়াতে তাঁহারা আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক কখনই বর্জ্জিত হইবেন না। পরে অল্প কাল মধ্যে তাঁহাদের এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া নগরস্থ কতিপয় যুবকেরা আপন আপন বিদ্যা ও মার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন তাবৎই কাল্পনিক ধর্ম্ম, ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে এক সঙ্গী হইয়া সভাতে উপবেশন করত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া স্বীয় স্বীয় জীবনের সার্থকতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যূনাধিক ৬ মাস পর্য্যন্ত এই রূপ অবস্থায় সভার কার্য্য নিষ্পন্ন হয় এবং ঐ কাল মধ্যে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দাস এবং শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় প্রভৃতি ঊনবিংশতি ব্যক্তি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন; পরে গত ১৩ পৌষ দিবসে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দাস মহাশয়ের ভবনে এক বিশেষ সভা হয়, তাহাতে ৯ জন সভ্য প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করত প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই অল্প কাল মধ্যে যে এত দূর হইয়াছে, ইহাও শ্লাঘার বিষয়। অতএব হে পরমেশ্বর এই মহদুপকারক সমাজকে চির স্থায়ী কর।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল গুপ্ত এই বক্তৃতা পাঠ করেন।

স্বহস্তাবরোপিত উদ্যানস্থ তরু মুকুলের নিত্য নিত্য উন্নতি সন্দর্শনে তৎসংস্থাপকের যদ্রূপ আনন্দানুভব হয়, ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধমান অভিনব কুমারের সুকুমার সহাস্য মুখচন্দ্র অবলোকনে তজ্জনক জননীর হৃদয়ে যাদৃশ অত্যদ্ভুত বাক্‌পথাতীত সন্তোষের উদ্রেক হয়, অদ্য এই ত্রিপুরা ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক সভা উপলক্ষে অত্রাধিষ্ঠিত শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণে তদ্রূপ অনুপম নির্ম্মল সুখের সঞ্চার হইতেছে। আমরা অশেষবিধ দুর্ঘটনা অতিক্রম করিয়া এক বৎসর কালাবসানে অদ্যকার উপস্থিত কার্য্য সম্পাদনে যে নিযুক্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যদিও এই সমাজের আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি নিষ্পাদনে আমরা অদ্যাপি সক্ষম হই নাই, তথাপি এতন্নগরে কুসংস্কারাবিষ্ট প্রাচীন সম্প্রদায়-ভুক্ত মনুষ্যদিগের যাদৃক্ প্রাদুর্ভাব, তাহা বিবেচনা করিলে ইহার যে পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহাকেই ব্রাহ্মদিগের সমধিক উৎসাহ ও যত্নের কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। গত বর্ষের শ্রাবণ মাসে যখন এই সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ব্রাহ্ম চতুষ্টয় মাত্র ইহার অবলম্বন ছিলেন এবং বিদ্বেষীদিগের নিন্দা ও উপদ্রব নিরাকরণার্থ তাঁহারা ইহাকে " আত্মীয় সভা " সংজ্ঞা প্রদান করিতে উচিত বোধ করিয়াছিলেন। পরে যৎকালে এই সমাজ সংস্থাপন বিষয়ক বিবরণ ও তৎসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ১৭৭৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হয়, তদবধি এই সভা " ত্রিপুরা ব্রাহ্ম সমাজ " ইত্যভিধেয় হইয়া জনসমাজে প্রচার হইতে লাগিল এবং তদবধি ব্রাহ্মেরা ইহার উন্নতি কল্পে সমধিক যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যেই কতিপয় সভ্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষ পরম্পরাগত পৌরাণিক ধর্ম্মের অলীকত্ব ও অপকৃষ্টত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম পবিত্র কৈবল্যপ্রদ অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিবার প্রথম সোপানারোহণ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতিপয় অমার্জ্জিত বুদ্ধি ও অসূয়া পরতন্ত্র সত্যধর্ম্ম বিপ্লবকারী ব্যক্তি এই সভার বিনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সংগোপনে ষড়যন্ত্র করিতে

প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সত্যের কি মহীয়সী প্রভা, ধর্ম্মের কি অদ্ভুত শক্তি এবং সাধু কর্ম্মের কি বিচিত্রা গতি? সেই সকল বিপদরূপ ঝঞ্ঝাবাত শরৎ কালীন মেঘের ন্যায় সত্বরেই তিরোহিত হইয়াগেল ও আহ্লাদরূপ বিমল পূর্ণ শশধর ব্রাহ্মদিগের মানসাকাশে উদিত হইয়া দুঃখান্ধকার দূরীভূত করিল এবং " সত্যমেব জয়তে নানৃতং " এই মহাবাক্যের প্রভাবই পরিস্ফুত রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। সত্য যাঁহার সঙ্গ জয় তাঁহার নিশ্চিত সঙ্গ।

হে বিঘ্নবিনাশন, সর্ব্ব মঙ্গল প্রদ, জগন্নাথ! তোমার কি অপার মহিমা, কি নিরুপম কৌশল, কি প্রার্থনানপেক্ষ অনুকম্পা! আমাদের যখন যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তোমার কৃপাকৃপাণে তাহা অনায়াসে ছিন্ন হইয়া যায়। হে বিশ্বাধার, ব্রহ্মাণ্ডনাথ, করুণাধিপ! যাহাতে তোমার প্রেমে প্রেমী হইয়া নিত্য বিমলানন্দ উপভোগ দ্বারা এই নশ্বর মানব দেহের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া তদ্বিষয়ে আমাকে ক্ষমবান্ কর। হে পরমাত্মন্! আমি ধন মান যশের তাদৃশ অভিলাষী নহি, তোমার প্রেম পীযূষ পান করিতে পারিলেই আপনাকে প্রভূত পরাক্রমশালী মহৈশ্বর্য্যবান্ সম্রাট্ হইতেও সমধিক ধনী মানী ও যশস্বী জ্ঞান করিব। হে প্রভো! তোমার প্রীতি রূপ ধনে যিনি ধনী হইয়াছেন, তিনি কি সামান্য ধনে আর স্পৃহা রাখেন! তিনি পর্ণ কুটীরে বাস করিয়া শাকান্নাশনে যদ্রূপ সুখানুভব করেন, তোমার প্রীতি বিহীন জন সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হইলেও তাহার কোটি অংশের একাংশও উপলব্ধি করিতে পারে না। তোমার প্রীতি বিহীন হইয়া ধন মান যশের অধিপতি হইলে কি কখন মনুষ্য জন্মের সার্থকতা হইতে পারে? তোমার প্রতি প্রীতি পরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যু শয্যোপরিও অকুতোভয়ে তোমার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া পরম পুলকে পরিপূর্ণ হন, কিন্তু তোমার প্রেম পরাঙ্মুখ মনুষ্য সে সময়ে নানা প্রকার ভয়ঙ্কর চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সভীতান্তঃকরণে কম্পিত কলেবর হয়। জগদীশ্বর! তোমার প্রেম রত্নে যেন কদাপি বঞ্চিত না থাকি, তুমি কৃপাকণা বিতরণে এই কর। তপন তাপে উত্তপ্ত বালুকা-প্রান্তর পরিভ্রমণে সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া কোন প্রশস্ত সরোবর সন্নিহিত ভূরুহ মূলে উপবেশন করত স্নিগ্ধকর সুমন্দ সমীরণ অঙ্গে স্পর্শ হইলে যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, হেমন্ত সময়ে শীতার্ত্ত জীবগণ বহ্নি উপসেবনে যদ্রূপ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হন, ক্ষুধার্ত্ত প্রাণিগণ আহারান্তে যে প্রকার তৃপ্তি জনিত সন্তোষানুভব করে, নিতান্ত দুঃস্থভাবাপন্ন ব্যক্তি সৌভাগ্যোদয়ে যাদৃশ সুখ সাগরে মগ্ন হয়, নির্ব্বাসিত মানবগণ বহু দিবসানন্তরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বপরিবারস্থ জনগণের বদনাবলোকনে যদ্রূপ অপরিসীম হর্ষাভিভূত হয় এবং অত্যুৎকট রোগাক্রান্ত নিরাশ-জীবন ব্যক্তি পুনরারোগ্য সংপ্রাপ্ত হইলে যাদৃশ সুখানুভব করে, হে বিশ্বপ্রকাশক মহেশ্বর! এই দুঃখ সমাকুল সংসার সাগরে তোমার প্রেমে নিমগ্ন হইয়া তোমার পরিশুদ্ধ নামোচ্চারণ, গুণোৎকীর্ত্তন এবং তোমার অচিন্ত্য শক্তি, প্রভূত করুণা ও অপার জ্ঞানের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া ত্বদ্গত চিত্ত জনের মনে তদ্রূপ সন্তোষের উদয় হয়। হে পরমাত্মন্! আমি যেন নিরন্তর তোমার প্রেমে মগ্ন থাকিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমার এই বাসনা পূর্ণ কর। হে ব্রাহ্মগণ! হে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোৎসাহী সভ্যগণ! এই ক্ষণে আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন যে এই সভারূঢ় হইয়া সর্ব্বারাধ্য পরম পূজনীয় জগদ্বিভুর প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন বিষয়ের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ও আবশ্যকতা বিষয়ক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ মাত্র তাঁহার উপাসনা জ্ঞান করিয়া নিরস্ত থাকা আমাদিগের উচিত নহে, তাহা যদ্দ্বারা কার্য্যেতে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান্ থাকা অস্মদাদির নিতান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ আন্তরিক প্রীতি ব্যতীত মৌখিক প্রেম প্রদর্শন করাতে কে-

বল কপটতাই ব্যক্ত হয়। কোন সুপ্রসিদ্ধ নীতি বিশারদ পণ্ডিত লিখিয়াছেন " অকৃতজ্ঞতা স্বতই এতাদৃশ লজ্জাকর অপরাধ, যে তদপরাধে আপনাকে অপরাধী স্বীকার করে এমন ব্যক্তি অতি দুর্লভ"। হায়, আমরা কি অপরূপ, অপাত্র পুত্র! আমাদের জন্ম স্থিতি পালন কর্ত্তা জগদীশ্বরের প্রতি আমরা নিয়ত অকৃতজ্ঞ হইয়াও আমাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হয় না। সপ্তাহ অন্তে এক দিবস মাত্র তাঁহার উপাসনা করাকে কি ধর্ম্মাচরণের পর্য্যাপ্ত হয়? প্রতি নিশ্বাস ক্রিয়াতে সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের যে রূপ অপরিসীম অসীম করুণা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাঁহার প্রতি কি আমাদের ঈদৃশ ব্যবহার শোভা পায়? অতএব আমাদের উচিত যে আহার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে অনুক্ষণ তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অপরিমেয় পরাক্রম, অনির্ব্বচনীয় রচনা ও অপার কৃপার বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে নমস্কার করি। আমরা পিতামাতা দারা তিরস্কৃতই হই, আত্মীয় অনুরক্ত কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতই হই, স্বদেশীয় মানব মণ্ডলীর উপহাসাস্পদই হই, বিদেশ পরবশ লোকদিগের দ্বারা নিন্দিত ও অপমানিত হই, জ্ঞাতি কুটুম্বাদি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তই হই, মহা বিপদেই পতিত হই, কিন্তু তেই সেই বিপদ ভঞ্জন নিরঞ্জনের উপাসনারূপ মহদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। হে সত্যধর্ম্মান্বেষণকারী বন্ধুগণ। আপনারা নির্ভয়ে সেই মহেশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া সময়ে সময়ে আত্মানুসন্ধানে অনুরক্ত হউন, আত্মানুসন্ধান ভিন্ন চরিত্র শোধনের উপায়ান্তর নাই এবং চরিত্র শোধন না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান জনিত বিমলানন্দ উপভোগে কখন সমর্থ হওয়া যায় না। এক্ষণে অত্রাগত প্রাচীন সম্প্রদায়ী মহোদয়গণ সমীপে আমার কৃতাঞ্জলি পুটে এই নিবেদন, যে তাঁহারা আর অস্মদাদিকে কোন প্রকার দুর্ব্বাক্য বলিয়া এবং কোন রূপ দোষ সংযুক্ত বাক্যশক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বীয় স্বীয় রসনাকে অপবিত্র ও কলুষিত না করেন। কোন দ্রব্যের স্বাদ পরিগ্রহ ব্যতীত তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা অর্ব্বাচীনতার কার্য্য। পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন করত চিরাবলম্বিত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমাদের সমাদরণীয় পাঠ্য গ্রন্থাদি আদ্যোপান্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করত প্রকৃতরূপে তাঁহাদিগের নিন্দার্হ ও হাস্যাস্পদ হই কি না। আমরা অল্পবয়স্ক ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া আমাদের অবলম্বিত পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের কুৎসা করা বিধেয় নহে। তাঁহাদিগের অতীব শ্রদ্ধেয় তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক প্রাচীন গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠেতেই লিখিত আছে "যুক্তি যুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।" অর্থাৎ বালকের বাক্যও সদ্যুক্তি সম্পন্ন হইলে গ্রাহ্য হয়, অন্যথা ব্রহ্মার উক্তিও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ যোগ্য। তবে আপনারা কি নিমিত্তে এই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অতএব আমরা যুবক বা মূর্খ হই তদ্বিষয়ে বিচার না করিয়া আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকার বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট, বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তদবলম্বনে তদ্রূপ যত্নবান্ কেন না হন? হে পরমাত্মন্! অস্মদ্দেশীয় মানবগণের চিত্ত হইতে দ্বেষ মৎসরতা দূরীকৃত করিয়া সত্য ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অশুদ্ধ শোধন

১৪৬ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৮২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৩৪ পংক্তিতে যে *Literary Gazette*, 18th August, 1855. লিখিত আছে, তাহা তথায় না হইয়া ৮১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২২ পংক্তির নিম্ন ভাগে লিখিত হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ কার্ত্তিক বুধবার সম্বৎ ১৯১২। কলিযুগাব্দঃ ৪৯৫৬

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৪৮ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা।

বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্তর্ভূত আশ্চর্য্য কার্য্য সকল যত সন্দর্শন করা যায়, ততই মন বিশ্বরাজের মহিমা সাগরে মগ্ন হইতে থাকে। স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ প্রভৃতি এক একটি পদার্থে তিনি যে কি অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনেতে ধারণ করা অসাধ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীকে পৃথক্ পৃথক্ আকার প্রদান করিয়া সংসারকে বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন, অথচ প্রতি প্রাণীই স্বীয় স্বীয় আকৃতি প্রকৃতি লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও কোন বিষয়ে অভাব হইতেছে না। এক জীব যে উপায় দ্বারা যে প্রয়োজন সাধন করিতেছে, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য জগদীশ্বর অন্য জীবকে সে উপায় না দিয়া উপায়ান্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি জগতে যত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয় ইহার তুল্য অদ্ভুত কৌশল আর কুত্রাপি বর্ত্তমান নাই।

গো, মৃগ এবং মেষ প্রভৃতি যে সকল চতুষ্পদ জন্তুর মুখমধ্যে অশ্বাদির ন্যায় দুই পংক্তি দন্ত নাই। উহারা স্বীয় স্বীয় ভোজ্য দ্রব্য এক কালে সুন্দররূপে চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতে পারে না, এজন্য পরমেশ্বর উহাদিগকে রোমন্থ করিবার এক অদ্ভুত শক্তি অর্পণ করিয়া চর্ব্বণ ক্লেশের প্রতীকার করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পশুদিগের রোমন্থ ক্রিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, উহাদিগের ঐ শক্তি না থাকিলে কোন রূপেই উহারা জীবন ধারণ করিতে পারিত না। গো কি মেষ প্রভৃতি রোমন্থকারী পশুরা যৎকালে তৃণাদি ভক্ষণ করে, তৎকালে সেই সমস্ত তৃণ পর্ণ প্রায় স্বাভাবিক অবস্থাতেই উহাদিগের উদরস্থ হয়, অনন্তর উহাদিগের পাকস্থলী প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র ও কোমল হইলে পরে উক্ত পশুরা সেই সমস্ত রসার্দ্র ও কোমল তৃণাদি উদ্গার করিয়া পুনর্ব্বার মুখমধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে থাকে, এবং তাহা বিলক্ষণ চূর্ণ ও পিষ্ট হইলে পরে অল্পে অল্পে উদরস্থ করে। এই রূপ অদ্ভুত প্রণালীক্রমে রোমন্থকারী পশুদিগের ভোজ্য দ্রব্য সকল যথোপযুক্ত রূপে জীর্ণ হইয়া রস রক্ত রূপে পরিণত হয় এবং উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রক্ষা করে। মেষ প্রভৃতি কতিপয় পশুর রোমন্থ করিবার শক্তি না থাকিলে যে কখনই উহাদিগের জীবন রক্ষা পাইত না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। মেষ জাতির পাকস্থলীর এপ্রকার শক্তি নাই, যে তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই অ-

পিষ্ট চূর্ণ পর্ণাদি জীর্ণ হইতে পারে। কণ্ঠস্থ হওয়াতে সিক্ত হইলে তৃণাদির যে প্রকার অবস্থা হয়, মেষাদির উদরস্থ পাকরস দ্বারা প্রথমতঃ উহাদিগের ভুক্ত তৃণাদির সেই প্রকার ভাব হইয়া থাকে, পরে যখন উহারা রোমন্থক্রিয়া দ্বারা সেই সমস্ত তৃণাদিকে পুনঃ চর্ব্বণ করিয়া পুনর্ব্বার উদরস্থ করে, তখন উহাদিগের পাক শক্তির ক্রম প্রকাশ পায় এবং তাহা সেই সমস্ত তৃণাদিকে এমনি সুন্দর রূপে জীর্ণ করে যে তাহাদিগের শিরা প্রভৃতি অত্যন্ত কঠিনাংশ পর্য্যন্তও এক রূপে দ্রবীভূত হইয়া যায়। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা যে দিন উহাদের [illegible] অন্যান্য প্রাণির উহাতেই অসুখ উৎপন্ন করে, সে [illegible] পশুদিগের পক্ষে তাহাই অত্যন্ত সুখ স্বচ্ছন্দতার কারণ হইয়া উঠে। মেষাদি পশুরা যৎকালে রোমন্থন করিতে থাকে, তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না বরং বরং তাহাদিগের সুখই অনুভূত হয়।

চর্ব্বণক্রিয়া সম্বন্ধে পরমেশ্বর পক্ষী জাতির মধ্যে আরও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষী জাতি একেবারে দন্তবিহীন, কিন্তু পারাবত ও হংস প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কঙ্কর ও শস্য বীজ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, উহাদিগের চর্ব্বণ ক্রিয়া সমাধার নিমিত্ত পরমেশ্বর দন্তের পরিবর্ত্তে উহাদিগকে আর এক আশ্চর্য্য উপায় প্রদান করিয়াছেন। উহাদিগের উদর মধ্যে ঘর্ষণ যন্ত্রের ন্যায় বন্ধুর মাংসপেশীময় এক প্রকার যন্ত্র আছে উক্ত যন্ত্রের ঘর্ষণদ্বারা উহাদিগের উদরস্থ সমুদায় কঠিন দ্রব্য পেষণ হইতে থাকে, এবং পরে সেই সমস্ত পিষ্ট পদার্থ উহারা অনায়াসে জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে কঙ্কর কি শস্যবীজ, কোন রূপে চূর্ণ ও পিষ্ট না হইলে কখনই তাহা পূর্ব্বোক্ত পক্ষীদিগের জঠরানলে জীর্ণ হইতে পারে না, অতএব পরমেশ্বর পারাবত প্রভৃতি পক্ষীদিগের উদর মধ্যে উক্ত প্রকার কৌশল সম্পাদন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন, তাহা বচনাতীত। ঐ সমস্ত পক্ষীদিগের শরীরে, জগদীশ্বর যদি এ প্রকার কৌশল প্রয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে স্তূপাকার শস্যোপরি অবস্থিতি করিয়াও উহারা আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিত। শ্যেন প্রভৃতি যে সমস্ত পক্ষী অপরাপর প্রাণীবধ করিয়া তাহার মাংসাদি ভক্ষণ করে, তাহাদিগের নখ ও চঞ্চুর এমন ভাব করিয়া দিয়াছেন যে তাহাতে করিয়া আর উহাদিগকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। উহাদিগের নখ চঞ্চু অতি সবল ও তীক্ষ্ণ এবং অস্ত্রবিশেষ। উহারা তদ্দ্বারাই আপনাদিগের ভোজ্য দ্রব্য কোমল ও পেষণ করিয়া ভক্ষণ করে।

সর্প প্রভৃতি কতিপয় উরগ শ্রেণীর গমন ব্যাপার মনে হইলে একবারে বিমোহিত হইতে হয়। অপরাপর জীব জন্তু সকল পদ দ্বারা ভ্রমণ করে, নতুবা পক্ষ দ্বারা উড্ডীয়মান হয়, কিন্তু উহাদিগের সে প্রকার কোন সহায় নাই অথচ উহারা অতি সত্বর বেগে অবলীলাক্রমে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারে। উহাদিগের শরীর এরূপ সুকৌশল বিশিষ্ট মাংসপেশীদ্বারা নির্ম্মিত যে উহারা তদ্দ্বারা ইচ্ছানুসারে আপনাদিগের শরীর সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত করিতে পারে এবং ঐরূপে উহারা অনবরত শরীর সঙ্কোচ ও বিকোচ করিয়া ইচ্ছামত সর্ব্বত্রই গমন করিতে সমর্থ হয়।

এইরূপে জগদীশ্বর কত প্রাণীতে যে কত প্রকার অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কোন্ কোন্ জীবকে যে কি কি বিশেষ সহায় প্রদান করিয়া তাহাদিগকে পরম সুখে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা কে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে! অনন্ত সৃষ্টির যে কোন দিকে দৃষ্টি পাত করা যায়, তাহাতেই তাঁহার অপর্য্যাপ্ত মহিমা সন্দর্শন করিতে পাওয়া যায়।

শুক প্রভৃতি যে সকল পক্ষী ফলাদি কঠিন দ্রব্য ভঞ্জন ও বিদারণ করিয়া ভক্ষণ করে, জগদীশ্বর তাহাদিগের চঞ্চু বড়িশবৎ বক্রাকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু অনন্ত কৌশল কর্ত্তা জগদীশ্বর যদি উহা-

দিগের চঞ্চুতে আর একটি বিশেষ কৌশল প্রকাশ না করিতেন, তবে উহাদিগের জীবন ধারণ করাই কঠিন হইত। অন্যান্য পক্ষীর ওষ্ঠ ভাগ যেমন মস্তকের অস্থির সহিত একত্র সংযুক্ত, জগদীশ্বর যদি শুক প্রভৃতির ওষ্ঠ দেশকে সেই প্রকার করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে উহারা আর কোন ক্রমে মুখ ব্যাদান করিয়া ভোজ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে শক্ত হইত না। উহাদিগের ওষ্ঠ ভাগ এত বক্র ও অধর দেশ এত [illegible] যে তাহাতে করিয়া কোন ক্রমে মুখ বিস্তার করা সাধ্য হইতে পারে না, কিন্তু জগদীশ্বর আর এক অসাধারণ কৌশল দ্বারা উক্ত কষ্টের প্রতীকার করিয়া রাখিয়াছেন; জগদীশ্বর শুকাদির উক্ত চঞ্চু ভাগ এমন এক প্রকার সূক্ষ্ম স্নায়ুদ্বারা মস্তকের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে তাহাতে করিয়া উহারা অক্লেশে ইচ্ছামত আপন অধরের উভয়কেই প্রসারণ ও সঙ্কোচন করিতে সমর্থ হয়।

কৃকলাস জন্তু তাহার নেত্র ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে পারে না বলিয়া পরমেশ্বর তাহার অঙ্গে এপ্রকার করিয়া চক্ষু সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে উহার চক্ষের অক্ষ সকল উহার মস্তকের উপরে সমুন্নত হইয়া অবস্থিত আছে, কিন্তু শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ অধিক সমুন্নত হইয়া অবস্থিত থাকে, সেই অঙ্গেই অধিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, এই জন্য দয়ার নিধান পরমেশ্বর কৃকলাসের শরীরে এক অসাধারণ কৌশল সম্পাদন করিয়া তাহার চক্ষুকে রক্ষা করিতেছেন; সচরাচর জীব জন্তুর চক্ষু যেমন উর্দ্ধাধ দুই পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, কৃকলাসের চক্ষু সেরূপ নহে উহার চক্ষু এক খানি চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত এবং সেই আচ্ছাদনের মধ্য ভাগে একটি ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দ্বারা উক্ত জন্তু সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করিয়া আপনার জীবন ক্রিয়া সমাধা করে।

এক প্রকার শম্বূকের গতিক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য পরমেশ্বর যে অসাধারণ জ্ঞান নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উক্ত জন্তুর পক্ষ পদ প্রভৃতি এপ্রকার কোন সহায় নাই যে তদবলম্বনে উহা আপনার গমন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, উহার শরীর হইতে লালাবৎ এক প্রকার রস নির্গত হয়, উক্ত শম্বূক সেই রস বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ও তৃণ পুষ্পাদিতে সংলগ্ন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমন করে। উক্ত জন্তুর দেহ হইতে যদি ঐ প্রকার রস নির্গত না হইত, তবে উহা আর কোন প্রকারে এক স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্ত হইতে পারিত না এবং সুতরাং আহারাভাবে উহার জীবন নষ্ট হইত। অতএব জগদীশ্বর যে কেবল উহার প্রাণ রক্ষা ও সুখ সাধনের নিমিত্ত উহার শরীরে এপ্রকার বিশেষ কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে যে প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রদান করিয়া অবনীমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত উহাদের যে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, ইহাতে যদি মনুষ্য জাতি অপরাপর জীব জন্তুর ন্যায় বুদ্ধিবিহীন হইত, তাহা হইলে উহাদিগের কোন ক্রমে এ পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা সম্ভব হইত না। অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় মনুষ্য জাতির পক্ষ লোমাদি শীত নিবারক কোন প্রকার গাত্রাচ্ছাদন নাই এবং শত্রু নিবারণোপযোগী নখ শৃঙ্গ প্রভৃতি কোনরূপ সহায়ও নাই। অপরাপর জীব জন্তু যে প্রকার স্বভাবজাত ফল মূল ও তৃণ শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে এবং তরুমূল, গিরি গহ্বর ও বন কি বিবর প্রভৃতি স্থানে অধিবাস করিয়া জীবন ক্ষেপণ করিতে পারে, মনুষ্য জাতি সে প্রকার কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং পরম করুণাকর বিশ্বপিতা উহাদিগকে উপায়ান্তর প্রদান না করিলে, উহাদিগকে শীতবাতে কম্পিত হইতে হইত, প্রখর সূর্য্য উত্তাপে দগ্ধ হইয়া হত-জীবন হইতে হইত, লক্ষ লক্ষ হিংস্র জন্তুর করাল গ্রাসে মুহুর্মুহু পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইত, এবং প্রয়োজনীয় অন্ন পান প্রাপ্ত না হইয়া কখন কখ

ক্ষুৎ পিপাসায় জীবন ত্যাগ করিতে হইত। পৃথিবী মণ্ডলে যে মনুষ্য জাতির কত প্রকার ক্লেশের কারণ বিদ্যমান আছে, এবং তাহার যে কত অসংখ্য শত্রু পদে পদে বিচরণ করিতেছে, তাহা কাহার সাধ্য যে বর্ণন করিয়া শেষ করে, কিন্তু জগদীশ্বর উহাদিগকে এক বুদ্ধি প্রদান করিয়া সে সমস্ত দুঃখেরই প্রতীকার করিয়াছেন। বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্য সুচারু বস্ত্র বয়ন করিয়া উৎকৃষ্টরূপে আপনার গাত্রাচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া হিমঋতুর উৎকট শীত জনিত বিষম যন্ত্রণা নিবারণ করিতেছে, সুরম্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া নিদাঘ কালের প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণের অসহ্য ক্লেশ হইতে নিস্তার পাইতেছে এবং বর্ষার বাত বৃষ্টি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্য বিস্তীর্ণ সাগর মধ্যে ভাসমান হইয়াও ক্ষুধার সময় আপনার ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং জল শূন্য মরু ভূমির মধ্যস্থলে নিপতিত হইয়াও তৃষ্ণা কালে সুশীতল জল পান করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে। বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য মহাবল সিংহকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এবং অতিকায় মাতঙ্গকে আপনার অধীন করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিতেছে। বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য সম্বৎসরের পথ হইতে সদ্য সম্বাদ প্রাপ্ত হইতেছে এবং একমাসের পথ এক দিবসের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য সুগম্ভীর ভূগর্ভ মধ্যে অবতরণ করিয়া তত্রস্থ নানা রত্ন উদ্ধার করিতেছে এবং বুদ্ধি প্রভাবে ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া পক্ষির ন্যায় শূন্য পথে উড্ডীয়মান হইয়া তথাকার সকল শোভা সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইতেছে। এক বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্য যে কত সম্ভাবিত বিপদ নিরাকরণ করিয়া সর্ব্বদা আত্ম রক্ষা করিতেছে এবং কত শত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া অনুপম সুখের অধিকারী হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। কেবল এক বুদ্ধি প্রভাবেই মনুষ্য জাতি বিশ্বরচয়িতা আদি কারণের জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছে। অতএব জগদীশ্বরের কৌশল ও মহিমার বিষয় স্মরণ হইলে মনুষ্যকেই অধিক কৃতজ্ঞ হইতে হয়।

অয়স্কান্তমণি

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা চুম্বক লৌহকেই অয়স্কান্ত মণি বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। এই চুম্বক মণি কত দিন অবধি যে এ দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

চুম্বক স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক চুম্বক এক প্রকার লৌহ বিশেষ এবং তাহা অনেকানেক দেশেই লৌহ খনির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার মধ্যে নারওয়ে দেশে এবং এলবা উপদ্বীপ ও ভারতবর্ষের লৌহখনির মধ্যেই উৎকৃষ্ট চুম্বক সকল উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত চুম্বক ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণ এবং অধিক কঠিন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক লোহদিগকে খনির মধ্য হইতে ঐ প্রকার স্বাভাবিক চুম্বক আনয়ন করিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইত, কিন্তু যদবধি কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি কাহাকেও আর চুম্বক মণির জন্য সে প্রকার পরিশ্রম করিতে হয় না, এবং ঐ রাশি রাশি কৃত্রিম চুম্বকের দ্বারা সকলের সর্ব্ব প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কেবল কৌতূহলের জন্য কেহ কেহ দুই এক খণ্ড স্বাভাবিক চুম্বক রাখে।

কৃত্রিম চুম্বক কাহাকে বলে, পশ্চাৎ লিখিত হইবে। চুম্বকের আকর্ষণ, দিগ্দর্শন প্রভৃতি যে কয়েক গুণ আছে, পশ্চাৎ এক এক করিয়া তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

চুম্বকের আকর্ষণ। চুম্বক, লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লৌহকেই অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বক এবং লৌহ এই উভয় পদার্থের মধ্যে অপর কোন বস্তু ব্যবধান থাকিলেও চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে।

" যদি এক খণ্ড কাগজের উপর একটি লৌহ ময় সূচী রক্ষা করিয়া সেই কাগজের

নিম্নে চুম্বক মণি ধরা যায়, তবে তখনি দৃষ্ট হয় যে, যে দিকে সেই চুম্বককে লইয়া যাওয়া যায় কাগজের উপরিস্থিত সূচীও অমনি সেই দিকে গমন করিতে থাকে। এইরূপ কাচাদি অন্যান্য পদার্থ ব্যবধান থাকিলেও চুম্বকের আকর্ষণের প্রতি কোন ব্যাঘাত জন্মে না। চুম্বক ও লৌহের মধ্যে যে কোন পদার্থ ব্যবধান থাকুক, চুম্বক লৌহকে যথানিয়মে আকর্ষণ করিবেই করিবে।

চুম্বক মণির এই আকর্ষণ শক্তি সহকারে পূর্ব্বকালে অনেকে অনেক প্রকার কুহক ক্রীড়া দ্বারা লোকদিগকে বিস্ময়াপন্ন ও বিমোহিত করিত। অনেকে একটি ক্ষুদ্র মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা যথানিয়মে বর্ণ যোজনা পূর্ব্বক ব্যক্তি বিশেষের নাম লেখাইয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিত। ঐ কৃত্রিম মনুষ্যের হস্তে একটি লৌহমুখ লেখনী অর্পণ করিয়া যে কাষ্ঠ ফলকে নাম লিখিতে হইবেক, তাহার নিম্নে কোন ব্যক্তি গোপন ভাবে অবস্থিতি করিত এবং তথা হইতে সে, চুম্বক মণির সঞ্চালন দ্বারা সেই কাষ্ঠ ফলকের নিম্ন ভাগে যথা প্রয়োজন বর্ণ বিন্যাস করত ঐ পুত্তলিকা দ্বারা উল্লিখিত নাম সমাধা করাইত।"

কেহ কেহ কোন কৃত্রিম রাজহংস নির্ম্মাণ করিয়া গূঢ়রূপে তাহার মস্তকের মধ্যে লৌহ রাখিয়া দিত এবং কোন দণ্ডাগ্রভাগে গোপনে চুম্বক মণি প্রবিষ্ট করিয়া সেই হংসের সম্মুখে ঐ দণ্ড ধারণ করিত, পরিশেষে যে দিকে সেই দণ্ড লইয়া যাইত, হংসও তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত, যখন ঐ দণ্ডের অগ্রভাগে মৎস্যাদি কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দিত, তখন দেখিতে আরও আশ্চর্য্য বোধ হইত।

কেহবা কোন কৃত্রিম মৎস্যের মুখমধ্যে এক খণ্ড চুম্বক মণি নিবিষ্ট করিয়া তাহাকে জল মধ্যে নিক্ষেপ করিত, পরে সেই জলে কোন আমিষময় লৌহ বড়িশ মগ্ন করিলে, সহজেই আকর্ষণ শক্তি সহকারে সেই মৎস্য-মুখ-মধ্যস্থিত চুম্বক ও আমিষান্তর্গত লৌহ বড়িশ উভয়েই একত্র সংযুক্ত হইত এবং তদ্দৃষ্টে সামান্য লোকে অনায়াসেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। পূর্ব্বকালীন মনুষ্যেরা এইরূপে চুম্বক দ্বারা নানা প্রকার কুহক ও কৌতুক করিয়া কাল হরণ করিত কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল তাহাদিগের আমোদই সম্পন্ন হইত; অন্য কোন বিশেষ উপকার দর্শিত না। হস্তিনা পুরে যে শূন্যে সিংহাসন থাকিবার প্রবাদ আছে, তাহাও বোধ হয় এই চুম্বক মণি দ্বারা হইয়া থাকিবেক।

কত পরিমাণের চুম্বক মণি কত দূর হইতে যে কত বৃহৎ লৌহাদি পদার্থকে আকর্ষণ করিতে পারে পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া সে বিষয় স্থির করিয়া গিয়াছেন। মুসে ব্রোক সাহেব দেখিয়াছেন, যে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণের চুম্বক এক অঙ্গুলি পরিমিত দূর হইতে ১৮ রতি লৌহ আকর্ষণ করিতে পারে এবং ছয় অঙ্গুলি দূর হইতে তিন রতি মাত্র আকর্ষণ করে। ইহাতে তিনি স্থির করিয়াছেন যে, লৌহ চুম্বকের নিকট হইতে যত দূরে অবস্থিতি করে, চুম্বক তাহাকে তত অল্প তেজে আকর্ষণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এক অঙ্গুলি-দূরস্থিত লৌহ খণ্ডকে যত আকর্ষণ করে, তাহার দুই অঙ্গুলি দূরস্থ লৌহকে তাহার অর্দ্ধেক আকর্ষণ করে, এবং তিন অঙ্গুলি দূরস্থিত লৌহকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ আকর্ষণ করিয়া থাকে ইত্যাদি। ইহা কেবল পরীক্ষার অধীন রহিয়াছে। ইচ্ছা হইলে মুসে ব্রোক সাহেবের এই পরীক্ষা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে পারেন।

চুম্বক মণির উৎপাদিকা শক্তি। এই গুণের তাৎপর্য্য এই যে স্বাভাবিক চুম্বক দ্বারা ইতর লৌহও চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে। এই প্রস্তুত করা চুম্বককে কৃত্রিম চুম্বক কহে। কৃত্রিম চুম্বকের গুণের সহিত স্বাভাবিক চুম্বকের গুণের কিছু মাত্র ইতরবিশেষ নাই। যে লৌহ অধিক কঠিন নহে, তাহাতেই শীঘ্র চুম্বকের গুণ বর্ত্তে, কিন্তু শীঘ্রই আবার তাহার গুণ অন্তর্হিত হয়।

ইতর লৌহকে চুম্বক করণের পদ্ধতি। এক খণ্ড চুম্বক লইয়া সূচী, ছুরিকা, কর্ত্তনিকা প্রভৃতি কোন প্রকার লৌহময় পদার্থে কিঞ্চিৎ কাল ঘর্ষণ করিলেই ঐ সূচী প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ চুম্বক লৌহের ন্যায় অপর লৌহকে আকর্ষণ করে।

স্বাভাবিক চুম্বকের ঘর্ষণ ভিন্ন অন্য প্রকারেও ইতর লৌহকে চুম্বক করা যাইতে পারে। কোন লৌহদণ্ড সুদীর্ঘ কাল উর্দ্ধ ভাবে অবস্থিত থাকিলে, তাহাতেও চুম্বকের গুণ বর্ত্তে। এই হেতু অতি প্রাচীন গবাক্ষ দ্বারের লৌহ দণ্ডাদিতে চুম্বকের গুণ দৃষ্ট হয়। যদি অন্য প্রকার লৌহ শলাকা সুদীর্ঘ কাল ঐরূপ সমান ভাবে স্থিত থাকে, তবে তাহাও চুম্বক হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বদা সমধিক উত্তাপ লাগিলে আর সে চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয় না। যদি উষ্ণ লৌহকে জলে মগ্ন করিয়া শীতল করা যায়, আর তাহা সরল ভাবে অবস্থিত থাকে, তবে তাহাতেও চুম্বকের ধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইতে পারে।

অতি প্রাচীন গবাক্ষ দ্বারের লৌহদণ্ডে কোন সূচী ঘর্ষণ করিলে, সে সূচীও চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে।

বৈদ্যুতিক পদার্থ দ্বারা ইতর লৌহ অতি সহজেই চুম্বকের গুণ ধারণ করে। কোন লৌহ দণ্ডে বজ্রাঘাত হইলে পর তাহাতে চুম্বকের ধর্ম্ম উপস্থিত হয় এবং তাহা অপর লৌহকে আকর্ষণ করে। ফলতঃ চুম্বক, বিদ্যুৎ এবং তেজ এই সমস্ত পদার্থের পরস্পর অতিশয় নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

চুম্বক এবং লৌহ এ উভয় পদার্থই উভয়কে আকর্ষণ করিতে পারে। কোন মানদণ্ডের এক দিকে লৌহ খণ্ড রাখিয়া অপরদিকে অন্য পদার্থ স্থাপন দ্বারা সমতুল করত তাহার নিম্নে চুম্বক ধারণ করিলে যেমন সেই লৌহের দিক অবনত হয়, সেই প্রকার মান-দণ্ডের এক দিকে চুম্বক রক্ষা করিয়া তাহার নিম্ন দেশে লৌহ ধারণ করিলেও সেই চুম্বকের দিক অবনত হয়। রজ্জুতে চুম্বক লম্বমান করিয়া তাহার নিকট লৌহ আনিলে সেই লৌহ ঐ চুম্বককে আকর্ষণ করিবেক। এবং চুম্বক ও লৌহ উভয়কে উভয় রজ্জুতে লম্বিত করিয়া নিকট বর্ত্তী করিলে, উভয়েই উভয়কে আকর্ষণ করত মধ্য স্থলে আসিয়া একত্রিত হয়।

বৃহৎ চুম্বক ক্ষুদ্র লৌহকে আকর্ষণ করে এবং বৃহৎ লৌহ ক্ষুদ্র চুম্বককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বক ও লৌহ এই উভয়ের মধ্যে যখন যাহার পরিমাণ অধিক হয় সেই তখন আকর্ষক হইয়া থাকে।

চুম্বককে অগ্নিতে অত্যন্ত উষ্ণ করিলে তাহার আর আকর্ষণাদি কোন গুণই থাকে না।

দিগ্‌দর্শন। দিগ্‌দর্শন চুম্বকের এক অদ্ভুত শক্তি। চুম্বক-শলাকার এক প্রান্ত স্বভাবত উত্তরাভিমুখে ও অন্য প্রান্ত দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করে, কদাপি অন্য কোন দিকে থাকে না। চেষ্টা করিয়া ফিরাইয়া দিলেও ক্রমে ক্রমে আবার ঐ উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া স্থির হয়। শলাকার যে দিক নিরন্তর উত্তরাভিমুখে স্থিতি করে, তাহাকে চুম্বকের উত্তর মুখ কহে, এবং অপরদিকের নাম দক্ষিণ মুখ কহিয়া থাকে। এই উত্তর মুখ কদাপি দক্ষিণাভিমুখ হয় না এবং দক্ষিণও কখন উত্তরাস্যে স্থিতি করে না, ঐ উভয় মুখ অনবরত যথাযোগ্য দিকেই স্থিতি করে।

চুম্বকের যত গুণ আছে তন্মধ্যে দিগ্‌দর্শন গুণদ্বারাই সংসারের বিশেষ উপকার দর্শিতেছে। ইহার এই শক্তি যে মনুষ্য জাতির কি পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না।

চুম্বকের এই গুণ যে পর্য্যন্ত মনুষ্য সমাজে অপ্রকাশিত ছিল, সে পর্য্যন্ত কত বিষয়েরই যে ত্রুটি ছিল, কত লোকের কত কত আশা যে অপূর্ণ ছিল এবং মনুষ্যেরা যে কত সুখে বঞ্চিত ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। বাণিজ্যের পথ কোন মতেই প্রশস্ত হইবার উপায় ছিল না, নাবিকগণের নিঃশঙ্কে সমুদ্র গমন করিবার সাধ্য হইত না

এবং জ্ঞানানুরাগী ভ্রমণ কারিরাও অক্লেশে দেশ দেশান্তর গমন করিতে শক্ত হইতেন না, সুতরাং এক্ষণকার মত কাহারও দেশ পর্য্যটন দ্বারা বিবিধ বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইবার সাধ্য হইত না, । ভ্রমণ করিয়া পদব্রজে অতি কষ্টে যৎ কিঞ্চিৎ স্থান পর্য্যটন করিয়াই শ্রান্ত হইতেন, নাবিক গণের মধ্যেও যাহারা প্রয়োজন বশতঃ কথন কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রে যাত্রা করিত, তাহারাও নক্ষত্র দ্বারা দিক্ নিরূপণ করিতে করিতে মেঘাদি প্রতিবন্ধক হেতু সর্ব্বদা মহাবিপদে পতিত হইত, সুতরাং বিস্তৃত বাণিজ্যের অভাবে মনুষ্যজাতিকে কেবল স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যাদি অবলম্বন দ্বারা জীবন যাপন করিয়া নানা ক্লেশে কাল ক্ষেপ করিতে হইত। চুম্বক মণির এই দিগ্দর্শন শক্তি প্রকাশ না পাইলে, কোথায় বা কলম্বসের আমেরিকায় গমন, কোথায় বা নানা দেশে নানা বিদ্যার প্রচার এবং কোথায় বা সংসারের মধ্যে এ বাণিজ্য বিস্তার থাকিত। অতএব যে চুম্বক মণির দ্বারা আমাদিগের এত কষ্ট নিবারণ, এত বিপদ নিরাকরণ ও এত অশেষ প্রকার সুখ সাধন হইয়াছে, যিনি আমাদিগের মঙ্গল উদ্দেশে সেই অয়স্কান্ত মণির সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারই মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

অনেকে স্থির করিয়াছেন, প্রথমে চীন দেশে চুম্বকের এই দিগ্দর্শন গুণ প্রকাশ পায়, ঐ প্রকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে অন্যূন ২৯০০ বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশীয় লোকে চুম্বকের ঐ অসাধারণ গুণ অবগত ছিল। মারকো পোলো নামক এক ব্যক্তি চীন দেশে ভ্রমণান্তে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই প্রথমতঃ ইয়ুরোপ দেশে চুম্বকের ঐ শক্তি প্রকাশ করেন।

চুম্বকের এই দিগ্দর্শন গুণ কৃত্রিম চুম্বকেও বর্ত্তে। লৌহময় সূচীর উপর চুম্বক ঘর্ষণ করিয়া তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলে তাহার এক প্রান্ত উত্তর আর এক প্রান্ত দক্ষিণাভিমুখ হয়। কতক গুলি ঐরূপ সূচী চুম্বকে ঘর্ষণ করিয়া প্রত্যেককে এক এক খণ্ড শোলার মধ্যে বিদ্ধ করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেও সমস্ত সূচী উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অবস্থিতি করে।

সমুদ্র মধ্যে দৈবাৎ জাহাজের কম্পাস নষ্ট হইলে ঐ রূপ সূচী দ্বারা দিগ্ নির্ণয় হয়।

যদি এক খণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মুখ অপর খণ্ডের উত্তর মুখে সংলগ্ন করা যায়, তবে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে। কিন্তু উত্তর মুখে উত্তর মুখ কি দক্ষিণ মুখে দক্ষিণ মুখ একত্র সংযুক্ত হইলে পরস্পর কেহ কাহাকে আকর্ষণ করে না, তাহারা উভয়েই উভয়কে দূরে বিক্ষেপ করে। এই পরীক্ষা দ্বারা অনেক সময় দিগ্দর্শন শলাকার উত্তর দক্ষিণ মুখের নির্ণয় হয়।

কোন লৌহময় সূচীকে চুম্বকে ঘর্ষণ পূর্ব্বক শোলার মধ্যে প্রবিষ্ট করত জলেতে ভাসমান করিয়া যদি তাহার উত্তর মুখের নিকট কোন চুম্বকের দক্ষিণ ভাগ ধরা যায় তবে সূচী আসিয়া চুম্বকে সংলগ্ন হয়, আর যদি উত্তর মুখের নিকট চুম্বকের উত্তর মুখ ধরা যায় তবে সে শোলা চুম্বক হইতে দূরে প্রস্থান করে।

চারি পাঁচটা সূচীকে চুম্বকে ঘর্ষণ করিয়া পরস্পর উত্তর ও দক্ষিণ মুখে সংযুক্ত করত রজ্জুর মত ঝুলান যায়।

চুম্বকলৌহের উভয় অগ্রভাগ ভিন্ন, মধ্য দেশে কোন আকর্ষণশক্তি দৃষ্ট হয় না। কোন কাগজের উপর যদি কতক গুলি লৌহচূর্ণ বিস্তৃত করিয়া তাহার নীচে চুম্বক ধরা যায়, তবে লৌহ চূর্ণ ক্রমে বিভক্ত হইয়া ঐ চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকে গিয়া রাশীকৃত হইতে থাকে। মধ্য স্থানে কিছু মাত্র থাকে না।

চুম্বক যদি অতি দীর্ঘ কাল অধিক অপরিষ্কৃত লৌহের নিকট থাকে, তবে তাহার দিগ্দর্শন শক্তির অনেক হানি হয়, কখন কখন এক কালে নষ্টও হয়।

দিগ্দর্শন শলাকার উভয় অগ্রভাগ নিরন্তরই উত্তর ও দক্ষিণাভি মুখে অবস্থিতি করে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। দিগ্দর্শন শক্তির এই ব্যতিক্রম ঘটনা প্রথমতঃ কলম্বস সাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি

যে যাত্রায় আমিরিকা প্রকাশ করেন, সেই যাত্রাতে তাঁহার জাহাজের কম্পাসে এই ব্যতিক্রম দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহাতে দিগ্নির্ণয় করণের পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। প্রত্যহ মধ্যাহ্ন কালে কম্পাসের এই ব্যতিক্রম দশা উপস্থিত হইবার বিষয় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এক প্রকার ব্যতিক্রম ঘটেনা, কোন কোন স্থানে শলাকার উত্তর মুখ কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে বক্র হয়, কখন বা পূর্ব্ব দিকেও কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকে। অতএব কোন্ কারণ বশতঃ যে চুম্বকের কোন্ কার্য্য ঘটিয়া থাকে, তাহা অদ্যাবধি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই, যত কাল অতীত হইবে, ততই সকল বিষয়ের সত্য প্রকাশ ও কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকিবেক। এক্ষণে অনেক বিষয়ই পরীক্ষার অধীন রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতি পূর্ব্বে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা প্রচারিত হইয়া অবধি ঐ প্রস্তাব লক্ষ্য হিন্দু সমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত ও প্রধান বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে অনেকে উক্ত বিষয় অপ্রচলিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এক এক পুস্তক প্রচার করিয়া তাঁহার ঐ মতে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল আপত্তি যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংপ্রতি ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় এক পুস্তক প্রকটন করিয়া প্রতিবাদীদের সমুদয় পুস্তকের একত্র উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার ঐ দ্বিতীয় পুস্তক এত বিস্তৃত যে তাহা প্রথম পুস্তকের ন্যায় এক মাসের পত্রিকায় আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব হয় না। মাসে মাসে উদ্ধৃত করিতে হইলেও, ছয়মাসেও শেষ হয় না কিন্তু যখন ঐ পুস্তক সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা হইতেছে, তখন আমাদিগের পাঠক বর্গও উহা দেখিতে ও পাঠ করিতে পাইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। এস্থলে কেবল উপক্রম ও উপসংহার মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তন্মধ্যে উপক্রমভাগ পাঠ করিলে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিচার প্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। তাঁহারা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে সবিশেষ মনোযোগী না হইয়া অমূলক আপত্তি উপস্থিত করিতেই উদ্যত থাকেন। আর দেশাচার ও কুসংস্কার যে এতদ্দেশের কিরূপ ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, ঐ পুস্তকের উপসংহার-ভাগে তাহা সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবৃত্তি করিলে, পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়।

বিধবা স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ নিরবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারেও সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া অবধারিত হইল। অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ও ঘোরতর পাতক রাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপক্রম ভাগ।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এই প্রস্তাব যৎ কালে প্রথম প্রচারিত হয় তৎকালে আমার এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা পুস্তকের নাম শ্রবণ ও উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন আস্থা বা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ ও পাঠ করিবেন না সুতরাং পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছি সে সমুদায় নিতান্ত ব্যর্থ হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুস্তক প্রচারিত হইবা মাত্র লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সপ্তাহের অনধিককাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া আমি আর তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করি। তাহারও অধিকাংশই অনধিক দিবসে বিশেষ ব্যগ্রতা

প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিগৃহীত হয়। যখন এরূপ গুরুতর আগ্রহ সহকারে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে তখন এই প্রস্তাবের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম আমার সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আহ্লাদের বিষয় এই যে কি বিষয়ী কি শাস্ত্রব্যবসায়ী অনেকেই অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও যত্ন স্বীকার করিলেন ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। বিশেষতঃ উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই পদ বিভব ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে এতদ্দেশে প্রধান বলিয়া গণ্য। যখন এই প্রস্তাব প্রধান প্রধান লোকদিগের পাঠযোগ্য বিচারযোগ্য ও উত্তরদানযোগ্য হইয়াছে তখন ইহা অপেক্ষা আমার ও আমার ক্ষুদ্র প্রস্তাবের পক্ষে অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আর কি ঘটিতে পারে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যে সকল মহাশয়েরা উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি প্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপ অবগত নহেন। কেহ কেহ বিধবাবিবাহ শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়াছেন এবং বিচারকালে ধৈর্য্যলোপ হইলে তত্ত্বনির্ণয়কল্পে যে অল্প দৃষ্টি থাকে অনেকের উত্তরেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যথার্থ অযথার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অভিপ্রায়ে তদ্রূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা এক প্রকার সফল হইয়াছে বলিতে হইবেক। যেহেতু এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকেই শাস্ত্রজ্ঞ নহেন সুতরাং শাস্ত্রীয় কথা উপলক্ষে দুই পক্ষে বিচার উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষীয় প্রমাণ প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করিয়া তথ্যাতথ্য নির্ণয়েও সমর্থ নহেন। তাঁহারা যে কোন প্রকার আপত্তি দেখিলেই সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ অনেকেই আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন পরে কয়েকটী আপত্তি দর্শন করিয়াই ঐ বিষয়কে একবারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। অধিকন্তু বিষয়ী লোকেরা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন সুতরাং সংস্কৃত বচনের স্বয়ং অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের বোধার্থে ভাষায় অর্থ লিখিয়া দিতে হয়; সেই অর্থের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সুযোগ দেখিয়া অনেক মহাশয়েই অভিপ্রেত অর্থ সাধনার্থে অনেক স্থলেই স্বধৃত বচনের বিপরীত অর্থ লিখিয়াছেন। এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকেরাও তাঁহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাদৃশ পাঠকবর্গকে দোষ দিতে পারা যায় না কারণ কোন ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ছল ও কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক স্ববিবেচনার বিপরীত ব্যাখ্যা লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে অনায়াসে ও অক্ষুব্ধ চিত্তে প্রচার করিবেন কেহ আপাততঃ এরূপ বোধ করিতে পারেন না।

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এ দেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ ইহা পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না। যাহা হউক সকলের এক প্রকার প্রবৃত্তি নহে সুতরাং সকলেই এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য প্রবৃত্তিভেদের প্রধান কারণ কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রণালী ভেদ অবলম্বন না করিয়া যেরূপ বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহার উত্তরে যে পরিমাণে পরিহাসবাক্য

ও কটূক্তি আছে তাঁহার উত্তর সেই পরিমাণে পাঠকের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। অনেকের এতাদৃশ উত্তর দান প্রণালী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল; কিন্তু একটী উত্তর পাঠ করিয়া আমার সকল ক্ষোভ একবারে দূরীকৃত হইয়াছে। উল্লিখিত উত্তরে লেখকের নাম নাই; এক জন ঐ উত্তর লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই বর বয়সে বৃদ্ধ ও সর্ব্বত্র প্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও উত্তর পুস্তকের মধ্যে মধ্যে উপহাস রসিকতা ও কটূক্তি প্রগল্ভতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাস বাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এ দেশে বিজ্ঞের লক্ষণ। অবিজ্ঞের লক্ষণ হইলে যাঁহাকে দেশশুদ্ধ লোকে একবাক্য হইয়া সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া গণনা করে সেই মহানুভব বৃদ্ধ মহাশয় কখন ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না।

কিন্তু যিনি যে প্রণালীতে উত্তর প্রদান করুন না কেন আমি উত্তর দাতা মহাশয়দিগের সকলের নিকটেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত স্বীকার করিতেছি এবং তাঁহাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উত্তর দানে প্রবৃত্ত না হইলে সর্ব্বত্র ইহাই প্রতীয়মান হইত এতদ্দেশীয় পণ্ডিত ও প্রধান মহাশয়েরা প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরদান দ্বারা অস্পষ্ট ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইয়াছে যে এই প্রস্তাব এরূপ নহে যে একবারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আমি কত ক্ষোভ পাইতাম বলিতে পারি না। তাঁহারা আমার লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যতঃ নানা ব্যক্তিতে নানা প্রণালীতে যত দূর পারেন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তখন বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা পক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে বলিতে হইবেক। এক্ষণে সেই কয়েকটী আপত্তির মীমাংসা হইলেই কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কি না সে বিষয়ের সকল সংশয় নিরাকরণ হইতে পারিবেক।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্ব স্ব উত্তর পুস্তকে বিস্তর কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সকল কথাই প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী নহে। যে সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী বোধ হইয়াছে সেই সকল কথার যথাশক্তি প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি এই প্রত্যুত্তর প্রদান বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই তাঁহারা যেন অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিবিষ্ট চিত্তে এই প্রত্যুত্তর পুস্তক অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও সকল শ্রম সফল হইবেক।

উপসংহার ভাগ

দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয় তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে ইহা বোধ করি চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব হে পাঠক মহাশয়বর্গ আপনারা অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন যে এমত স্থলে দেশাচারের দাস হইয়া শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য

বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে আমাদিগের দেশের আচার এক বারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না যে সৃষ্টিকালাবধি আমাদিগের দেশে আচার পরিবর্ত্ত হয় নাই এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদিগের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে এ দেশে চারিবর্ণের যেরূপ আচার ছিল এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ ক্রমে ক্রমে আচারের এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন লোকদিগের সন্তান পরম্পরা এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের দেশের আচারের কত পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে শূদ্রের অপরাধের সীমা থাকিত না এক্ষণে সেই শূদ্র উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন ব্রাহ্মণেরা সেবাপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায় সেই শূদ্রাধিষ্ঠিত উচ্চ আসনের নিম্ন দেশে উপবেশন করেন*।

আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে অতি অল্পকালের মধ্যেও দেশাচারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। দেখুন রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি একমাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। যাঁহারা নূতন আচার অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন তাঁহাদিগকে আপনারা দেশাচারপরিত্যাগী সদাচারপরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না। দত্তক চন্দ্রিকা গ্রন্থ† প্রচার হইবার পর

---

* এই আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ শূদ্র ও ব্রাহ্মণেরাই এই আচার অবলম্বন করিয়াছেন এমত নহে যে সকল শূদ্র ও ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারাও অক্ষুব্ধচিত্তে ও অবিকৃতশরীরে এই আচারানুসারে চলিয়া থাকেন।

মনু কহিয়াছেন

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ। কট্যাং
কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥ ৮। ২৮১

যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এক আসনে উপবেশন করে তাহা হইলে তাহার কটিতে [তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা] চিহ্ন করিয়া দিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেক অথবা কটি ছেদন করিয়া দিবেক।

† দত্তকচন্দ্রিকার ব্যবস্থানুসারে [illegible] করা [illegible] এই দত্তকচন্দ্রিকাগ্রন্থ কুবের নামক প্রাচীন গ্রন্থকারের রচিত বলিয়া প্রচলিত। স্মৃতিচন্দ্রিকা নামে এক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থ আছে তাহা এক কুবেরের সঙ্কলিত; দত্তকচন্দ্রিকা বাস্তবিক কুবেরের রচিত হইলে অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে, দত্তকচন্দ্রিকার বয়ঃক্রম অদ্যাপি একশত বৎসর হয় নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কুবেরের নাম দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। স্বনামে প্রচার না করিয়া কুবেরকৃত বলিয়া পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে স্বনামে প্রচার করিলে দত্তকচন্দ্রিকা নূতন গ্রন্থ বলিয়া সেরূপ আদরণীয় হইত না। সুতরাং কয়েকটী নূতন ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা সফল হইত না। দত্তকচন্দ্রিকার আরম্ভে লিখিত আছে;

ব্যাখ্যাবিধানবিধুরেষু নিবন্ধমার্গে-
মুক্তোদশকাপি মযা স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্।
কল্যোদ্ভবধর্মবিদর্শি বিবেচিতো যঃ
সর্ব্বঃ স চাত্র বিবৃতোভিবৃতো বিশেষাৎ॥

আমি মনুপ্রভৃতির বচন প্রমাণে স্মৃতিচন্দ্রিকাতে অষ্টাদশ বিবাদপদেরই নিরূপণ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে যে কিছু দত্তকবিধি বিবেচনা করা হয় নাই এই গ্রন্থে সে সমুদায় সবিশেষ নিরূপিত হইল।

এবং সর্ব্বশেষে নির্দ্দেশ আছে।

ইতি শ্রীকুবেরকৃতা দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্তা।
কুবেরকৃত দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্ত হইল।

এইরূপে গ্রন্থের আদ্যন্ত দেখিলে দত্তকচন্দ্রিকা কুবেররচিত বলিয়া সুতরাং প্রতীতি জন্মে। কিন্তু বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য গ্রন্থসমাপ্তি কালে কৌশল করিয়া এক শ্লোকমধ্যে আপন নাম সংগুপ্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা

র ঘৈয়া চন্দ্রিকা দত্তপক্ষতের্দর্শিকা [illegible]।
ম নোরমা সন্নিবেশরহিতাৎ ধর্ম্মতার বিঃ॥

এই মনোহারিণী চন্দ্রিকা দত্তকপথের দর্শয়িত্রী সু-

অবধি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের উপনয়নযোগ্য কাল মধ্যে ও শূদ্রের বিবাহযোগ্য কাল মধ্যে গ্রহণ করিলেই দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সকল বর্ণেরই পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া চূড়াকরণ সংস্কার না করিলে দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইত না। এই সমস্ত দেশাচার শাস্ত্রমূলক বলিয়া পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল পরে অন্য শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হওয়াতে তাহাদের পরিবর্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দেখিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্তে এই নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন তবে হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত বিরক্তি ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রস্তাবিত বিষয় পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিতেন এবং পাঁচ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালক গৃহীত হইলে দত্তক পুত্র সিদ্ধ না হইত তাহা হইলে লোকসমাজের কোন অংশে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনারা ইতিপূর্ব্বে কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্তে অপ্রচলিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয় স্পষ্ট বুঝিতেছেন তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদিগের কোন মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ দেশাচারের দোহাই দিয়া আর আপনাদিগের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে যে আপনাদিগের মধ্যে অনেকে দেশাচারশঙ্কা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না। হায় কি আক্ষেপের বিষয় দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু। দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

ধন্য রে দেশাচার তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্ ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস্ হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস্ ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের

চক্ররূপে বর্ত্তিত এবং ধর্ম্মনদীর তরঙ্গস্বরূপ।

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের আদি অক্ষর ও অন্ত অক্ষর লইয়া রঘু এবং উত্তরার্দ্ধের আদি অক্ষর ও অন্ত অক্ষর লইয়া মণি সংগ্রহ হইতেছে। এই রূপে গ্রন্থকর্ত্তা দুই অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন প্রথম গ্রন্থ প্রচলিত হওয়া দ্বিতীয় আপনি গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া। কুবেরের নাম দিয়া প্রচার করাতে দত্তকচন্দ্রিকা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসে প্রচলিত হইয়া গেল আর শেষ শ্লোকে যে কৌশল করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তিনি যে গ্রন্থকর্ত্তা তাহাও অপ্রকাশ রহিল না।

শেষ অধার্ম্মিকের শেষ ও সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে যাহারা সতত জাতিভ্রংশকর ও ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করে কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয় তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্ম লোপ হয় না। কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয় তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদির কথা দূরে থাকুক সম্ভাষণ মাত্র করিলেও সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।

হা ধর্ম্ম তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয় আর কিসে তোমার লোপ হয় তা তুমিই জান।

হা শাস্ত্র তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর ও জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছ যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে আর তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ অনুষ্ঠান দূরে থাকুক তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে নাস্তিকের শেষ অধার্ম্মিকের শেষ ও অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে এক্ষণে দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ তুমি কি হতভাগ্য। তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়! কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ আর কত কাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না যে তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন দেশাচারের অনুরক্তি পরিত্যাগ ও সর্ব্বাংশে লৌকিক রক্ষা ব্রতের উদ্যাপন করিয়া যথার্থ পথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ তাহারা দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ কিন্তু কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা

মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধ হয় না দুর্ব্বৃত্ত রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধানদোষে সংসারের কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই ধর্ম্ম নাই ন্যায় অন্যায় বিচার নাই হিতাহিত বোধ নাই সদসদ্বিবেচনা নাই কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম আর যেন সে দেশে হতভাগা স্ত্রীজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর বলিতে পারি না।

বিজ্ঞানবার্ত্তা

জ্যোতিষ

১।— ইউরোপের কএকব্যক্তি জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্প্রতি দুইটি নূতন গ্রহ ও দুইটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে পেরিস নগরস্থ হরেঞ্জো ডাএস সাহেব এবং বরলিন নগরস্থ উইন নেকী সাহেব ১৭৭৬ শকের ২ মাসে একটি ধূমকেতু প্রকাশ করেন এবং ক্লুটিজর নামক এক জন সাহেব কর্ত্তৃক ঐ শকের ৩০ বৈশাখ আর একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরন্তু পেরিস নগরস্থ মানমন্দিরাধ্যক্ষ পণ্ডিতবর চেকরনেক সাহেব গত ২৫ চৈত্র যে গ্রহটিকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম শশী গ্রহ রাখা হইয়াছে এবং ১৭৭৭ শকের ৭ বৈশাখে লুথর যে গ্রহটিকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম লিউকোশিয়া।

American Journal of Science and Arts, 1855. May and July

পদার্থবিদ্যা

১।— মেডক নামক নগরে সম্প্রতি এক প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। উহার পরিমাণ ৪।।৫ চারিমণ পঁচিশ সের এবং উহা উৎকৃষ্ট লৌহময়। উহাতে তার এবং পাত প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত লৌহের মধ্যে শতকরা ছয়ভাগ নিকেল নামক ধাতু আছে।

American Journal of Science and Arts, 1855, May.

২।— কোন কোন পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, যে বায়ুতেও চুম্বকের গুণ বিদ্যমান আছে। চুম্বক যে প্রকার লৌহাদি ধাতুকে আকর্ষণ করিতে পারে, বায়ুর অন্তর্ভূত অক্সিজেন নামক বাষ্পেরও সেই প্রকার আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে।

American Journal of Science and Arts, 1855, July

চিকিৎসাবিদ্যা

১।— বায়ুতে ওজন নামক এক প্রকার পদার্থ বিদ্যমান আছে। উলফবরণ, ডি, বেকেল এবং সাইমোনিন নামক পণ্ডিতেরা ঐ পদার্থের বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, যে দেশে যে সময়ে বায়ু প্রায় উক্ত পদার্থ শূন্য হয়, তৎকালে সেই দেশে ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যখন বায়ুতে উক্ত পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে, তখন এক প্রকার উদরের বেদনা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

American Journal of Science and Arts, 1855, July.

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১।— ইটালিরাজ্যের অন্তঃপাতী মোদেনা নামক নগরে ভূমি খনন করিতে করিতে কএকটি আশ্চর্য্য বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত নগরের চতুর্দ্দিকে দুইক্রোশের মধ্যে কোন স্থল খনন করিলে তাহার ৪০।৪২ হস্ত ভূমির নিম্নে চাখড়ির স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, অনন্তর তিন চারি হাত দীর্ঘ বেধনিকা অস্ত্র দ্বারা সেই স্তর বিদ্ধ করিয়া ঐ অস্ত্র উত্তোলন করিবামাত্রই উক্ত ছিদ্র হইতে প্রকাণ্ড উৎসের ন্যায় অতিস্থূল জলধারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা সেই খাত অবিলম্বেই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। উক্ত সুনির্ম্মল উৎসজল প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালের অনাবৃষ্টিতেও শুষ্ক হয় না। মোদেনা নগরস্থ লোকে অক্লেশে উক্ত প্রকার প্রণালী ক্রমে কূপাদি খ-

নন করিয়া অবিচ্ছেদে চিরদিন উৎকৃষ্ট জল প্রাপ্ত হইতেছে। উক্ত নগরের এক স্থানে ৯॥ হস্ত ভূমির নিম্নে এক পুরাতন নগরের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, খনন করিয়া মৃত্তিকার নিম্ন স্থানে স্থানে ঐ পুরাতন নগরের অট্টালিকা, পাকা পথ ও ইষ্টক নির্ম্মিত অন্যান্য নানা প্রকার গৃহাদির ভগ্নাংশ সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্তরে ঐ নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই স্তরের নিম্নভাগে পুনর্ব্বার আর একটি মৃত্তিকার স্তর দৃষ্ট হইয়াছে এবং এক এক স্থানে ১৬৷১৭ হস্ত ভূমির নীচে আখ্রোট ফলের বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে অদ্যাপি সেই সকল বৃক্ষে ফল ও পত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে; ঐ মোদেনা নগরের কোন কোন স্থানে ২৯ হস্ত ভূমির নীচে চাখড়ির স্তর বিদ্যমান আছে এবং পুনর্ব্বার তাহার নিম্ন দেশে বৃক্ষ, লতা তৃণ গুল্মাদি নানা জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ দৃষ্ট হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই সমস্ত অদ্ভুত বিষয় সন্দর্শন করিয়া এক কালে বিমোহিত হইয়াছেন।

Literary Gazette 15th Oct. 1855

২।— সম্প্রতি বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় গিরি হইতে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী অনেকানেক গ্রাম, নগর ও জীব জন্তু নষ্ট করিয়াছে। ঐ ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা নেপলস্ রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী মেলফি নামক নগর এক কালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং উহার দ্বারা মাসাড়ি সোমা নামক স্থানেরও কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে। উক্ত ঘটনায় বিসুবিয়স পর্ব্বত হইতে উপর্য্যুপরি কএক দিবস গন্ধকাদি নানা জাতীয় ধাতু প্রস্রবণ সকল প্রশস্ত আগ্নেয় নদীর ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া কালান্তক সর্পবৎ সম্মুখস্থ সমস্ত পদার্থকে গ্রাস করে এবং তথা হইতে অসংখ্য শিলা খণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপন্ন হয়। উহাতে করিয়া পর্ব্বত হইতে এত প্রভূত ধূম ধারা আকাশ পথে উত্থিত হয়, যে তদ্দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, পূর্ণিমা নিশীতেও কেহ পর্ব্বতের নিকট হইতে চন্দ্রালোক সন্দর্শন করিতে পায় নাই। পর্ব্বতোৎক্ষিপ্ত ধাতু সমূহ স্থানে স্থানে রাশীকৃত হইয়া ৬০০৷৭০০ হস্ত উচ্চ হইয়াছিল।

Athenæum, 19th May, 1855

৩।— বিজ্ঞানবিৎ তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগের আশ্চর্য্য পরিশ্রম দ্বারা এক্ষণে কত স্থানে কত প্রকার বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডি. পি. ব্লেক সাহেব আমেরিকা দেশের মধ্যে ক্যালিফর্নিয়ার নিকটবর্ত্তী কতিপয় পর্ব্বতে কতকগুলি অদ্ভুত চিহ্ন দৃষ্ট করিয়াছেন। ঐ ধাতু প্রস্রবণ সকল পর্ব্বত, সমুদ্রস্থ দ্বীপ হইতে উত্থিত হইয়া তন্নিকটস্থ অনেক স্থানে ধাবিত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকান্ত লোকে ঐ সকল প্রস্রবণকে তাহাদের প্রস্রবণ বলিয়া উল্লেখ করে। কখন কখন পাসিফিক মহাসাগরের জলেও ঐ প্রকার বিন্দুতে ভাসিতে দেখা যায়, ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে ঐ মহাসাগরের নিম্নে ঐ প্রকার ধাতুর খনি বিদ্যমান আছে নচেৎ, ঐ ধাতু স্থল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া ক্রমে সাগরে আসিয়া উপনীত হয়।

American Journal of Science and Arts, May, 1855.

প্রাণীবিদ্যা

১।— সাটিন, মখমল, শাল এবং বনাতাদি লোমজ ও পট্টজ বহু মূল্য বস্ত্র সকল দিন দিন সুমূল্য ও সুলভ হইবার উপায় হইতেছে। তিব্বত দেশে লোমশ একরূপ পশু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত পশুর লোম দ্বারাও শাল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট লোমজ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে। ঐ পশু এপর্য্যন্ত বন্যাবস্থাতেই আছে, উহাদিগকে পালন করিয়া মেষাদির ন্যায় প্রতিপালন করিবার জন্য অনেকে উদ্যোগী হইয়াছে। এক্ষণে তন্তুকীটেরও নানা প্রকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এদেশে যে কএক প্রকার রেশমের কীট দেখিতে পাওয়া যায়, উহার অধিকাংশই প্রায় শাল পত্র, বদরীপত্র এবং

তুতপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে, এক্ষণে আমিরিকা দেশীয় আর তিন প্রকার নূতন তন্তুকীট প্রকাশ পাইয়াছে, উহারা অক্রোট বৃক্ষের পত্র উইলো নামক বৃক্ষের পত্র এবং দেবদারু ও বদরী প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে।

American Journal of Science and Arts, May, 1855.

২।— ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তা জগদীশ্বর কত স্থানে যে কত প্রকার জীবের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? এক দিন এক ব্যক্তি সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্চর্য্য এক খণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে দুর্লভ রত্ন জ্ঞানে মহা হর্ষ পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিল। অনন্তর সেই প্রস্তরের অঙ্গ সংলগ্ন সমুদায় মৃত্তিকাদি মলিন পদার্থ পরিষ্কার করিয়া এক পাত্র জলেতে উহাকে নিক্ষেপ করিয়া একটি দীপের আলোক দ্বারা উহার কৌতুক পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। উক্ত দীপের আলোক দ্বারা সে ব্যক্তি দেখিল, যে ক্রমে সেই প্রস্তর খণ্ড দ্রবীভূত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে পুক্কুভুজঙ্গ ন্যায় নানাবিধ কীট উৎপন্ন হইয়া সেই পাত্রস্থ জলে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। অতএব জগদীশ্বরের জীব সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সহসা কে মনে করিতে পারে যে বিচিত্র কীট পুঞ্জ অপূর্ব্ব উজ্জ্বল রত্নরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র তটে বিরাজ করিবে।

Literary Gazette, 13th Oct., 1855.

শিল্পবিদ্যা।

১।— ফ্রান্স রাজ্যের অন্তঃপাতী কলমার নগর নিবাসী টমস নামক একজন সাহেব এক আশ্চর্য্য গণিতাঙ্কের যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত যন্ত্র দ্বারা হরণ পূরণ প্রভৃতি নানা প্রকার অঙ্ক সম্পন্ন হইতে পারে। ঐ আশ্চর্য্য যন্ত্রের অসাধারণ নৈপুণ্য হেতু টমস সাহেব ইউরোপের নানা দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত যন্ত্র পেরিসের প্রসিদ্ধ সভায় সমুপস্থিত হইবে।

American Journal of Science and Arts, May, 1855.

২।— সম্প্রতি আমিরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী নিউওরলিয়নস নামক স্থানে বেলুন যন্ত্র সম্বন্ধীয় এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। উক্ত বেলুন পাঁচ জন প্রধান আরোহী ও অপরাপর কএক জন পরিচারক লোককে গ্রহণ পূর্ব্বক গত ১৮ বৈশাখ সায়ংকালে আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইয়া ছয় ঘণ্টার মধ্যে ১৫৫ ক্রোশ পথ গমন করে। অনন্তর ফোর্টগিবনস নামক স্থানে আরোহীদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে অবতরণ করাইয়া পুনর্ব্বার অন্য দিকে যাত্রা করে। নিউওরলিয়নস নামক প্রকাশ্য পত্রে ব্যক্ত করে, যে এপর্য্যন্ত যে দেশে যিনি যতবার বেলুন যন্ত্র উড্ডীন করিয়াছেন এবারকার তুল্য কেহই কখন উক্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

Literary Gazette, 13th Oct., 1855.

৩।— কাপ্তেন ডিসনী সাহেব এক প্রকার আশ্চর্য্য যুদ্ধের অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত সাহেব এমনি এক প্রকার গোলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্য অগ্নির অপেক্ষা থাকে না এবং তাহার লক্ষ্যও কখন ব্যর্থ হয় না, কিঞ্চিৎ বারুদ ও এক প্রকার দাহ্য দ্রব পদার্থ হইলেই উক্ত গোলা দ্বারা বহু সংখ্যক শত্রু ক্ষয় করা যাইতে পারে। উক্ত সাহেব রসায়ন বিদ্যা ঘটিত আর এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সাহেব ব্যক্ত করেন যে উহার দ্বারা তিনি কিয়দ্দূর হইতে শত্রু পক্ষীয় সেনা দিগকে কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু কোন কোন বিশেষ কারণের জন্য তাঁহার উক্ত বিষয় এপর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

Literary Gazette, 13th Oct., 1855.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ৮ অগ্রহায়ণ শুক্রবার সম্বৎ ১৯১২। কলিকাতাঃ [illegible]

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৪৯ সংখ্যা
পৌষ ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প | চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরপ্রীতিই প্রকৃত সুখ।

সুখের আশা পূর্ণ করিবার জন্য পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকে ব্যস্ত রহিয়াছে এবং সুখ নিধি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষেই লোকে নানা বিষয়ে মগ্ন হইতেছে। সুখ তৃষ্ণা শান্তির উদ্দেশেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ নানা অভিলষিত উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সেবা করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং সুখের সহিত সংযুক্ত থাকিবার জন্য বিদ্যার্থী ব্যক্তি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহর্নিশ গ্রন্থ অধ্যয়নে রত রহিয়াছে। সুখ প্রাপ্ত হইবার আশাতেই শিশু সন্তান ক্রীড়াগারে গমন করিতে নিরন্তর উদ্যত হয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক যুবা পুরুষও ধনোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত থাকে।
সে সুখ সাগরে সন্তরণ করিবার অভিলাষেই শান্তিরসানুরাগী নিরীহ ব্যক্তিরা নিরন্তর নিভৃত স্থানে কাল হরণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং আনন্দের সহিত দিন যাপন করিবার মানসেই লোকানুরাগী সভ্য ব্যক্তি সতত জন সমাজে গতায়াত করিয়া থাকেন। অনবরত সুখ লাভ করিবার প্রত্যাশাতেই ভ্রমণকারী ব্যক্তিরা নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিত্য নিত্য নূতন শোভা সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং সুখের সহিত স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবার ইচ্ছাতেই গৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া গৃহাশ্রমে অবস্থিত থাকেন। কি যাত্রা মহোৎসব রাগ রঙ্গ, কি যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ড, কি কাব্য কৌতুক হাস্যালাপ, যিনি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করুন, সকলেই সেই এক সুখ উদ্দেশেতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু জগদীশ্বর মনুষ্যকে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবার জন্য মনুষ্যের মন সতত ব্যাকুল রহিয়াছে, সে পর্য্যন্ত মনুষ্য ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিতে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার সে সুখের আশা পূর্ণ হয় না। নিস্ব ব্যক্তি আপাতত মনে করিতে পারে যে প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইলেই তাহার সকল দুঃখ দূরে গমন করিবে, কিন্তু যদি তাহাকে তাহার প্রার্থনামত ধন প্রদান করিতে পারা যায়, তবে তখন সে ব্যক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পায়, যে তাহার সুখের আশা এপর্য্যন্তও পূর্ণ হয় নাই, তাহার মন পূর্ব্বেও যেরূপ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছিল, এক্ষণেও সেইরূপ জ্বলিতে লাগিল, কেবল দুঃখের প্রকার মাত্র ভেদ হইল। যাঁহারা কেবল বিষয় ভোগ দ্বারা সুখের আশা পূর্ণ করিতে রত রহিয়াছেন, তাঁহারা

বিলক্ষণ অবগত আছেন যে ক্রমাগত বিষয় নিষ্পীড়ন করিয়া কথনই সুখ রস নিঃসারণ করিতে পারা যায় না। অদ্য যাহা মহানন্দের বিষয় বলিয়া বোধ হয়, কল্য তাহা বিশেষ ক্লেশের কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। প্রথমে যাহা অতি রমণীয় ও মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখে উদয় হয়, অনবরত উপভোগ দ্বারা ক্রমে তাহা কুৎসিত ও কদর্য্য হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যাহাকে নূতন ও আশ্চর্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য অস্থির হইতে হয়, পরে তাহাকে বিকৃত ও পর্য্যুসিত সন্দর্শন করিয়া পরিত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইতে হয়। এ পৃথিবীতে যদি কেহ প্রণয় পথের পথিক হইয়া পরস্পর সৌহৃদ্যভাব সঞ্চার করিয়া আপনার সুখের আশা পূর্ণ করিতে অভিলাষ করেন, তবে তাঁহাকেও নিশ্চয় নৈরাশ নীরে মগ্ন হইতে হয়। মনুষ্যের যে প্রকার দোষাশ্রিত অপূর্ণ স্বভাব, ইহাতে সংসার মধ্যে বন্ধুলাভের পথ বিষম কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যয়ই বন্ধুতার মূল, কিন্তু বারম্বার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনেকের মন হইতে সে মূল এক কালে উৎসিন্ন হইয়া গিয়াছে, সংসারের মধ্যে কপটতা প্রবেশ করিয়া বিষম সংশয়ের বীজ বপন করিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত বন্ধুতাও এখানে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি যথার্থরূপে মনের সহিত বন্ধুর অন্বেষণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, যে পৃথিবীতে সত্য বন্ধু কি দুর্লভ? এখানে মুখেতে যিনি অনবরত অমৃত বর্ষণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করিতে জানেন, অন্তর মধ্যে তিনি অনায়াসে গরল ভাণ্ড রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন।

এইরূপে পৃথিবীর নানা বিষয়েতেই বহু বিঘ্ন বিদ্যমান আছে, অতএব যাহারা কেবল তদ্দ্বারা সুখের তৃষ্ণা শান্তি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা সুতরাং নৈরাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা ঐরূপে নিরাশ হইয়া মনে করে যে পৃথিবী কেবল দুঃখেরই আগার, এখানে কোন রূপেই শুদ্ধ সুখ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, সুখের তৃষ্ণা কেবল মনুষ্যের যন্ত্রণার কারণ, তাহাদিগের ভ্রান্তির আর শেষ নাই; তাহারা মানব জন্মের প্রকৃত সুখের কিছু মাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই, অন্ধ যেমন পৃথিবীকে তমসাচ্ছন্ন মনে করে, তাহারাও সেইরূপ সংসারকে দুঃখের আলয় ভাবিয়া থাকে।

সুস্থতা যেমন শরীরের সুখ, শান্তি সেইরূপ মনের সুখ। অসুস্থ শরীরের সহিত অশান্ত মনের কিছু মাত্র ভেদ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের সহবাস ভিন্ন প্রকৃত শান্তি আর কোন্ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষয়াসক্ত চঞ্চল চিত্ত পুরুষ কি কখন শান্তির মুখাবলোকন করিতে পারে? শান্তি ও তৃপ্তি, কেবল পরমেশ্বর-প্রীতি লাভ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বসন্তকালে যিনি কখন কুসুমিত পুষ্প কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র কুসুম রাজির মনোহর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ঈশ্বর প্রেমে পুলকিত হইয়াছেন, তিনিই মনুষ্য জন্মের যথার্থ সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। বর্ষা কালে নবঘন নিঃসৃত অবিশ্রান্ত জলধারা নিরীক্ষণ করিয়া এবং অতি দূর পর্ব্বত স্থিত মেঘাবলির গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া যাহার মনো মধ্যে কখন ঈশ্বর প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, সেই মানব জন্মের প্রকৃত সুখ ভোগ করিয়াছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি গাত্রোত্থান করিয়া তত্রস্থ নানা প্রকার স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যাঁহার মনে কখন জগদীশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই অবগত হইয়াছেন যে মনুষ্যকে ঈশ্বর কত সুখের অধিকারী করিয়াছেন? মেঘস্পর্শ মহাদ্রুম পরিপূরিত জনশূন্য নিস্তব্ধ অরণ্য মধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে যিনি কখন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই মানব জন্মের যথার্থ সুখের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। সুবিস্তীর্ণ সাগর মধ্যে গমন কালে যিনি সেই দূর-প্রস্থিত সমুদ্র জলের মহান ভাব অবলোকন করত মনোমধ্যে একবার ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারগ হইয়াছেন, পৃথিবীর যথার্থ সুখ তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

নিশীথ সময়ে যিনি কোন উচ্চ তর স্থান হইতে নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া তত্রস্থ অগণ্য জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র মণ্ডলী নিরীক্ষণ করত জগদীশ্বরের সুগম্ভীর জ্ঞান সমুদ্রে আপন মনকে নিমগ্ন করিতে পারিয়াছেন, মানব জন্মের প্রকৃত সুখ তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ সুললিত গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তন্মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের কোন প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া যাহার নয়ন হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু নির্গত হইয়াছে, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষই প্রকৃত সুখের রসাস্বাদন করিয়াছেন। নিভৃত স্থানে উপবেশন করিয়া ঈশ্বরেতে মন অভিনিবেশ করিলে যাহার হৃদয়ে তাঁহার প্রীতি ও ভক্তি রসের সঞ্চার হয়, সেই জানে যে মনুষ্যের জন্য পরমেশ্বর কত সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই প্রকার সুখই মনুষ্যের প্রকৃত সুখ। যে অভাজন এসুখ ভোগ করে নাই, সে মানব জন্মের সার সুখ প্রাপ্ত হয় নাই। ঈশ্বর প্রেমই প্রকৃত মুক্তি। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই যিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন থাকিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

ঈশ্বরের মহিমা।

জল

অসীম জ্ঞানাকর আদিপুরুষ জলেতে যে কত প্রকার অদ্ভুত কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা কাহার সাধ্য যে বর্ণন করিয়া শেষ করে। যদি কেহ উহার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে অনুরাগী হইয়া ক্রমাগত পরীক্ষা করিতে করিতে আপনার চিরজীবন নিঃশেষ করে, তথাপি সে উহার এক বিন্দু মাত্রেরও সম্পূর্ণ গুণ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানানুরাগী পণ্ডিত গণের অসামান্য যত্ন দ্বারা এপর্য্যন্ত জলের যে কয়েকটি গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই বিষয় স্মরণ হইলে মন এক কালে পরম করুণাকর পরমেশ্বরের মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। জল যথার্থই মনুষ্যের জীবন, জল মনুষ্যের যেমন উপকারী তেমনি সুলভ। জল সকল জীবের সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক বলিয়া জগদীশ্বর উহা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই স্থাপন করিয়াছেন। পৃথিবীর নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় দুর্লভ পদার্থ দ্বারা মনুষ্যের যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কেবল এক জলই সেই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। জল তুষার রূপে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়া মর্ত্য লোক বাসী জীবদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। বাষ্প রূপ ধারণ করিয়া রাশি রাশি অদ্ভুত কার্য্যের কারণ হইয়া রহিয়াছে এবং তরল অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া জীবদিগের স্নান পানাদি নানা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। জলেতে যে সমস্ত অদ্ভুত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আর কোন পদার্থেই দৃষ্ট হয় না। জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য কৌশল এবং প্রাণীপুঞ্জের প্রতি তাঁহার এরূপ অসাধারণ করুণা, যে সংসারের হিত সাধন জন্য তিনি কোন কোন বিষয়ে জলকে জড় বস্তুর নৈসর্গিক ধর্ম্মও অতিক্রম করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

জড় বস্তুর মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ ঘন ও তরল উভয় অবস্থাতেই পরিণত হইতে পারে, তাহাদিগের ধর্ম্ম এই যে যৎ কালে তাহারা তরল অবস্থা হইতে ঘন অবস্থাতে পরিণত হয়, তৎকালে তাহাদিগের পরমাণু সকল একত্র সংহত হওয়াতে বিস্তৃতির হ্রাস ও ভারের বৃদ্ধি হয় এবং যে সময়ে ঘন ভাব হইতে তরলতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা ক্রমে বিস্তৃত ও লঘু হয়। কিন্তু জলেতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। জল যখন অত্যন্ত শীতল হইয়া তুষার অবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার বিস্তৃতির ন্যূনতা না হইয়া বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সুতরাং তাহার পরিমাণও লঘু হয়। ত্রিকালদর্শী জগদীশ্বর জলেতে স্বাভাবিক নিয়মের এপ্রকার অন্যথাচরণ করিয়া যে সংসারের কত অনিষ্ট নিবারণ ও কি পর্য্যন্ত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই ব্যক্ত করিবার সাধ্য হয় না। জল এইরূপ অসামান্য নিয়মের অধীন না

হইলে পৃথিবীর মধ্যে অনর্থের আর সীমা থাকিত না। জল তুষার অবস্থায় পরিণত হইবার সময়ে বিস্তৃত ও লঘু না হইয়া যদি সংহত ও ভারী হইত, তাহা হইলে তুষার সকল আর কস্মিন্ কালেও জলের উপরিভাগে না ভাসিয়া স্বীয় গুরুত্ব হেতু ক্রমাগত অধস্তলে মগ্ন হইত এবং তাহাতে কস্মিন্ কালেও সূর্য্য উত্তাপ সংলগ্ন হইতে না পাইয়া আর তাহা কোন প্রকারে দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, সুতরাং শীত প্রধান দেশের নদ, হ্রদ, সরিৎ, সমুদ্র সকল ক্রমে ক্রমে কঠিন প্রস্তরবৎ তুষারময় হইয়া যাইত। তত্রস্থ মৎস্যাদি অসংখ্য জলচর নষ্ট হইত, বাণিজ্যের পথ রোধ হইত এবং প্রবিস্তীর্ণ শীত প্রধান দেশ সকল এক কালে শ্রীহীন ও লোক শূন্য হইয়া যাইত। কিন্তু করুণানিধান বিশ্বকর্ত্তার কি অদ্ভুত কৌশল এবং অপার করুণা! তাঁহার অচিন্তনীয় কৌশলের গুণে ইহার কোন উৎপাতই ঘটিবার পথ নাই। তাঁহার মহিমা প্রভাবে প্রস্তরবৎ কঠিন তুষার সকল জলেতে ভাসিতে থাকে এবং তাহা জীবের কোন প্রকার অকল্যাণ উৎপাদন না করিয়া অশেষ বিধ মঙ্গল কার্য্যের কারণ হয়। হিম প্রধান দেশে শীত ঋতুতে যে পরিমাণে হিম পতিত হয়, তাহাতে করিয়া তত্রস্থ জলাশয় সকলের জল এত শীতল হইতে পারে যে কোন ক্রমেই আর তন্মধ্যে মৎস্যাদি জলজন্তু জীবিত থাকিতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের কৌশল! শীতের প্রারম্ভে জল যেমন শীতল হইয়া মৎস্যাদি জলচরের বাসের অযোগ্য হইবার উপক্রম হয়, অমনি তাহার উপরি ভাগের জল ঘণীভূত হইয়া প্রস্তরবৎ তুষার রূপে ভাসিতে থাকে এবং আর এক বিন্দুমাত্র হিম সেই কঠিন তুষার ক্ষেত্র ভেদ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিতে শক্ত হয় না, তুষারের নিম্ন ভাগস্থ সমুদায় জলরাশি সমুচিত উষ্ণ অবস্থাতেই অবস্থান করে, এবং তন্মধ্যে মৎস্যাদি অসংখ্য জল জন্তু অবলীলা ক্রমে জীবন যাপন করে। প্রস্তুত কোন কোন স্থানে উক্ত প্রকার তুষার ক্ষেত্র অপার সমুদ্রের সেতু স্বরূপ হইয়া থাকে এবং সেই সেতু অবলম্বন করিয়া এক দ্বীপের নানা প্রকার জীব জন্তু দ্বীপান্তরে গমন করিয়া সংসারের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করে। প্রস্তরবৎ কঠিন তুষার সকল জলের উপর ভাসে বলিয়া তাহা নীরস নিদাঘ কালে সূর্য্য উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া অনেকানেক জলশূন্য পরিশুষ্ক স্থানকে আর্দ্র ও শীতল করে। জগৎকর্ত্তা বিশ্বপিতা জলকে ঘনীভূত হইবার সময় বিস্তৃত হইবার শক্তি প্রদান করিয়া পৃথিবীর আর এক অসাধারণ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। কোন কোন দেশে শীত ঋতুতেই বাত বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং তথায় বৃষ্টি ধারা পতিত হইয়া মৃত্তিকা প্রবেশ করিবার সময় অত্যন্ত হিমের প্রাবল্য হেতু তুষারবৎ ঘনীভূত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে তদ্দ্বারা ঐ সমস্ত দেশের ভূমি কঠিন ও সংহত হয় না। যে বারি বিন্দু তুষারময় হিম শিলা হইয়া মৃত্তিকা প্রবেশ করে, তাহা স্বীয় অসাধারণ গুণ হেতু বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং তৎপার্শ্ববর্ত্তী চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকাও তাহার তেজে শ্লথ ও অসংহত হইতে থাকে এবং তাহাতে অনায়াসে উৎকৃষ্ট রূপে তৃণ শস্যাদি উৎপন্ন হয়। জগদীশ্বর যদি জলেতে উল্লিখিতরূপ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ইয়ুরোপ প্রভৃতি হিম প্রধান দেশের যে সকল শস্যশালী উর্ব্বরা ভূমি হইতে এক্ষণে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া বহুল প্রাণীর জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, সেই সমস্ত ভূমি এক কালে শস্যহীন মরু ভূমি হইয়া পতিত থাকিত।

জলের ভারিত্ব গুণও এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার। জল যে প্রকার ভার বিশিষ্ট হইলে সংসারের কোন বিষয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মিতে পারে, ত্রিকালজ্ঞ জগদীশ্বর তাহাকে সেই প্রকার ভারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জল যদি ইহা অপেক্ষা আর কিঞ্চিৎ লঘু হইত, তাহা হ-

ইলে গো মনুষ্যাদি কোন প্রকার জীব আর জলেতে সন্তরণ করিতে শক্ত হইত না এবং পোত ও তরণী প্রভৃতিও তাহাতে ভাসিতে পারিত না। পাষাণ পিণ্ড জলেতে পতিত হইলে, তাহা যেমন তৎ ক্ষণাৎ মগ্ন হইয়া যায়, মনুষ্য পশ্বাদিও জলেতে পতিত হইবামাত্র অমনি সেই প্রকার মগ্ন হইয়া যাইত এবং পণ্য দ্রব্য পূর্ণ পোতাদির ভারও জল কখন ধারণ করিতে পারিতনা, সুতরাং বাণিজ্যের পথ এক কালে রুদ্ধ হইয়া যাইত এবং কোন দ্বীপের সহিত আর কোন দ্বীপের সম্বন্ধ মাত্র থাকিত না। প্রত্যুত জল যদি এক্ষণকার অপেক্ষা আর কিঞ্চিৎ গুরু হইত, তাহা হইলেও অল্প অনর্থ ঘটিত না। মৎস্যাদি কোন প্রকার জল জন্তু আর তাহা হইলে জলের ভার সহ্য করিতে পারিত না, সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত জলের ভাগ প্রায় জীব শূন্য হইত এবং তাহা হইলে পৃথিবী কখনই এ প্রকার শোভনতম ও উন্নত অবস্থায় পরিণত হইতে পারিত না। অতএব জলকে যথাযোগ্য ভার বিশিষ্ট করিয়া জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনের অতীত।

অসীম জ্ঞানাকর পরম পুরুষ জলেতে যে উত্তাপ শোষণ করিবার আর একটি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অপার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। তিনশের পারদ যে পরিমাণে উত্তাপ শোষণ করিতে পারে, তিনশের জল তদপেক্ষা প্রায় ত্রিংশৎ গুণ অধিক উত্তাপ শোষণ করিতে সমর্থ হয়। জলেতে এই অদ্ভুত শক্তি বিদ্যমান থাকাতে আমাদিগের অশেষ প্রকার মঙ্গল দর্শিতেছে। গ্রীষ্ম কালে যখন প্রচণ্ড প্রভাকরের প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর সমীপবর্ত্তী বায়ু অগ্নি সম উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, তখন পৃথিবীস্থ জলরাশি তাহার অধিকাংশ উত্তাপ শোষণ করিয়া লইয়া বায়ুকে সমভাবে রক্ষা করে এবং শীত কালে যে সময় বায়ু সমধিক শীতল হইবার উপক্রম হয়, তৎকালে জল স্বীয় গর্ভস্থ সঞ্চিত উষ্ণতা উৎক্ষেপ করিয়া সে বায়ুর সমুচিত উষ্ণতা সাধন করে। এই রূপে জল শীত উষ্ণতা উভয়ের শান্তা স্বরূপ হইয়া সংসার মধ্যে উহাদিগের কাহারও আতিশয্য উদ্ভব হইতে দেয় না এবং উহার প্রভাবে পৃথিবীতে শীত গ্রীষ্মের হঠাৎ পরিবর্ত্ত হইতে না পাইয়া অনেক প্রকার মহামারীও উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব পৃথিবী মধ্যে জগদীশ্বর জলের সৃষ্টি করিয়া কেবল যে উহাকে আমাদিগের বাস যোগ্য করিয়াছেন এমত নহে, উহার দ্বারা এ পৃথিবী আমাদিগের স্বাস্থ্যময় সুখ ধাম হইয়া রহিয়াছে। শীত ঋতুর পরিণামে পৃথিবীতে যে মনোহর বসন্ত ঋতুর উদয় হইয়া থাকে, জলের উল্লিখিত অদ্ভুত শক্তি তাহার এক প্রধান কারণ। শীতান্তে যখন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয় এবং দিবাকর প্রচণ্ড কিরণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন জল তাহার অধিকাংশ শোষণ করিয়া লইয়া অপূর্ব্ব বসন্ত কালের সৃষ্টি করে। পরন্তু বায়ু হইতে জল তাহার তাপাংশ শোষণ করিয়া লয় বলিয়াই গ্রীষ্ম কালের উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা নদ নদী ও পর্ব্বতস্থিত তুষার রাশি একেবারে দ্রবীভূত হইয়া নিকটস্থ গ্রাম নগরাদিকে সহসা প্লাবিত করিতে পারে না।

জল যে প্রকার অন্যান্য নানাবিধ গুণ দ্বারা জীববর্গের হিত সাধন করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, সেই রূপ উহার অদ্ভুত দ্রবকরী শক্তি দ্বারাও এ পৃথিবীর অসংখ্য উপকার দর্শিতেছে। জলের তুল্য এমন আশ্চর্য্য দ্রবকরী শক্তি আর কোন পদার্থেই দৃষ্ট হয় না। জলেতে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় পদার্থই দ্রবীভূত হইতে পারে। যে সমস্ত নদী অতি দুর পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া নানা প্রকার ধাতু রত্নাদির আকর স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করে, সেই সমস্ত নদীর জলে প্রায় বহুবিধ কঠিন ধাতুর অংশ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন স্রোতঃস্বতী নদী প্রবাহে প্রায় সর্ব্বদাই নানা প্রকার উদ্ভিদ পদার্থের অংশও দেখিতে পাওয়া যায়। জল

আপনার এই অদ্ভুত দ্রবকরী শক্তি প্রভাবে কতশত অগম্য পর্ব্বতাদির অমূল্য সার ভাগ বহন করিয়া অন্যান্য বহুল দ্বীপ উপদ্বীপের অসারবর্ত্তী ভূমিকে উৎকৃষ্ট রূপে সারবর্ত্তী করে। সহস্র সহস্র মনুষ্য একত্রিত হইয়া আজন্ম পরিশ্রম পূর্ব্বক সার বহন করিয়া যে সমস্ত বিস্তীর্ণ বালুকাময় দ্বীপ শস্যশালী করিতে না পারে, সেই সকল সুবিস্তৃত অসার ভূমি যদি একবার কোন নদী প্রবাহে প্লাবিত হয়, তবে তাহা এমন আশ্চর্য্য উর্ব্বরা ও সারবর্ত্তী হইয়া উঠে যে তাহাতে যে কোন শস্যের বীজ বপন করা যায়, তাহাই অপর্য্যাপ্ত রূপে ফলিতে থাকে। আমরা এক্ষণে পৃথিবীর যে দেশের যে সমস্ত ভূমি হইতে প্রচুররূপে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট শস্য প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার অধিকাংশই প্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উর্ব্বরা ও ফলবতী হইয়াছে। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা। কি অচিন্তনীয় উপায় দ্বারা তিনি আমাদিগকে অন্ন দান করিয়া জীবিত রাখিয়াছেন। তিনি জীবের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অসংখ্য প্রকার ফল মূল ও তৃণ শস্যের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা রোপণ করিয়া বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র স্বরূপ বসুন্ধরার উৎপত্তি করিলেন ও বাত বৃষ্টি বৃদ্ধি শক্তি প্রভৃতি অন্ন উৎপত্তির জন্য যতপ্রকার সহায় আবশ্যক করে, আমাদিগকে সে সমস্তই প্রদান করিলেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার দয়ার শেষ হইল না। তিনি আবার স্বয়ং কৃষাণ স্বরূপ হইয়া জল প্রবাহ উপলক্ষে আমাদিগের অসার মরুভূমিতে সার বহন করিতে নিযুক্ত রহিলেন। হায়, আমরা কি উপায় দ্বারা তাঁহার এ উপকার ঋণের পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব! জীব কি কস্মিন্ কালেও তাঁহার এ ঋণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হয়?

জলের ঐ আশ্চর্য্য দ্রবকরী শক্তি দ্বারা আমাদিগের আরও অনেক মহদুপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা এক্ষণে অনেকেই অবগত আছেন যে ভূমণ্ডলস্থ মহা মহা সাগর জলে যদি লবণ মিশ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে কখনই সে জল দীর্ঘ কাল প্রকৃতাবস্থায় থাকিতে পারিত না, অচিরেই বিকৃত ও অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিত, কিন্তু জলের অদ্ভুত দ্রবকরী শক্তি হেতুই সমুদ্র জল এ প্রকার লবণাক্ত ভাবে স্থিতি করে। লবণ জলেতে যে প্রকার দ্রবীভূত হইতে পারে, আর কোন প্রকার তরল পদার্থ দ্বারা সেরূপ হয় না। লবণে যথাপরিমিত জল সংস্পর্শ হইলে আর তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকে না। জল দ্বারা পৃথিবীর লবণাংশ সুন্দররূপে দ্রবীভূত হওয়াতেই সমুদ্র জল সতত লবণাক্ত হইয়া থাকে এবং সেই হেতু বিকৃত ও দূষিত না হইয়া চির কালই সমভাবে স্থিতি করে। বিশেষতঃ লবণশূন্য শুদ্ধ জল কোন ছিদ্রময় পদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে যত অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন ও বিকার প্রাপ্ত করিতে পারে, লবণাক্ত জল কখন তত শীঘ্র করিতে পারে না। এই নিমিত্ত লবণাক্ত সিন্ধু সলিলে কোন বৃক্ষ লতাদির বীজ পতিত হইলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না, সমুদ্র স্রোতে ভাসিয়া ক্রমে কোন দ্বীপ কি উপদ্বীপে উপনীত হইয়া তথায় অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বৃক্ষাদি উৎপাদন করে। উক্ত প্রকারেই অনেকানেক তৃণশূন্য প্রবিস্তীর্ণ দ্বীপ ক্রমে জীব জন্তুর বাস যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সমুদ্রজল লবণাক্ত হওয়াতে আমাদিগের যে সকল মহৎ কল্যাণ উদ্ভব হইতেছে, জলের অদ্ভুত দ্রবকরী শক্তি যে তাহার মূলীভূত কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহা অনেকেরই বিদিত আছে যে মৎস্যও জল মধ্যে কাল যাপন করিয়া এই পৃথিবীর বায়ুর দ্বারা নিশ্বাস কার্য্য সমাধা করিয়া জীবিত থাকে। বায়ু যখন জলের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার কিয়দংশ ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবস্থিতি করে। মৎস্য প্রভৃতি জল জন্তু সেই বারি মিশ্রিত বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। অতএব জলের সমস্ত অদ্ভুত গুণের অন্ত পাওয়া সুকঠিন।

অনন্ত কৌশলকর্ত্তা জগদীশ্বর জলকে বাষ্পরূপে পরিণত হইবার শক্তি প্রদান ক-

রিয়াও সামান্য করুণা প্রকাশ করেন নাই। উক্ত শক্তি জন্য জল আমাদিগের বিবিধ সুখের কারণ হইয়া রহিয়াছে, জল বাষ্পরূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়াই বায়ুর অন্তরে স্থিতি করিতে সমর্থ হয় এবং পুনর্ব্বার নীহার রূপে অবনিতলে পতিত হইয়া ঋতু বিশেষে নানা জাতীয় শস্য উৎপাদন করে এবং উহার ঐ শক্তি থাকাতেই উহা সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বায়ু সহকারে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া অসংখ্য প্রাণীর জীবন দান করিয়া থাকে।

জল স্বয়ং গন্ধ বিহীন হইয়াও কখন কখন আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখের কারণ হয়। জলের সহায়তা দ্বারা সুগন্ধ পুষ্পাদি যে প্রকার বাষ্প রূপে পরিণত হইয়া আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হইতে পারে, উহার সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই সে প্রকার হইতে পারে না। এই নিমিত্ত বৃষ্টির অনতি বিলম্বে পুষ্প কানন বা গন্ধময় মৃত্তিকা হইতে যে প্রকার সতেজে সৌরভ নির্গত হয়, সেরূপ আর কোন সময় হয় না।

জল স্বীয় অদ্ভুত শক্তি দ্বারা বায়ু হইতে নানা প্রকার প্রাণ নাশক দূষিত বাষ্পের ভাগ শোষণ করিয়া উহাকে পরিষ্কার ও মনুষ্যের প্রাণ তুল্য করিয়া রক্ষা করে। জলের উক্ত প্রকার শোষণ শক্তি না থাকিলে আমরা এক একটি নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিতাম। জলের সহায়তা দ্বারাই আমাদিগের শরীর মধ্যে শোণিত সকল যথানিয়মে সঞ্চালিত হইতেছে, জলের সাহায্যে আমরা ইক্ষু হইতে তাহার অন্তরস্থ শর্করা নির্গত করিয়া সুখেতে উপভোগ করিতেছি এবং জলের রসকরী শক্তি দ্বারা পশু পক্ষী প্রভৃতি অসংখ্য জীব স্বীয় স্বীয় শরীরের কান্তি লাবণ্য ও কোমলতা রক্ষা করিতেছে। জল শূন্য নীরস দেহের যে কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য থাকে না তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। জলকে যে জগদীশ্বর আমাদিগের কি পর্য্যন্ত উপকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কত বর্ণন করিব এবং তাহা কি প্রকারেই বা জ্ঞাত হইব। মনুষ্যের বুদ্ধি কলিকা দিন দিন যত প্রস্ফুটিত হইতেছে, ততই উহার গুণ প্রকাশ পাইতেছে। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় রথ ও অন্যান্য বহুবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র, যাহা দ্বারা সংসারের সমধিক সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, জল সে সমুদায়েরই মূল কারণ। জলীয়বাষ্প ভিন্ন কোন প্রকার বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না এবং বাষ্পীয় যন্ত্র বিনা কখনই কোন রূপ অদ্ভুত শিল্প কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। অতএব বিচারত জলকেই শিল্প কার্য্যের প্রাণ স্বরূপ বলিতে হইবেক।

কি নদ হ্রদ সিন্ধু সরোবর, কি শস্য, কি পর্ব্বতশিখর, জল যখন যে অবস্থায় অবস্থিতি করে, সেই স্থল হইতে অসংখ্য জীবের উপকার সাধন করিয়া আদি পুরুষ অখিল নাথের মহিমাকে মহীয়ান্ করিয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরপরায়ণ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যদি জলের সমস্ত গুণ আলোচনা করিয়া দেখেন, তবে উহার এক একটি বিন্দু মধ্যে তিনি ঈশ্বরের অপার করুণার সিন্ধু সন্দর্শন করিয়া ভক্তি প্রবাহে প্রবাহিত হয়েন।

জীবনের সাফল্য।

সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইবার প্রবলা আশা মনুষ্য মাত্রেরই মনে বিরাজ করিতেছে। জীবনের অল্পতা জন্য নচান্ আক্ষেপ না করিয়া থাকে, পৃথিবী মধ্যে প্রায় এরূপ মনুষ্যই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, যে প্রিয় জীবনের পলার্দ্ধ মাত্রের ন্যূনতা কোন ক্রমেই মনুষ্যের সহ্য হয় না, অনেকে সেই জীবনের অধিকাংশ কালকে স্বহস্তে ধংস করিয়াও কিছু মাত্র ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়েন না। কোন কোন মনুষ্যের জীবনকে যদি ২০ অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে তাহাদিগের সমস্ত আয়ুর ১৯ ভাগ নিরর্থক গত হইয়াছে।

নিদ্রায় ও আলস্যে কাল ক্ষেপ করিলে সে কালের কিছু মাত্র সার্থকতা হয় না।

কুকর্ম্ম ও কদর্য্যালাপদ্বারা কাল ক্ষেপ করা তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট কর। এ জীবন আমাদিগের নিত্য তীর্থ যাত্রার পথ স্বরূপ, অতএব সেই সুরম্য সরণিকে পুণ্য কর্ম্মরূপ রত্ন শ্রেণীতে শোভিত না করিয়া কুকর্ম্মরূপ অস্পৃশ্য পঙ্ক দ্বারা মলিন করা কখনই বুদ্ধি চৈতন্য বিশিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি কুকর্ম্মে ও আলস্যে কালকে নিরর্থক নষ্ট করিয়া দীর্ঘ জীবন উপভোগ করিবার ইচ্ছায় ব্যাকুলিত হয়, তাহার তুল্য হাস্যাস্পদ আর সংসার মধ্যে কে আছে? প্রত্যেক কুসুম লতা উচ্ছিন্ন করিয়া কুসুম কাননের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা যেমন অসঙ্গত, উল্লিখিত ইচ্ছাও সেই প্রকার অকিঞ্চিৎকর।

পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার সর্ব্ব সুখকর মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতিপালন করিবার জন্য আমাদিগকে অবনিমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যে কাল তাঁহার অনুষ্ঠানুগত কার্য্য সাধনে গত হয়, তাহাই আমাদিগের যথার্থ জীবন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বৎসর যেমন বসন্তাদি ঋতুতে বিভক্ত, পরমেশ্বর আমাদিগের জীবনকে সেইরূপ বাল্য যৌবনাদি অবস্থা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন এবং উহার প্রত্যেক অবস্থারই পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। উহার মধ্যে কোন অবস্থা বিফলে গত হইলে আর কোন প্রকারে অন্তে তাহার ফলভাগী হইবার উপায় হয় না। বর্ষার পূর্ব্বে ধান্যাদি রোপণ না করিলে যেমন হেমন্তাদি ঋতুতে কখনই তদুৎপন্ন শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই প্রকার বাল্যাদি কালে উপযুক্তমত যত্ন ও শ্রম সহকারে বিদ্যা ধনাদি উপার্জ্জন না করিলে, বৃদ্ধাবস্থায় কোন প্রকারে তদুৎপন্ন সুখ উপভোগ করা সাধ্য হয় না। দ্রুতগামী বায়ুর ন্যায় কাল প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে এবং আমাদিগের জীবনের যে কাল গত হইতেছে, সে কাল আজন্মের মত আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে, অতএব সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া প্রতিক্ষণই সেই পরম পুরুষের শুভাভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া জীবনের সার্থকতা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্বহিতকর্ত্তা বিশ্ববান্ধবের এমত আশ্চর্য্য কৌশল নহে, যে কোন মতে অতি যৎকিঞ্চিৎ কালও আমাদিগের বৃথা গত হইতে পারে। আমরা যত্ন করিলে সকল কালেই আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, জীবনকে সফল করিতে পারি। জনসমাজে বাস করিয়া দরিদ্রের দুঃখ মোচন করা, অজ্ঞকে উপদেশ প্রদান করা, বিপন্ন ব্যক্তির সন্তাপ হরণ করা, উপযুক্ত ব্যক্তির যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করা, ক্রোধনের ক্রোধানল নির্ব্বাণ করা এবং দ্বেষী ব্যক্তিকে শান্ত করা প্রভৃতি যেমন মনুষ্যের নিত্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ বিরল স্থানে বাস করিলেও মনুষ্য বহুবিধ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধন করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিতে পারে। নির্জ্জন বাস আত্মানুসন্ধান করিবার একমাত্র উপযুক্ত উপায়। জন শূন্য বিরল স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমরা যে প্রকার স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব চরিত্র স্মরণ পূর্ব্বক তাহার দোষাদোষ নির্দ্দেশ করিতে পারি, সে প্রকার আর কোন সময়েই করিবার সামর্থ্য হয় না, কিন্তু গতানুস্মরণ ও পরিণাম দর্শন প্রভৃতি নির্জ্জন বাসের যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা আদি কারণের মহিমা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুখকর। আমরা যখন নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত থাকি, তখন যে আমরা এক কালে স্বজন সুহৃৎ বঞ্চিত হইয়াই বাস করি এমত নহে, আমাদিগের প্রাণাধিক পরম বন্ধু সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই আমাদিগের সঙ্গে বিরাজ করেন। অতএব নির্জ্জনে থাকিয়া আমরা আপন হৃদয় ধামে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত অমৃতালাপ করত জীবনকে সার্থক করিতে পারি, এই প্রকারে নিযুক্ত থাকিতে পারিলে আমাদিগের জীবনের তিলার্দ্ধমাত্র কালও বৃথা গত হয় না।

যদিও মনুষ্য জাতির এরূপ প্রকৃতি নহে যে সর্ব্বদা এক প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অথবা অবিশ্রান্ত কার্য্য করিয়া কোন

যত্নে দুঃখ ভোগ ও শরীর ধারণ করিতে অক্ষম হয়, তথাপি কুক্রিয়া অবলম্বন ও বৃথা কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কার্য্যের প্রকার ভেদ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। জগদীশ্বর মনুষ্যকে বিচিত্র ব্যাপার সাধন জনিত নানা বিধ উৎকৃষ্ট সুখে সুখী করিবার জন্য তাঁহাকে এত সৎকার্য্য সাধনের অধিকারী করিয়াছেন যে মনুষ্য যদি প্রতি দণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ সৎক্রিয়া সংসাধন পূর্ব্বক আপনার চিত্তবৃত্তি নিঃশেষ করে, তথাপি তাহার শেষ হয় না। গ্রন্থ অধ্যয়ন যেমন একটি সৎক্রিয়া, শারীরিক ব্যায়াম সেইরূপ একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ন্যায় পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করা যাদৃশ কর্ত্তব্য, নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া জগদীশ্বরের বিচিত্র রচনা সন্দর্শন করা তেমনি সদনুষ্ঠান। পিতাকে ভক্তি করা যেমন উচিত, পুত্রকে স্নেহ করা তদ্রূপ বিধেয়। দীন ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখ মোচন করা যে প্রকার উচিত, পরিমিতরূপে ভোজন পানাদি সম্পন্ন করিয়া স্বীয় শরীর রক্ষা করা সেই প্রকার সাধু কার্য্য। সংসার মধ্যে যে এমন কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সৎকর্ম্ম বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, অতএব বিবিধ ব্যাপার সাধনের সুখ ভোগ করিবার জন্যও কস্মিন্ কালে অসৎ ক্রিয়া অবলম্বন করিবার আবশ্যক হয় না।

অনবরত কর্ম্ম শ্রম হইতে অবসন্ন হইয়া মধ্যে মধ্যে আমোদ প্রমোদ দ্বারা শ্রান্তিদূর করা মনুষ্য জাতির নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু বিশ্রাম কালে অনর্থক ও অলীক কার্য্যে আমোদিত হইয়া কাল হরণ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। সংসার মধ্যে এত প্রকার নির্দ্দোষ আমোদ আছে, যে আমরা অনায়াসে তদবলম্বন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া সুখী হইতে পারি, অথচ তাহাতে করিয়া আমাদিগের জীবনেরও সাফল্য হইতে পারে। অশ্লীল ও অনুচ্চার্য্য পরিহাস বাক্যের প্রসঙ্গ দ্বারা স্বীয় রসনাকে দূষিত ও স্বভাবকে মলিন করিয়া অনেকে আমোদিত হয়েন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে কখন উক্ত কর্ম্মকে বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যের কর্ম্ম যোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। তাস পাসকাদি ক্রীড়া দ্বারা কাল হরণ করাও সর্ব্বদাই জন সমাজে দুষ্ট হয় বটে, কিন্তু উক্ত প্রকার সামান্য কার্য্যে সময় নষ্ট করাও মনুষ্য সদৃশ মহৎ জীবকে শোভা পায় না।

বিশ্রামকালে কাব্য রসের অনুশীলন ও সদ্বিদ্যাশালী সাধু মিত্রের সদালাপ উপভোগাপেক্ষা কি শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, প্রভৃতি বর্ণ বিভেদ আলোচনা পূর্ব্বক সামান্য ক্রীড়া অবলম্বন করা অধিক বিনোদকর? সংসার মধ্যে যত প্রকার সুখের ব্যাপার বর্ত্তমান আছে, বোধ হয় মনোমত মিত্রের মুখ বিগলিত সুধাময় মিষ্টালাপের তুল্য আর কিছুই নাই। প্রিয় বন্ধুর সহিত মিষ্টালাপ করিবার সময় হৃৎপদ্ম যে প্রকার বিকসিত হয়, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। অতএব বিশ্রাম কালে আমরা সুবিজ্ঞ বন্ধুর সহিত সদালাপ করিয়া অনায়াসে সময়ের সার্থকতা করিতে পারি।

সুশ্রাব্য সঙ্গীতের আলাপও এক প্রকার উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ আমোদ। বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সুস্বর এক ব্যক্তি যদি মধুর স্বরে জগদীশ্বরের গুণ গান করেন, তাহা হইতে অনায়াসে অপরাপর দশ ব্যক্তি তদ্দণ্ডে সুখী হইতে পারেন। অতএব যৎকালে কর্ম্ম শ্রম হইতে অবসৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে বাসনা হয়, তখন সুললিত সঙ্গীত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনের সাফল্য করা অতিশয় সুখদায়ক। সঙ্গীতের সুধাময় রস ভোগের তুল্য নির্দ্দোষ আমোদ প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্লভ। সঙ্গীতের সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা শ্রোতা ও গায়ক উভয়েই অপার সুখ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু এস্থলে মনোমধ্যে এই বিষম আক্ষেপ উপস্থিত হইতেছে যে, এমন মধুময় সঙ্গীত রস মধ্যে মধ্যে পাপময় পঙ্কিল স্থানে পতিত হইয়া দূষিত ও সাধুদিগের অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রার্থনীয় পীযূষ পান করিয়া নির্ম্মলানন্দ

উপভোগ করিতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহারা যে উঁহাকে অস্পৃশ্য কুৎসিত স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

প্রসারিত প্রান্তর; সুনির্ম্মল নদীর তীর ও সুচারু কুসুমলতা পরিপূরিত পুষ্প কানন প্রভৃতি রমণীয় স্থানে বন্ধু বান্ধবের সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়াও উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা যায়। জগৎ সংসারের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় দর্শনীয় প্রদেশে যিনি কখন তাহাদের রূপ লাবণ্য পরিদর্শন করিয়াছেন, তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন, কি প্রকার নির্ম্মল স্থানে ভ্রমণ দ্বারা মনোমধ্যে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় এবং তাহাতেই বা শরীরের গ্লানি দূরে গমন করে। সংসার মধ্যে এপ্রকার শতসহস্র রূপ নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট আমোদের বিষয় বিদ্যমান আছে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া লোক অনায়াসে সর্ব্বা শ্রম দূর করিয়া সুখী হইতে পারে, অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে আমোদ প্রমোদের জন্য পদক্ষেপমাত্রও বৃথা ক্ষেপ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারেই সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হয় এবং তাহারই জীবন প্রকৃত জীবন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বিজ্ঞান বার্ত্তা।

পদার্থ বিদ্যা।

১—। নদীর জোয়ার ভাটার সহিত চন্দ্র সূর্য্যের যে সংযোগ সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে, তাহা এক্ষণে প্রায় অনেকেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য ভিন্ন বায়ুর সহিতও যে জোয়ার ভাটার সম্বন্ধ আছে, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লণ্ডন, লিবরপুল এবং ব্রেষ্ট প্রভৃতি স্থানে উক্ত বিষয়ের বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, যে যখন যে স্থলে বায়ু বিস্তৃত ও লঘু হয়, তৎকালে সেই স্থানে জোয়ারের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর বায়ু যত সংহত ও ভারী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের হ্রাসতা হয়। অতএব পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা অনেকে স্থির করিয়াছেন, যে এক্ষণে বায়ু পরিমাণ যন্ত্র দ্বারা জোয়ার ভাটার হ্রাস বৃদ্ধি জানা যাইবেক।

Museum of Science and Art

২—। আমিরিকা দেশীয় একটি স্ত্রীলোক বস্ত্র ধৌত করিবার এক সুলভ উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। সাবানের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সোহাগা মিশ্রিত করিয়া দিলে তদ্দ্বারা অতি সহজে এবং উৎকৃষ্ট রূপে বস্ত্র ধৌত হইতে পারে। অর্দ্ধ সের সাবানের সহিত প্রায় অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা মিশ্রিত করিতে হয়, তাহা হইলে যে বস্ত্র ধৌত করিতে পাঁচ সের সাবান লাগিত, সেই বস্ত্র তাহার অর্দ্ধেক সাবান দ্বারা সুন্দর রূপ শুভ্র হইয়া উঠে। তাহাতে পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হয়। প্রায় চারিভাগের একভাগ মাত্র শ্রম করিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সকল বস্ত্র ধৌত করা যায়, তাহা স্পর্শ করিলে রেসমের বস্ত্রের ন্যায় মসৃণ বোধ হয়।

৩—। কাফি নামক ফলের একটি আশ্চর্য্য গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ভাজা কাফি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার দুর্গন্ধ একবারে নষ্ট হইতে পারে। কোন গৃহ মধ্যে মাংসাদি পচিয়া তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হইলে পর যদি সেই গৃহে অর্দ্ধসের পরিমিত ভাজা কাফি লইয়া কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ফেরান যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে সমুদায় দুর্গন্ধ দূরীকৃত হইয়া যায়। গোময়, গোমূত্র প্রভৃতি মলিন পদার্থের হ্রদ পরিষ্কার করিবার সময় তাহা হইতে যে বিষম দুর্গন্ধ উত্থিত হইয়া সমুদায় বাটীর বায়ুকে দূষিত করিতে থাকে, উক্ত পদ্ধতি অনুসারে সে দুর্গন্ধও নষ্ট হইতে পারে। কাফির বীজ প্রথমত শুষ্ক করিয়া উদুখলে তাহাকে বিলক্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে হয়, পরে সেই চূর্ণ করা কাফিকে কোন লৌহ পাত্রে ভাজিয়া তাম্রবর্ণ করিলে প-

…ই তদ্দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। যখন কোন বাটি কিম্বা অন্য কোন প্রশস্ত স্থানের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয়, তখন কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ ঐরূপ কাফি চূর্ণ লইয়া সেই প্রশস্ত স্থানের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেই সুন্দর রূপে কার্য্য দর্শিতে পারে।

* Literary Gazette.

উদ্ভিদ্বিদ্যা

১—। আমিরিকার দক্ষিণাংশ হইতে এক প্রকার নূতন চা প্রকাশ পাইয়াছে। যে বৃক্ষ পত্র হইতে ঐ চা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম মেট। এতদ্দেশীয় লোকে যে প্রকার করিয়া চিরতার জল ব্যবহার করিয়া থাকে, আমিরিকা প্রদেশস্থ বহু লোকে সেইরূপ করিয়া ঐ মেট নামক নূতন চা ব্যবহার করে। তত্রস্থ আপামর সাধারণ সকল লোকে মহা আমোদ করিয়া ঐ চা সেবন করে এবং এ চা কোন কোন ব্যক্তির এত প্রিয় যে কেহ২ প্রায় অর্দ্ধসের পরিমাণে উহার জল পান করে। উক্ত চার পত্রকে অধিক কাল উষ্ণ জলে রক্ষা করিলে সে জল বিলক্ষণ কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া উঠে। ঐ চার জল শ্যামল বর্ণ থাকিতে সেবন করিলে উহার আস্বাদ প্রায় চীন দেশীয় চার মত বোধ হয়। আমিরিকা দেশীয় লোকে উহার বিস্তর গুণ বর্ণন করে। যদিও সে সকল সত্য না হয়, কিন্তু উহার কয়েকটি গুণ নিঃসংশয়ে স্থির হইয়াছে। উহার বিলক্ষণ রেচকতা ও মূত্রোৎপাদকতা শক্তি আছে এবং উহার অহিফেনের মতও অনেক গুণ আছে। উহা সেবন করিলে অসুস্থ ব্যক্তির নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং নির্ব্বীর্য্য শরীরে বীর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অহিফেণ ব্যবহার করিলে পরে তাহা ত্যাগ করা যেমন কঠিন হয়, উক্ত চা কিছু দিন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেও ত্যাগ করা সেই রূপ কঠিন হইয়া উঠে।

রসায়ন ও ধাতু বিদ্যা

১—। যে দিবিলি সাহেব ইতিপূর্ব্বে এলুমিনম্ ধাতু ঘটিত কয়েকটি অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ করেন, এক্ষণে তাঁহার দ্বারা আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিলিকন ধাতু স্বর্ণ রৌপ্যাদির ন্যায় একটি রূঢ় পদার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পূর্ব্বাবধি অনেক পণ্ডিত অনুমান করিয়া আসিতেছেন যে সিলিকন অন্য কোন পৃথক বস্তু নহে, উহা কেবল ঘনীভূত কার্ব্বন। উল্লিখিত দিবিলি সাহেব ঐ সিলিকন ধাতু হইতে বিবিধ প্রকার কার্ব্বন নির্গত করিয়া দেখাইয়াছেন। উহার এক প্রকার এত দৃঢ় যে তদ্দ্বারা হীরা পর্য্যন্ত কঠিন পদার্থ ছেদন করা যাইতে পারে।

২—। কার্ব্বলিক এসিড্ নামক পদার্থ দ্বারা অনেকানেক উৎকট রোগের শান্তি হইবার উপায় হইয়াছে। উক্ত পদার্থ দ্বারা শারীরিক বেদনা ও চর্ম্ম রোগের অনেক প্রতীকার হইয়াছে। লণ্ডন নামক এক জন সাহেব ব্যক্ত করেন, যে একবার তাঁহার পদের গ্রন্থিতে বেদনা ও অবসাদ বোধ হওয়ায় তিনি সেই বেদনা স্থলে উক্ত পদার্থ প্রয়োগ করাতে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহার সে বেদনা ও অবসন্নতা দূর হইয়াছিল।

Chambers's Journal

শারীরস্থান বিদ্যা

১—। আমিরিকা হইতে ইংলণ্ড দেশে যে এক অদ্ভুত যমজ কন্যা প্রেরিত হয়, তাহার তুল্য আশ্চর্য্য যমজ সন্তান কেহ কখন সন্দর্শন করেন নাই। এ কন্যা দ্বয়ের বয়ঃক্রম প্রায় সপ্তদশ, উহারা অতি বুদ্ধিমতী ও প্রিয়ম্বদা এবং দেখিতে রূপবতী। উহাদিগের উভয়ের পশ্চাৎ ভাগ হইতে এক প্রকার মাংস উৎপন্ন হইয়া শরীরের নিম্ন দেশকে একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু কটিদেশের উপর মস্তক পর্য্যন্ত কাহারও সহিত কাহারও কোন সংযোগ নাই। মুখ নাশিকা গ্রীবা মস্তক ও হস্ত প্রভৃতি সমুদায় উর্দ্ধ ভাগ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র, কেবল নিম্ন দেশ সংযুক্ত মাত্র। কিন্তু উহাতে তাহাদিগের কাহারও কোন ক্লেশ নাই, উভয়েই সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে পারে। জগদীশ্বর উহাদিগের উভয়ের শরীরকে এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে সংযুক্ত করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা উহাদিগের গমনাগমনের কোন ব্যাঘাত ঘটেনা। যখন একটি কন্যা পূ-

রোভাগে চলিতে থাকে, তখন তৎপশ্চাতের কন্যাকে দেখিলে বোধ হয় যেন পুরোগামিনী কন্যা উহার কটিতে রজ্জু বন্ধন করিয়া দৌড়াচ্ছলে উহাকে পশ্চাৎ ভাগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। উহাদিগের উভয়ের কোন ভিন্ন সঙ্কল্প ও ভিন্ন কার্য্য না থাকাতে পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে বস্তুতঃ এক প্রাণী বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন।

Englishman, 2nd Oct. 1855.

শিল্পবিদ্যা

১—। মাঙ্কফোর্ট নামক স্থানের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ট রোট সাহেব নাড়ী পরীক্ষার এক আশ্চর্য্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথমত এক খানি কাষ্ঠ দণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ যন্ত্রের এক প্রান্ত নাড়ীতে সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। যন্ত্রের এক প্রান্তে নাড়ী সংলগ্ন থাকে ও অন্য প্রান্তে একটি পেনশীল সংলগ্ন করা থাকে; নাড়ীর যত গতি হইতে থাকে, তাহার প্রত্যেক গতিতে ঐ পেনশীল দ্বারা এক খানি কাগজের উপর এক একটি বক্ররেখা পতিত হয়। যদি নাড়ীর অবস্থা উত্তম থাকে, তাহা হইলে রেখা গুলিও অচ্ছিন্ন হইয়া সুন্দর রূপে অঙ্কিত হয়, অন্যথা সমস্ত রেখা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

২—। সম্প্রতি অগ্নি ব্যতিরেকে জল উষ্ণ করিবার এক অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রে অগ্নি দিতে হয় না, যন্ত্র ঘর্ষণ করিলেই জল আপনা হইতে উষ্ণ হইতে থাকে। এই যন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে যে শিল্প কার্য্যের অনেক সুবিধা ও সংসারের বিস্তর উন্নতি হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

৩—। আমিরিকার অন্তঃপাতী বসটন নগরের বরলি নামক একজন সাহেব ক্রাজ নির্ম্মাণ করিবার এক উৎকৃষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। বিলক্ষণ কর্ম্মঠ সূত্রধর এক দিবসের মধ্যে যে-প্রকার ক্রাজ ৩০।৪০ টার অধিক যুড়িতে পারে না, উক্ত যন্ত্র দ্বারা সেই প্রকার ক্রাজ এক ঘণ্টার মধ্যে ১০০টা যোড়া যাইতে পারিবেক এবং তাহা হস্তের অপেক্ষা অতি পরিষ্কৃত ও দৃঢ় হইবেক। অনেকে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাতে পরিশ্রম ও ব্যয়ের লাঘব হইবেক। উক্ত যন্ত্রের কৌশল অতি সহজ এবং তাহা কখন সংস্কার করিবারও প্রয়োজন হয় না। উহার দ্বারা বহু কাল সুন্দর রূপে কর্ম্ম চলিতে পারে। যন্ত্র স্থাপন করিবার জন্য কোন বিস্তৃত স্থানের বা বাহুল্য ব্যয়েরও আবশ্যক করে না। যন্ত্র ক্রয় ও সঞ্চালন করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা শীঘ্রই ঐ যন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

Chamber's Journal

ধর্ম্মেতে অনুরাগ।

যে প্রকার দিগ্‌নির্ণায়ক চুম্বকমণি অভাবে পোত মাত্র দ্বারা দুস্তর মহার্ণবাদি উত্তীর্ণ হওয়া সাতিশয় কঠিন, ধর্ম্ম স্বরূপ মণির সাহায্য ব্যতিরেকে সংসার পারাবার পার হওয়া সেইরূপ দুষ্কর। অতএব সর্ব্বদা ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিয়া ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা মনুষ্য জাতির নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করিতে না পায়, তাহার সম্বন্ধে প্রচণ্ড সূর্য্যও তমোময়। জগতের নিগূঢ় শোভা ও সৌন্দর্য্য তাহার নিকটে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না, তাহার চক্ষু চৈতন্য শূন্য মৃণ্ময় পুত্তলিকার অক্ষির ন্যায় হয়। পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় প্রেমউৎস হইতে অমৃত আনন্দ বারি যে জন পান না করিয়াছে, তাহার আত্মা চিরকাল তৃষিত থাকে, তাহার কখনই শান্তি হয় না। বিষয় ভোগে যে পরিমাণে সুখ লাভ হয়, সেই পরিমাণে দুঃখের সহিতও সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। মনুষ্যের অবস্থা পরিদোলক স্বরূপ। মনুষ্য কখন সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া উন্নত পদে আরোহণ করিতেছে, কখন দুঃখ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নীচপদে পতিত হইতেছে। কিন্তু অক্ষয় ধর্ম্ম ভূমিতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে, কস্মিন্ কালেও তাহার অবস্থার পতন নাই।

...জ্ঞাত তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ কখন অক্ষয় ধর্ম-রত্ন পরিত্যাগ করিয়া ক্ষয়শীল বিষয় সুখে রত হয়েন না। মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড প্রভাকরের উজ্জ্বল জ্যোতির সহিত তামসী নিশার খদ্যোতালোকের বরং উপমা হইতে পারে, তথাপি ধর্ম জনিত বিশুদ্ধ সুখের সহিত কখন অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সুখের সাদৃশ্য হইতে পারে না। পরন্তু ইন্দ্রিয় উপভোগ জনিত সুখেতে যে মন পরিতৃপ্ত হয় না, ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, কেন না ইন্দ্রিয় জনিত সুখ ভোগে মন পরিতৃপ্ত হইলে ব্রহ্মানন্দ রস পানে কয় ব্যক্তি প্রয়াসী হইত। মহাত্মা পুরুষেরা অলোকসামান্য শৌর্য্য প্রভাবে পাপ পিশাচীর মোহিনী মূর্ত্তিতে বিমুগ্ধ না হইয়া তাহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক সমুদয় কামনা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়া ধর্ম্মের শরণাপন্ন হন এবং সেই নিত্য জ্ঞান পরিপূর্ণ অমৃতানন্দময় পুরুষের সহিত সহবাস করিয়াই সুখী থাকেন। যে ভাগ্যবান্ পুরুষের মনে এরূপ বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়, যে যে পরম কারণের ইচ্ছায় তিনি সৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহার সৃষ্ট প্রাণ বায়ু তাঁহার জীবন ধারণের আমূল হইয়াছে, যাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে তিনি প্রতি দিন আহার আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত প্রতি পালিত হইতেছেন, যাঁহার অচিন্ত্য শক্তি বশত বুদ্ধি বৃত্তি সমস্ত অধিকার করিয়া সৃষ্টির তাৎপর্য্য কৌশল ও আত্ম মহত্ত্ব গৌরব সুখ স্বচ্ছন্দাদি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ভবিষ্যতেও সেই করুণাবান্ পুরুষের আশ্রয়ে তাঁহাকে কাল যাপন করিতে হইবেক, সে ব্যক্তি আর অনিত্যতার ক্রোড়ে পতিত হইয়া নৃত্য করিতে বা পাপের মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ থাকিতে কখনই ইচ্ছা করেন না। আপনার আত্মা ও আশা ঈশ্বরেতেই সমর্পণ করেন এবং তিনি স্বার্থ পরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে এই বিশ্বরাজ্যের এক ক্ষুদ্রতম প্রজা বলিয়া সেই রাজাধিরাজ মহারাজের অনুজ্ঞাত কার্য্যের ভার বহন পূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলিত থাকেন এবং তিনি অন্তে অপার সুখ ও অপার শান্তি লাভ করেন।

SPIRITUALISM.

This theory teaches that there is a natural supply for spiritual as well as for corporeal wants, that there is a connection between God and the soul, as between light and the eye, sound and the ear, food and the palate, truth and the intellect, beauty and the imagination, that as we follow an instinctive tendency, obey the body's law, get a natural supply for its wants, attain health and strength, the body's welfare,—as we keep the law of the mind, and get a supply for its wants, attain wisdom and skill, the mind's welfare,—so if, following another instinctive tendency, we keep the law of the moral and religious nature, we get a supply for their wants, moral and religious truth; obtain peace of conscience and rest for the soul, the highest moral and religious welfare. It teaches that the world is not nearer to our bodies than God to the soul, "for in Him we live and move, and have our being." As we have bodily senses to lay hold on matter, and supply bodily wants, through which we obtain, naturally, all needed material things, so we have spiritual faculties, to lay hold on God, and supply spiritual wants; through them we obtain all needed spiritual things. As we observe the conditions of the body, we have nature on our side, as we observe the Law of the Soul, we have God on our side. He imparts truth to all men who observe these conditions;—we have direct access to Him, through Reason, Conscience, and the religious Sentiment, just as we have direct access to nature, through the eye, the ear, or the hand. Through these channels, and by means of a law, certain, regular and universal as gravitation, God inspires men makes revelation of truth for is not truth as much a phenomenon of God, as motion is of matter? Therefore, if God be omnipresent and omniactive, this inspiration is no miracle, but a regular mode of God's action on conscious spirit, as gravitation is on unconscious matter it is not a rare condescension of God, but a universal uplifting of man. To obtain a knowledge of duty, man is not sent away outside of himself, to ancient documents, for the only rule of faith and practice the Word is very nigh him, even in his heart, and by this Word he is to try all documents whatever. Inspiration, like God's omnipresence, is not limited to the few writers claimed by the Jews Christians, or Mahometans, but is coëxtensive with the race. As God fills all space, so all spirit, as he influences and constrains unconscious and necessitated matter, so he inspires and helps free and conscious man.

This theory does not make God limited, partial, or capricious. It exalts man. While it honours the excellence of a religious genius of a Moses or a Jesus,—it does not pronounce their character monstrous, as the supernatural nor fanatical, as the rationalistic theory; but natural, human, and beautiful, revealing the possibility of mankind. Prayer, whether conscious or spontaneous, a word or a feeling, felt in gratitude or penitence, in joy or resignation, is not a soliloquy of the man not a physiological function, nor an address to a deceased man, but a sally into the infinite spiritual world, whence we bring back light and truth. There are windows towards God, as towards the world. There is no intercessor, angel, mediator between man and

God; for man can speak and God hear, each for himself. He requires no advocate to plead for men, who need not pray by attorney. Each soul stands close to the omnipresent God; may feel his beautiful presence, and have familiar access to the All-Father; get truth at first-hand from its Author. Wisdom, Righteousness, and Love, are the Spirit of God in the soul of man;—wherever these are, and just in proportion to their power, there is inspiration from God. Thus God is not the author of confusion, but of Concord;—Faith and Knowledge, and Revelation and Reason, tell the same tale, and so legitimate and confirm one another.

God's action on matter and on man is perhaps the same thing to Him, though it appear differently modified to us. But it is plain, from the nature of things, that there can be but one *kind* of Inspiration, as of Truth, Faith, or Love. It is the direct and intuitive perception of some truth, either of thought or of sentiment: there can be but one *mode* of Inspiration, it is the action of the highest within the soul, the divine presence imparting light; this presence as Truth, Justice, Holiness, Love, infusing itself into the soul, giving it new life; the breathing in of Deity; the in-come of God to the soul, in the form of Truth through the Reason, of Right through the Conscience, of Love and Faith through the Affections and Religious Sentiment. Is Inspiration confined to theological matters alone? Most surely not. Is Newton less inspired than Simon Peter?

Now, if the above views be true, there seems no ground for supposing that there are different kinds or modes of inspiration in different persons, nations, or ages, in Minos or Moses, in Gentiles or Jews, in the first century or the last. If God be infinitely perfect, He does not change; then his modes of action are perfect and unchangeable. The laws of mind, like those of matter, remain immutable and not transcended. As God has left no age nor man destitute, by nature, of Reason, Conscience, Religion, so he leaves none destitute of inspiration. It is, therefore, the light of all our being; the background of all human faculties; the sole means by which we gain a knowledge of what is not seen and felt; the logical condition of all sensual knowledge; our highway to the world of spirit. Man cannot, more than matter, exist without God. Inspiration, then, like vision, must be everywhere the same thing in kind, however it differs in *degree*, from race to race, from man to man. The degree of inspiration must depend on two things: first, on the natural ability, the particular intellectual, moral, and religious endowment, or genius, wherewith each man is furnished by God; and next, on the use each man makes of this endowment. In one word, it depends on the man's *Quantity of Being* and his *Quantity of Obedience*. Now as men differ widely in their natural endowments, and much more widely in the use and development thereof, there must of course be various degrees of inspiration, from the lowest sinner up to the highest saint. All men are not by birth capable of the same degree of inspiration; and by culture, and acquired character, they are still less capable of it. A man of noble intellect, of deep, rich, benevolent affections, is by his endowments capable of more than one less gifted. He that perfectly keeps the soul's law, thus fulfilling the conditions of inspiration, has more than he who keeps it imperfectly; the former must receive all his soul can contain at that stage of his growth. Thus it depends on a man's own will, in great measure, to what extent he will be inspired. The man of humble gifts at first, by faithful obedience, may attain a greater degree than one of larger outfit who neglects his talent. The apostles of the New Testament, and the true saints of all countries are proofs of this. Inspiration, then, is the consequence of a faithful use of our faculties. Each man is its subject—God its source—Truth its only test. But as truth appears in various modes to us, higher and lower, and may be superficially divided, according to our faculties, into truths of the Senses, of the Understanding, of Reason, of Conscience, of the Religious Sentiment, so the perception of truth in the highest mode, that of Reason, Morals, Religion, is the highest inspiration. He, then, that has the most of Wisdom, Goodness, Religion, the most of Truth, in the highest modes, is the most inspired.

Now universal and infallible inspiration can of course only be the attendant and result of a perfect fulfilment of all the laws of mind, of the moral and the religious nature; and as man's faculties are limited, it is not possible to man: a foolish man, as such, cannot be inspired to reveal Wisdom, nor a wicked man to reveal Virtue, nor an impious man to reveal Religion. Unto him that hath, more is given. The poet reveals poetry, the artist art, the philosopher science, the saint religion. The greater, purer, loftier, more complete the character, so is the inspiration; for he that is true to Conscience, faithful to Reason, obedient to Religion, has not only the strength of his own virtue, wisdom, and piety, but the whole strength of omnipotence on his side; for goodness, truth, and love, as we conceive them, are not one thing in man, and another in God, but the same thing in each. Thus man partakes the divine nature, as the Platonists, Christians, and Mystics call it. By these means the Soul of all flows into the man; what is private, personal, peculiar, ebbs off before that mighty influx from on high. What is universal, absolute, true, speaks out of his lips, in rude, homely utterance, it may be, or in words that burn and sparkle like the lightning's fiery flash.

This inspiration reveals itself in various forms, modified by the country, character, education, peculiarity of him who receives it, just as water takes the form and the colour of the cup into which it flows, and must needs mingle with the impurities it chances to meet. Thus Minos and Moses were inspired to make laws; David to pour out his soul in pious strains, deep and sweet as an angel's psaltery; Pindar to celebrate virtuous deeds in high heroic song; John the Baptist to denounce sin; Gerson and Luther and Böhme, and Fenelon and Fox, to do each his peculiar work, and stir the world's heart deep,—very deep. Plato and Newton, Milton and Isaiah, Leibnitz and Paul, Mozart, Raphael, Phidias, Praxiteles, and Orpheus, receive into their various forms the one spirit from God most high. It appears in action not less than in speech;—the Spirit inspires Dorcas to make coats and garments for the poor, no less than Paul to preach the Gospel. As that bold man himself has said, "there are diversities of gifts, but the same spirit; diversities of operations, but the same God who worketh all in all." In one man it may appear in the iron hardness of reasoning, which breaks through sophistry and prejudice, the rubbish and diluvial drift of time;—in another it is subdued and softened by the flame of affection; the hard iron of the man is melted, and becomes a stream of persuasion, sparkling as it runs.

Inspiration does not destroy the man's freedom; that is left fetterless by obedience. It does not reduce all to one uniform standard; but Habakkuk speaks in his own way, and Hugo de St. Victor in

his. The man can obey or not-obey—can quench the spirit or feed it, as he will. Thus Jonah flees from his duty; Calchas will not tell the truth till out of danger; Peter dissembles and lies. Each of these men had schemes of his own, which he would carry out, God willing or not willing. But when the sincere man receives the truth of God into his soul, knowing it is God's truth, then it takes such a hold of him as nothing else can do. It makes the weak strong—the timid brave; men of slow tongue become full of power and persuasion. There is a new soul in the man, which takes him, as it were, by the hair of his head, and sets him down where the idea he wishes for demands. It takes the man away from the hall of comfort, the society of his friends; makes him austere and lonely cruel to himself, if need be; sleepless in his vigilance unfaltering in his toil; never resting from his work. It takes the rose out of the cheek; turns the man in on himself and gives him more of real. Then, in a poetic fancy, the man sees visions—has wondrous revelations; every mountain thenceforth—God burns in every bush, flames out in the crimson cloud, speaks in the wind, descends with every dove, is All in All. The Soul, deep-wrought in its intense struggle, gives out-ness to its thought; and on the trees and stars, the fields, the floods the corn ripe for the sickle, on man and woman, it sees its burthen writ. The Spirit within constrains the man. It is like wine that hath no vent,—he is full of the God. While he muses, the fire burns; his bosom will scarce hold his heart; he must speak, or he dies though the earth quake at his word. Timid flesh may resist and Moses say, "I am of slow speech." What avails that? The Soul says, "Go, and I will be with thy mouth, to quicken thy tardy tongue." Shrinking Jeremiah, effeminate and timid, recoils before the fearful work—"The flesh *will* quiver when the pincers tear." He says, "I cannot speak; I am a child." But the the great Soul of All flows into him and says, "Say not I am a child; for I am with thee. Gird up thy loins like a man, and speak all that I command thee. Be not afraid at men's faces, for I will make thee a defenced city, a column of steel, and walls of brass. Speak, then, against the whole land of sinners; against the kings thereof, the princes thereof, its people and its priests. They may fight against thee, but they shall not prevail, for I am with thee." Devils tempt the man with the terror of defeat and want, with the Hopes of selfish ambition. It avails nothing;—a "Get-thee-behind-me, Satan!" brings angels to help. Then are the man's lips touched with a live coal from the altar of Truth, brought by a Seraph's hand. He is baptized with the spirit of fire. His countenance is like lightning. Truth thunders from his tongue—his words eloquent as Persuasion; no terror is terrible—no fear formidable. The peaceful is satisfied to be a man of strife and contention—his hand against every man, to root up and pluck down and destroy, to build with the sword in one hand and the trowel in the other. He came to bring peace, but he must set a fire, and his soul is straitened till his work be done. Elisha must leave his oxen in the furrow; Amos desert his summer fruit and his friend: and Böhme, and Bunyan, and Fox, and a thousand others, stout-hearted and God-inspired, must go forth of their errand into the faithless world to accept the prophet's mission, be stoned, hated, scourged, slain. Resistance is nothing to these men;—over them steel loses its power, and public opprobrium its shame; deadly things do not harm them; they count loss gain, shame glory, death triumph. These are the men who move the world;—they have an eye to see its follies, a heart to weep and bleed for its sin. Filled with a Soul wide as yesterday, to-day, and forever, they pray great prayers for sinful man;—the wild wail of a brother's heart runs through the saddening music of their speech. The destiny of these men is forecast in their birth;—they are doomed to fall on evil times and evil tongues, come when they will come. The Priest and the Levite war with the Prophet, and do him to death: they brand his name with infamy; cast his unburied bones into the Gehenna of popular shame; John the Baptist must leave his head in a charger; Socrates die the death; Jesus be nailed to his cross; and Justin, John, Huss, and Jerome of Prague, and millions of hearts stout as these, and as full of God, must mix their last prayers, their admonition, and farewell blessing, with the crackling snap of fagots, the hiss of quivering flesh, the impotent tears of wife and child and the mad roar of the exulting crowd. Every path where mortal feet now tread secure, has been beaten out of the hard flint by prophets and holy men, who went before us, with bare and bleeding feet, to smooth the way for our reluctant tread. It is the blood of prophets that softens the Alpine rock;—their bones are scattered in all the high places of mankind. But God lays his burthens on no vulgar men;—He never leaves their souls a prey. He paints Elysium on their dungeon wall. In the penetralious chamber of their heart, the light of Faith shines bright and never dies. For such as are on the side of God, there is no cause to Fear.

The influence of God in Nature, in its mechanical, vital, or instinctive action, is beautiful. The shapely trees, the leaves that clothe them in loveliness; the corn and the cattle, the dew and the flowers; the bird, the insect, moss and stone, fire and water and earth and air; the clear blue sky that folds the world in its soft embrace; the light, which rides on swift pinions, enchanting all it touches reposing harmless on an infant's eyelid, after its long passage from the other side of the universe—all these are noble and beautiful; they admonish while they delight us, these silent counsellors and sovereign aids. But the inspiration of God in man, when faithfully obeyed, is nobler and far more beautiful. It is not the passive elegance of unconscious things which we see resulting from man's voluntary obedience: that might well charm us in nature; in man, we look for more. Here the beauty is intellectual,—the beauty of Thought, which comprehends the world, and understands its laws; it is moral,—the beauty of Virtue, which overcomes the world, and lives by its own laws; it is religious,—the beauty of Holiness, which rises above the world, and lives by the law of the Spirit of Life. A single good man, at one with God, makes the morning and evening sun seem little and very low. It is a higher mode of the divine Power that appears in him, self-conscious and self-restrained.

Now this inspiration is limited to no sect, age, or nation. It is wide as the world, and common as God. It is not given to a few men, in the infancy of mankind, to monopolize inspiration, and bar God out of the soul. You and I are not born in the dotage and decay of the world. The stars are beautiful as in their prime; "the most ancient Heavens are fresh and strong;" the bird merry as ever at its clear heart. God is still everywhere in nature,—at the line, the pole, in a mountain or a moss. Wherever a heart beats with love—where Faith and Reason utter their oracles,—

there also is God, as formerly in the heart of seers and prophets. Neither Gerizim nor Jerusalem, nor the soil that Jesus blessed, so holy as good man's heart, nothing so full of God. This inspiration is not given to the learned alone, not to the great and wise, but to every faithful child of God. The world is close to the body; God closer to the soul, not only without but within, for the all-pervading current flows into each. The clear sky bends over each man, little or great, let him uncover his head—there is nothing between him and infinite space. So the ocean of God encircles all men: uncover the soul of its sensuality, selfishness, sin—there is nothing between it and God, who flows into the man as light into the air. Certain as the open eye drinks in the light, do the pure in heart see God; and he that lives truly, feels Him as a presence not to be put by.

But this is a doctrine of experience, as much as of abstract reasoning. Every man who has ever prayed—prayed with the mind, prayed with the heart, greatly and strong—knows the truth of this doctrine, welcomed by pious souls. There are hours, and they come to all men, when the hand of destiny seems heavy upon us; when the thought of time mis-spent, the pang of affection misplaced or ill-requited, the experience of man's worst nature, and the sense of our own degradation, come over us. In the outward and inward trials, we know not which way to turn; the heart faints, and is ready to perish. Then in the deep silence of the soul, when the man turns inward to God, light, comfort, peace dawn upon him. His troubles—they are but dust on his sandal; his enmities or jealousies, hopes, fears, honours, disgraces, all the undeserved mishaps of life, are lost to the view, diminished and then hid in the mists of the valley he has left behind and below him. Resolution comes over him with its vigorous wing; Truth is clear as noon; the soul in faith rushes to its God. The mystery is at an end.

It is no vulgar superstition to say that men are inspired in such times. They are the seedtime of life. Then we live whole years through in a few moments; and afterwards, as we journey on in life cold and dusty, and travel-worn and faint, we look to that moment as a point of light: the remembrance of it comes over us like the music of our home heard in a distant land;—like Elisha in the fable, we go long years in the strength thereof. It travels with us, a great wakening light, a pillar of fire in the darkness, to guide us through the lonely pilgrimage of life. These hours of inspiration, like the flower of the aloe-tree, may be rare, but are yet the celestial blossoming of man—the result of past, the prophecy of the future. They are not numerous to any man;—happy is he that has ten such in a year, yes, in a lifetime.

Now to many men, who have but once felt this—when heaven lay about them in their infancy, before the world was too much with them, and they had laid waste their powers, getting and spending—when they look back upon it, across the dreary gulf where Honour, Virtue, Religion, have made shipwreck and perished with their youth,—it seems visionary—a shadow, dream-like, unreal. They count it a phantom of their inexperience—the vision of a child's fancy, raw and unused to the world. Now, they are wiser. They cease to believe in inspiration;—they can only credit the saying of the priests, that long ago there were inspired men, but none now; that you and I must bow our faces to the dust, groping like the Blind-worm and the Beetle—not turn our eyes to the broad, free Heaven; that we cannot walk by the great central and celestial light that God made to guide all that come into the world, but only by the farthing-candle of tradition, poor and flickering light, which we got of the priest,—which casts strange and fearful shadows around us as we walk, that "leads to bewilder and dazzles to blind." Alas for us if this be all!

But can it be so?—has Infinity laid aside Its omnipresence, retreating to some little corner of space? No! The grass grows as green, the birds chirp as gaily, the sun shines as warm, the moon and the stars walk in their pure beauty, sublime as before, morning and evening have lost none of their loveliness—not a jewel has fallen from the diadem of night. God is still there, ever present in matter, else it were not; else the serpent of Fate would coil him about the All of things, would crush it in his remorseless grasp, and the hour of ruin strike creation's knell.

Can it be, then, as so many tell us, that God, transcending time and space, immanent in matter, has forsaken man; retreated from the Shekinah in the holy of holies to the court of the Gentiles? that now He will stretch forth no aid but leave his tottering child to wander on, amid the palpable obscure, eyeless and fatherless—without a path, with no guide but his feeble brother's words and works—groping after God if haply he may find him—and learning at last, that he is but a God afar off, to be approached only by mediators and attorneys, not face to face as before? Can it be, that Thought shall fly through the Heaven, his pinion glittering in the ray of every star burnished by a million suns, and then come drooping back, with ruffled plume and flagging wing, and eye that once looked undazzled on the sun—now spiritless and cold—come back to tell us that God is no Father?—that he veils his face, and will not look upon his child, his erring child? No more can this be true! Conscience is still God-with-us; a Prayer is deep as ever of old—Reason as true, Religion as blest. Faith still remains the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Love is yet mighty to cast out fear. The soul still searches the deeps of God; the pure in heart see Him. The substance of the Infinite is not yet exhausted, nor the well of Life drunk dry. The Father is near us as ever—else Reason were a traitor, Morality a hollow form, Religion a mockery, and Love an hideous lie! Now, as in the days of Adam, Moses, Jesus, he that is faithful to Reason, Conscience, and Religion, will, through them, receive inspiration to guide him through all his pilgrimage.

বিজ্ঞাপন

আগামী ২ পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ পৌষ শনিবার সম্বৎ ১৯১২। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৬।

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হবেন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৫০ সংখ্যা
মাঘ ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প   চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১১ মাঘ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘন্টার সময়ে ষড়বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা

শ্রীঈশ্বর শর্ম্মা

উপাচার্য্য।

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! কেবল তোমাতেই আমারদের সুখ। তুমিই রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু। আমারদের আত্মা তোমার সহিত প্রেম পূরিত সুধারস পান না করিলে কিছুতেই আর তৃপ্তি লাভ করে না। যতক্ষণ আমরা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই এবং প্রীতি ও উৎসাহের সহিত তোমার গুণ কীর্ত্তন ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে থাকি, ততক্ষণই আমরা জীবনের পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হই; কিন্তু যত কাল আমরা তোমাকে বিস্মৃত হইয়া অনিত্য সংসারকে নিত্যজ্ঞান করিয়া বিষয় মদে মত্ত থাকি, তত কাল আমারদের জীবন বৃথা ও রসশূন্য হইয়া যায়। তোমার ইচ্ছার অনুযায়ী হইয়া মনন ও কার্য্য করিতে থাকিলে আমারদের আত্মা যেন প্রকৃত সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে, কিন্তু যখন আমরা তোমা হইতে প্রচ্যুত হই ও মান যশ লোকানুরাগের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করি, তখন আমারদের দূষিত ভ্রান্ত চিত্ত প্রকৃত সন্তোষ ও শান্তির সহিত কখনই সাক্ষাৎ করিতে পারে না। হে করুণানিধান! তুমি আমারদের হিতের নিমিত্তে এই মঙ্গলময় বিধান করিয়াছ যে তোমাতেই আমারদের সুখ, তোমাকে প্রাপ্ত হইলে আমারদের সম্পদ্ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। তুমিই জীবের পরম সম্পদ্; তোমাকে প্রাপ্ত হইলে আমরা সকল লোক প্রাপ্ত হই। হে দয়াসিন্ধো! আমরা মহামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে স্মরণ করি না, কিন্তু তুমি আমারদিগের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াও যে অজস্র করুণা বারি বর্ষণ করিতেছ, তাহার কি শেষ আছে? অত্যন্ত-সন্তান-প্রিয় পিতা স্বীয় সন্তানকে যে রূপ প্রযত্নে লালন পালন করেন, তুমি আমারদিগকে তাহা হইতে অনন্ত গুণে স্নেহ ও যত্নের সহিত রক্ষণ ও পালন করিতেছ। প্রত্যেক সূর্য্য কিরণ, প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোল, আমারদের প্রত্যেক নিশ্বাস ও প্রত্যেক নিমেষ তোমার যে কত মহিমা প্রকাশ করিতেছে, তাহা স্থির করিতে পারি না। তুমি আমারদের ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যে ধর্ম্ম সকল ভুক্তের মধু স্বরূপ। যে ব্যক্তি একান্তে তোমাকে প্রার্থনা করে, তুমি তাহাকে অমৃত রূপ সুমধুর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর, তুমি তাহার কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর, তাহার মনকে

পৃথিবী হইতে উন্নত করিয়া ধর্ম্মের রমণীয় ভাবের আবাস কর এবং তোমার পবিত্র সহবাসের যোগ্য কর; যে তোমার গুণ কীর্ত্তন, তোমার মহিমা প্রচার, তোমার অভিপ্রেত দয়া ধর্ম্ম সৎ কার্য্য সাধন করিয়া সানন্দে নিয়ত রহিতে পারে। হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি প্রীতিরূপ অমৃত বারি আমারদিগের চিত্ত ভূমিতে যখন যখন প্রবাহিত হইয়া আমারদিগের চৈতন্যের সঞ্চার সাধন করিয়াছে, [illegible] তোমার প্রতি অবিচলিত প্রীতি [illegible] কৃতজ্ঞতা যেন আমারদিগের মনের [illegible] অবস্থা হয়। তুমি দয়া করিয়া আমারদিগের অন্তরে উৎকৃষ্ট সকল মহৎ প্রবৃত্তি [illegible], তাহা তোমার [illegible] দ্বারা [illegible] তেজোবিশিষ্ট [illegible] অমৃত ফল অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি। মঙ্গল পূরিত তোমার বিশ্ব রাজ্য চতুর্দ্দিকে দেখিয়া আমারদিগের মন যেন তোমার প্রতি প্রতিনিয়তই ধাবিত থাকে। যখন প্রতিদিন দিবাকর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীমাত্রকে আনন্দাভিষিক্ত করে; যখন চন্দ্রমার বিমল কিরণ জগতে সুধা বর্ষণ করিতে থাকে, যখন অসংখ্য নক্ষত্র পুঞ্জ উদিত হইয়া তোমার অনন্ত বিশ্বের ও অসীম মহিমার পরিচয় ভূলোক ও দ্যুলোকে প্রচার করিতে থাকে; যখন বায়ু অনবরত প্রবাহিত হইয়া আমারদের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে, রাত্রি কালে যখন তোমার করুণা বারি বিন্দু বিন্দু শিশির রূপে পরিণত হইয়া ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিতে থাকে; আমরা যেন সেই সেই কালে তোমার মঙ্গলময় মধুর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া গদ গদ ভাবে পুলকিত হইতে থাকি এবং তোমাকে মনের সহিত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে নমস্কার করি। সংসারের আপাততঃ দুঃখ জনক ঘটনাতেও যেন আমরা তোমার গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়া অন্তঃস্ফূর্ত্তি তোমার মহিমা গানে পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারি। আমরা যেন তোমাকে কখন বিস্মৃত না হই, এবং তোমাকে অতিক্রম করিয়া কোন চিন্তা ও কার্য্য না করি। হে ধর্ম্মাবহ! তুমি আমারদিগের মনকে ধর্ম্ম দ্বারা প্রশান্ত কর, প্রত্যেক মনন ও ভাবনা পরিশুদ্ধ কর, তোমার প্রতি প্রীতি রূপ পুষ্প কলিকাকে প্রস্ফুটিত কর। আমরা যেন ভ্রমেতেও মনে স্বার্থ সাধন, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা, পরদ্বেষ ও পরানিষ্ট চিন্তা না করি এবং তোমার প্রতি ও লোকের প্রতি অকপট প্রেম দ্বারা যেন আমারদিগের মন সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণ থাকে। কি শরীর রক্ষা, কি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ, কি জ্ঞান শিক্ষা, কি হিতানুষ্ঠান, সকল কর্ম্মেতেই যেন তোমার ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিযুক্ত থাকি। তোমার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে যেন আমারদের দৃঢ় অনুরাগ ও আন্তরিক যত্ন এবং আহ্লাদ হয়; আমরা যেন কর্ম্মের ফল লাভের প্রতি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন ও তোমার প্রতি আমারদের কর্ত্তব্য সাধন করিব, ইহাই আমারদিগের লক্ষ্য হয়। হে জগদীশ! আমারদিগকে তোমার অভিপ্রেত পুণ্য পথের পথিক কর, এবং অনন্তকাল স্থায়ী সেই ব্রহ্মানন্দের—সেই প্রেমানন্দের উপযুক্ত কর, যাহার নিমিত্ত মন ব্যগ্র হইতেছে।

ঈশ্বরের মহিমা।

উদ্ভিদ

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত মহান্ পদার্থের আশ্চর্য্য পরিপাটী শৃঙ্খলা যে পরম পুরুষের সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে, অবনীমণ্ডলস্থ প্রত্যেক উদ্ভিদ পদার্থও প্রতিক্ষণে সেই বিশ্ব রচয়িতা পরম ঈশ্বরের মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় পরমাদ্ভুত ব্যাপার সকল আলোচনা করিলে এক কালে বিমোহিত হইতে হয়। বৃক্ষ লতা ও তৃণ গুল্মাদি উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে জগদীশ্বর যে সমস্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার সমুদয় কৌশল পর্য্যালোচনা করা দূরে থা-

কুক ঐ সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধীয় স্থূল বিষয় সকল বর্ণন করিয়াও কস্মিন্ কালে কেহ শেষ করিতে সমর্থ হয় না।

উদ্ভিজ্জ, যাবতীয় জীব জন্তুর জীবন স্বরূপ এবং এপৃথিবীর শ্রী স্বরূপ। এ পৃথিবী তৃণ শূন্য মরুভূমির ন্যায় এককালে উদ্ভিদ পদার্থ হীন হইলে যে কোন প্রকারে জীব জন্তু আর এখানে জীবিত থাকিতে পারিতনা, তাহা কোন যুক্তি ও তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না, এবিষয় সহজেই সকলের বোধগম্য হইতে পারে এবং জগদীশ্বর যদি পৃথিবীমণ্ডলকে নানা জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ দ্বারা বিভূষিত না করিতেন, তাহা হইলেও যে ভূমণ্ডলের কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না তৃণ শূন্য বালু ভূমির সহিত সুকোমল হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের অথবা উৎফুল্ল কুসুম লতিকা পরিপূরিত মনোহর পুষ্পোদ্যানের তুলনা করিয়া দেখিলেই সে বিষয় সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এমত দেশ নাই, যে তথায় কোন একপ্রকার উদ্ভিদ পদার্থ বিদ্যমান নাই এবং এপ্রকার কোন উদ্ভিজ্জও নাই যে তদ্দ্বারা কোন একরূপ জীবের বিশেষ উপকার দর্শিতে না পারে। যে কোন উদ্ভিদ পদার্থকে আমরা অত্যন্ত অপকারী ও বিষ তুল্য মনে করিয়া নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, তাহাও অন্য জীবের পক্ষে অমৃত স্বরূপ হইয়া অসাধারণ উপকার উৎপাদন করে। জগদীশ্বরের রাজ্য যেমন বিস্তীর্ণ, তাঁহার মহিমাও সেইরূপ বিচিত্র। তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অসংখ্য জীবকে বহুপ্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কামনা বিধান করিতেছেন এবং স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সকলকেই সুখে রাখিয়াছেন। কোন কোন বৃক্ষের সুরস ও সুমিষ্ট ফল ভোজন করিয়া বহুপ্রকার প্রাণী প্রাণ ধারণ করিতেছে এবং কোন কোন বৃক্ষ লতাদির সুগন্ধ পুষ্প সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া আমরা মহানন্দে পুলকিত হইতেছি, কোন বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিয়া তপন পীড়িত পথশ্রান্ত পথিকগণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গ সন্তাপ দূর করিতেছে এবং কোন বৃক্ষের শাখা পল্লবাদির মনোহর ভাব ও অবিরল পত্র শ্রেণীর শ্যামল কান্তি সন্দর্শন করিয়া লোকে অনুপম নেত্র সুখ লাভ করিতেছে। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা এবং কি অপরূপ তাঁহার রচনা! যে সমস্ত যৎসামান্য উদ্ভিদজাতির ফল পুষ্প পত্রাদি দ্বারা আমাদিগের কোন সুখ উদ্ভব না হয়, এবং যে সকল অগ্রাহ্য অগণ্য তৃণ গুল্মাদিকে আমরা নিত্য নিত্য পদতলে নিপাতন করিয়া পদাঘাত করি, তাহারাও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রোগের ঔষধ হইয়া সময় বিশেষে আমাদিগের এত কল্যাণ সাধন করে যে এক এক সময় তাহাদিগকে প্রাণদাতা পরম হিতৈষী বলিয়া বোধ হয়। হা জগদীশ্বর! তোমার মহিমা কত ঘোষণা করিব এবং তোমার দয়ার পার কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব। তোমার মহিমা প্রভাবে অচেতন উদ্ভিজ্জ যেন চৈতন্যবান্ উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় বিবেচনা করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে রত রহিয়াছে। ঋতুবিশেষে বৃক্ষ সকল যেন পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগের সুখ সাধন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। কেহ বসন্ত কালে পুষ্পিত হইয়া স্বীয় মনোহর শোভা ও উৎকৃষ্ট সৌরভ দ্বারা আমাদিগকে আশ্চর্য্য সুখ বিতরণ করিতেছে, কেহ গ্রীষ্ম কালে সুপক্ব সুমিষ্ট ফল প্রদান করিয়া বহু প্রকার জীব জন্তুকে সুখী করিতেছে। এমন কাল নাই, যে যে কালে আমরা কোন প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ হইতে সুখ প্রাপ্ত না হই। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে এক ঋতুতে যে বৃক্ষের পুষ্প শোভা সন্দর্শন ও সুচারু কুসুম ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া আমরা সুখ লাভ করিতেছি, অন্য ঋতুতে পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষোৎপন্ন সুস্বাদু ফল ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি, এক ঋতুতে যে তরুর ফল ভক্ষণ করিয়া সুখী হইতেছি, ঋতুবিশেষে সেই তরুর সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া শরীরকে শীতল করিতেছি। জগদীশ্বরের এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলানুসারে নানা জাতীয় উদ্ভিদ দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আনন্দ লাভ

করিয়া সম্বৎসর কাল সুখেতে যাপন করিতেছি, অতএব উদ্ভিদের গুণ ও ধর্ম্ম আলোচনা করিলে যে কেবল তাঁহারই অনন্ত মহিমা প্রকাশ পায়, তাহার আর সন্দেহ নাই।

হস্ত পদ মুখ নাশিকা বিশিষ্ট সচেতন মনুষ্য পশ্বাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগের মনে জগদীশ্বরের যাদৃশ মহিমা প্রতিভাত হয়, অচেতন উদ্ভিদ পদার্থের জন্ম স্থিতি ও পালনের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেও আমরা তাঁহার তাদৃশ গুণগ্রাম সন্দর্শন করিতে পাই। ইহা সামান্যত সকলেই দেখিতেছেন যে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, ক্রমে সেই অঙ্কুর দলিত ও পুষ্পিত হইয়া ফল শালী হইতেছে এবং কালেতে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে। বীজ ও বৃক্ষের এই সমস্ত ব্যাপার সর্ব্বদা সন্দর্শন করিয়া আপাতত অনেকের মনে আশ্চর্য্য রসের সঞ্চার হয় না বটে, কিন্তু যিনি উহার অন্তর্ভূত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাকে বিস্ময়ার্ণবে নিশ্চয় মগ্ন হইতে হয়। বিষম বিস্ময়কর শত শত ঐন্দ্রজালিক কুহক ক্রীড়া অপেক্ষা উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত ব্যাপার সকল অধিক আশ্চর্য্য জনক।

কেবল বীজেতেই যে জগদীশ্বর কত প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন এবং কি অচিন্ত্য উপায় দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতেছেন, তাহা বর্ণন করিবার শব্দ নাই; কোন ফলের শুষ্ক বীজ দেখিলে তাহার মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি বর্ত্তমান থাকা আপাতত কোন মতেই সঙ্গত. বোধ হয় না, কিন্তু সেই বীজের সহিত সরস মৃত্তিকার সংযোগ হইবামাত্র যেন মৃত দেহে জীব সঞ্চারের ন্যায় সেই শুষ্ক কঠোর বীজ সজীব হইয়া উঠে। তখন আর সে বীজ স্থির থাকেনা, বোধ হয় যেন অঙ্কুরিত হইবার উপায় চেষ্টা করে এবং তৎকালে সেই বীজ গর্ভস্থ সঞ্চিত রস আপনা হইতে এমন তেজ ধারণ করে, যে সেই তেজে বীজের গাত্রাবরণ ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং উহার অধোভাগ হইতে অতিসূক্ষ্ম শিকা ও ঊর্দ্ধ্ব ভাগ হইতে অঙ্কুর নির্গত হয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোন কোন শস্যের বীজ অতি দীর্ঘ কালের পুরাতন হইলেও যদি তাহা উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করা যায়, তবে সেই বীজ অন্তর্গত সঞ্জীবনী শক্তি স্বীয় ক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়া এবং সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া পরিণামে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হওয়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। একটি বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য যে সমস্ত মহৎ মহৎ পদার্থের একত্র সংঘটন হওয়া আবশ্যক করে, তাহা স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়। জল বায়ু তেজ মৃত্তিকা ও আলোক প্রভৃতি কতিপয় পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনরূপেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারেনা। জল শূন্য মরুভূমিতে যেমন কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, বায়ু বর্জ্জিত স্থানেও সেইপ্রকার কোনরূপ উদ্ভিদ পদার্থ জন্মিতে পারে না। বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য আলোক এবং উত্তাপেরও যে নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহারও প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য যে পরিমিত উত্তাপের আবশ্যক হয়, তাহার ন্যূন উত্তাপ বিশিষ্ট স্থলে কখনই সে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। এবং আলোক শূন্য অন্ধীভূত কূপ কিম্বা খনি মধ্যে যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়, তাহারা কস্মিন্ কালেও স্বজাতীয় সুন্দর বর্ণ প্রাপ্ত হয় না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ত্রিকালজ্ঞ জগদীশ্বর একদা সংসারের সমস্ত ভাবী প্রয়োজন অবগত হইয়া তদুপযোগী সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার মহিমা এবং কি অদ্ভুত তাঁহার শক্তি! একটি তৃণাঙ্কুর উৎপন্ন হইবার জন্য কতগুলি মহৎ পদার্থই অহর্নিশ নিযুক্ত রহিয়াছে! জল বায়ু তেজ মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়াও তাঁহার শাসন বলে সমবেত চেষ্টা দ্বারা সংসারের উন্নতি সাধন করিতে অবিশ্রান্ত নিযুক্ত আছে, সংসারের অতি

সামান্য ব্যাপার মধ্যেও তাঁহার ইচ্ছা দেদীপ্যমান প্রকাশিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও শুভাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে। অতএব বিবিক্তচিত্ত ধীর ব্যক্তিরা সকল কৌশলের মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করেন।

প্রত্যেক বীজেরই উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই তিন নির্দ্দিষ্ট ভাগ আছে, উহার মধ্যে ঊর্দ্ধ ভাগ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অধোভাগ হইতে সূক্ষ্ম শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকা প্রবেশ করে এবং মধ্য দেশে এক প্রকার রস সঞ্চিত থাকে, যে পর্য্যন্ত বৃক্ষাঙ্কুর স্বীয় শিফা দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিতে সক্ষম না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ বীজ আপনার গর্ভস্থ রস দ্বারা অঙ্কুরকে পোষণ করে। এই অদ্ভুত প্রণালী ক্রমে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নানা জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে কখন এই প্রণালীর কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে অচেতন উদ্ভিদ পদার্থ যেন সচেতন জীবের ন্যায় কার্য্য করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষেত্রেতে বীজ বপন করিবার সময় সকল বীজ সমভাবে পতিত হয় না, কোন বীজ প্রকৃত রূপে ঊর্দ্ধ হইয়া পতিত হয় এবং কোন বীজ বিপরীত ভাবেও ধরাশায়ী হইয়া থাকে কিন্তু যে সমস্ত বীজের অঙ্কুরের ভাগ অধোদিকে ও শিফার ভাগ ঊর্দ্ধ দিকে হইয়া যায়, সেই সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইবার অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিলে হতচেতন হইতে হয়। উচ্চ হইতে শিফা সমস্ত নির্গত হইয়া বক্রগতি দ্বারা ক্রমে অধো দিকে মৃত্তিকাভিমুখে গমন করে এবং অধো হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ঐরূপ বক্র ভাবে ঊর্দ্ধাভিমুখ হয়। উহারা কেহই কখন স্ব স্ব স্থান বিস্মৃত হয় না। কেবল বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময়েতেই যে অচেতন উদ্ভিদ সকলের এই প্রকার সচেতনের ন্যায় কার্য্য প্রকাশ পায় এমত নহে, অপরাপর অনেক সময়েতেও উহারা চেতনাবান্ জীবের তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে বৃক্ষ-মূল চালিত হইবার সময় যদি তাহার সম্মুখে প্রস্তরাদি কোন নীরস কঠিন পদার্থ প্রাপ্ত হয়, তবে সে মূল আর সে দিকে গমন না করিয়া সারবতী সরস মৃত্তিকাভিমুখে গতি করিতে আরম্ভ করে। হায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! বপন কালে কয়টা বীজ প্রকৃত ভাবে ক্ষেত্রে পতিত হয়? বোধ হয় এক শত বীজের মধ্যে একটাও যথার্থ রূপে ক্ষেত্রস্থ হয় কি না, অতএব বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যদি শিফা ও অঙ্কুর আপনা হইতে স্ব স্ব দিকে গমন করিতে না পারিত তাহা হইলে কত শত সারবতী উর্ব্বরা ভূমি নিরর্থক হইয়া পতিত থাকিত। কত সহস্র সহস্র কৃষকের অসঙ্খ্য পরিশ্রম ব্যর্থ হইত এবং কত কোটি কোটি জীব অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিত। হা জগদীশ! অচেতন উদ্ভিদ পদার্থ সম্বন্ধীয় এই সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিলে কে আর তোমাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারে! কোন্ মূঢ়ের না তোমার ভাবে মুগ্ধ না হয়! তুমি যদি চৈতন্য শূন্য উদ্ভিদ বর্গকে এই সমস্ত আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান না করিতে, তবে কি আর কখনই তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ বসুন্ধরা এপ্রকার শস্য পূর্ণ হইতে পারিত? অতএব তোমার মহিমাই আমাদিগের সকল কল্যাণের মূলাধার।

বীজ অঙ্কুরিত হওয়া যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার, সেই অঙ্কুর হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়াও তদ্রূপ আশ্চর্য্যের বিষয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলেই তাহার শিফা সকল মৃত্তিকা প্রবেশ করিয়া রস আকর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু তৎকালে ঐ অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুরের এ প্রকার শক্তি হয় না যে উহা ঐ সমস্ত রস জীর্ণ করিতে পারে, এই নিমিত্ত যাবৎ অঙ্কুর সমধিক বর্দ্ধিষ্ণু না হয়, তাবৎ তাহার নিম্ন দেশে দ্বিদলাকার দুইটি পত্র সংলগ্ন থাকে, ঐ পত্র দ্বারা শিফাকৃষ্ট সমস্ত রস জীর্ণ হয়, কিন্তু অঙ্কুর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রস জীর্ণ করিবার উপযুক্ত হইলে আর উক্ত দ্বিদলের প্রয়োজন

থাকে না বলিয়া তৎকালে তাহা আপনা হইতেই শুষ্ক ও স্খলিত হইয়া যায়। অনন্তর সেই অঙ্কুর দিন দিন যত উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, ততই তাহার রস শোষণ করিবার শক্তি অধিক হয় এবং পরিণামে যোজন বিস্তৃত মহা বিটপী হইলেও মূলাগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস প্রবেশ করিয়া ঐ বৃক্ষের সমস্ত শাখা পল্লব ও পত্র পুষ্পাদিগকে পোষণ ও বর্দ্ধন করে। কি শক্তি দ্বারা যে শাল তাল দেবদারু প্রভৃতি মহোচ্চ পাদপ সকল মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাদিগের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা কাহার সাধ্য যে স্থির রূপে নির্দ্দেশ করে, সেই এক অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন ইহার প্রতি আর অন্য কোন কারণই উপলক্ষিত হয় না।

পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু যে প্রকার বায়ু দ্বারা নিশ্বাস কার্য্য সমাধা করিয়া জীবিত থাকে, উদ্ভিদ জাতিও সেই রূপ বায়ু দ্বারা আপনাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া জীবন ধারণ করে। পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুর নিশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জগদীশ্বর যেমন তাহাদিগকে নাসিকা প্রদান করিয়াছেন, উদ্ভিদ জাতিকেও পরমেশ্বর সেই রূপ বায়ু গ্রহণ করিবার উপায় প্রদান করিয়াছেন। সুশোভন শ্যামল পত্র দ্বারা যে কেবল বৃক্ষ লতাদির শোভা মাত্র বৃদ্ধি হয় এমত নহে, ঐ সমস্ত পত্র দ্বারা উদ্ভিজ্জ বর্গ প্রয়োজনোপযোগী বায়ু গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয়। কোন প্রকার উদ্ভিদ হইতে বায়ুর সংযোগ একেকালে রহিত করিয়া দিলে পশ্বাদির ন্যায় সে বৃক্ষ প্রাণ ত্যাগ করে। যে স্থলে সতত সুন্দররূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেই স্থলেই বৃক্ষাদি উত্তমরূপে বর্দ্ধিত ও সতেজ হইতে পারে। উদ্ভিদের শাখা পল্লব শিরা পত্র প্রভৃতি কোন পদার্থকেই জগদীশ্বর বৃথা সৃষ্টি করেন নাই, উহারা প্রত্যেকেই এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে।

সামান্য তৃণ শস্যাদি হইতে রস রক্ত ও মাংসাদি উৎপন্ন হইয়া পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুদিগের শরীর ধারণ ও পুষ্টি বর্দ্ধন হওয়া যেমন অদ্ভুত ব্যাপার, জল বায়ু প্রভৃতি কেবল কতিপয় জড় পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদ জাতির প্রাণ ধারণ ও পুষ্টি সাধন হওয়াও সেই রূপ আশ্চর্য্যের বিষয়। উদ্ভিদ বর্গ কেবল এক মৃত্তিকা হইতে রস পান ও শূন্য হইতে বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে।

এক ক্ষেত্র হইতে কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর প্রভৃতি নানা রসেরই শস্য উৎপন্ন হইতেছে। এক ক্ষেত্র মধ্যে ইক্ষুও যে মৃত্তিকার রস পান করিতেছে এবং যে বায়ু সেবন করিতেছে, আম্রাতকও সেই রস ও সেই বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার যে উহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব জাতীয় পৃথক্ রস প্রাপ্ত হইতেছে। ইক্ষুদণ্ড প্রবিষ্ট রস মধুর হইয়া নির্গত হইতেছে, এবং আম্রাতক শরীর গত রস অম্লাস্বাদ উৎপাদন করিতেছে। এক ক্ষেত্র মধ্যে যে কি প্রকার কৌশলে বিষলতা ও সুধাসম সুস্বাদু বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা কোন রূপেই জ্ঞান গোচর করিবার শক্তি নাই। উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে এ প্রকার অনেক লতা ও বৃক্ষাদি দৃষ্ট হইয়াছে যে তাহাদিগের পরস্পরের ফল পত্র ও পুষ্পাদির আকারের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ রস ও গুণ বিষয়ের আশ্চর্য্য ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। এক বৃক্ষে বিষের গুণ ও অন্য বৃক্ষে অমৃতের গুণ প্রকাশ পায়। এক বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে তাহার সুমিষ্ট সুস্বাদু রস দ্বারা শরীর শীতল হইয়া উঠে, অন্য বৃক্ষের ফল ভোজন করিলে তাহার দুর্গন্ধ ও বিস্বাদু রস দ্বারা উদরস্থ অন্নাদিও উদ্গীর্ণ হইয়া যায়। একাকার একরূপ দুই লতা আছে যে তাহাদিগের মধ্যে একটির মূল ভক্ষণ করিলে অমনি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিতে হয় এবং অপর লতার মূল ভক্ষণ করিলে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব কে স্থির করিবে? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ঈশ্বরের মহিমার পার পাইবে?

উদ্ভিদের বংশ বিস্তার হওয়াও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কোন কোন বৃক্ষের বীজ পশু ও পক্ষী দ্বারা নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয় এবং কোন বৃক্ষের বীজ নদ নদীর স্রোতে ভাসিয়া ও নানা দেশে উপনীত হইয়া থাকে। এ প্রকার অনেক বৃক্ষ আছে, যে তাহার বীজ পরিপক্ব হইলে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রোশান্তরে পতিত হয়। কোন বীজের উপরে পক্ষীর পক্ষের ন্যায় দুইটি অবয়ব থাকে তাহারা তদ্দ্বারা বায়ু সহকারে বহুদূর গমন করিয়া পতিত হয়। এই রূপ নানা প্রকার উপায় দ্বারা নানা জাতীয় বৃক্ষের বীজ দেশ দেশান্তর ব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় বংশের বৃদ্ধি করে এবং অসংখ্য জীবের উপজীব্য হইয়া সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে নিযুক্ত থাকে। যদি কেবল মনুষ্যকে পরিশ্রম করিয়াই সকল দেশে সকল প্রকার উদ্ভিদের উৎপত্তি করিতে হইত, তাহা হইলে অসংখ্য প্রকার জীব জন্তু অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিত এবং তাহা হইলে মনুষ্যও কখন এক্ষণকার মত অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত ফলমূলাদি প্রাপ্ত হইতে পারিত না। জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলের কথা কত বর্ণন করিব, কোটি শতাব্দেও তাহা শেষ হইবার নহে।

পরম কৌশলকারী পরম পুরুষ উদ্ভিজ্জ বিশেষে কৌশল বিশেষ প্রকাশ করিয়া আপনার মহিমা আরও বিস্তার করিয়াছেন। যে সকল লতা দৃঢ়তর বৃক্ষাদির ন্যায় নিরবলম্ব হইয়া স্বয়ং স্থিতি করিতে না পারে, সে সকল লতার শরীরে এক আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত লতার মধ্যে মধ্যে এক একটি গ্রন্থি থাকে এবং ঐ গ্রন্থি হইতে দুইটি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে একটি বর্দ্ধিত হইয়া তারের ন্যায় লতাবলম্বিত আশ্রয়কে বেষ্টন করিতে থাকে এবং অপর অঙ্কুর ক্রমে ক্রমে দলিত ও পুষ্পিত হ ফল উৎপন্ন করে। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা কি আশ্চর্য্য কৌশল মনে হয়! যদি উক্ত লতার গ্রন্থি হইতে ঐ প্রকার অঙ্কুর উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে কি প্রকারে উক্ত লতা নিরবলম্বনে স্থিতি করিতে শক্ত হইত এবং কি প্রকারেই বা উহা হইতে আমরা ফল ও পুষ্প প্রাপ্ত হইতাম. ইহা দ্বারা কি জগৎ কর্ত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রতীয়মান হইতেছে না। কি জন্য প্রকাণ্ড বৃক্ষে এ প্রকার ভাব দৃষ্ট হয় না, কেনইবা বৃক্ষের এক স্থান হইতে এ প্রকার শাখা নির্গত হয় না। ইহা কেবল পরমেশ্বরেরই অনির্ব্বচনীয় মহিমার নিদর্শন।

গো মনুষ্য প্রভৃতি অনেক প্রাণীতেই ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি নানা জাতীয় তৃণ ও তৃণোৎপন্ন শস্য ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করে. এই নিমিত্ত ঐ সকল তৃণেতে এক অসাধারণ কৌশল দৃষ্ট হয়. যেরূপ প্রকরণ করিলে অন্যান্য উদ্ভিদ নষ্ট হইয়া যায়, সেই প্রকরণ দ্বারা ঐ সকল তৃণ আরও সতেজ হইয়া উঠে। যে প্রান্তরের তৃণ মেষ মহিষ ও গো প্রভৃতি পশু দ্বারা প্রতি নিয়ত ভুক্ত হয়, সেই প্রান্তরেই অধিক তৃণ জন্মে ইহাতে বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে পশ্বাদির ভক্ষণ দ্বারা তৃণের হ্রাস না হইয়া আর ও বরং বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ মেষ মহিষাদির ভোজ্য দূর্ব্বা প্রভৃতি কতিপয় তৃণকে দীর্ঘ কাল স্থায়ী করিবার জন্য জগদীশ্বর উহাদিগকে অত্যন্ত দৃঢ় ও বহু গ্রন্থিযুক্ত করিয়াছেন। পশ্বাদিতে ঐ সকল তৃণের পত্র যত ভক্ষণ করে ততই মৃত্তিকার মধ্যে আরও উহাদিগের মূল বিস্তৃত হইতে থাকে এবং উহাদিগকে যত পদতলে নিপীড়িত করা যায়, ততই উহারা ঘণ ও নিবিড় হইয়া জন্মিতে থাকে। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালের প্রখর সূর্য্য উত্তাপে পর্ব্বত ও প্রান্তরজাত সমুদায় তৃণ শুষ্ক হওয়াতে তাহাদিগের আর চিহ্ন মাত্র থাকে না. কিন্তু তথাপি তাহাদিগের মূল নষ্ট হয় না, জীবিতাবস্থায় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে এবং বর্ষার বৃষ্টি ধারা প্রাপ্ত হইবামাত্র পুনর্ব্বার নূতন তেজ ধারণ করিয়া সেই সমস্ত মূল অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়।

ইয়ুরোপ খণ্ডে রোণ নদীর মধ্যে এক প্রকার আশ্চর্য্য লতা জন্মিয়া থাকে। ঐ ল-

তা সম্বন্ধীয় দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার মনে হইলে অবাক্ হইতে হয়। ঐ লতার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুই প্রকার জাতি ভেদ আছে, ঐ উভয় জাতীয় লতার মূল নদীর গর্ব্ভে নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে স্ত্রী জাতির লতা হইতে পদ্মনালের ন্যায় এক প্রকার মঞ্জরী উত্থিত হয় এবং তদগ্রভাগে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। জগদীশ্বর ঐ স্ত্রী জাতীয় লতা মঞ্জরীতে এরূপ এক অসাধারণ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, যে উহা ঐ নদী জলের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে স্বীয় শরীরকে উন্নত ও হ্রস্ব করিতে পারে। নদীর জল যত বৃদ্ধি হয়, ততই ঐ লতা মঞ্জরী উন্নত হইয়া তদুপরি ভাসিতে থাকে এবং জল যত হ্রাস হয়, উক্ত লতা মঞ্জরীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত হ্রস্ব হইতে আরম্ভ করে। অনেক সময় প্রতিদিনটীর ঐ মঞ্জরীর হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত লতিকা সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় অদ্ভুত ব্যাপার এই যে উহার পুরুষ জাতীয় লতার পুষ্প নদীর জল মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, অথচ সেই পুষ্প উপযুক্ত অবস্থায় পরিণত হইলে পর স্বস্থান হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জলের উপর ভাসিতে আরম্ভ করে এবং যে স্থানে স্ত্রীজাতীয় লতাপুষ্পকে প্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত একত্রিত হইয়া থাকে। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে চেতন রহিত বুদ্ধিহীন জলের লতা হইয়া এরূপ অদ্ভুত প্রকারে আয় রক্ষা ও বীজ উৎপাদন করিয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। অচেতন বস্তুতে এ প্রকার চৈতন্যের কার্য্য সন্দর্শন করিলে কাহার মনে না সেই চেতনের চেতন স্বরূপ ঈশ্বরের মহিমা উদয় হইয়া উঠে?

আলোক লতা নামক এক প্রকার লতা আছে উহার মূল কখনই মৃত্তিকা প্রবেশ করে না, উহার মূলকে মৃত্তিকা প্রবিষ্ট করাইবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। জগদীশ্বর ঐ লতা উৎপন্ন হইবার কি এক আশ্চর্য্য উপায় সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। কোন বৃক্ষের ত্বকে উহাকে ঘর্ষণ করিলেই উহা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং সেই বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। মৃত্তিকার মধ্য হইতে এক প্রকার উদ্ভিজ্জের পুষ্প উত্থিত হয় এবং ঐ পুষ্প কোন প্রকার পত্র বা দল দ্বারা আবৃত থাকে না। উক্ত পুষ্প গো মনুষ্যাদির পদাঘাত অথবা অপরাপর নানা কারণ দ্বারা সর্ব্বদা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অতএব অন্যান্য জাতীয় উদ্ভিজ্জের বীজ যেমন পুষ্প গর্ব্ভে উৎপন্ন হয়, যদি উক্ত উদ্ভিদের বীজও সেই রূপ পুষ্প মধ্যে জন্মিত তাহা হইলে উক্ত জাতীয় পুষ্প সংসার হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু জগদীশ্বর উহার বীজ রক্ষা পাইবার এক আশ্চর্য্য উপায় করিয়া দিয়াছেন। উহার বীজ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বৃক্ষের মূল মধ্যে উৎপন্ন হয়, সুতরাং কোন কারণে পুষ্প নষ্ট হইলেও উহার বীজ নষ্ট হয় না। বীজ রক্ষার এ প্রকার কৌশল আর কোন উদ্ভিদেতেই দৃষ্ট হয় না। ফল কি বীজ সুপক্ব হইলেই তাহা বৃক্ষ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার যে ঋতু নির্দ্দিষ্ট আছে, সে ঋতু ভিন্ন কখনই তাহার বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কোন কোন বৃক্ষাদির বীজ প্রায় সম্বৎসর কাল মৃত্তিকার মধ্যে নিদ্রাগ্রস্ত হতচেতনের ন্যায় পতিত থাকে, পরে আপনার উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত হইলে যেন সচেতন হইয়া অঙ্কুরিত হইবার উপায় চেষ্টা করে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প লতা এবং ওষধি সম্বৎসরের মধ্যেই পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া নষ্ট হয়, তাহারা যেন কোন নাটকের নটের ন্যায় স্ব স্ব পর্য্যায়ানুসারে সংসার স্বরূপ রঙ্গ ভূমিতে আসিয়া উদয় হইয়া থাকে। গাঁদা চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি শীত ঋতুর পুষ্প বৃক্ষ সকল শীতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শীত ঋতু সংসারের শোভা সম্পাদন করিয়া পরে অন্তর্হিত হয় এবং অবশিষ্ট সকল ঋতুতে আমাদিগের নিকট অদৃষ্ট থাকিয়া পুনর্ব্বার শী-

তারম্ভে উদয় হয়, এই রূপ গ্রীষ্ম ঋতুর কোন কোন উদ্ভিজ্জ গ্রীষ্ম কাল মাত্র ভোগ করিয়া প্রস্থান করে, পুনর্ব্বার গ্রীষ্মের আগমন সন্দর্শনে আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হয়। কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ; কি বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম; কেহই জগদীশ্বরের নিয়ম হেলন করিয়া অন্যথাচরণ করিতে শক্ত হয় না, তিনি সংসারের সৌন্দর্য্য সম্পাদন ও কল্যাণ সাধনের জন্য যাহাকে যে প্রকারে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সেই তদনুসারে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতেছে।

উদ্ভিদ সম্বন্ধে করুণাময় পরমেশ্বর আর যে একটি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ না করিয়া কোন ক্রমেই নিরস্ত হওয়া যায় না। অনেকানেক ফলের মধ্যে যে পদার্থ দ্বারা বীজের পুষ্টি সাধন ও শরীর বর্দ্ধন হইয়া থাকে, পরিণামে সেই পদার্থ সুমধুর রসময় উপাদেয় খাদ্য হইয়া বহুল প্রাণীর জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, যে নারিকেলে প্রথমত জলের সঞ্চার না হইলে কখনই তন্মধ্যে শস্যের উৎপত্তি হইত না এবং শস্য না হইলেও কখন উক্ত ফলের উৎপাদিকা শক্তি থাকিত না। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে সংসারের বহু প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে জগদীশ্বর এক একটি পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাল খর্জ্জুর আম্র পনশ বদরী প্রভৃতি নানা জাতীয় সুখাদ্য ফলের যে যে অংশ আমরা সুখেতে ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করি, তাহা প্রথমত ফল মধ্যে উৎপন্ন হইয়া বীজকে পোষণ করিতে থাকে, অনন্তর যখন বীজ পোষণের কার্য্য শেষ হইয়া যায়, তখন সেই সমস্ত ভাগ সূর্য্য কিরণ ও অন্যান্য কারণ দ্বারা প্রকারান্তরে পরিণত হইয়া জীব জন্তুর ভোজন যোগ্য হইয়া উঠে। হায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি অদ্ভুত কৌশল! যে পদার্থ এক সময় ফল মধ্যে উৎপন্ন হইয়া কেবল বীজের পুষ্টি সাধন করিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্য সুখ প্রদান করে। এই রূপে জগদীশ্বর এক একটি উদ্ভিদ পদার্থে যে কত প্রকার অচিন্তনীয় অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাহার সাধ্য যে বর্ণন করিয়া শেষ করে? জগদীশ্বর স্বয়ং বাক্য মনের অগোচর এবং তাঁহার মহিমাও বচনের অতীত, আমরা যখন তাঁহার যে বিষয় স্মরণ করি, তখনই তাহাতে মুগ্ধ হই।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

'যঃ বৈ' 'ভূমা' মহৎ নিরতিশয়ং ব্রহ্ম 'তৎ সুখং' 'ন অল্পে' ব্রহ্মাতিরিক্তে কস্মিংশ্চিদপি বস্তুনি 'সুখং' সম্পূর্ণং 'অস্তি' 'ভূমা এব সুখং' অতঃ 'ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'॥

যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্রপদার্থে সুখ নাই, মহান্ পদার্থই সুখস্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

মনুষ্যের মন ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। যাঁহারা মহৎ মান, বিপুল যশ, মহদায়তন ভূমি ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্তে অতীব যত্নবান্, তাঁহারা অবগত নহেন যে যিনি প্রকৃত মহীয়ান্; যাঁহার তুলনায় অন্য সকল পদার্থই কনীয়ান্; যিনি পরাৎপর, একমাত্র, ধ্রুব, অনন্ত পদার্থ; সেই ভূমা পদার্থ প্রাপ্তি ব্যতীত তাঁহার সুখের ইচ্ছা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না; অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। মনুষ্যের আত্মা অতি মহৎ, সে এই মর্ত্ত্যলোকের অধম পদার্থে কদাপি তৃপ্ত হইতে পারে না। গগন বিহারী উৎক্রোশ পক্ষী, যে আকাশ মণ্ডলের মহো-

না। গভীর সমুদ্রশায়ী অতি বৃহৎ তিমি মৎস্য মনুষ্য-খাত ক্ষুদ্র হ্রদে অবস্থিতি করিয়া সন্তোষামৃত লাভ করিতে পারে? যিনি অনন্ত সুখের আকর, তিনিই কেবল মনের অনন্ত সুখের স্পৃহাকে পরিপূর্ণ করিতে পারেন।

২

সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতইতি স্বে মহিম্নি।

হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'সঃ' ভূমা ব্রহ্মাত্মা 'কস্মিন প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি' ইত্যুক্তবন্তং শিষ্যং প্রতি আহ আচার্য্যঃ 'স্বে মহিম্নি' স্বকীয়ে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতোভূমা॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

পরমেশ্বর নিরবলম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্বরূপ শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি একমাত্র শঙ্কু স্বরূপ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া আছেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রহে নাই। সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাতে আপনিই নিত্য রহিয়াছেন: তাঁহার কেহ জনকও নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই।

৩

সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ।

'সএব' ভূমা 'অধস্তাৎ' বিদ্যতে তথা 'সঃ উপরিষ্টাৎ সঃ পশ্চাৎ সঃ পুরস্তাৎ সঃ দক্ষিণতঃ সঃ উত্তরতঃ'। সভূমা 'ঈশানঃ' 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ 'অদ্য' ইদানীং বর্ত্তমানঃ 'সঃ' 'শ্বঃ' 'উ' অপি থাকিষ্যতে॥

তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্য আছেন, পরেও থাকিবেন।

কি উর্দ্ধে, কি অধোতে, কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে, কি দক্ষিণে, কি উত্তরে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান; আমরা যদি গভীর সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি। যেমন তিনি সর্ব্বদেশ ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব্বকাল বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহ কালের নিয়ন্তা তেমনি পরকালেরও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন পরেও থাকিবেন।

৪

যএকোঽবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

'সঃ' 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা 'অবর্ণঃ' নির্ব্বিশেষঃ 'বহুধা' নানা 'শক্তিযোগাৎ' 'নিহিতার্থঃ' গৃহীতপ্রয়োজনঃ প্রজানাং 'বর্ণান্' প্রয়োজনপদার্থান্ 'অনেকান্' 'দধাতি' বিদধাতি প্রজাভ্যঃ। 'আদৌ' 'অন্তে' 'চ' মধ্যে চ 'বিশ্বং' যস্মিন্ 'বি এতি' ব্যাপ্নোতি 'সঃ' 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ বিজ্ঞানৈকরসঃ পরমেশ্বরঃ। 'সঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'শুভয়া' 'বুদ্ধ্যা' 'সংযুনক্তু' সংযোজয়তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

নানা বর্ণের সৃজনকর্ত্তা যেই যে এক পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং বর্ণহীন হইয়াও নিষ্পাপ আত্মাদিগের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে এই অনন্ত বিশ্বের জীবন স্বরূপ নিয়ন্তা

নিয়ন্তা, সকল কাম্য বস্তুর প্রেরয়িতা, সমুদায় সুখ সৌভাগ্যের বিধাতা রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন এবং নিষ্কাম হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহারদিগের কিছুই প্রার্থনা নাই, কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা।

৫

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ' বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ বৃক্ষঃ সংসারঃ কালঃ আকৃতয়শ্চ 'পরঃ' 'অন্যঃ' প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টঃ 'যস্মাৎ' ঈশ্বরাৎ 'অয়ং' 'প্রপঞ্চঃ' সংসারঃ 'পরিবর্ত্ততে'। জ্ঞাত্বা 'তং' 'ধর্ম্মাবহং' ধর্ম্মাকরম্ 'পাপনুদং' পাপনাশকারিণং 'ভগেশং' ভগম্ ঐশ্বর্য্যম্ তস্য স্বামিনং 'আত্মস্থং' সর্ব্বেষামাত্মনি স্থিতং 'অমৃতং' অমরণধর্ম্মাণং 'বিশ্বধাম' বিশ্বস্যাধারভূতং। 'জ্ঞাত্বা' তু বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং 'শিবং' 'এতি' প্রাপ্নোতি 'শান্তিং অত্যন্তং'।

তিনি সংসার, কাল এবং সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সুতরাং ভিন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আকর, পাপের শাস্তা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে সেই মঙ্গল স্বরূপ এক মাত্র পরিবেষ্টাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

এই জগৎ সংসারে যে কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহার মত তিনি কিছুই নহেন; তাহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। না তিনি বাহ্য বিষয়ের মত, না তিনি অন্তরস্থ মনেরই মত। তিনি বিষয় ও মন সকলেরই সৃষ্টি কর্ত্তা, সুতরাং তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে ভিন্ন। তিনিই মনুষ্যের মনে ধর্ম্মশাসন সংস্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং যে মহাত্মা তাহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করেন এবং তাঁহার সেই পবিত্র মন পবিত্র স্বরূপের প্রিয় আবাস স্থল হয়। যদিও কদাচিৎ মোহান্ধ প্রযুক্ত তাঁহার পদ ধর্ম্মভূমি হইতে স্খলিত হয় এবং তিনি পাপ পঙ্কে পতিত হয়েন, তথাপি সন্তাপিত-চিত্তে সেই পরম মঙ্গলালয়ের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন এবং তাঁহার মনে প্রার্থনীয় স্বাস্থ্য ও শান্তি প্রদান করেন।

৬

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'বিশ্বকৃৎ' বিশ্বস্য কর্ত্তা বিশ্বং বেত্তীতি 'বিশ্ববিৎ' আত্মা চাসৌ যোনিশ্চেতি 'আত্মযোনিঃ' 'জ্ঞঃ' জানাতীতি 'জ্ঞঃ' 'কালকালঃ' কালস্য কর্ত্তা 'গুণী' বিচিত্রশক্তিমান 'সর্ব্ববিৎ' 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ' প্রধানং প্রপঞ্চঃ ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা তয়োশ্চ পালয়িতা 'গুণেশঃ' গুণানামীশঃ 'সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ' সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধানাং হেতুঃ কারণং।

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার কারণ এবং জ্ঞানবান, কালের কর্ত্তা, গুণবান ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় ও জীব উভয়েরই প্রতিপালক, সর্ব্বগুণের অধীশ্বর এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

তিনি সকলের কারণ, সকলের পালক, সকলের প্রভু। কোন বস্তু তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তাঁহারই শাসনে জীবাত্মা শরীরে বদ্ধ আছে এবং সংসারে বিচরণ করিতেছে এবং পরিশেষে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া নিত্য সুখে সুখী হইবে।

৭

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা। য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'তন্ময়ঃ' চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময়ঃ 'হি' 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা ঈশশ্চাসৌ সংস্থশ্চেতি 'ঈশসংস্থঃ' ঈশঃ স্বামী সম্যক্ স্থিতির্যস্যাসৌ সংস্থঃ। জানাতীতি

'জ্ঞঃ' সর্ব্বজ্ঞ গচ্ছতীতি 'সর্ব্বগঃ' 'অস্য' 'ভুবনস্য' 'গোপ্তা' পালয়িতা। 'যঃ' 'ঈশে' ঈষ্টে 'অস্য জগতঃ' নিত্যং এব 'নিয়মেন 'ন অন্যঃ হেতুঃ বিদ্যতে' 'ঈশনায়' শাসনায়। 'তং' 'হ' ইত্যব্যয়োঽবধারণে 'দেবং' পরমেশ্বরং আত্মনি যা বুদ্ধিঃ তাং প্রকাশয়তীতি 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং' 'মুমুক্ষুঃ' 'বৈ' বৈশব্দোঽবধারণে অহং 'শরণং' 'প্রপদ্যে' প্যামি॥

তিনি চৈতন্যময়, মরণধর্ম রহিত এবং সর্ব্বস্বামীরূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন, তিনি প্রজ্ঞাবান্, সর্ব্বত্র গামী এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন তদ্ব্যতীত বিশ্ব শাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

আমারদিগের আত্মাতে যে বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে, সে তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনিই আমারদিগের আত্মাতে বুদ্ধি বৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই আচার্য্য স্বরূপ হইয়া অহরহ আমারদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং পরম কল্যাণ পথ প্রদর্শক হইয়া অল্পে অল্পে আপনার নিকটবর্ত্তী করিতেছেন। সেই পরম প্রেমাস্পদের সহিত নিত্য সহবাস জনিত অনির্ব্বচনীয় সুখে আকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি আমারদিগের মঙ্গলময় পরম পিতা, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই আমারদিগকে এই সংসারের শোক তাপ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার সঙ্গী করিয়া লইবেন।

৮

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যং। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং।

'তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ' 'নাম' অভিধানং 'সত্যং': ব্রহ্মণঃ স্বরূপং দর্শয়তি। কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাত্তৎ 'নিষ্কলং' নিরবয়বং। 'নিষ্ক্রিয়ং' স্বপি স্বয়ং নিয়মেন সর্ব্বং জগৎ প্রশাস্তি 'শান্তং' উপসংহৃতসর্ব্ববিকারং 'নিরবদ্যং' অগর্হণীয়ং 'নিরঞ্জনং' নির্লেপং। 'অমৃতস্য' মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে 'পরং' 'সেতুং' সংসারমহোদধেরুত্তরণোপায়ত্বাৎ। 'দগ্ধেন্ধনং' 'অনলং' 'ইব' দেদীপ্যমানং।

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। যিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধ দারু বিশিষ্ট অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

সেই এই অতি দূরস্থ এবং অতি নিকটস্থ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের নাম সত্য; যে হেতু তিনি সত্য স্বরূপ। তিনি এতদ্রূপ সত্য, যে সেই সত্যকে অবলম্বন করিয়া এই সমুদায় জগৎ সত্য হইয়াছে; তিনি সত্যের সত্য। এই সমুদায় জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, যাঁহার ইচ্ছাতে এই সকল হইয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে এই সকল রহিয়াছে, তিনি কেমন সারবান্ বস্তু! ফেন ও বুদ্বুদ অপেক্ষা সমুদ্র অবশ্য স্থায়ী পদার্থ, কিন্তু সমুদ্রকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কেমন স্থায়ী পদার্থ! তৃণ, লতা, বৃক্ষ অপেক্ষা পৃথিবী অবশ্য স্থায়ী পদার্থ, কিন্তু পৃথিবী যাঁহা হইতে হইয়াছে, তিনি কেমন স্থায়ী পদার্থ! হা! আমরা কি মূঢ়! যিনি সকলের সার, নিত্য, সত্য পদার্থ, তাঁহাকে আমরা ছায়া তুল্য জ্ঞান করিতেছি। যিনি জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, সত্যের সত্য, তাঁহাকে আমরা শূন্য প্রায় দেখিতেছি। এই জগৎ রূপ স্তম্ভহীন মনোহর অট্টালিকা শূন্য নহে; ইহা আমারদিগের পরম দেবতার আবাস মন্দির, তাঁহার দ্বারা সম্যকরূপে ইহা পূর্ণ রহিয়াছে।

তিনি এক মাত্র, প্রজ্ঞানঘন; তাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলময় নিয়ম সকল স্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্তে যাহাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণপণে বহন করিতেছে; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্তৃ রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার শাসনে সূর্য্য উদয় হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, বৃক্ষ ফলবান্ হইতেছে, মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছে। তাঁহার স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁ-

হার স্বয়ং কোন আয়াস লইতে হয় না; তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে এই সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। তিনি সংসারের কর্ত্তা, অথচ সংসার হইতে অতীত; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন; তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপে কোন দোষ নাই, তিনি নিরবদ্য, অনিন্দনীয়। সেই অমৃতের শরণাপন্ন হইলে মৃত্যু ভয় থাকে না, তিনি অমৃতের পরম সেতু। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান দেখেন, তাঁহার ন্যায় প্রকাশবান বস্তু আর দ্বিতীয় দেখেন না।

৯

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ।

'সঃ' ব্রহ্মাত্মা সেতুরিব 'সেতুঃ' 'বিধৃতিঃ' বিধরণঃ অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বিধৃতং। অস্মিন্নসতি ঈশ্বরে জগৎ বিশ্বং বিনশ্যেত্ অতস্তস্মাৎ সঃ সেতুর্বিধৃতিঃ। এষাং ভূরাদীনাং 'লোকানাং' 'অসম্ভেদায়' অবিদারণায় অবিনাশায়েত্যেতৎ। 'ন এনং সেতুং' ব্রহ্মাত্মানং 'অহোরাত্রে' সর্ব্বদা জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে 'তরতঃ'। যথা অন্যে সংসারিণঃ কালেন অহোরাত্রাদিলক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যাঃ ন তথা অয়ং কালপরিচ্ছেদ্যঃ। 'ন' এনং 'জরা' তরতি প্রাপ্নোতি তথা 'ন মৃত্যুঃ' 'ন' 'শোকঃ'॥

তিনি এই লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন, এই সেতু স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না।

তিনি নিত্য বস্তু; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এত দিন বর্ত্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্য্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকারে অহোরাত্র দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকার; সুতরাং জরা শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের সৃষ্টিকর্ত্তা ও আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, কাল তাঁহাকে কি প্রকারে অতিক্রম করিবেক? যাঁহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক?

১০

য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি।

'যঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'অপহতপাপ্মা' 'বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ' 'বিজিঘৎসঃ' জিঘৎসা অশনেচ্ছা তদ্রহিতঃ 'অপিপাসঃ' পিপাসাবর্জ্জিতঃ 'সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ 'বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'। যঃ জনাদন্বেষণাৎ বিজিজ্ঞাসনাচ্চ যং ... সঃ সর্ব্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বান্ চ কামান্ যঃ তং 'আত্মানং' ব্রহ্মাত্মানং 'অনুবিদ্য' অন্বেষ্য 'বিজানাতি'॥

যে পরমাত্মা পাপশূন্য, জরা মৃত্যু শূন্য, অশোক ও ক্ষুৎপিপাসা বর্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

আমরা অপূর্ণ, ভ্রান্ত, পাপাক্রান্ত জীব হইয়া যে সেই পাপশূন্য পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ স্বভাবকে জানিতে পারি, ইহা আমারদিগের সামান্য সৌভাগ্য নহে। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে আমারদিগের মনের একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক করে। তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং করতল ন্যস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয় রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিবেক। বহু অন্বেষণ পরে তাঁহাকে আপনার নির্ম্মল ও পবিত্র মনের অভ্যন্তরে সকলের কারণ ও আশ্রয় রূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারিলে তৃষ্ণার্ত্তমৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন; তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও তাঁহার ভূরাদি সকল লোকের সুখ প্রা-

mation must at length be completed, and our destined dwelling-place be made ready. Nature must gradually be resolved into a condition in which her regular action may be calculated and safely relied upon, and her power bear a fixed and definite relation to that which is destined to govern it,—that of man. In so far as this relation already exists, and the cultivation of Nature has obtained a firm footing, the works of man, by their mere existence, and by an influence altogether beyond the original intent of their authors, shall again react upon Nature, and become to her a new vivifying principle. Cultivation shall quicken and ameliorate the sluggish and baleful atmosphere of the primeval forests, deserts, and marshes; more regular and varied cultivation shall diffuse throughout the air new impulses to life and fertility, and the sun shall pour his most animating rays into an atmosphere breathed by healthful, industrious, and civilized nations. Science, first called into existence by the pressure of necessity, shall afterwards calmly and carefully investigate the unchangeable laws of Nature, review its powers at large, and learn to calculate their possible manifestations; and while closely following the footsteps of Nature in the living and actual world, form for itself in thought a new ideal one. Every discovery which Reason has extorted from Nature shall be maintained throughout the ages, and become the ground of new knowledge, for the common possession of our race. Thus shall Nature ever become more and more intelligible and transparent, even in her most secret depths, and human power, enlightened and armed by human invention, shall rule over her without difficulty, and the conquest once made, be peacefully maintained. This dominion of man over Nature shall gradually be extended, until, at length, no further expenditure of mechanical labour shall be necessary than what the human body requires for its development, cultivation and health; and this labour shall cease to be a burden;—for a reasonable being is not destined to be a bearer of burdens.

But it is not Nature, it is Freedom itself, by which the greatest and most terrible disorders incident to our race are produced; man is the cruelest enemy of man. Lawless hordes of savages still wander over vast wildernesses;—they meet and the victor devours his foe at the triumphal feast; or where culture has at length united these wild hordes under some social bond, they attack each other, as nations, with the power which law and union have given them. Defying toil and privation, their armies traverse peaceful plains and forests;—they meet each other, and the sight of their brethren is the signal for slaughter. Equipt with the mightiest inventions of the human understanding, hostile fleets plough a way through the ocean; through storm and tempest man rushes to meet his fellow-man upon the lonely, inhospitable sea;—they meet, and defy the fury of the elements, that they may destroy each other with their own hands. Even in the interior of states, where men seem to be united in equality under the law, it is still for the most part only force and fraud which rule under that venerable name; and here the warfare is so much the more shameful that it is not openly declared to be war, and the party attacked is even deprived of the privilege of defending himself against an unjust oppression. Smaller associations rejoice aloud in the ignorance, the folly, the vice, and the misery in which the greater number of their brethren are sunk, and make it their avowed object to retain them in this state of degradation, and even to plunge them deeper in it in order that they may perpetuate their slavery to themselves,—and to destroy any one who should venture to enlighten or improve them. No attempt at amelioration can anywhere be made without rousing up from slumber a host of selfish interests, and exciting them to war against it,—without uniting together the most varied and opposite opinions in a common hostility. The good cause is ever the weaker, for it is simple and can be loved for itself alone; the bad attracts each individual by the promise which it holds out to him, and its adherents, always at war among themselves, so soon as the good makes its appearance, conclude a truce, that they may unite the whole powers of their wickedness against it. Scarcely, indeed, is such an opposition needed, for even the good themselves are but too often divided by misunderstanding, error, distrust, and secret self-love, and that so much the more violently, the more earnestly each strives to propagate that which he recognises as best, and thus dissipates by internal discord a power, which, even when united, could scarcely hold the balance with evil. One blames the other for rushing onwards with stormy impatience to his object, without waiting until the good result shall have been prepared, whilst the other blames him that through hesitation and cowardice he accomplishes nothing, but allows things to remain as they are, contrary to his better conviction; and thus for him the hour of action never arrives;—and only the Omniscient can determine whether either of the parties in the dispute is in the right. Every one regards the undertaking, the necessity of which is most apparent to him, and in the prosecution of which he has acquired the greatest skill, as the most important and needful,—as the point from which all improvement must proceed; he requires all good men to unite their efforts with his, and to subject them to him for the accomplishment of his particular purpose, and holds it to be treason to the good cause if they refuse,—while they on the other hand make the same demands upon him, and accuse him of similar treason, should he refuse. Thus do all good intentions among men appear to be lost in vain disputations, which leave behind them no trace of their existence; while in the meantime the world goes on as well, or as ill, as it can without human effort, by the blind mechanism of Nature,—and so will go on for ever.

J. G. FICHTE.

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ
১৫১ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমিতি ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ষড়্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

কলিকাতা ১১ মাঘ ১৭৭৭ শক

গত ১১ মাঘ বুধবার সন্ধ্যার পর কলিকাতা নগরে ব্রাহ্ম সমাজের ষড়্বিংশ বার্ষিক কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হয়। উক্ত পর্ব্বে এত অধিক লোকের সমারোহ হইয়াছিল, যে দর্শক ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে সমাজ মন্দিরে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই। অপরাহ্ন ৭ ঘণ্টার সময়ে উপাচার্য্য মহাশয়েরা উপাসনার বেদীতে উপবেশন করিলে পর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্ন লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

"যাহাতে জ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ-স্বরূপকে জানা যায়, যাহাতে ধর্ম্ম পরিপালিত হইয়া আত্মক্ষেত্র পবিত্র হয়, যাহাতে প্রীতি উজ্জ্বল হইয়া অন্তরতম প্রিয়তমে অর্পিত হয়, যাহাতে ইচ্ছা বলবতী হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুগামিনী হয়, এই উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ রূপ ধর্ম্মময় মঙ্গলময় বৃক্ষ ষড়্বিংশতি বৎসর অতীত হইল রোপিত হইয়াছে; ইহার উন্নতির কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে? ইহা কি অদ্যাপি নূতন পল্লবে পল্লবিত হইয়াছে? ইহা আর কত দিনে পুষ্প ফলে সুশোভিত হইবে? দেশের মঙ্গলের প্রতি অতি ব্যগ্র হইয়া যাঁহারা এই রূপ প্রশ্ন করেন, তাঁহারা কি অবগত নহেন যে দীর্ঘকাল স্থায়ী সারবান্ বৃক্ষ কদাপি শীঘ্র উন্নতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্রাহ্মসমাজের আয়ু পৃথিবীর সহিত সম কাল, তাঁহার নিকটে ষড়্বিংশতি বৎসরের গণনা কি? তথাপি এই কতিপয় বৎসরে সত্য নিরূপণে কি অনেকের যত্ন হয় নাই? ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ কি অনেকের মনে প্রতিভাত হয় নাই? তাঁহার অভিপ্রেত ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি অনেকের শ্রদ্ধা জন্মে নাই? ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি কি কাহারো মনে স্ফূর্ত্তি পায় নাই? ইহার উত্তরে না বলা অসম্ভব ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এই ব্রাহ্ম সমাজে পরব্রহ্মের উপাসনা কালে দশ জন ব্যক্তি সমাগত হইতেন কি না, অদ্য কি সুখের দিবস! অদ্য কি সুখের বিষয়! অদ্য এই সুদীর্ঘ সমাজ মন্দির তাঁহার উপাসক দ্বারা—তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্র সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে; এই সমাজে স্থানাভাব হইয়াছে। ইহা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির প্রত্যক্ষ চিহ্ন নহে?

অজ্ঞানের কার্য্য যে আত্মার অন্তরাত্মাকে অন্তরে না দেখিয়া তাঁহাকে দূরে অন্বে-

ষণ করে, আকাশের অতীত পদার্থকে আকাশের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবে শরীর ও মনের ধর্ম্ম আরোপ করে, উপমা রহিতের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। দেখ, ঈশ্বর প্রসাদাৎ এই অজ্ঞান-অন্ধকার এদেশ হইতে কেমন শীঘ্র শীঘ্র তিরোহিত হইতেছে; এই অল্প দিনের মধ্যে পরব্রহ্মের উপাসনার কত বিঘ্ন ও কত বাধা নিরাকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরম পূজ্য রামমোহন রায় দশ জনের মন হইতে যে অজ্ঞান-জনিত কুসংস্কার সম্যক্ রূপে বিনাশ করিতে পারেন নাই, এইক্ষণে সহস্র সহস্র অল্প বয়স্ক যুবকেরাও তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে। এক্ষণকার যুবকদিগের হৃদয়ে কখন এ বিশ্বাস স্থান পায় না যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় শরীরী অথবা তিনি কোন প্রকার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী লোকে অবতীর্ণ হয়েন। "নেতি নেত্যাত্মা অগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে।" প্রাচীন ঋষিদিগের এই মহাবাক্য তাঁহারা সম্যক্ রূপে বুঝিয়াছেন।

কিন্তু হে যুবকগণ! তোমরা যে এই অখিল জগৎ সংসারের সৃষ্টি কর্ত্তাকে সৃষ্টির অতীত পদার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছ, সেই অন্তরতম প্রিয়তমকে আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ সন্দর্শন পাইয়াছ কি না! করতল দ্বারা যেমন আমলক ফল স্পর্শ করা যায়, তদ্রূপ আপনার নিষ্পাপ পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তরাত্মাকে সংস্পর্শ করিতে পারিয়াছ কি না? সেই সকলের অন্তরস্থ ভূমা অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া অশেষ কামনার ফল লাভ করিয়াছ কি না? সেই অমৃত আনন্দ রস পান করিয়া সংসারের দুঃখ শোককে পরাজয় করিয়াছ কি না? যতক্ষণ না এই সংসারকে ছায়ার ন্যায় আর সংসারের স্রষ্টা সত্যের সত্যকে আতপের ন্যায় সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান প্রতীতি হইবেক, তাবৎ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে; তাঁহাকে লাভ হইলে আর আর লাভকে লাভ বলিয়াই জ্ঞান হয় না, গুরু বিপদকে বিপদ বলিয়াই বোধ হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তাঁহাকে অন্বেষণ করে? তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার সেই স্পৃহা কই? সেই অনুরাগ কই? শরীর রোগগ্রস্ত হইলে যেমন মান্দ্য হয়, তদ্রূপ মন পাপ ভারে প্রং হইলে তাহাতে ঈশ্বর-স্পৃহা স্ফূর্ত্তি পায় না। প্রচুর ধনশালী হইয়া রোগী হইলে যে দুর্দ্দশা, জ্ঞানবান্ হইয়া পাপী হইলে সেই দুর্দ্দশা। ধনী ব্যক্তিদিগের সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন আহরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও রোগ প্রযুক্ত তাহাতে মনের প্রবৃত্তি হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ ধ্যান করিবার সামর্থ্য থাকিলেও পাপ প্রযুক্ত তাহাতে মনের স্পৃহা হয় না। অতএব পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ঈশ্বর স্পৃহাকে উদ্দীপন না করিলে ঈশ্বর লাভের সম্ভাবনা নাই। যদি অনুরাগ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না, তবে ঈশ্বরেতে যাহারদিগের অনুরাগ নাই, তাহারা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিবে? "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।" "অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যে সাধক সস্পৃহ হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।" যাঁহার তাঁহাতে স্পৃহা আছে, তিনি যতক্ষণ না তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। তাঁহার নিকটে সূর্য্যরশ্মি অন্ধকার প্রায় হয়, তাঁহার নিকটে শশী নক্ষত্র শোভা শূন্য হয়, তাঁহাকে সুশীতল বায়ু শীতল করিতে পারে না। তিনি তৃষিত মৃগের ন্যায় তাঁহাকে অন্বেষণ করেন এবং তৃষিত মৃগ যেমন জল প্রাপ্ত হইলে পরিতৃপ্ত হয় তিনিও তদ্রূপ সেই অমৃত লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। তিনি কি পুণ্যবান্ ব্যক্তি! যিনি বহু অন্বেষণ পরে সকল কামনার পরিসমাপ্তি, অনন্ত সুখের আকর, অজর, অমর, অন্তর পুরুষকে লাভ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কি ভাগ্যবান্! যিনি জ-

হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতেছেন। তিনি যখন চক্ষু উন্মীলন করেন, তখন এই অনন্ত আকাশে সেই অরূপী পরমেশ্বরের বিচিত্র রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার গুণ গ্রাম স্মরণ করেন এবং যখন তিনি চক্ষু নিমীলন করেন, তখন স্তব্ধ হইয়া চেতনের চেতনকে মনের অভ্যন্তরে অনুভব করেন। তিনি প্রভাকরে তাঁহার প্রভা, চন্দ্রমণ্ডলে তাঁহার শোভা, নক্ষত্র-গহনে তাঁহার জ্যোতি, প্রতি পুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাতৃহৃদয়ে তাঁহার স্নেহ, দয়ালুর মনে তাঁহার দয়া, বিশ্ব-সংসারে তাঁহারই ভাবের আবির্ভাব দেখেন; অথচ জানেন তিনি ইহার কিছুই নহেন। তিনি প্রভা নহেন, তিনি জ্যোতি নহেন; তিনি স্নেহ নহেন, তিনি দয়া নহেন; তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার নাম নাই। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গল স্বরূপ। যে মঙ্গলময় নিগূঢ়-ভাবের এই বিশ্বরূপ আবির্ভাব, তাঁহাকে না মনেতে পাওয়া যায় না বাক্যেতে কহা যায়। ইন্দ্রিয় ও মন তাঁহার সেই নিগূঢ়-ভাব অনুধাবন করিতে গিয়া স্তব্ধ হয়। চক্ষু দ্বারা সেই অবর্ণকে বর্ণরূপে দেখা যায়, কর্ণ দ্বারা সেই অশব্দকে শব্দরূপে শুনা যায় মন দ্বারা সেই অমনাকে মনোরূপে প্রতীতি হয়, কিন্তু সেই অচিন্ত্য নিগূঢ়-ভাবকে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" "সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।" যাঁহার প্রকাশেতে এই সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে, তিনি যে কি তাহা কেবল তিনিই জানেন। "সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" "তিনি যাহা কিছু বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই।

যখন আমরা নিদ্রাতে অভিভূত থাকি তখনও যিনি জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকেন, তিনি জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্র সমভাবে রহিয়াছেন। তিনি উষাকালের অরুণকিরণে, নিশানাথের শুভ্র রশ্মিতে, পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তিনি এই জগৎ রূপ স্তম্ভহীন মনোহর প্রাসাদকে আপনার অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিতেছেন। তিনি আমারদিগের শরীর রূপ মন্দির মধ্যে মন আসনে আসীন হইয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি এই সমাজেতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই সমাজে এই সকল দীপমালা হইতে যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সেই জ্যোতির জ্যোতি, শুদ্ধ, অপাপ বিদ্ধ জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছেন এবং এখানেই বর্ত্তমান থাকিয়া আমারদিগের প্রত্যেকের মনের ভাব পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছেন, তাঁহার মহিমার ঘোষণা শ্রবণ করিতেছেন ও আমারদিগের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আমার এই প্রার্থনা যে তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করুন।"

অনন্তর উপাচার্য্যেরা ব্রহ্মোপাসনার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি পাঠ করিলেন, ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিলেন এবং কয়েক জন ব্রাহ্ম উপাচার্য্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্বরে তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক কএকটি শ্রুতির আবৃত্তি করিলেন। তৎপরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্মের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথম তিনটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যা করিলেন এবং দ্বিতীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি বিষয়ক একটি সুচারু প্রস্তাব পাঠ করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যে বক্তৃতা

পাঠ করেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকটন করা যাইতেছে।

"ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, যে এক্ষণে এদেশীয় অনেক সদ্বিদ্যাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হওয়াতে তাঁহারা সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে অনুরাগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে ভ্রম প্রমাদ বর্জ্জিত পরিশুদ্ধ হয়, তাহার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা কোন মনুষ্য কল্পিত কাল্পনিক শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা চালিত হইয়া বৃথা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন না এবং কোন অলৌকিক ও অমূলক বচন প্রমাণও তাঁহাদিগের প্রত্যয়ের মূলে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার অমূলক প্রত্যয়ের অধীন হইয়া কুৎসিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দেশীয় জনগণ এ সমস্ত কুসংস্কারের অনুরোধে অদ্যাপি নানা প্রকার অলীক কার্য্যের আচরণ করিয়া আসিতেছে তাঁহারা সেই সমস্ত অমূলক কুসংস্কার তাহাদিগের হৃদয় হইতে সমূলে উন্মূলন করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন এবং নানা দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের যে সকল দুশ্ছেদ্য শাসন জালে জড়িত হইয়া বহু সংখ্যক মনুষ্য অদ্যাপি অসত্যের পথে ভ্রমণ করিতে বাধ্য রহিয়াছে, তাঁহারা নানা প্রকার যুক্তি ও তর্করূপ অসি দ্বারা সেই সমস্ত শাস্ত্রের ভ্রম গ্রন্থি সকল ছেদন করিয়া মনুষ্য কুলকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। যে সকল কাল্পনিক ধর্ম্ম গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিলে কত কত বিজ্ঞানবিৎ ব্যুৎপন্ন কেসরী ব্যক্তির সূক্ষ্ম বুদ্ধিও জড়ীভূত হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হইলেও যাহার একটি বাক্যে অপ্রত্যয় করিতে অনেকের ভরসা হয় না, তাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ মন্থন পূর্ব্বক তাহার সমুদায় সারাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অসার ভাগ অনায়াসে ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্ম নিয়ন্তা জগদীশ্বর সমুদায় মনুষ্যবর্গের মনঃ ভূমিতে অবিনশ্বর অক্ষরে যে ধর্ম্ম শাসন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এবং এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থের মধ্যে জগদীশ্বর-প্রণীত যে সমস্ত ধর্ম্ম নিয়ম প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাই অভ্রান্ত যথার্থ ধর্ম্ম এবং তাহাই মনুষ্য জাতির অবলম্ব্য ও উপসেব্য। যাহাতে উক্ত ধর্ম্মের অবলম্বন অনুসারে মনুষ্য জাতির সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ রূপে দোষ শূন্য পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে তাঁহারা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যাঁহাদিগের হৃদয়ে উক্ত প্রকার মহৎ ভাবের উদয় হইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্নকে ভ্রম পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া উজ্জ্বল করিতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে ধর্ম্ম যেমন মনুষ্য জাতির ভূষণ স্বরূপ, ঈশ্বরোপাসনা তেমনি ধর্ম্মের অলঙ্কার স্বরূপ, মনুষ্য সহস্র সহস্র বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ধর্ম্ম বিহীন হইলে যেমন তাহার কিছু মাত্র গৌরব থাকেনা এবং সে কস্মিন্ কালেও সম্পূর্ণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না ধর্ম্মও সেই রূপ সহস্র প্রকার সৎক্রিয়া ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা পরিপূরিত হইয়া ঈশ্বরভক্তি বর্জ্জিত হইলেও তাহার কিছু মাত্র মহত্ত্ব থাকে না এবং তাহাকে কোন রূপে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর প্রীতি ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, যে ধর্ম্মে জগদীশ্বরের প্রীতিরসের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ নাই তাহার তুল্য মাধুর্য্য হীন কঠোর বস্তু আর কি আছে? প্রাণহীন মৃত দেহের যেমন কোন সৌন্দর্য্য—কোন মাধুর্য্য প্রকাশ পায় না, ঈশ্বর প্রীতি শূন্য নীরস ধর্ম্মেরও সেই রূপ কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য ও কোন মাধুর্য্য থাকে না। ঈশ্বরোপাসনা সকল ধর্ম্মের মূলাধার, অতএব ধর্ম্মের উন্নতি সাধন ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে যত্নশীল হইলে সর্ব্বদা ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, যাহাতে ধর্ম্মমূল জগদীশ্বরের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তির

প্রীতির আধিক্য হয়, এবং যদ্দ্বারা আমরা অহরহ তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, কোন ক্রমে যেন তাহার পক্ষে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে। ক্রমে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হওয়া ও তাঁহা হইতে আপনাকে দূরস্থ করা কখন ধর্ম্মোন্নতির চিহ্ন নহে, ঈশ্বরের স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন বর্জ্জিত ধর্ম্মই যদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে নাস্তিকের ধর্ম্মকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইত।

নিয়ম পূর্ব্বক কতিপয় সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধন করাকেই যাঁহারা সম্পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন মনে করিয়া রাখিয়াছেন—যাঁহারা মনে করেন যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া কতকগুলি লৌকিক ও বৈষয়িক বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিলেই প্রকৃত রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে এবং সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্ম সাধনও করা হয়, পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তিভাজন গুরুজনদিগকে ভক্তি করা, পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহ পাত্র বর্গকে যথোচিত স্নেহ করা এবং ভ্রাতৃ বন্ধু অমাত্য প্রভৃতি প্রণয়াস্পদ ব্যক্তিদিগের প্রতি উপযুক্ত প্রীতি প্রকাশ করা ইত্যাদি কতিপয় কর্ত্তব্য সাধনকেই যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনের সীমা মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং আজন্ম ঐ প্রকার কর্ত্তব্য সাধন ও তজ্জনিত সুখ ভোগ বিষয়ে অনুরাগী হইয়াই কাল যাপন করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর শেষ নাই। ইহা সত্য বটে যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া সকল বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সাধন করা হয়, কিন্তু কেবল পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু প্রভৃতি পরিবার বর্গ ও কতিপয় বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই যে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম পালন করা হয়, এমত নহে। যে করুণাময় আদিপুরুষ আমাদিগের মনে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের জন্য ভক্তি ভাব প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার নিকট হইতে আমরা পুত্রাদির বাৎসল্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যাঁহা হইতে প্রিয়তম বর্গের প্রণয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা আমরা বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি, তাঁহার সহিত যে আমাদিগের কি পরম সম্বন্ধ, যত দিন আমরা সুন্দররূপে তাহা জ্ঞাত হইতে না পারি এবং সেই সম্বন্ধানুসারে কার্য্য করিয়া অনুপম সুখে সুখী না হই, ততদিন আমাদিগের কোন প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম সাধন করা হয় না। ততদিন আমরা কেবল ধর্ম্মরূপ অমৃত ফলের ত্বকেরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাকি, তাহার সুধাময় শস্যের কিছু মাত্র রস ভোগ করিতে পারি না।

আমাদিগের স্রষ্টা, পাতা ও সুখদাতা জগদীশ্বরের সহিত যে আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা তিনি মনুষ্যের নিকট কোন প্রকারে গুপ্ত করিয়া রাখেন নাই, তিনি সে বিষয় সকল মনুষ্যেরই প্রকৃতির মূলে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। অচিন্ত্য কৌশল সম্পন্ন এই বিশাল বিশ্বকার্য্য সন্দর্শন করিলে ইহার একটি অনন্ত জ্ঞানময় কারণের সত্তা প্রতীতি হওয়া মনুষ্য জাতির যেমন স্বভাবসিদ্ধ, সেই রূপ এই জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি, অপার করুণা ও অনুপম সৌন্দর্য্যের বিষয় আলোচনা করিলেও তাঁহার প্রতি আপনা হইতে দৃঢ় ভক্তি, প্রগাঢ় প্রীতি ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার উদয় হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি মূলক। যাঁহার বুদ্ধি বৃত্তি কোন প্রকার বিঘ্ন দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় এবং যাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রকৃতাবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাঁহার আর কখন পূর্ব্বোক্ত সত্যের প্রতি সংশয় জন্মিতে পারে না। অতএব জগদীশ্বরের সহিত আমাদিগের যে কি সম্বন্ধ এবং কি প্রকারে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়, তাহা আমরা স্বীয় স্বীয় মনকে জিজ্ঞাসা করিলেই সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারি, সে বিষয়ে আর অন্য কোন উপদেষ্টার আবশ্যক হয় না। আমরা যখন তাঁহার দয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি, তখন কি আর আম-

রা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারি, যখন আমরা একাগ্র চিত্তে তাঁহার অসীম শক্তি চিন্তা করত সেই দুরবগাহ অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে আপনার মনকে সন্নিবেশ করিতে পারি, তখন আমাদিগের ক্ষুদ্র মন তাহার কোন সীমা না পাইয়া কি উচ্চৈঃস্বরে ও অকপট ভাবে এই বাক্য উচ্চারণ করে না যে, হা! জগদীশ, তোমার জ্ঞানের সীমা কোথায়; এবং তৎকালে কি স্বভাবতই আমাদিগের মন হইতে এক আশ্চর্য্য ভক্তি প্রবাহ উত্থিত হইয়া সেই পরম পুরুষের মহিমা সাগরে মিশ্রিত হইতে গমন করে না? এই রূপে মনুষ্যের মনে যে সময়ে জগদীশ্বরের অনুপম প্রীতির সুধাময় ভাব উদয় হয়, তখন কি আর সে কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে? মনুষ্য যখন বিবেচনা করিয়া দেখে, যে পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর পদার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহার মনে অসাধারণ আনন্দের সঞ্চার হয় এবং যে সমস্ত প্রীতিকর প্রিয় পদার্থ অবলোকন করিয়া সে অনুপম সুখ লাভ করে, বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরই সে সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহার মন আপনা হইতেই প্রেমের সাগর ও সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরেতে প্রীতি করিতে উদ্যত হয়। অতএব জগদীশ্বরকে প্রীতি করা ও ভক্তি করা যে মনুষ্য জাতির স্বভাব-সিদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা শূন্য হইলে যে কোন রূপে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না তাহাতেও কোন সংশয় নাই। যিনি বিশেষ রূপে ঈশ্বর প্রণীত প্রকৃতি মূলক সত্য ধর্ম্মের তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এবং অকপট রূপে তদ্ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন, যে ঈশ্বরোপাসনা ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, বিনা জগদীশ্বরের উপাসনা কখনই ধর্ম্ম সাধন পূর্ণ হইতে পারে না এবং তিনি আপনা হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি সহকারে অনবরত জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে নিযুক্ত থাকিবেন।

ঈশ্বরোপাসনা যেমন ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, সেই রূপ উহা মনুষ্য জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা ও মহত্ত্বের মূল কারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা জগদীশ্বরের স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁহার মহৎ ভাব সকল আপনার মনে জাগ্রত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, মর্ত্ত্য লোকে তাহার তুল্য মহত্ত্ববান্ আর কে আছে? এবং যে ভাগ্যবান সাধু পুরুষ সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন থাকিতে সক্ষম হয়, তাহার তুল্য সুখীব্যক্তিই বা আর কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? যে সাধক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সাক্ষী স্বরূপে বিরাজমান দেখে, সে কার্য্যত কোন কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার মন মধ্যেও একটি কদর্য্য চিন্তার উদয় হয় না। সে ব্যক্তি জনাকীর্ণ নগর মধ্যে যে প্রকার যত্নের সহিত ধর্ম্ম পদবীতে পদচালন করে, জনশূন্য অরণ্য মধ্যেও তদ্রূপ সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে রত থাকে, সে অতি দূরস্থ নক্ষত্র মণ্ডলে জগদীশ্বরের যাদৃশ প্রকটিত প্রভা সন্দর্শন করে, আপনার হৃদয় ধামেও তাঁহার সেই রূপ সুস্পষ্ট আবির্ভাব অবলোকন করিয়া সুখী হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আপনার পরম পিতা পরমেশ্বরকে বিরাজমান দেখিয়া সকল স্থানে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে উৎসাহান্বিত হয়। তাহার সম্বন্ধে সকল স্থানই পুণ্য কর্ম্ম সাধনের সমান স্থান হয় এবং সকল অবস্থাই ধর্ম্ম সাধনের কাল হইয়া উঠে। জগদীশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য তাহাকে কোন স্থান বিশেষেও গমন করিতে হয় না এবং কাল বিশেষের জন্যও তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না যে স্থলে যখন তাহার চিত্তের একাগ্রতা হয় তখনই সেই স্থানে সে ব্যক্তি আপন উপাস্য দেবের উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। তাহার নিকট বিস্তীর্ণ সাগর গর্ত্তও যেমন তীর্থ, অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরও সেই রূপ পুণ্য স্থান। অতএব তাহার তুল্য গৌরবান্বিত মহৎ ব্য-

সুখ্য এ ভূমণ্ডলে আর কে হইতে পারে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সর্ব্বদা সেই সুখ দাতা পরমেশ্বরকে আপন হৃদয় ধামে ধারণ করিতে সক্ষম হয় এবং সর্ব্বদা আপনাকে তাঁহার প্রেম সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, তাহার যে আর সুখের সীমা থাকে না, এ কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। যাহার দ্বারা আমারদিগের ধর্ম্মেতে দৃঢ়তা জন্মে এবং স্বভাবের সমতা হয়, যাহাদ্বারা আমাদিগের শান্তির উন্নতি ও মনের মহত্ত্ব উৎপত্তি হয় তাহার তুল্য সুখের বিষয় আর সংসার মধ্যে কি আছে? সুখ দাতা জগদীশ্বর আমারদিগের জন্য এ পৃথিবীতে যত প্রকার সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে তাহার একটি সুখও পরিত্যাগ করিতে হয় না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা সেই সমস্ত সুখ আরও আমাদিগের নিকট দ্বিগুণী ভূত হইয়া উঠে। প্রিয় বন্ধুর হস্ত হইতে কোন সুখদদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সে দ্রব্য উপভোগ করিয়া যাদৃশ সুখী হওয়া যায়, সামান্যত কোন সুখকর বস্তুর উপভোগ দ্বারা কি কখন সে প্রকার সুখ উৎপন্ন হইতে পারে? পিতা প্রসন্ন বদনে স্নেহ পূর্ব্বক সন্তানকে কোন প্রসাদ চিহ্ন প্রদান করিলে, তদ্দ্বারা সন্তানের মনে যে প্রকার আনন্দ জন্মে, সহস্রে কোন বস্তু দ্বারা কি কখন তাহার মনে তাদৃশ আহ্লাদ জন্মিতে পারে? অতএব যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি আনন্দময় পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা প্রণয়াস্পদ পরম বন্ধু রূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি ভাজন পিতৃরূপে অহরহ সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ পৃথিবীতে কোন বিষয়ে সুখ ভোগ করিয়া যে প্রকার আনন্দ লাভ করেন, যাহার ঈশ্বরেতে তাদৃশ ভক্তি ও প্রীতি না থাকে সে ব্যক্তি কখনই সে রূপ সুখ ভোগ করিতে পারে না। ঈশ্বরপরায়ণ প্রেমিক ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে যে কোন প্রকার সুখ লাভ করেন, তিনি তখনি তাঁহার মধ্যে তাঁহার প্রণয়াস্পদ পরমেশ্বরের অসদৃশ প্রেমময় ভাব সন্দর্শন করিয়া এক আশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হয়েন, অতএব তাহার সুখের সহিত কখন সামান্য সুখের তুলনা হইতে পারে না। অপিচ যে পুরুষ সর্ব্বদা জগদীশ্বরের প্রেমে আপন মনকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, সে যে আর একটি প্রকার আশ্চর্য্য সুখ ভোগ করে, তাহার সহিত সংসারের কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না এবং যে ব্যক্তি কখন সে সুখ উপভোগ না করিয়াছে সেও কখন কেবল অনুমান দ্বারা সে সুখের অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন সুশ্রাব্য সঙ্গীত আলাপের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, রসনা যেমন উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের রস মাধুরী আস্বাদ করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় যেমন সৌগন্ধ কুসুম সৌরভ দ্বারা তৃপ্ত হইবার জন্য সতত ইচ্ছা করিতেছে, সেই রূপ জগদীশ্বরের প্রেমামৃত পান দ্বারা তৃপ্ত হইবার জন্য অনবরত জীবাত্মার একটি স্পৃহা উদ্ভব হইতেছে। এ পৃথিবীর কোন পদার্থ দ্বারা তাহার সে স্পৃহা পূর্ণ হইতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না জীবাত্মার উক্ত স্পৃহা পূর্ণ হয় সে পর্য্যন্ত কোন মতেই আত্মার শান্তি হয় না। মান, যশ, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি কোন প্রকার পৃথিবীর বস্তুতে আত্মার সে নির্ম্মল শান্তি সাধন করিতে পারে না এবং কিছুতেই আত্মার তৃপ্তি হয় না। মধুপানোদ্যত মধুকর যে প্রকার মধুহীন পুষ্পে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে, মনুষ্যের আত্মাও এপৃথিবীর বিষয়ে সেই রূপ অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, ব্যাপক কাল কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহার আত্মা তৃপ্ত হইবার জন্য এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে জগদীশ্বরের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই প্রকৃত রূপে তৃপ্তি লাভ করে। অতএব সেই প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বরেতে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেই যে মনুষ্য প্রকৃত সুখে সুখী হয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাহার আত্মা একবার সেই অনুপম সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আর সংসারের কোন সুখে রত হয় না, তাহার মন তু-

বিত চাতকের ন্যায় এক দৃষ্টে ঊর্দ্ধ মুখে সেই জগদীশ্বরের প্রেমামৃত বিগলিত সুধা ধারা প্রাপ্ত হইবার জন্য নিরন্তর একাগ্র হইয়া কালযাপন করে এবং সেই প্রীতিরূপ সুধাপানে সবল হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হে ব্রাহ্মগণ! ইহা একবার আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং কোন পথে গমন করিতেছি, আমাদিগের অবলম্বিত ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন মূল হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং কোনদিক্ লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করা সর্ব্বদাই উচিত, লক্ষ্য স্থির না করিতে পারিলে সকল বিষয়েতেই বিভ্রান্ত হইতে হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ে যেমন লাভালাভ স্থির করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না, ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ আপনার লক্ষ্য স্থির না থাকিলে তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া সাধ্য হয় না। আমরা যদি মন মধ্যে সর্ব্বদা এই লক্ষ্য স্থির রাখি, যে আমরা চির কাল এ পৃথিবীতে বাস করিতে আসি নাই এবং পৃথিবীর যাবতীয় সম্বন্ধ কখন চির কাল আমাদিগের সহিত লিপ্ত থাকিবে না, কিন্তু আমরা যাঁহার রাজ্যে বাস করিতেছি, তিনি নিত্য কালের অধিপতি এবং অনন্ত রাজ্যের স্বামী, তাঁহার সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ তাহাই চির কাল স্থায়ী থাকিবে এবং তাঁহারই আশ্রয়ে চির দিন আমাদিগকে বাস করিতে হইবেক। আমাদিগের মনে যদি ইহা নিশ্চয় স্থির হয় যে আমরা যে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতৃ বন্ধু গণের প্রণয় পাশে মুগ্ধ হওয়াতে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কালযাপন করিতেছি এবং যে ধন মান যশ সম্পত্তির অনুরোধে এক এক সময় ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার গণকে অবশ্যই ত্যাগ করিয়া এক দিন এস্থান হইতে আমাদিগকে গমন করিতে হইবেক এবং আমাদিগের এ পৃথিবীর ধন মান, যশ, সম্পত্তি সকল এ পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবেক কিন্তু যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কাল যাপন করিতেছি, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না এবং যে ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সেই ধর্ম্মই কেবল আমাদিগের সঙ্গের সঙ্গী হইবেক, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমাদিগের মনের গতি ও কার্য্যের প্রকার আর এক রূপ হইয়া যায়। আমরা উৎসাহ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং প্রাণপণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছুক হই, ধর্ম্মের নিমিত্ত যদি আমাদিগকে অনেক প্রকার বৈষয়িক দুঃখ স্বীকার করিতে হয় তাহাতেও আমাদিগের বিশেষ ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। যে সুখ আমরা নিত্য কাল ভোগ করিতে পারিব, অবশ্যই আমরা সেই সুখ সঞ্চয় করিতে উদ্যোগী হই এবং তাহাতেই আমাদিগের বিশেষ আস্থা ও বিশেষ যত্ন উপস্থিত হয়। হে ব্রাহ্মগণ! অবশেষে আমার এই নিবেদন যে আমরা যে বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম পথের পথিক হইয়াছি, তাহা মৃগতৃষ্ণিকায় জল বোধের ন্যায় ভ্রমবিশ্বাস নহে, তাহার তুল্য সমূলক সত্য বিশ্বাস আর কিছুই নাই, আমরা যথার্থ সুধা সিন্ধুকেই লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছি, অতএব আমাদিগের আশা কখন বিফল হইবেক না।"

পরিশেষে চারিটি সুশ্রাব্য ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হয়।

ঈশ্বরের মহিমা।

সমুদ্র

ভূমণ্ডলে যে সমস্ত বিস্তৃত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সমুদ্রের তুল্য আর কিছুই নাই। প্রায় পৃথিবীর তিন ভাগ সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। কোন সাগর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার বহু দূর বিস্তৃত অগাধ জল রাশির আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিলে মনো মধ্যে যে প্রকার মহান্ ভাবের আবির্ভাব হয়, পৃথিবীর কোন পদার্থ নিরীক্ষণ করি-

গে আর মনেতে সে প্রকার ভাবের উদয় হয় না। এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া অপ্রতিবন্ধকে যেমন সাগরের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রাম নগর পর্ব্বত কানন প্রভৃতি আর কিছুই সেরূপে দৃষ্টি গোচর হয়না। সমুদ্র যেমন ঘোরতর প্রশস্ত তেমনি মহা গভীর, সমুদ্রের যে অপরিমেয় গম্ভীরতার প্রবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। একণে পরিমাণ দ্বারা সমুদ্রের এক এক স্থানের যে গভীরতা নিরূপণ হইয়াছে, তাহাতে করিয়া গভীর সাগর গর্ভকে সহসা অতলস্পর্শই বোধ হইতে পারে। পোত পরিচালক নাবিক গণ বিবিধ উপায় দ্বারা পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে এক এক স্থানে তিন চারি সহস্র হস্ত পরিমিত শৃঙ্খল জল মগ্ন করিলেও সমুদ্রতল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

করুণাকর জগদীশ্বরের মহিমা প্রভাবে সমুদ্রজলের কখন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উহা চির দিনই সমভাবে স্থিতি করে। ইহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন, যে দিবাকর স্বীয় কর দ্বারা প্রতিনিয়তই সমুদ্র হইতে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ নিত্য ব্যয় দ্বারা যদি সাগর জলের ক্ষয় হইত, তাহা হইলে এত দিনে পৃথীবির অনেক নদ হ্রদ ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইত এবং প্রতি বর্ষে নদী নির্ঝর ও প্রস্রবণ প্রভৃতির প্রবাহ দ্বারা সমুদ্র মধ্যে যে জল রাশি পতিত হয়, যদি তদ্দ্বারা ক্রমে সমুদ্রের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলেও এ পৃথিবীর জনপদ সমস্ত এত দিনে জল মগ্ন হইয়া যাইত, কিন্তু ঈশ্বরের করুণা গুণে কোনরূপেই সাগর জলের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং সংসারের কোন দুর্ঘটনাও ঘটে না, সূর্য্য কিরণ দ্বারা প্রতি বর্ষে সমুদ্র হইতে যে পরিমাণে জল ক্ষয় হয়, সমুদায় নদ নদী স্বীয় প্রবাহ দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করে, সুতরাং সাগর জল চির দিনই সম ভাবে থাকে। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি মহান্ পদার্থ সকল যে বিশ্ব নিয়ন্তু বিশ্ব রাজের অনুশাসনে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে, ভূমণ্ডলস্থ প্রশস্ত সাগরও সেই পুরুষের অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন থাকিয়া সংসারের কল্যাণ সাধনে রত রহিয়াছে, সাধ্য কি যে সমুদ্র স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সংসারের কোন অকল্যাণ উৎপন্ন করিতে পারে?

পৃথিবীর উপরি দেশস্থ শুষ্ক ভূমির ভাগ যেমন নানা প্রকার খাত নিখাত ও গিরি গহ্বর প্রভৃতি দ্বারা বন্ধুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সাগর তলস্থ জল মগ্ন ভূমি সকলও সেই প্রকার উন্নত ও অবনত স্থান দ্বারা অসমান হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর স্থল ভাগে যেমন পর্ব্বত ও গিরিকন্দর এবং খাত ও উপত্যকা প্রভৃতি নানবিধ উচ্চ নীচ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্র গর্ভ মধ্যেও অবিকল সেই রূপ বিবিধ প্রকার উন্নত ও অবনত স্থান বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন স্থল ভাগে যেমন নানা জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সাগর মধ্যেও সেই রূপ নানা জাতীয় বৃক্ষ তৃণ ও লতা গুল্মাদি উৎপন্ন হয় এবং তাহারা অসংখ্য প্রকার জীবের জীবিকা ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সমুদ্র মধ্যে এত প্রকার বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জীব জন্ম গ্রহণ করে, যে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। যে সমুদ্র মধ্যে অতিকায় তিমি মৎস্য জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখেতে জীবন যাপন করিতেছে, সেই সাগর গর্ভেই অতি ক্ষুদ্র প্রবাল কীট উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং উহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে জগদীশ্বরের আজ্ঞা বহন পূর্ব্বক জগতের কার্য্য করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। জগদীশ্বরের মহিমার বিষয় চিন্তা করিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, তিনি যে কি উদ্দেশে কোন্ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জ্ঞান গোচর করাই কঠিন। সাগরস্থ অতি ক্ষুদ্র প্রবাল কীট পুঞ্জ একত্রিত হইয়া যে মহান্ কার্য্য সম্পাদন করে, সহস্র সহস্র মহাবল মাতঙ্গদল একত্রিত হইয়াও কোটি কল্পে সে ব্যাপার সাধন করিতে স-

ক্ষয় হয় না। যে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুদ্রতর প্রবাল কীট দ্বারা প্রশস্ত দ্বীপ সকল উৎপন্ন হইবার বিষয় সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিতে পারিয়াছেন, যে জগদীশ্বরের কৌশল কি পর্য্যন্ত বিস্ময় জনক! যে সমস্ত প্রশস্ত প্রশস্ত রমণীয় উপদ্বীপে বহু সংখ্যক প্রাণী বাস করিয়া সুখেতে প্রাণ ধারণ করিতেছে এবং যে সকল শস্যশালী দ্বীপ পুঞ্জ হইতে আমরা নানা জাতীয় সুখদ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া অশেষ বিধ আনন্দ ভোগ করিতেছি, বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের মহিমা বলে যৎসামান্য প্রবাল কীট দ্বারা তাহার অনেক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্থল ভাগের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলে আমরা জগদীশ্বরের যে প্রকার মহিমার সাক্ষী সন্দর্শন করি, জল মধ্যেও অসংখ্য পদার্থ অনবরত তাঁহার সেই রূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। সমুদ্র গর্ভস্থ যে সমস্ত পর্ব্বত-সম স্তূপাকার মৃত্তিকা রাশি ক্রমেতে উন্নত হইয়া জল ভেদ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করে, তাহারাই আমাদিগের নিকট দ্বীপ ও উপদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হয়, সুতরাং দ্বীপোপরিস্থ সম স্থলকে এক প্রকার সাগর গর্ভস্থ পর্ব্বতের শিখর দেশ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

সমুদ্র জলের ক্ষারত্ব গুণও এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার. উহা মনে করিতে হইলে স্পন্দ রহিত ও হত চেতন হইতে হয়। ইহা সকলেই অবগত আছেন, যে সমুদ্র সলিল অতিশয় লবণাক্ত; কিন্তু কি রূপে যে সমুদ্র জল এ প্রকার লবণ মিশ্রিত হইল? তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই! কেহ কেহ অনুমান করেন যে নদ নদীর স্রোত দ্বারা খনিজ লবণ ধৌত হইয়া সমুদ্রে পতিত হওয়াতেই উহার জল এ প্রকার লবণাক্ত হয় এবং কোন কোন ব্যক্তি এ প্রকারও অনুমান করিয়া থাকেন যে সাগর গর্ভস্থ শৈলজ লবণ দ্রবীভূত হওয়াতেও উহার জল লবণাক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোন অনুমানই সপ্রমাণ নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাগর জল লবণাক্ত হইলে কালেতে করিয়া তাহার ক্ষারত্ব ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি প্রকাশ পাইত। শত বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু সলিল যে রূপ লবণাক্ত ছিল, এক্ষণেও সেই রূপ রহিয়াছে, অতএব কি প্রকারে যে সিন্ধু সলিল লবণাক্ত হইয়াছে সে বিষয় এক্ষণে এক প্রকার মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে উহা সৃষ্টির কল্যাণ সাধনার্থে স্বীয় স্রষ্টার নিকট হইতে এরূপ স্বভাব সিদ্ধ ক্ষারত্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্র জলে এ প্রকার লবণ মিশ্রিত থাকাতে যে সংসারের কত কল্যাণ উদ্ভব হইতেছে, তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বে জল সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি এবং তাহা এক্ষণে বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে কেবল ইহা মাত্র বক্তব্য যে সাগর জলে লবণ মিশ্রিত না থাকিলে সে জল জীব জন্তুর কোন উপকারী না হইয়া বরং অসংখ্য প্রকার অপকারেরই কারণ হইত।

সমুদ্র এতাদৃশ মহান্ পদার্থ হইয়াও বিশ্বরচয়িতা জগদীশ্বরের রচনা নৈপুণ্য প্রভাবে দর্শকদিগের অসাধারণ নেত্র সুখ সাধন করে। সমুদ্র রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর এক স্থলে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এই দুই ভাব সম্পাদন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আপনার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনের অতীত। যে ব্যক্তি সুদূর প্রসারিত সমুদ্র জলের নীলোজ্জ্বল বর্ণের শোভা সন্দর্শন করিয়াছে, সেই জানে যে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর সাগরকে কত দূর পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন। সুনির্ম্মল সাগর জল হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া দেখিলে তাহার কোন প্রকার বর্ণই প্রকাশ পায় না, অথচ সেই বর্ণহীন নির্ম্মল সলিল সমষ্টি দ্বারা সাগরের এতাদৃশ মনোহর শোভা উৎপন্ন হওয়া যে কত দূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা কি বলিব! কাহার সাধ্য যে ঈশ্বর প্রণীত সমুদায় কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বোধ গম্য করিতে পারে? শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য্যের সহিত সু প্রশস্ত সমুদ্র শোভার কিছু মাত্র

ভিন্নতা নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে জগদীশ্বর আকাশ মণ্ডলকে যে প্রকার নক্ষত্র রূপ উজ্জ্বল হীরকখণ্ড দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, বারিপথোপজীবী সমুদ্র যাত্রিদিগের নেত্র সুখ সাধনার্থে সমুদ্র জলেও সেই রূপ এক প্রকার জ্যোতিষ্মান্ উজ্জ্বল পদার্থ বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা সচরাচর সমুদ্র পথে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই দেখিতে পান, যে রজনী যোগে সাগর জলে নক্ষত্র মালার ন্যায় এক প্রকার উজ্জ্বল পদার্থ ইতস্ততঃ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, যে খদ্যোতের ন্যায় এক প্রকার জলীয় কীট হইতে উক্ত প্রকার আলোকের উৎপত্তি হয়। নাবিক গণ ঐ সমস্ত কীটকে সিন্ধু খদ্যোত বলিয়া উক্ত করে। ঐ কীট পুঞ্জ দ্বারা কখন কখন সাগর মধ্যে এ প্রকার আলোকের উৎপত্তি হয়, যে তদ্দ্বারা তমসাচ্ছন্ন রজনী কালেও বহু দূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। উক্ত কীটোৎপন্ন আলোকের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে এ প্রকার বোধ হয়, যে তারাগণের সহিত আকাশ মণ্ডল যেন ভূতলে আসিয়া পতিত হইয়াছে। বাস্তবিক সামান্য জলীয় কীট হইতে এ প্রকার অদ্ভুত আলোক ময় উজ্জ্বল শোভা উৎপন্ন হওয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা মনেতে ধারণ করা যায় না, ইহা কেবল জগদীশ্বরেরই মহিমার নিদর্শন।

সাগরের সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর যে আমাদিগকে কত সুখ বিতরণ করিতেছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। সমুদ্র না থাকিলে যেমন জীবনের জীবন স্বরূপ বৃষ্টির সৃষ্টি হইত না এবং বৃষ্টির অভাবে যেমন বহু প্রকার শস্যাদিও অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারিত না, সমুদ্রের অভাব হইলে যেমন পৃথিবীর মধ্যে নদ নদীরও অভাব হইত এবং সুতরাং নানা স্থানে বহু সংখ্যক প্রাণীও জলাভাবে প্রাণত্যাগ করিত, সেই রূপ সাগরাভাবে পৃথিবীর আরও সহস্র প্রকার উন্নতির পথে বাধা উপস্থিত হইত। বাণিজ্য দ্বারা যে পৃথিবীর অনেক উন্নতি সিদ্ধ হইতেছে এবং বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বহু সংখ্যক মনুষ্য যে অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইতেছে ও সংসার মধ্যে বাণিজ্য কার্য্য প্রচলিত থাকাতে যে মনুষ্যের বহু কষ্ট নিবারণ ও বহু প্রকার সুখ বর্দ্ধন হইতেছে, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য, অপিচ বারি পথে পোত পরিচালন দ্বারা এক দেশের উৎপন্ন বস্তু দেশান্তরে উপস্থিত করিয়া যেমন উৎকৃষ্ট রূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, স্থল পথে শকটাদি দ্বারা যে কোন ক্রমে সে প্রকার করিবার সাধ্য হয় না, ইহাও সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু জগদীশ্বর পৃথিবীতে সমুদ্র ও নদ নদীর সৃষ্টি না করিলে কি প্রকার করিয়াই বা পোত পরিচালন করা যাইত, এবং কি উপায় দ্বারাই বা সুন্দর রূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, বোধ হয় অতি দূর দেশে বাণিজ্য করা মনুষ্যের এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত এবং দূর ব্যবহিত এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকাও কঠিন হইত। সুতরাং মনুষ্য কোন প্রকারেই আর এক্ষণকার মত এক স্থানে বাস করিয়া সকল স্থানের রীতি নীতি অবগত হইয়া অশেষ বিষয়ে প্রবীন হইতে পারিত না এবং অক্লেশে অতি দূর দেশে গমন করিয়াও সৃষ্টির বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইত না, স্থল পথে যান বাহনাদি দ্বারা অতি দূর দেশ গমন করা যে কি পর্য্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। অতএব যিনি আমাদিগের অশেষ মঙ্গল উদ্দেশ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে বহুরত্নাকর সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা মনের সহিত সেই মঙ্গল দাতা বিশ্ব বিধাতাকে বার বার নমস্কার করি।

পৃথিবীর মধ্যে সাগরের সৃষ্টি হওয়াতে যেমন বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের সুবিধা হইয়াছে, সেই রূপ উহা দ্বারা মনুষ্যের বহু প্রকার ব্যাধি নিবারণ ও স্বাস্থ্য সাধন হইতেছে। বৃক্ষ, লতা ও তৃণ, গুল্ম এবং মনুষ্যাদি জীব জন্তু দ্বারা পৃথিবীস্থ বায়ু স-

স্বতই বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সমুদ্র সেই বায়ুর বিকৃতাবস্থার প্রতীকার সাধন করিয়া থাকে। সমুদ্র বায়ু হইতে তাহার কোন কোন রূঢ়াংশ শোষণ করিয়া লইয়া স্বীয় গর্ব্ভে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং যখন পশু পক্ষী ও মনুষ্যাদি জীব জন্তুর নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা বায়ু হইতে তাহার অক্সিজন বাষ্পের ভাগ অধিক ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সমুদ্র স্বীয় গর্ব্ভ হইতে অক্সিজন উৎক্ষেপ করিয়া তাহার সেই ভাগ পূরণ করে, সুতরাং কোন রূপে বায়ু আর বিকৃত হইতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্র বিদ্যমান থাকাতে বায়ুর প্রকৃতি সহজেই সম ভাবে অবস্থিত থাকে, কোন কারণ বশত বায়ু যখন এরূপ উষ্ণ হয়, যে তাহা সেবন করিলে জীব জন্তুর পীড়া জন্মিতে পারে, সমুদ্র জল তখন তাহার সমতা সাধন করিতে আরম্ভ করে এবং বায়ু সমধিক উষ্ণ হইলেও সমুদ্রোত্থিত শীতল বায়ু দ্বারা সেই উষ্ণতা নিবারিত হয়। সমুদ্র, বায়ু শোধনের এক প্রবল কারণ, সমুদ্র না থাকিলে পৃথিবীর বায়ু প্রাণী বর্গের পক্ষে বিষম অনিষ্ট দায়ক হইয়া উঠিত। মনুষ্য অনেকানেক উৎকট রোগে পীড়িত হইলে সমুদ্র বায়ু সেবন দ্বারা অনায়াসে আরোগ্য লাভ করে। কোন কোন রোগের পক্ষে সমুদ্র বায়ু মহৌষধ স্বরূপ। যাঁহারা দীর্ঘ কাল রোগ ভোগ করিয়া সমুদ্র গমন পূর্ব্বক অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন, যে সাগর আমাদিগের কত কল্যাণের কারণ। জগদীশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমুদ্র রোগির রোগ নিবারণ ও ভোগির ভোগ সাধন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারা কেবল সেই বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

১—। গত ১৮৫৫ খ্রিষ্টীয় শাকের ৩ জুন দিবসে ফ্লোরেন্‌স নামক স্থানে ডাক্তর ডোনেটাই একটি নূতন ধূমকেতু প্রকাশ করেন। ডাক্তর ক্লিঙ্কর ফিউজ সাহেব ও উহার পরদিবস উক্ত ধূমকেতুকে গটিংগেন নামক স্থান হইতে অবলোকন করেন এবং পেরীস হইতে ডাএন সাহেব ও উক্ত ধূমকেতুকে দেখিয়াছিলেন। ডোনেটাই সাহেব উক্ত ধূমকেতুর আলোকময় উজ্জ্বল পুচ্ছ সুন্দর রূপে দেখিতে পান নাই*।

২—। গত ৯ এবং ১০ আগষ্ট দিবসে আলেক জেণ্ডার টুইনিং, ক্রাইষ্টফর সিরোপিন এবং এড ওয়ার্ড হেরিক নামক তিন জন বিখ্যাত সাহেব কর্ত্তৃক আকাশ পথে ৩৮৫টি উল্কাপিণ্ড দৃষ্ট হয়। উক্ত উল্কাপিণ্ড সমুদায়ের মধ্যে অনেক গুলি দেখিতে বিলক্ষণ উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার। উল্লিখিত দর্শক দিগের মধ্যে যিনি যে উল্কাপিণ্ডকে যে প্রকার দর্শন করিয়াছেন এবং যিনি যে সময় যে উল্কাপিণ্ডকে যে স্থানে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় বিবরণ পত্র মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে*।

রসায়ণবিদ্যা

১—। বর্থিলট নামক এক জন সাহেব হাইড্রজন নামক বাষ্প হইতে আলকোহল নামক সুরাসার উৎপন্ন করিবার এক নূতন পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত অগ্নিপক্ব ও বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিড নামক পদার্থের সহিত উক্ত হাইড্রজন বাষ্প একত্রিত করিয়া পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত করিতে হয়, পরে সেই জল চোলাই করিলে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট মদিরাসার নির্গত হইতে থাকে¶।

২—। কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কি পরিমাণে শরীরের পুষ্টি সাধন হইতে পারে, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য কতিপয় বিচক্ষণ পণ্ডিত একত্রিত হইয়া তদ্বিষয়ের পরীক্ষা করণার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরীক্ষা পরম্পরা দ্বারা যাহা অবধারিত হইয়াছে, তাহা পশ্চাতে লিখিত হইতেছে।

* American Journal, No. 59.

¶ Literary Gazette, 5th January, 1856.

পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে এক মণ চতুর্দ্দশ শের পরিমিত রুটির মধ্যে এক মণ পুষ্টিকর পদার্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু এক মণ দশ শের পরিমিত মাংসের মধ্য হইতে গড়ে সার্দ্ধ সপ্তদশ শেরের অধিক পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক মণ দশ শের ফরাস দেশীয় বরবটীর মধ্যে এক মণ ছয় শের, এক মণ দশ শের মটরের মধ্যে এক মণ সাড়ে ছয় শের এবং এক মণ এগারো শের মসুরের মধ্যে এক মণ সাত শের পুষ্টিকর পদার্থ দৃষ্ট হইয়াছে। এক মণ দশ শের শালগম প্রভৃতি মূল হইতে এক মণ অর্দ্ধ শের পুষ্টিসাধক বস্তু নির্গত হইয়া থাকে এবং এক মণ দশ শের গোল আলু হইতে সাড়ে বার শের পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু আলুতে যে পরিমিত পুষ্টি সাধক সার পদার্থ আছে, তণ্ডুল হইতে তাহার তিন গুণ পাওয়া যায়*।

পূর্ব্বে মাংস সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, কিন্তু পরীক্ষাতে সে মত আর রক্ষা পায় না। পরীক্ষা দ্বারা যেমন অন্যান্য বস্তু মাংসাপেক্ষা পুষ্টি সাধক বলিয়া নিরূপিত হইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যের শারীরিক গঠন বিচার দ্বারা নিরামিষ ভোজনই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া পণ্ডিত দিগের প্রতীতি জন্মিতেছে¶।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১—। সুমেরু সন্নিহিত জনশূন্য তুষার ময় স্থানে প্রায় এক ক্রোশ নিম্নে এক প্রকাণ্ড সমুন্নত বৃক্ষস্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ই, বেল্চর নামক এক জন সাহেব ব্যক্ত করেন, যে পূর্ব্বোক্ত স্থানে কতিপয় পোত পরিচালক মনুষ্য মৃগয়ার্থে যাত্রা করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রকাশ করে, যে তাহারা মৃত্তিকার অধিক নিম্নদেশে এক গহ্বরের মধ্যে একটি সমুদ্র পোতের গুণ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছে। তাহাদিগের ঐ বাক্যানুসারে পরদিবস এক জন বিজ্ঞ মনুষ্য উক্ত স্থানে গমন করিয়া বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেখিলেন যে পদার্থকে উহারা গুণ বৃক্ষ মনে করিয়াছিল, তাহা গুণ বৃক্ষ নহে, একটি অতিকায় মহাবৃক্ষের স্থূল স্কন্ধ স্থাণুর ন্যায় সমূলে দণ্ডায়মান থাকাতে তাহাকে গুণ বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। ঐ পুরাতন বৃক্ষস্কন্ধ যে কতকালের তাহা দর্শক দিগের মধ্যে কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে স্থির হইয়াছে, যে কোন সময় উক্তস্থানের জল বায়ুর এ প্রকার প্রকৃতি ছিল যে তাহাতে বৃক্ষাদি শাখা পল্লব সহকারে অনায়াসে জন্মিতে পারিত*।

২—। জর্জ মর্লি নামক একজন সাহেব আমিরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী কাসকেড নামক পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে কিয়দ্দূর ভূমির মধ্যে কতক গুলি জীব জন্তুর শরীরের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে স্তন্য পায়ী পশু জাতির জীর্ণাস্থিই অধিক, ভূস্তর নিহিত ঐ সমস্ত অস্থির মধ্যে অসামান্য বৃহৎ বৃহৎ পশুরও দুই এক খণ্ড অস্থি দৃষ্ট হইয়াছে। যে স্থান হইতে ঐ সমস্ত ভগ্নশীল জীর্ণাস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে এক্ষণে প্রমাণ হইতেছে যে উক্ত স্থান পূর্ব্বে একটি সমুদ্রের গর্ভ ছিল। অতএব ঐ সমুদ্র তলস্থ ভূস্তরের মধ্য হইতে জীব জন্তুর শরীরাস্থি প্রকাশ পাওয়াতে অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছেন¶।

ধাতুবিদ্যা

১—। এলুমিনম্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ধাতু দ্বারা যে প্রকার উৎকৃষ্ট ধাতু পাত্রাদি নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহা ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ডিউ ম্যাস নামক একজন সাহেব দেখিয়াছেন, যে উক্ত ধাতু হইতে যে প্রকার সুশ্রাব্য শব্দ উৎপন্ন হয়, সেরূপ আর কোন ধাতু হইতে হয় না¶।

শিল্পবিদ্যা

১—। ইউরোপের মহা মহা শিল্প কারী পণ্ডিতেরা আটলাণ্টিক মহা সাগর ভেদ করিয়া এক অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ প্র-

* Literary Gazette, 5th January, 1856.

¶ Museum of Science and Art. By D. Lardner.

* Literary Gazette, 8th December, 1856.

¶ American Journal, No. 59.

চালিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। নিউইয়র্ক লণ্ডন এবং নিউফাউণ্ড লেণ্ড নামক স্থানের তাড়িত বার্ত্তাবহের অধ্যক্ষেরা মনোযোগী হইয়া অবিলম্বেই আমিরিকার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে নিউফাউণ্ড লেণ্ড নামক স্থান পর্য্যন্ত এক তার সঞ্চালন করিবেন। সম্প্রতি আমিরিকা হইতে নিউফাউণ্ড লেণ্ড পর্য্যন্ত তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা সম্বাদ আসিবে এবং তথা হইতে বাষ্পীয় পোত সহকারে সাগরের পূর্ব্বতীরে সম্বাদ উপনীত হইবে। পরে সাগরের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত তার সঞ্চালিত হইলে অতি স্বল্প কালের মধ্যে আমিরিকার সম্বাদাদি ইউরোপে আসিতে পারিবেক। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, যে এই সমুদ্রভেদী অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রস্তুত হইলে, লোকে আমিরিকায় বসিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ইউরোপের বার্ত্তা অবগত হইতে পারিবেক*।

২—। ইংরাজ ও ফরাস এই উভয় জাতি একত্র মিলিত হইয়া এক অসামান্য শিল্পকার্য্য সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইংলণ্ড ও ফরাস রাজ্যের মধ্য ভাগে যে সাগর বিদ্যমান আছে, ঐ সাগরের তল দিয়া এক সুরঙ্গ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং উক্ত সুরঙ্গ প্রস্তুত করিবার স্থান নির্দ্দেশ করণার্থে ইংলণ্ড ও ফরাস দেশীয় শিল্পবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা নিযুক্ত হইয়াছেন; ঐ সাগর তলস্থ সুরঙ্গ [illegible] হইতে ফরাস রাজ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবেক এবং ঐ পথে বাষ্পীয়রথ গমনাগমনার্থ এক লৌহ বর্ত্ম প্রস্তুত হইবেক। ঐ সুরঙ্গের উপর লৌহ ও প্রস্তর ময় দোহারা খিলান নির্ম্মিত হইবেক, এবং খিলানের মধ্য দিয়া শূন্য হইতে বায়ু প্রবেশ করিবার পথ থাকিবেক; ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দুইদিক্ হইতেই একদা সুরঙ্গ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবেক, এবং উক্ত কার্য্য মধ্যে মধ্যে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপেও সম্পন্ন হইতে থাকিবেক, ইহাতে উক্ত সুরঙ্গ পথ সত্বরে সম্পন্ন হইবার অনেক সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে। উক্ত সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতে ন্যূনাধিক দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবেক*।

(Continued from the last number.)

And so go on for ever?—No;—not so, unless the whole existence of humanity is to be an idle game, without significance and without end. It cannot be intended that those savage tribes should always remain savage: no race can be born with all the capacities of perfect humanity, and yet be destined never to develop these capacities, and never to become more than that which a sagacious animal by its own proper nature might become. Those savages must be destined to be the progenitors of more powerful, cultivated, and virtuous generations;—otherwise it is impossible to conceive of a purpose in their existence, or even of the possibility of their existence in a world ordered and arranged by reason. Savage races may become civilized, for this has already occurred, and the most cultivated nations of modern times are the descendants of savages. Whether civilization be a direct and natural development of human society, or invariably arise through instruction and example from without, and the primary source of all human culture must be sought in a super-human guidance, by the same way in which nations which once were savage have emerged into civilization will those who are yet uncivilized gradually attain it. They must, no doubt, at first pass through the same dangers and corruptions of a merely sensual civilization, by which the civilized nations are still oppressed, but they will thereby be brought into union with the great whole of humanity, and be made capable of taking part in its farther progress.

It is the vocation of our race to unite itself into one single body, all the parts of which shall be thoroughly known to each other, and all possessed of similar culture. Nature, and even the passions and vices of men, have from the beginning tended towards this end; a great part of the way towards it is already passed, and we may surely calculate that this end, which is the condition of all farther social progress, will in time be attained. Let us not ask of history if man, on the whole, have yet become purely moral! To a more extended, comprehensive, energetic freedom, he has certainly attained, but it has been hitherto an almost necessary result of his position, that this freedom has been applied chiefly to evil purposes. Neither let us ask whether the æsthetic and intellectual culture of the ancient world, concentrated on a few points, may not have excelled in degree that of modern times! It might happen that we should receive a humiliating answer, and that in this respect the human race has not advanced, but rather seemed to retrograde, in its riper years. But let us ask of history at what period the existing culture has been most widely diffused, and distributed among the greatest number of individuals; and we shall doubtless find that from the beginning of history down to our own day, the few light-points of civilization have spread themselves abroad from their [illegible]

* Chamber's Journal.

*Englishman Supplement, 20th December, 1856.

that one individual after another, and one nation after another, has been embraced within their circle, and that this wider outspread of culture is proceeding under our own eyes. And this is the first point to be attained in the endless path on which humanity must advance. Until this shall have been attained, until the existing culture of every age shall have been diffused over the whole inhabited globe, and our race become capable of the most unlimited inter-communication with itself, one nation or one continent must pause on the great common path of progress, and wait for the advance of the others, and each must bring as an offering to the universal commonwealth, for the sake of which alone it exists, its ages of apparent immobility or retrogression. When that first point shall have been attained, when every useful discovery made at one end of the earth shall be at once made known and communicated to all the rest, then, without farther interruption, without halt or regress, with united strength and equal step, humanity shall move onward to a higher culture, of which we can at present form no conception.

Within those singular associations, thrown together by unreasoning accident, which we call States, after they have subsisted for a time in peace, when the resistance excited by yet new oppression has been lulled to sleep, and the fermentation of contending forces appeased,—abuse, by its continuance, and by general sufferance, assumes a sort of established form; and the ruling classes, in the uncontested enjoyment of their extorted privileges, have nothing more to do but to extend them farther and to give to this extension also the same established form. Urged by their insatiable desires, they will continue from generation to generation their efforts to acquire wider and yet wider privileges, and never say "It is enough!" until at last oppression shall reach its limit, and become wholly insupportable, and despair give back to the oppressed that power which their courage, extinguished by centuries of tyranny, could not procure for them. They will then no longer endure any among them who cannot be satisfied to be on an equality with others, and so to remain. In order to protect themselves against internal violence or new oppression, all will take on themselves the same obligations. Their deliberations, in which every man shall decide whatever he decides, for himself, and not for one subject to him whose sufferings will never affect him, and in whose fate he takes no concern; deliberations, according to which no one can hope that it shall be he who is to *practise* a permitted injustice, but every one must fear that he may have to *suffer* it,—deliberations that alone deserve the name of legislation, which is something wholly different from the ordinances of combined lords to the countless herds of their slaves,—these deliberations will necessarily be guided by justice, and will lay the foundation of a true State, in which each individual, from a regard for his own security, will be irresistibly compelled to respect the security of every other without exception; since, under the supposed legislation, every injury which he should attempt to do to another, would not fall upon its object, but would infallibly recoil upon himself.

By the establishment of this only true State, this firm foundation of internal peace, the possibility of foreign war, at least with other *true* states, is cut off. Even for its own advantage, even to prevent the thought of injustice, plunder, and violence entering the minds of its own citizens, and to leave them no possibility of gain, except by means of industry and diligence within their legitimate sphere of activity, every true state must forbid as strictly, prevent as carefully, compensate as exactly, or punish as severely, any injury to the citizen of a neighbouring state, as to one of its own. This law concerning the security of neighbours is necessarily a law in every state that is not a robber-state; and by its operation the possibility of any just complaint of one state against another, and consequently every case of self-defence among nations, is entirely prevented. There are no necessary, permanent, and immediate relations of states, as such, with each other, which might be productive of strife; there are, properly speaking, only relations of the individual citizens of one state to the individual citizens of another; a state can be injured only in the person of one of its citizens, but such injury will be immediately compensated, and the aggrieved state satisfied. Between such states as these, there is no rank which can be insulted, no ambition which can be offended. No officer of one state is authorised to intermeddle in the internal affairs of another, nor is there any temptation for him to do so, since he could not derive the slightest personal advantage from any such influence. That a whole nation should determine, for the sake of plunder, to make war on a neighbouring country is impossible; for in a state where all are equal, the plunder could not become the booty of a few, but must be equally divided amongst all, and the share of no one individual could ever recompense him for the trouble of the war. Only where the advantage falls to the few oppressors, and the injury, the toil, the expense, to the countless herd of slaves, is a war of spoliation possible and conceivable. Not from states like themselves could such states as these entertain any fear of war; only from savages or barbarians whose lack of skill to enrich themselves by industry impels them to plunder; or from enslaved nations, driven by their masters to a war from which they themselves will reap no advantage. In the former case, every individual state must, through the arts of civilization, already be the stronger party; against the latter danger, the common advantage of all demands that they should strengthen themselves by union. No free state can reasonably suffer in its vicinity associations governed by rulers whose interests would be promoted by the subjugation of adjacent nations, and whose very existence is therefore a constant source of danger to their neighbours, a regard for their own security compels all free states to transform all around them into free states like themselves; and thus, for the sake of their own welfare, to extend the empire of culture over barbarism, of freedom over slavery. Soon will the nations, civilized or enfranchised by them, find themselves placed in the same relation towards others still enthralled by barbarism or slavery in which the earlier free nations previously stood towards them, and be compelled to do the same things for these which were previously done for themselves, and thus, of necessity, by reason of the existence of some few really free states, will the empire of civilization, freedom, and with it universal peace, gradually embrace the whole world.

Thus, from the establishment of a just internal organization, and of peace between individuals,

there will necessarily result integrity in the external relations of nations towards each other, and universal peace among them. But the establishment of this just internal organization, and the emancipation of the first nation that shall be truly free, arises as a necessary consequence from the ever-growing oppression exercised by the ruling classes towards their subjects, which gradually becomes insupportable,—a progress which may be safely left to the passions and the blindness of those classes, even although warned of the result.

In these only true states all temptation to evil, nay, even the possibility of a man resolving upon a bad action with any reasonable hope of benefit to himself, will be entirely taken away; and the strongest possible motives will be offered to every man to make virtue the sole object of his will.

There is no man who loves evil because it is evil; it is only the advantages and enjoyments expected from it, and which, in the present condition of humanity do actually in most cases, result from it, that are loved. So long as this condition shall continue, so long as a premium shall be set upon vice, a fundamental improvement of mankind as a whole, can scarcely be hoped for. But in a civil society constituted as it ought to be, as reason requires it to be, as the thinker may easily describe it to himself although he may nowhere find it actually existing at the present day, and as it must necessarily exist in the first nation that really acquires true freedom,—in such a state of society, evil will present no advantages, but rather the most certain disadvantages, and self-love itself will restrain the excess of self-love when it would run out into injustice. By the unerring administration of such a state, every fraud or oppression practiced upon others, all self-aggrandizement at their expense will be rendered not merely vain, and all labour so applied fruitless, but such attempts would even recoil upon their author, and assuredly bring home to himself the evil which he would cause to others. In his own land, out of his own land, throughout the whole world he could find no one whom he might injure and yet go unpunished. But it is not to be expected, even of a bad man, that he would determine upon evil merely for the sake of such a resolution, although he had no power to carry it into effect, and nothing could arise from it but infamy to himself. The use of liberty for evil purposes is thus destroyed; man must resolve either to renounce his freedom altogether, and patiently to become a mere passive wheel in the great machine of the universe, or else to employ it for good. In soil thus prepared, good will easily prosper. When men shall no longer be divided by selfish purposes, nor their powers exhausted in struggles with each other, nothing will remain for them but to direct their united strength against the one common enemy which still remains unsubdued,—resisting, uncultivated nature. No longer estranged from each other by private ends, they will necessarily combine for this common object; and thus there arises a body, everywhere animated by the same spirit, and the same love. Every misfortune to the individual, since it can no longer be a gain to any other individual, is a misfortune to the whole, and to each individual member of the whole; and is felt with the same pain, and remedied with the same activity, by every member;—every step in advance made by one man is a step in advance made by the whole race. Here, where the petty, narrow self of mere individual personality is merged in the more comprehensive unity of the social constitution, each man truly loves every other as himself,—as a member of this greater *self* which now claims all his love, and of which he himself is no more than a member, only capable of participating in a common gain or in a common loss. The strife of evil against good is here abolished, for here no evil can intrude. The strife of the good among themselves respecting good, disappears, now that they find it easy to love what is good for its own sake alone, and not because they are its authors; now that it has become of all-importance to them that truth should really be discovered, that the useful action should be done,—but not at all by whom this may be accomplished. Here each individual is at all times ready to join his strength to that of others, to make it subordinate to that of others; and whoever, according to the judgment of all, is most capable of accomplishing the greatest amount of good, will be supported by all, and his success rejoiced in by all with an equal joy.

J. G. FICHTE

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু কলিকাতা ও মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল বক্তৃতা করেন, সেই সমস্ত বক্তৃতা এক্ষণে একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সাংসারিক কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ দ্বারা সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারদিগের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ বিশেষ উপকারী। বিশেষত যে সমস্ত তত্ত্বরসাকাঙ্ক্ষী ভগবদ্ভক্ত, শুদ্ধ ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রেমামৃতপান করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, উহার মধ্যে একপ প্রস্তাব একটীও নাই যাহা পাঠ করিলে মনোমধ্যে পরমার্থ রসের সঞ্চার না হয়। উক্ত পুস্তক সর্ব্বসাধারণের প্রাপ্তি সুলভার্থে উহার মূল্য ॥৹ অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ পুস্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা
৩ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সম্বৎ ১৯১২ কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫৬

একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রথম ভাগ

১৫২ সংখ্যা

চৈত্র ১৭৭৭ শক

চতুর্থ কল্প   চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ব-বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

কীট

হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, সে কৌশল যেমন অনায়াসে আমারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে এবং সে কৌশল সন্দর্শন করিয়া আমরা যেরূপ আশ্চর্য্য সাগরে নিমগ্ন হই, মশক মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির আকৃতি প্রকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৌশল কখনই সে প্রকার আমাদিগের বোধগম্য হয় না। কিন্তু ফলতঃ কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সম্বন্ধীয় অদ্ভুত কৌশল সকল বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্য মাত্রকেই বিমোহিত হইতে হয়। যে সমস্ত অণুকায় কীট সহজে আমারদিগের চক্ষুরও গোচর হয় না, যাহাদিগকে হয়তো আমরা কোন জীব বলিয়াই মনে করি না এবং যে সমস্ত কীটাণুদিগের মধ্যে শত শত কীটকে আমরা প্রতিনিয়ত পদতলে নিপীড়ন করিয়া গতায়াত করি, তাহার একটি কীট মধ্যেও বিশ্ব কৌশল কারী বিশ্বেশ্বরের হস্ত রচিত কৌশল কলাপের অভাব নাই। তিনি এক একটি কীট পতঙ্গে যে অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বসংসার মধ্যে তাহার তুলনা দিবার আর স্থান দৃষ্ট হয় না। কোন কোন পতঙ্গ শরীরের অদ্ভুত কৌশল মনে হইলে সম্মুখস্থ বৃহৎ মাতঙ্গ দেহকেও ভুলিতে হয়।

কোন কোন প্রকার মক্ষিকার পুচ্ছাগ্রভাগে বেধনিকা অস্ত্রের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ এক প্রকার ক্ষুদ্র অস্ত্র সংলগ্ন আছে। সূচী সদৃশ ঐ তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র সামান্যতঃ উক্ত মক্ষিকা দিগের অঙ্গ মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে, কিন্তু প্রয়োজন মতে উহারা সেই অস্ত্র ইচ্ছানুসারে বহির্গত করিয়া আপনাদিগের কার্য্য সাধন করিতে পারে। ঐ মক্ষিকা দিগের পুচ্ছ সংলগ্ন উক্ত অস্ত্র সন্দর্শন করিলে আপাততঃ কাহারও মনে বিশেষ আশ্চর্য্য বলিয়া অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু প্রাণী বিদ্যা পরায়ণ পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, যে উক্ত মক্ষিকাদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে পরম কৌশল কারী পরমেশ্বর উহাদিগের পুচ্ছদেশে ঐ প্রকার অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, ঐ অস্ত্র এমন তীক্ষ্ণ ও এমন দৃঢ় যে উহাদ্বারা ঐ মক্ষিকারা বৃক্ষ পত্র, বৃক্ষ শাখা, বৃক্ষ স্কন্ধ, শুষ্ক দারু ও শুষ্ক চর্ম্ম পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিতে পারে এবং কখন কখন প্রয়োজন মতে উহারা ঐ অস্ত্র দ্বারা প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থ পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ অস্ত্র দ্বারা উহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোন পদার্থ

বিদ্ধ করিয়া সেই ছিদ্র মধ্যে আপনার দিগের ডিম্ব প্রসব করে। উক্ত অস্ত্র মধ্যে আরও এই এক বিশেষ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, যে অসি যেমন কোষ মধ্যে নিহিত থাকে, মক্ষিকার পুচ্ছ সংলগ্ন উক্ত অস্ত্রকেও জগদীশ্বর সেইরূপ এক প্রকার কোষাভ্যন্তরে রক্ষা করিয়াছেন। যে চর্ম্মময় কোষ মধ্যে ঐ অস্ত্র নিহিত থাকে, সেই কোষ মধ্য দিয়া মক্ষিকারা আপনাদিগের গর্ভস্থ ডিম্ব নির্গত করিয়া উক্ত অস্ত্রকৃত সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে তাহা রক্ষা করিতে পারে। উক্ত মক্ষিকাদিগের শরীরে এ প্রকার অস্ত্র না থাকিলে উহাদিগের সন্তান রক্ষা হওয়া কঠিন হইত।

হস্তীর শিরোদেশে যেমন বিলম্বিত শুণ্ড সংলগ্ন আছে, কোন কোন কীট শরীরেও সেই প্রকার শুণ্ডাকার লম্বমান একটি অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শুণ্ড মধ্যে জগদীশ্বর যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহাদ্বারা অসংখ্য কীট যে গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। যে সকল কীট শরীরে উক্ত প্রকার শুণ্ড সংলগ্ন আছে, তাহারা উহার দ্বারা এমন সকল মহৎ মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধ করে এবং তাহাদিগের পক্ষে উক্ত শুণ্ড এত আবশ্যক, যে উহা না থাকিলে তাহারা কোন রূপেই জীবন ধারণ করিতে পারিত না, কিন্তু ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র কীটের শরীরস্থ অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড এত দুর্ব্বল, যে তাহা সতত নানা কারণে আহত বা ভগ্ন হইয়া যাইতে পারে, এই নিমিত্ত পরম দয়াবান পরমেশ্বর কীট বিশেষে ঐ শুণ্ড রক্ষার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। মধু মক্ষিকারা পুষ্প গর্ভে যে শুণ্ড সন্নিবেশ করিয়া মধুপান করে, উহাদিগের সেই শুণ্ড দুইঅংশে বিভক্ত। শুণ্ডের মধ্য ভাগে একটি গ্রন্থি আছে, মস্তক অবধি ঐ গ্রন্থি পর্য্যন্ত এক ভাগ এবং গ্রন্থি অবধি শুণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত আর এক ভাগ। উহাদিগের ইচ্ছা হইলে উহারা শুণ্ড সংকোচ করিয়া তাহার অগ্রভাগ উপরি ভাগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে এবং সহজে কোন কারণ দ্বারা শুণ্ডেতে আর আঘাত লাগিতে পারে না। প্রজাপতি দিগের শুণ্ডও অতি আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পায়, উহারাও প্রয়োজন মতে স্বীয় স্বীয় শুণ্ডকে সংকোচ ও বিকোচ করিতে পারে, উহাদিগের ঐ শুণ্ড সর্ব্বদা ঘড়ির তারের ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রয়োজন মতে সরল করিয়া তদ্দ্বারা উহারা মধুপানাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে পারে। অন্যান্য জীব জন্তুর মুখ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, মধুকর জাতি শুণ্ড দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, উহারা যে শুণ্ড দ্বারা পুষ্প গর্ভ হইতে মধু আকর্ষণ করে, সেই শুণ্ড দ্বারাই মধুপান করিতে পারে। মধুকর দিগের মধুপান ক্রিয়ার তুল্য অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদিগের এক শুণ্ডে জগদীশ্বর যদি ঐ রূপ দ্বিবিধ প্রকার শক্তি প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আর উহাদিগের ক্লেশের পরিশেষ থাকিত না। মধুকর জাতি যে পুষ্প মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা গভীর পুষ্প গর্ভ মধ্যে অতি সংকীর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকে; মধুকর সেই স্থানে স্বীয় সূক্ষ্ম শুণ্ড সন্নিবেশ করিয়া অল্পে অল্পে মধু শোষণ পূর্ব্বক তাহা উদরস্থ করিতে পারে। পুষ্পের মধ্যে যে স্থানে মধু থাকে, মধুকর দিগের শুণ্ড ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বারা আর সে স্থান হইতে মধু আহরণ করা সাধ্য হয় না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অসীম জ্ঞানাকর জগদীশ্বর যথাযোগ্য রূপে সমস্ত কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীব জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া সকলকেই সুখী করিয়াছেন, তাঁহার কৌশল প্রভাবে হস্তী আপনার স্থূল গ্রীবা, বিলম্বিত শুণ্ড ও সবল শরীর লইয়া যেমন স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক আপনার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সুখেতে জীবন যাপন করিতেছে, অতি ক্ষুদ্র কীটাণু সকলও স্ব স্ব আকৃতি প্রকৃতি লইয়া সেই রূপ সুখেতে জীবিত রহিয়াছে। কোন কোন কীটের রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়াও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

লোম যুক্ত যৎ সামান্য কীটকে যিনি মনোহর চিত্র বিচিত্রময় প্রজাপতি রূপে পরিণত হইতে দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, যে কীটের অবস্থান্তরিত হওয়া কি পর্য্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার ! যে কীট পরিণামে সুদৃশ্য প্রজাপতি রূপ ধারণ করে, প্রথমে তাহার যে প্রকার অবয়ব থাকে, তাঁহা দৃষ্টি করিলে কাহারও এমন বোধ হয় না, যে ইহা কোন কালেই সুদৃশ্য প্রজাপতি রূপে পরিণত হইতে পারিবে, উক্ত কীটের শরীর হইতে কেবল পক্ষ মাত্র উত্থিত হওয়াতেই যে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় এমত নহে, প্রথমে উহার দন্ত ও হনু যুক্ত মুখ থাকে, পরে তাহার পরিবর্ত্তে এক শুণ্ড উৎপন্ন হয় এবং প্রথমে উক্ত কীটের যে স্থলে ১৪ টি স্থূল পদ সন্দর্শন করা যায়, পরিণামে সেই স্থলে ছয়টি সূক্ষ্ম জঙ্ঘা মাত্র বাহির হয় । কি প্রণালী ক্রমে যে উক্ত প্রকার সামান্য কীট হইতে অপূর্ব্ব প্রজাপতির উৎপত্তি হয় ? তাহা স্থির রূপে নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার । কোন কোন প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, যে, যে সকল কীট কাল ক্রমে পক্ষ ও শুণ্ডাদি যুক্ত উৎকৃষ্ট পতঙ্গ রূপ ধারণ করে, প্রথমে তাহাদিগের দেহ মধ্যে ঐ সমস্ত পক্ষাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদায় চিহ্ন গূঢ় রূপে অবস্থিত থাকে, পরিণামে সেই সমস্ত অঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ পাইলে পর উক্ত কীট দিগের একটি অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশ পায় । ইহার তুল্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে এবং ইহার তুল্য অদ্ভুত কৌশলই বা আর কোথায় দৃষ্ট হয় ? কি আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে জগদীশ্বর সামান্য কীট শরীরে অপূর্ব্ব পতঙ্গের অঙ্গ সকল সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখেন ।

ঊর্ণনাভ ও তন্তু কীটের আকৃতি প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয় । যে যন্ত্র দ্বারা তার প্রস্তুত হয়, উহাদিগের উদর তাহার অবিকল অনুরূপ । তন্তু কীটের উদর মধ্যে অদ্ভুত কৌশল বিশিষ্ট দুইটি চর্ম্ম ময় কোষ আছে, ঐ কোষ দ্বয় উক্ত কীটের উদরস্থ অন্ত্র বেষ্টন করিয়া অবস্থিত থাকে, কেহ কেহ ঐ চর্ম্মময় কোষ পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে উহা দৈর্ঘে প্রায় ১০ ইঞ্চির ন্যূন নহে । ঐ কোষ মধ্যে এক প্রকার লালাবৎ আর্দ্র পদার্থ সঞ্চিত থাকে, সেই লালা দ্বারাই অপূর্ব্ব রেসম উৎপন্ন হয় । যে কোষ দ্বয়ের মধ্যে উক্ত লালা থাকে সেই কোষের বহু ছিদ্রময় দুইটী দ্বার আছে, ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্রময় দ্বার হইতে সেই লালা নির্গত হওয়াতেই প্রথমত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশের মত সূত্র উৎপন্ন হয়, পরে সেই সকল সূক্ষ্ম সূত্র একত্রিত হইয়া উৎকৃষ্ট রেসম হইয়া উঠে । তন্তু কীট, মুখ হইতে সেই লালাময় তন্তু বাহির করিয়া প্রথমে তাহার একাগ্রভাগ কোন একটি পদার্থে সংলগ্ন করিয়া ক্রমাগত স্বীয় শরীরকে ঘূর্ণিত করে এবং ক্রমে তদ্দ্বারা গুটিকার উৎপত্তি হয় ।

স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু হইতে তার প্রস্তুত হওয়াপেক্ষা লালাবৎ এক প্রকার আর্দ্র পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট রেসম উৎপন্ন হওয়া যে কত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না ! ইহার তুল্য অদ্ভুত শিল্পকার্য্য আর কি আছে ? কেবল পরমেশ্বরের মহিমা প্রভাবেই এতাদৃশ অসম্ভব ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে, নতুবা এমন অচিন্তনীয় অদ্ভুত বিষয় আপাততঃ সম্ভব বলিয়াও মনে করা সাধ্য হয় না । কোন ধাতু হইতে তার প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সে ধাতুর আকারের বৈলক্ষণ্য হয় তাহার স্বরূপের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না কিন্তু তন্তু কীটের উদরস্থ লালা যখন রেসমেতে পরিণত হয়, তখন উক্ত লালার স্বরূপেরও অন্যথা হইয়া যায় । তখন তাহার আর্দ্রতা প্রভৃতি গুণের পরিবর্ত্তে দৃঢ়তা ও স্থিতি স্থাপকতাদি গুণের উৎপত্তি হয় ।

মধুমক্ষিকারা যে প্রকার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে এবং যে প্রকার অদ্ভুত কৌশল দ্বারা তন্মধ্যে মধু রক্ষা করে তাহা মনে হইলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় । ইহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন, যে ভবিষ্যতে উপভোগ করিবার

উদ্দেশে মধু মক্ষিকারা বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী মনুষ্যের ন্যায় যত্ন পূর্ব্বক মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, কিন্তু জগদীশ্বর যদি উহাদিগকে মধুক্রম নির্ম্মাণ করিবার অদ্ভুত শক্তি অর্পণ না করিতেন, তাহা হইলে উহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পরিশ্রমে দৃষ্টি কোন কার্য্যেরই হইত না। মধুমক্ষিকারা যেমন মধুক্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্যে পুষ্প মধু বিভাগ করিয়া রাখে, সেই রূপ অল্প অল্প অংশে বিভক্ত না করিয়া একত্র অধিক মধু রক্ষা করিলে তাহা অতি শীঘ্রই বিকৃত হইয়া যাইত। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর উহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে উহাদিগকে এক একটি অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। মধুমক্ষিকারা যে পুষ্পে মধুপান করিতে গমন করে, সেই পুষ্প হইতেই তাহার রেণু লইয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে। ধূলিবৎ পুষ্পরেণু হইতে রসাত্র মধুচ্ছিষ্ট উৎপন্ন হওয়া যে কতদূর আশ্চর্য্য ব্যাপার! পাঠক গণ একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

খদ্যোতের পুচ্ছ দেশে আলোকের সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর এক কালে কৌশল ও করুণার শেষ করিয়াছেন। প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে খদ্যোতের পুচ্ছদেশে ফস্ ফোরস্ নামক এক প্রকার পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে উহাদিগের শরীর হইতে দীপবৎ আলোক নির্গত হয়। কীট শরীরে উক্ত প্রকার আশ্চর্য্য উদ্দীপক পদার্থ সংস্থাপন করা যে কত দূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা কি বলিব! খদ্যোতের শরীরে উক্ত প্রকার আলোক প্রদান করিয়া জগদীশ্বর যে কেবল উহাদিগের শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন এমত নহে তদ্দ্বারা আরও অধিকতর আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ দেখিয়াছেন, যে খদ্যোতিকা তাহার পুচ্ছ দেশস্থ আলোক দ্বারা স্বজাতীয় পুরুষ কীটদিগকে আহ্বান করে। যে কীট পুচ্ছে ঐ আলোক থাকে তাহারা স্ত্রী জাতি, তাহাদিগের পুচ্ছ হইতে যৎ কালে ঐ আলোক প্রকাশ পায়, তখন তাহাদিগের পুরুষেরা সেই আলোক সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হয়। জগদীশ্বর যদি খদ্যোতের শরীরে উক্ত প্রকার আলোকের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে কখনই উহাদিগের স্ত্রী পুরুষে একত্র মিলিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। অতএব পরম কৌশল কারী পরম পুরুষ সামান্য কীট শরীরেও অচিন্তনীয় কৌশল সম্পন্ন করিয়া আপনার অপার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন।

ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।

সকল বিষয়েতেই অধ্যবসায়বান ও দৃঢ় নিষ্ঠ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। নিষ্ঠা শূন্য অনধ্যবসায়ী হইলে কোন বিষয়েতেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে না। যে সমস্ত সদ্বিদ্যাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিমার্জ্জিত বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভাবে ধর্ম্মের মনোহর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ধর্ম্ম জনিত মধুর ফলের রসাস্বাদন করিতে নিতান্ত অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেও কেবল এক নিষ্ঠার অভাবে বাঞ্ছিত ফলে বঞ্চিত হইয়া পুণ্য পথে পরি ভ্রমণ করিতে নিরুৎসাহী হইয়া থাকেন। এ পৃথিবীর মধ্যে অনেকে প্রথমতঃ অধর্ম্ম জনিত নানা অত্যাচারে পীড়িত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রত্যাশায় ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতে অভিলাষ করেন এবং চির জীবন ধর্ম্মের সেবা করিয়া তজ্জনিত বিশুদ্ধ সুখ উপভোগ দ্বারা আনন্দের সহিত আয়ুঃ শেষ করিতে ইচ্ছুক হয়েন; কিন্তু কিছু দিন ধর্ম্মানুগত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যখন তাঁহারা দেখেন যে ধর্ম্মের সেবা দ্বারা যেরূপ পরিশুদ্ধ সুখ প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সে প্রকার অভিলষিত উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিতে পারিলেন না এবং সংসারারণ্যের কন্টক স্বরূপ পাপাঙ্কুরের বেধন যন্ত্রণা হইতেও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে সক্ষম হইলেন না, তখন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মেতে আস্থাশূন্য হইতে আরম্ভ করেন। প্রথমোদ্যমে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের যে প্র-

কার অনুরাগ থাকে, পরে দিনে দিনে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া যায় এবং অবশেষে ঐ সমস্ত ব্যক্তি ঘোর সংশয়ার্ণবে পতিত হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি উক্ত প্রকারে উত্তেজিত ও বিচলিত না হইয়া উপযুক্ত অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক একচিত্তে ধর্ম্মের শরণাপন্ন থাকিয়া কাল যাপন করে এবং প্রাণ পণে ধর্ম্মের অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিতে রত থাকে, তাহারা কখনই নিরাশ হয় না. যথোপযুক্ত কালে অবশ্যই ধর্ম্ম সাধনের সুমধুর ফল প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হয়।

ধর্ম্ম কেবল চিন্তনীয় বস্তু নহে, কেবল চিন্তা দ্বারা ধর্ম্মের সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্ম আমাদিগের সাধনের ধন, বিনা সাধনে কখনই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারা যায় না। যখন ব্যাকরণাদি উপযুক্ত যত্ন সহকারে সাধন না করিলে কোন বিদ্যায় অধিকার জন্মে না, যখন বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্য প্রভৃতি সাংসারিক সকল বিষয়েতেই সুদীর্ঘ কাল পরিশ্রম না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, তখন সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলের সার বস্তু ধর্ম্ম যে বিনা সাধনে সিদ্ধ হইবে এবং বিনা যত্নে সুখ প্রদান করিবে তাহার সম্ভাবনা কি? ধৈর্য্যশালী হইয়া যেমন সুদীর্ঘ কাল যত্ন পূর্ব্বক প্রতি পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিলে, সারবান বৃক্ষ হইতে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রূপ দীর্ঘকাল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক একচিত্তে ধর্ম্ম সাধন করিলে তবে তাহাতে অধিকার জন্মে এবং তাহা হইতে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্ম সাধন করা অতি কঠিন ব্যাপার, উহা অস্থির ও চঞ্চল চিত্তের কার্য্য নহে।

সকল বিষয়েরই চরমাবস্থা আছে। চরমাবস্থায় পরিণত না হইলে কোন বিষয়েরই প্রকৃত ফল উৎপন্ন হয় না, অতএব পুণ্যশীল ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সুদীর্ঘ কাল ধর্ম্ম সাধন করিয়া তাহার চরমাবস্থার যে সকল অনুপম সুখ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, প্রথম উদ্রেকে কোন সাধক সেই সমস্ত সুখ ভোগের প্রত্যাশা করিলে কিরূপে সে আশা পূর্ণ হইতে পারে? ধর্ম্ম ভূমিতে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমত তদ্বিষয়ে যে প্রকার সমর্থ হওয়া যায়, সাধন দ্বারা পরিণামে ততোধিক সহস্র গুণে অধিক সামর্থ্য জন্মে। কাম ক্রোধাদি যে সমস্ত দুর্জ্জয় রিপু অনবরত চরিতার্থ হইবার জন্য প্রথমত মহাবল প্রকাশ পূর্ব্বক পীড়া দিতে আরম্ভ করে, ক্রমে নিগ্রহ দ্বারা তাহারা বশীভূত হইয়া আর সে প্রকার ক্লেশ প্রদান করিতে পারগ হয় না, প্রথমত যে সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য ও অনায়ত্ত থাকে, পরিণামে তাহারা বিলক্ষণ সুসাধ্য হইয়া উঠে। প্রথমে মনোমধ্যে যে সমস্ত মোহ তরঙ্গ সর্ব্বদা উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে তাহাদিগের শমতা হইয়া যায়. প্রথমে যে সকল অধর্ম্ম কর্ম্মকে সুখের বিষয় বোধ হইয়া তদনুষ্ঠানাভাবে কাতর হইতে হয়, পরে সেই সমস্ত ব্যাপারকে নিতান্ত দোষাশ্রিত দুঃখ জনক জানিতে পারায় আপনাকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র দেখিয়া সুখেতে ভাসিতে হয়। অতএব ধর্ম্ম সাধনের চরমাবস্থার সুখের সহিত কখনই তাহার প্রথমাবস্থার সুখের তুলনা হইতে পারে না, এবং নিষ্ঠা পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ধর্ম্ম সাধন করিলে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও কখন প্রথমে লাভ করিবার উপায় হয় না। মনোমত সুখ লব্ধ হইতেছেনা বলিয়া যে সকল চঞ্চল চিত্ত অস্থির পুরুষ প্রথমেই ধর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাদিগের আর কস্মিন্ কালেও শান্তি লাভ হয় না, তাঁহারা চির কালই মোহ তরঙ্গে ভাসিতে থাকেন এবং তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে ধর্ম্মের যে সমস্ত গ্লানি সূচক অপবাদ প্রকাশ করেন, তাহাও কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মকে কষ্ট সাধ্য বিষয় মনে করিয়াও তাহা হইতে বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে এক্ষণে পৃথিবীর যে প্রকার অবস্থা হইয়া রহিয়াছে, এবং মনুষ্য গণও যে রূপ দোষাশ্রিত অপূর্ণ স্বভাব লইয়া কাল যাপন করিতেছে, ইহাতে বিনা কষ্টে ধর্ম্ম পদবীতে পরিভ্রমণ করা কোন রূপেই সহজ নহে।

দ্বেষ দম্ভ মাৎসর্য্য অহঙ্কার কাম ক্রোধ প্রভৃতি নানা বিঘ্ন দ্বারা ধর্ম্মের পথ বিষম কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যখন ইহাও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে, যাহারা ধর্ম্মকে কষ্ট সাধ্য মনে করিয়া অধর্ম্ম জনিত ইন্দ্রিয় সুখ লাভের প্রত্যাশায় ধর্ম্ম পথ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া অধর্ম্মের অনুগামী হয়, তাহারাও বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, তখন মনঃকল্পিত দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির উদ্দেশে প্রাণ স্বরূপ পরম পদার্থ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা যে নিতান্ত মূঢ় ও মোহান্ধ ব্যক্তির কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? সময় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে অনেকের মনে এরূপ মোহের উদয় হইতে পারে, যে যৎ কিঞ্চিৎ অধর্ম্ম স্বীকার করিলেই এ পৃথিবীতে ইচ্ছানুরূপ সুখ ভোগ করিয়া অনায়াসে কাল ক্ষেপ করা সুসাধ্য হয়, তাহা হইলে আর কখন দুঃখের লেশ মাত্রও স্পর্শ করিতে হয় না। কিন্তু এ প্রকার বিবেচনা কেবল ভ্রম মাত্র। যাহারা অবিচ্ছেদে সুখ উপভোগ করিবার মানসে অধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে রত রহিয়াছে, তাহারাও বিধি মতে কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদিগের দুঃসহ যন্ত্রণার নিকট ধর্ম্ম সাধনের যৎ কিঞ্চিৎ ক্লেশকে ক্লেশই বোধ হয় না। কামীদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় বাঞ্ছিত সুখ ভোগের অভাবে কামানলে দগ্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে, কেহ বহু-পুরুষ পরায়ণা স্ত্রীর আসক্তিতে পতিত হইয়া অপর লম্পটের হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেছে এবং কেহ অপরিমিত রূপে ইন্দ্রিয় সেবা করত অবশেষে স্বীয় অভিলষিত সুখ ভোগে অসমর্থ হইয়া মহাদুঃখে আয়ুঃ শেষ করিতেছে, লোভীদিগের মধ্যে কেহ অপরিমিত লোভ তৃষ্ণার শান্তি করণার্থে চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজদণ্ড দ্বারা নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, কেহ আপনার অতিপ্রিয় ও যত্নলব্ধ পূর্ব্ব সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া মহামনঃ পীড়ায় পীড়িত হইতেছে, এবং কেহ সর্ব্বদা অন্যায় পূর্ব্বক অন্যোন্য গলাধাক্কি আক্রমণ করিতে রত থাকিয়া আজন্ম বিবাদ কলহেতেই যাপন করিতেছে, অথবা কেহ কখন কোন প্রবল ব্যক্তির হস্তে পতিত হইয়া যৎ পরোনাস্তি শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছে, প্রবঞ্চক ও প্রতারক দিগের মধ্যে কেহ পুনঃ পুনঃ প্রবঞ্চনা করিয়া লোক সমাজে প্রসিদ্ধ হওয়াতে অবশেষে আর স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া কেবল লোকের ঘৃণা ও তিরস্কারের পাত্র হইয়া দুঃখের সহিত জীবন যাপন করিতেছে। বিশ্বাস ঘাতক এবং কৃতঘ্ন ব্যক্তিরাও স্বীয় স্বীয় দুষ্টাচারের বিলক্ষণ প্রতিফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ঘাতকতা বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা করে, অবশেষে তাহাকে এ প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, যে অপর ব্যক্তি তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া মিত্রতা প্রকাশ বা কোন কার্য্যের ভারার্পণ করা দূরে থাকুক, সে ব্যক্তি যে স্ত্রী পুত্র পরিবার গণকে প্রতিপালন করিবার জন্য অন্যের নিকট বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারাও আর তাহাকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগের কোন গোপনীয় বিষয় তাহার নিকট প্রকাশ করে না, এবং সে ব্যক্তি আপনিও আর আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। সেই বিশ্বাস ঘাতক দুরাত্মার মনে তৎকালে যে যন্ত্রণার উদয় হয় তাহা বোধ করি আর কোন প্রকার ক্লেশেরই সহিত তুল্য হইতে পারে না। পাপ কারী কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা যে সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা কাহারো জানিতে অপেক্ষা নাই। যে নরাধম, উপকারী ব্যক্তির অপকার করিয়া স্বার্থ সাধন করিবার চেষ্টা করে, সে কি আর কস্মিন্ কালেও কাহার নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হয়? দুঃখেতে তাহার জীবন ওষ্ঠাগত হইলেও আর কেহ তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে না। এ পৃথিবীতে কাহারও অবস্থা চিরস্থায়ী নহে, বিপদ এবং সম্পদ সকল প্রকার মনুষ্যকেই ভোগ করিতে হয়, এবং সকলকেই পরস্পর পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিপদ নিবারণ ও সম্পদ

ভোগ করিতে হইয়া থাকে, কিন্তু কুপথ্য ব্যক্তি একবার বিপদগ্রস্ত হইলে সে বিপদ হইতে তাহার উদ্ধার হওয়া সুকঠিন হয়। সুখের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা অধর্ম্মের শরণাপন্ন হয়, তাহারা এই রূপে নানা ক্লেশ ভোগ করে, অতএব দুঃখ ভোগ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যও যদি কখন ধর্ম্ম পদবী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সেও কেবল ভ্রম মাত্র।

অনেকের মনে এ প্রকার সংস্কার আছে যে, অনবরত ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াও অনেক সুখে বঞ্চিত হইতে হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার আশঙ্কাতেও অনেকে ধর্ম্ম ভূমি হইতে বিচলিত হয়েন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে অধর্ম্ম সেবা দ্বারাই অধিক সুখে বঞ্চিত হওয়া সম্ভব হয়। যাহার মন ধর্ম্ম শাসন দ্বারা বদ্ধ না হয়, তাহার মনোমধ্যে শতশই ইন্দ্রিয় সেবার অপবিত্র ইচ্ছা সকল চরিতার্থ হইবার জন্য মুখ বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এক কালে কেহই কখন সকল ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিতে পারে না। যাহার মনে যখন যে ইন্দ্রিয়ের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়, সে তখন তাহারই তর্পণ করিতে নিযুক্ত হয়, সুতরাং অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় সকল সেই অনুরোধে অতৃপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে যে, লম্পট ব্যক্তিরা মান যশ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ বিসর্জন করিয়া কামেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করে এবং লোভাসক্ত পুরুষেরা অপরাপর সকল ইচ্ছার অনুরোধ ত্যাগ করিয়া লোভেরই তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। অতএব ধার্ম্মিক লোকেরা ধর্ম্মানুরোধে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া থাকেন, অধার্ম্মিক লোকদিগকে অধর্ম্মের অনুরোধেও সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় জনিত সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। প্রত্যুত অধর্ম্ম স্রোতে ভাসিলে অসংযত প্রবল ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক যে প্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইলে কখনই সে প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, ধর্ম্ম প্রভাবে দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সকল দিন দিন বশীভূত হইয়া যাইবে। অধার্ম্মিক লোকে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম করাকে বিশেষ ক্লেশের কারণ মনে করে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম করাকে সুখের হেতু জানিয়াই করিয়া থাকেন।

অধর্ম্মাবলম্বন দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক ধার্ম্মিক ব্যক্তির অপেক্ষা অধার্ম্মিক লোকের সকল প্রকার দুঃখই অধিক হয়। ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু ব্যক্তিরা এ পৃথিবীতে সর্ব্বদা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন না বটে, কিন্তু অধর্ম্মাশ্রিত পুরুষেরা কোন বিষয়ে নিরাশ হইলে যে প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে, ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগকে তাহার সহস্রাংশের একাংশও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু ব্যক্তি জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন উদ্দেশে কোন দীনহীন বিপন্ন ব্যক্তির দুঃখ মোচন করেন, তিনি যদি সেই উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রত্যুপকার ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রাপ্ত না হয়েন, প্রত্যুত সেই উপকৃত ব্যক্তি যদি তাঁহার অপকার সাধনও করে, তথাপি তিনি আপনার কর্ত্তব্য সাধনকে নিষ্ফল মনে করেন না এবং যদি কোন সত্য ব্রতাবলম্বী পুণ্যবান মনুষ্য ধর্ম্মানুরোধে সত্য কথা কহিয়া লোক সমাজে মিথ্যা কল্পনাপবাদে আক্রান্ত হয়েন, তথাপি তিনি তাহাতে ম্লান হয়েন না, তাঁহারদিগের মনে এই প্রকার সন্তোষ থাকে যে, তাঁহারা যাঁহার প্রীতির জন্য ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী, তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তিনি সকলের অন্তরস্থ বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন এবং তিনি পরম ন্যায়বান পরম পিতা, তিনি সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মের যথোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট কেহই কখন বঞ্চিত হয় না। অতএব তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যদিও লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয়েন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ হয়েন না। কিন্তু অধর্ম্মপরায়ণ অসাধু ব্যক্তি আপনার অভিলষিত ফল কামনায় কোন কর্ম্ম করিয়া নিরাশ হইলে তাহার মনে কখনই

উক্ত প্রকার সন্তোষ থাকিতে পারে না। সুখার্থী হইয়া ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোন কার্য্য করিয়া নিরাশ হইলে পর শোকের দুঃখ দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠে। প্রথমত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিষ্ফল দেখিয়া মনোমধ্যে মহা ক্লেশের সঞ্চার হয়, দ্বিতীয়ত অধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য মনেতে বিজাতীয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে। তৎকালে মনুষ্যের মনে মহা শোচনা উপস্থিত হয়, সংসারের কোন বস্তুই আর তাহাকে সুখী করিতে পারে না, তাহার নিকট সকল বিষয়ই বিষতুল্য হইয়া উঠে, তাহার মনের শান্তি এক কালে অন্তর্হিত হয় এবং তখন তাহার স্বীয় জীবনের প্রতিও ঘৃণা উপস্থিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের সেবা করিলে কখনই কোন বিষয়ে সুখী হওয়া যায় না, প্রত্যুত সকল প্রকার দুঃখই বর্দ্ধিত হয়। অতএব দুঃখ ভোগের আশঙ্কা ও সুখ ভোগের প্রত্যাশা করিয়াও কখন ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া কাল যাপন করে, সে কখন নৈরাশ প্রাপ্ত হয় না, ধর্ম্ম নিয়ন্তা জগদীশ্বর অবশ্যই তাহাকে তাহার কর্ম্মোপযুক্ত ফল প্রদান করেন। এই পৃথিবী মাত্র কেবল ধর্ম্ম সাধনের ফল ভোগ করিবার স্থান নহে এবং এ জীবন মাত্রই কেবল তাহার ফল কালের সীমা নহে। যিনি আমাদিগের মনে ধর্ম্ম শাসন প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি অনন্ত রাজ্যের রাজা এবং অনন্ত কালের অধিপতি, অতএব তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্ম শাসন প্রতিপালন করিয়া আমরা যদি এ পৃথিবীতেও তাহার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত না হই, তথাপি তাহাতে আমাদিগের হতাশ হওয়া উচিত নহে এবং হতাশ হইয়া ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য নহে, আমরা অনন্ত রাজ্যের প্রজা হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মের ফল ভোগ করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি।

হে মানব! ধর্ম্ম পথের বিঘ্ন সকল স্মরণ করিয়া তোমার বৃথা নিরুৎসাহ হইবার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্যের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখ, এখনি সুখী হইবে। তুমি ধর্ম্ম জনিত বিশুদ্ধ সুখের সহিত অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সুখের তুলনা করিয়া কেন অসুখী হইতেছ। তুমি জগদীশ্বরের প্রেম রাজ্যের প্রজা, তোমার সুখের অভাব কি? তুমি সেই প্রেম সিন্ধু পরম বন্ধুর প্রীতির প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম পথের পথিক হও, এখনি কত সুখ ভোগ করিবে। তুমি আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হও, আপনার মনো মালিন্য দূর কর, তাহা হইলে আপনা হইতে সুখ আসিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। তখন আর তোমার সুখের জন্য অন্য কোন লোকের অপেক্ষা থাকিবে না। লোকে যশ না করিলে কোন ক্ষতি বোধ হইবে না এবং লোকের নিকট সমাদর না পাইলেও কিছু মাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হইবে না, তোমার সুখ তোমারই হস্তে--তোমারই বশে অর্পিত থাকিবে। তুমি যদি আপনি প্রকৃতাবস্থায় থাক, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানেতেই তোমার সুখ অনুভব হইবে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়া তাহার ক্লেশ দূর করিতে পারিলে মনোমধ্যে যে একটি অপূর্ব্ব আহ্লাদ জন্মে, তাহার নিকট কি লৌকিক যশ? তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জলদান করিয়া তাহার অসহ্য পিপাসার যন্ত্রণা দূর করিতে পারিলে মনেতে যে অসাধারণ আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার নিকট লৌকিক প্রশংসা কোথায় থাকে? বস্ত্র দান দ্বারা শীতার্ত্ত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করিতে পারিলে আপনা হইতে মনে আনন্দের উদ্ভব হয়, লৌকিক প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি পাত থাকে না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বতঃই সুখ ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে আর লোকের বাক্যে কর্ণ পাত করিয়া থাকিতে হয় না। হে মানব! তুমি এক সত্য ব্রত আচরণ করিয়া যে অনুপম সুখ লাভ করিবে, সহস্র প্রকার লৌকিক সম্ভ্রম তাহার এক কণারও তুল্য হইবে না। তুমি এমন বিবেচনা করিওনা যে, সুখ কেবল মান, যশ ও বিষয় ভোগেতেই আবদ্ধ আছে,

সুখ দাতা পরমেশ্বর এমন সকল স্থানে সুখ সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, যে স্বক্লেশে তাহা হইতে সুখ আকর্ষণ করিয়া সকলে সুখী হইতে পারে। অতএব তুমি সেই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম পথের পথিক হও অবশ্যই অবশেষে সুখ ধামে উপনীত হইবে।

বহু বিবাহ।

ইহা পরমাহ্লাদের বিষয় যে এক্ষণে এদেশীয় অনেক প্রধান মনুষ্য স্বদেশের কুরীতি প্রবাহের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া তাহার উৎসেদ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। কুরীতি সংশোধন করিতে যত্নশীল হওয়া মনুষ্য জাতির প্রকৃত মহত্ত্বের চিহ্ন এবং যথার্থ উন্নতির কারণ। যখন নানা বিধ শিক্ষা ও নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন স্বভাবতই তাহার সকল প্রকার শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি পাত হইতে থাকে এবং সর্ব্বাগ্রেই স্বদেশের অশুভ সংহার করিতে যত্ন উপস্থিত হয়। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, যে সমস্ত সভ্য জাতির আবাস স্থান এক্ষণে মহত্ত্বের আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সেই সকল স্থান রাশি রাশি পাপক্রিয়ার গুরুভারে সতত পীড়িত হইত, কিন্তু ঐ সকল দেশে দিন দিন যত জ্ঞান জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল এবং কালে কালে যত জ্ঞানবান্ মহৎ মনুষ্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল ততই তথা হইতে অশুভকারী কদর্য্যাচার সকল ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল। যখন এতদ্দেশীয় কুৎসিত আচার সকল এখান হইতে দূরীকরণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে উপায় স্থির হইতেছে, তখন বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে, যে অধুনা এদেশের পক্ষে বিশেষ শুভ ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয় এদেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই এত দিনের পর বুঝি দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমি দুর্দ্দশা রূপ চির বদ্ধ কারাবাস হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে।

যে সমস্ত কর্ম্ম দোষে দেশের নামকে এক কালে লুপ্ত করিয়া দেয় এবং যে সমস্ত অসদাচার ও মন্দ ব্যবহার জন্য দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমির মস্তকোত্তোলন করিবার সাধ্য নাই, এক্ষণে অনেকেই সেই সমস্ত কদর্য্য কর্ম্মের প্রতীকার সাধনার্থে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে এদেশীয় বিধবা গণের দুঃসহ চির বৈধব্য যন্ত্রণা ও চির বৈধব্য নিবন্ধন নানা অবৈধ ব্যাপারের নিবারণ হয়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কতিপয় বিচক্ষণ বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া সে বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, বোধ হয় জগদীশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবেন। আর যাহাতে এদেশীয় লোকের মধ্যে কোন এক জন পুরুষ বহুস্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়া অশেষ অত্যাচার উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার নিমিত্তও অনেক প্রধান প্রধান লোকে মনোযোগী হইয়াছেন, বহু বিবাহ নিষেধক রাজ নিয়ম সংস্থাপন করাইবার জন্য ইতি পূর্ব্বে কোন কোন মহাশয় একত্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছেন। কোন কোন মহাশয় ঐ বিষয়ে পুনর্ব্বার পৃথক্‌রূপে আবেদন করণার্থে সম্প্রতি আবার এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, এই দ্বিতীয় আবেদন পত্রে বঙ্গ দেশ বাসী বহু সংখ্যক মনুষ্যের নাম স্বাক্ষর হইয়াছে। এক বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই প্রকার বহু লোকের চেষ্টা দেখিলে অবশ্যই বিশেষ যত্ন ও বিশেষ উৎসাহের চিহ্ন বোধ হয়, অতএব বঙ্গ দেশ বাসী প্রধান মনুষ্য দিগের যে এক্ষণে স্বদেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি পাত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত থাকাতে এদেশের যেমন নানা প্রকার দুর্দ্দশা হইতেছে, অধিবেদনের প্রথা প্রচলিত থাকাতেও যে এখানে সেই রূপ বহুবিধ অনর্থ উদ্ভব হইতেছে তাহাতে সংশয় কি? এদেশে বিধবাদিগের পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত না থাকাতে এখানে যে সমস্ত পাপ রাশির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং

উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত না থাকা যে কি পর্য্যন্ত অন্যায় এবং কত দূর পর্য্যন্ত জগদীশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ তাহা এই পত্রিকাতে বারম্বার ব্যক্ত করা হইয়াছে, এক্ষণে এদেশে অধিবেদনের প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে সমস্ত দোষ ঘটিতেছে এবং উক্ত কুপদ্ধতি এদেশ হইতে সত্বরে নিরাকরণ করা যে কত দূর পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে স্থূলরূপে তাহারই বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করা যাইতেছে।

এদেশের ব্যবহার পরম্পরায় বহুবিবাহ রীতির এমত প্রাবল্য হইয়া উঠিয়াছে, যে সহজে তাহার স্রোত নিবারণ করিবার কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। অনেকানেক দেশেই পুরুষজাতি একের অধিক স্ত্রী বিবাহ করে বটে, কিন্তু এ দুর্ভাগ্য দেশের তুল্য আর কুত্রাপি বহু বিবাহের এরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। এদেশের কোন কোন বর্ণের মধ্যে উক্ত রীতির এত প্রাবল্য আছে, যে ঐ বর্ণের এক এক ব্যক্তি শতাধিক নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে; উহাদিগের মধ্যে অনেকে বিবাহকে এক প্রকার উপার্জনের পথ জ্ঞান করে। উহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে বোধ হয়, যে অর্থোপার্জন ভিন্ন উদ্বাহের অপর কোন তাৎপর্য্য উহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এই কুপদ্ধতি জন্য এদেশীয় সাধারণ লোকের মনে এরূপ বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে প্রায় অনেকে কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই সতীত্ব রক্ষা ও অব্যভিচার ধর্ম্ম পালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ করে, পুরুষের পক্ষে উহার কোন প্রয়োজন মনে করে না। এতদ্দেশীয় যে সকল ভদ্র কুলের মধ্যে উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও অপরাপর বিষয়ের দোষাদোষ বিবেচনা করিবার শক্তি দৃষ্টে কোন ক্রমেই বোধ হয় না, যে তাঁহারা এ প্রকার বিষম-গরল উৎপাদক কুপ্রথাকে কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, কার্য্য কালে সকলেই ঐ কুপদ্ধতি জনিত বিষ দূষিত দোষ স্বীকার করিতে দেখা যায়।

ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর অতীত হইল বৈদ্যবংশোদ্ভব রাজা বল্লাল সেন আপন পূর্ব্ব পুরুষের আহূত পঞ্চ জন ব্রাহ্মণের যে সকল সন্তানদিগকে নবগুণ বিশিষ্ট দেখিয়া বিশেষ সম্মান প্রদানার্থে কৌলীন্য ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশের মধ্যেই উক্ত অনর্থকর পদ্ধতির প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে। কুলীন কুলের মধ্যে এক্ষণে এ পদ্ধতির এমত প্রভাব যে অনেকেই ইহার গরলময় ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কোন মতে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। যদিও এতদ্দেশীয় কোন বর্ণেই এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করাকে গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া মনে করে না তথাপি যাহারা ঐ কৌলীন্য পাশে বদ্ধ নহে, তাহারা কিঞ্চিৎ জ্ঞানবান্ হইলে আর পার্য্যমানে এমত ভয়ঙ্কর পাপ তাপে দগ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না। অনেকেই ইহার বিষতুল্য কার্য্য সন্দর্শনে ভীত হইয়া ক্রমে সতর্ক হইতেছে। এক্ষণে এ প্রদেশে যে প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার হইতেছে, সর্ব্বদা সদসৎ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইয়াছে, বদ্ধ মূল কুসংস্কার সকল উচ্ছেদ করিবার জন্য স্থানে স্থানে যুক্তি, তর্ক ও ন্যায় সিদ্ধান্তের আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে যদি এ সময় এখানে কুলীন কুলোদ্ভব মহাত্মারা বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে বোধ হয় যে অধিবেদনের পদ্ধতি আর এত দিন এখানে স্থান প্রাপ্ত হইত না; কেবল কুলীন মহাশয়েরাই যত্ন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের শ্রী নাশক ও হিন্দু জাতির কুল নাশক উক্ত প্রথাকে আপনাদিগের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কুরীতি অনুষ্ঠান বিষয়ে কুলীন দিগের নিকট কোন অনুরোধই গ্রাহ্য হয় না, তাঁহারা এপক্ষে যুক্তিতেও শ্রুতি পাত করেন না, শাস্ত্রেও দৃষ্টি পাত করেন না এবং ধর্ম্মের প্রতিও মনোযোগ করেন না, আপনাদিগের কুল মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যাহার যখন যত বিবাহ করিবার আবশ্যক হয়, তখনি সে তত বিবাহ করিয়া থাকে। ইহাতে আদান প্রদান কোন পক্ষেই কিছু মাত্র বিবেচনার চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। যিনি দুহিতা তিনিও দশ স্ত্রী সত্ত্বে এক কালে আবার

অন্য তিন চারিটির পাণি গ্রহণ করিতেছেন এবং যিনি দাতা তিনিও সেই দুরাত্মা উদ্বাহোপজীবী নিষ্ঠুরকে অচেতনের ন্যায় এক কালে আপনার তিন চারিটি কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন, ইহাতে উভয় পক্ষে কাহারো মনে কোন ক্লেশের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছেনা, বোধ হয় এমত আশ্চর্য্য ও এমত অস্বাভাবিক বিষয় আর কুত্রাপি বিদ্যমান না থাকিতে পারে। পুরুষের একস্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করণের প্রথা এদেশে এমত প্রবল হইয়া রহিয়াছে যে, এতদ্দেশীয় লোকের মনে তাহা এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যায় অবধারিত হইয়া আছে। যে সপত্নী শব্দ, বোধ হয় অন্য কোন দেশে কোন ভাষায় প্রচলিত না থাকিতে পারে, এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের মনোমধ্যে কৌমারাবস্থাতেই সেই সপত্নীর ভাব উদয় হয়, তৎ কালাবধিই তাহারা সপত্নী ঈর্ষ্যা সপত্নীশঙ্কা অনুভব করিতে থাকে। সপত্নীরূপ কাল সর্পিণীর বিষ দূষিত দংশন হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থনায় এতদ্দেশীয় কন্যাগণ শৈশবাবস্থা হইতেই নানা প্রকার দৈবানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে। সপত্নী সন্তাপ পরিহার করাই তাহাদিগের অধিকাংশ ব্রত নিয়মাদি পালন করণের মুখ্য তাৎপর্য্য। এদেশের যে স্ত্রীকে যাবজ্জীবনের মধ্যে নিদারুণ সপত্নীর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়, সে আপনাকে নিতান্ত সৌভাগ্যবতী মনে করে, তাহার ভাগ্যের আর সীমা নাই, গৌরবের আর পার নাই।

এদেশে এই অনর্থকর কুপদ্ধতি প্রচলিত থাকাতে যে এখান কার অশেষ বিধ অনুপকার উৎপন্ন হইতেছে এবং ইহা যে সর্ব্বতোভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ এবং জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত তাহা যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি আছে তিনিই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারেন। তথাপি সর্ব্ব সাধরেণের পুনরুদ্বোধ জন্য সে বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয় না।

যাহা জগতের কল্যাণকর তাহাই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত এবং তাহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু অধিবেদনের পদ্ধতি দ্বারা সংসারের কোন হিত সাধন হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা সংসার বন্ধনকে এক কালে শিথিল করিয়া দেয় এবং লোক শৃঙ্খলাকে একবারে বিশৃঙ্খলা করে। যদিও সংসারের সমস্ত স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর তথাপি নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে এক এক জন পুরুষে এক একটি স্ত্রীগ্রহণ করিলেই সংসারের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ উদ্বাহ সূত্রে নিবদ্ধ থাকিয়া যথা উপযুক্ত রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় এবং যে উদ্দেশে জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও সম্যক্ সিদ্ধ হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর পুরুষকেও যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তুল্যরূপে স্ত্রীলোকদিগেরও সেই রূপ শরীরের ও মনের ধর্ম্ম করিয়া দিয়াছেন, তাহার কোন অংশে ইতর বিশেষ করেন নাই, তখন বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, জগদীশ্বর তুল্য নিয়মানুসারেই উহাদিগের উভয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ও পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন এবং যে যে কারণে পুরুষের হর্ষ বিষাদ অনুরাগ বিরাগ প্রেম দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে, অবশ্যই সেই সেই কারণে স্ত্রীদিগেরও তত্তৎ ভাব উদ্ভব হওয়া নিতান্ত সম্ভব। অতএব যদি এক নারীর দুই পতি হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক, নিতান্ত অযুক্ত ও অন্যায় বোধ হয়, যদি স্ত্রী এক পতি সত্ত্বে অন্য পতি গ্রহণ করিলে তাহার সতীত্ব নাশ, ধর্ম্ম ক্ষয়, ব্যভিচার দোষ প্রভৃতি পাপ সকল জন্মান নিশ্চয় বিচার সিদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য তাহাকে লোক সমাজে কলঙ্কিনী এবং পতি কুল ও মাতৃকুলের দুর গামিনী হইতে হয়। যদি এক পতি সত্ত্বে স্ত্রীর অন্য পুরুষের পাণি গ্রহণ করা দূরে থাকুক সে অপর পুরুষের সহিত সহাস্যবদনে কোন রহস্য ভাবের আলাপ করিলে কি অবিহিত ভাবে অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিলে তাহার পতির মন বিষ মক্ষিত শেল দ্বারা বিদ্ধ হয়, তাহাকে এক কালে পতি প্রেমে বঞ্চিতা হইতে হয় এবং তদি-

নিত্ত তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা পাওয়া ভার হয়, তবে এক স্ত্রীসত্ত্বে পুরুষ অন্য রমণীর পাণি গ্রহণ করিলে কেন না তাহা নিতান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক হইবে? কেন না সে পুরুষের অবশ্যই ধর্ম্ম ক্ষয়, কর্ত্তব্যের হানি ও ব্যভিচার দোষ প্রভৃতি পাপ রাশি উৎপন্ন হইবে? কি জন্যই বা তাহাকে লোক সমাজে নিন্দা ভাজন ও কলঙ্ক গ্রস্ত না হইতে হইবেক এবং কেন না তাহার পত্নী তজ্জন্য মনোমধ্যে বিষম বেদনা বোধ করিবেক ও পতির প্রতি অবশ্যই অপ্রণয় ও অসদ্ভাব প্রকাশ করিবেক? কিন্তু এদেশের ব্যবহার দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এক পতি সত্ত্বে নারী অন্য পুরুষপরায়ণা হইলে যে রূপ তাহার পতির প্রতি ব্যভিচার করা হয়, এক স্ত্রী থাকিতে পুরুষও যে অন্যস্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিলে সেই রূপ ব্যভিচার দোষ উদ্ভব হয়, বোধ করি এদেশীয় লোকের মনে এ সংস্কার বর্ত্তমান নাই। ইহাদিগের ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয়, স্ত্রীস্বামীর যে কি সম্বন্ধ ও উভয়ের মধ্যে যে পরস্পরের কি কর্ত্তব্য তাহা এখানকার কোন লোকেই জ্ঞাত নহে। ইহারা স্ত্রীকে ক্রীত দাসী কি কারারুদ্ধ বন্দী অথবা আপনাদিগের ইন্দ্রিয় সেবার উপযোগী জন্তু বিশেষ মনে করে। ইহা সকলেরই বিদিত আছে, যে এদেশীয় স্ত্রীগণ পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় অনবরত এক গৃহের মধ্যে বদ্ধ হইয়া কাল যাপন করে, পিতা, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, বা শ্বশুর দেবর স্বামী শ্বশ্রূ প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা সভয়ে কাল হরণ করে, ইহাতেও যদি তাহাদিগের কিছু মাত্র স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ পায় ও কস্মিন্ কালেও যদি তাহারা গুরুজনের অনভিমতে নির্দ্দিষ্ট স্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া পদক্ষেপ করে, তবে তাহাদিগের লোক লাঞ্ছনার আর পার থাকে না ও গুরু গঞ্জনার আর শেষ থাকে না, তৎ পরিবারস্থ দাস দাসী পর্য্যন্তও তাহাদিগের প্রতি খড়্গ হস্ত হয়। কিন্তু পুরুষেরা একস্ত্রী থাকিতে অনায়াসে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতেছে, অবলীলা ক্রমে কত উপস্ত্রী রাখিতেছে, কতজনে [illegible] অত্যাচার করিতেছে, তথাচ তাহাতে কেহই বিশেষ দোষ মনে করে না এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে লোক সমাজে তাদৃশ নিন্দা ভাগী হইতে হয় না। কেবল এক অধিবেদনের প্রথা প্রচলিত থাকাতে এখানকার অনেক লোকে স্ত্রী সত্ত্বে অপর স্ত্রীতে আশক্ত হওয়া এক প্রকার পুরুষের ধর্ম্ম মনে করিয়া রাখিয়াছে।

বাস্তবিক স্বামী স্ত্রী এ উভয়ের সহিতই উভয়ের তুল্য সম্বন্ধ এবং উভয়েরই তুল্য অধিকার। যেমন স্বামীর প্রতি সর্ব্বতোভাবে ব্যভিচার শূন্য থাকা স্ত্রীর কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা, সেইরূপ স্ত্রীর প্রতিও সম্পূর্ণ রূপে অব্যভিচার করা পতির নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং জগদীশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম; এক স্ত্রীর দুই পতি যেমন অস্বাভাবিক এক পতির দুই স্ত্রীও সেই প্রকার অপ্রাকৃত। এক স্বামি সত্ত্বে স্ত্রী অন্য পুরুষ পরায়ণা হইলে যেমত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপানুষ্ঠান করা হয়, এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিলেও সেই প্রকার ঈশ্বরের নিয়ম হেলন করিয়া পাপানুষ্ঠান করা হয়, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

জগন্নিয়ন্তার ব্যবস্থাপিত অপরাপর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেমন অব্যর্থ তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, সেই রূপ তাঁহার প্রণীত এ নিয়ম হেলন করিলেও নিশ্চয় তাহার প্রতিফল পাইতে হয়।

আজন্ম উদ্বাহ সুখে বঞ্চিত থাকা এনিয়ম লঙ্ঘনের এক প্রধান ফল। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, যেখানে যেখানে এক স্বামীর দুই স্ত্রী আছে, সেই সেই স্থানেই প্রকৃত দাম্পত্য সুখের নিতান্ত অভাব। যাঁহারা কেবল স্থানে স্থানে বিবাহ করিয়া ভ্রমণ করেন, কস্মিন্ কালে স্ত্রী লইয়া গৃহাশ্রম করেন না, তাঁহারা দাম্পত্য সুখের আস্বাদ কি বুঝিবেন, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধই তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম নাই, কিন্তু যাঁহারা একত্রে দুই বা অধিক পত্নী লইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে সে অবস্থায় দাম্পত্য সুখ কি দুর্লভ, যাহা সাধারণ সম্পত্তি, তাহার কি

আর দুর্দ্দশার শেষ আছে? তাহার প্রতি কি কাহারো প্রকৃত প্রেম উদ্ভব হইতে পারে? কেহই তাহাকে নিঃসংশয়ে আমার মনে করিয়া তাহার প্রতি যথার্থ মমতা প্রকাশ করিতে পারে না, সে জন্য কাহারও পক্ষে সুখ দায়ক ও প্রীতিজনক না হইয়া কেবল সংসারের অশান্তি [illegible] ও [illegible] প্রজ্বলিত করিতে থাকে। সেই স্ত্রীগণের পতির তুল্য ধন তাহার সংসার মধ্যে কিছুই নাই, অতএব যখন নানাদলের বিভাগ দিতে লোকে সহজে সম্মত হয় না, তখন নারীদিগের পক্ষে পতি প্রেমের অংশ দেওয়া কি প্রকারে সুসাধ্য হইতে পারে? সুতরাং অবলা জাতির হৃদয়ে [illegible] উৎপন্ন হওয়া সহজেই সম্ভব [illegible] এবং যে গৃহে সর্ব্বদা [illegible] প্রজ্বলিত থাকে, সে গৃহের [illegible] এবং [illegible] [illegible] শান্তি সুখ তাহার মন হইতে দূরে পলায়ন করে। অতএব [illegible] ভাবিনী প্রণয়িনীর একটি [illegible] তাহার পক্ষে স্বপ্নবৎ হইয়া [illegible] যাবজ্জীবনের [illegible] তিনি কখনই আপন স্ত্রীর ঐকান্তিক প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারেন না এবং তিনিও এমন স্ত্রীর প্রতি একান্ত প্রেমভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না! তাঁহার মনের যে অশান্তি, জীবনের যে অসুখ, তাহা তিনিই জানেন, সে ভাব ভোগ না করিলে অনুমান দ্বারা কখন সম্যক্ বর্ণন করা সাধ্য হয় না। যাঁহারা এ বিষয়ের ভুক্তভোগী তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এক [illegible] বহু স্ত্রীতে প্রকৃত দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ হইতে পারে কি না? অনেক স্থানে এ প্রকার দৃষ্ট হইয়াছে যে বহু স্ত্রী লইয়া গৃহাশ্রমের সুখ ভোগ করা দূরে থাকুক অনেকে অহর্নিশ সপত্নী কলহে জ্বালাতন হইয়া সংসার আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরী হইয়াছেন।

সংসার মধ্যে ব্যভিচার দোষ প্রবল হওয়া এই নিয়ম হেলনের এক প্রধান ফল। যিনি মানব প্রকৃতি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে এক পুরুষ দ্বারা বহু স্ত্রীর ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া কি পর্য্যন্ত অসম্ভব। যে স্ত্রী হয়তো [illegible] পতি প্রাপ্ত হইলে কস্মিন কালেও অসতীত্ব রূপ পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইত না, পতিব্রতা সতী হইবার জন্য যাহার নিতান্ত যত্ন ছিল, সেও চির জীবন পতি বিচ্ছেদ হেতু ক্রমে ক্রমে শারীরিক বিকারে অধৈর্য্য হইয়া, সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। এ স্ত্রীদিগের কি অপরাধ? তাহারা কত দিন স্বভাবকে নিরোধ করিয়া থাকিবে? কুলীন কন্যাদিগের মধ্যে অনেকে বিবাহের পর আর যাবজ্জীবনের মধ্যে স্বামীর মুখ সন্দর্শন করিতে পায় না! বিধবা যন্ত্রণার আর চির বিরহ যন্ত্রণায় বিশেষ কি? ইহাতে তাহারা যে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইবে, তাহার কি অসম্ভাবনা? যখন বৃত্তি বিশেষ প্রবল হইয়া মনুষ্যের মনকে বিক্ষিপ্ত করে, তখন কোথায় জ্ঞান, কোথায় প্রবোধ, কোথায় বা ভয় ও কোথায় বা লজ্জা থাকে? সকলেই প্রস্থান করে। অতএব এদেশীয় যে সকল অবলাদিগের কোন শিক্ষা নাই, কোন উপদেশ নাই, চির বিরহাবস্থায় তাহাদিগের ধর্ম্ম পথ হইতে প্রচ্যুতি হইবার অসম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ সপত্নী ঈর্ষ্যাও সতীত্ব নাশের এক প্রধান কারণ। বহু স্ত্রীর এক নায়ক হইলে অবশ্যই সে পতির সকল ভার্য্যার প্রতি সমান প্রেম হওয়া অসম্ভব হয়। সেই পতিপ্রেমের তারতম্য দেখিয়া অনেকে তাহা সহ্য করিতে অশক্ত হইয়াও আপনার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া থাকে। দুই স্ত্রীর পতিদিগের মধ্যে অনেকের এ প্রকার প্রণয়ের ও যত্নের ইতর বিশেষ দেখা গিয়াছে, যে তাহারা এক স্ত্রীকে কেবল দাস্য বৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিয়া অপরকেই আপনার মন ধন প্রভৃতি সকল সম্পত্তির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিয়া রাখিয়াছে! অপ্রিয় স্ত্রীর সহিত হাস্যালাপ করা দূরে থাকুক, প্রায় তাহার সহিত বাক্যালাপ ক-

রেন, অপ্রধান স্ত্রীর ভাগ্য ক্রমে যদি তাহার সন্তান হয়, তাহাকেও সে স্বামী আপন সন্তান বোধ করে না; অশিক্ষিতা অবলা হইয়া কি এ অবিচার সহ্য করিতে পারে? সুতরাং জ্ঞান নাই ও উপদেশ নাই বলিয়া অবশেষে ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া পতিকে অধোগামী করিবার তাৎপর্য্যে কেহ কেহ পর পুরুষ গামিনী হয়। এদেশে বিবাহ বিষয়ে যে অত্যাচার—যে অবিচার প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাতে অন্য দেশ হইলে এত দিন কেহ আর এখানে সতীত্ব ধর্ম্মের নাম স্মরণ করিতেও পারিত না, কিন্তু এই এদেশের পতিব্রতা সতীগণ এত অত্যাচারের মধ্যে ও তাহার প্রাণপণে অদ্যাপি সতীত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। পাতিব্রত্য যে কি ধর্ম্ম, সতীত্ব যে কি ধন, তাহা এদেশের অবলারাই যথার্থ জ্ঞাত হইয়াছে। তাহা জানিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা মনে হইয়া এখন আমার অশ্রুপাত হইতেছে এবং তাহাদিগের সতীত্ব গুণ স্মরণ হইয়া শরীর পুলকে পূর্ণ হইতেছে। হা! ভারতবর্ষীয় অবলাগণ! তোমরাই পাতিব্রত্যগণ্য ধন্যা তোমরাই কামিনী কুলের কীর্ত্তি পতাকা স্বরূপ, কেবল তোমাদিগের দেশস্থ লোকে নিজ মতে চেষ্টা করিয়া তোমাদিগকে অধোগামিনী করিতেছে।

পৃথিবী মধ্যে আত্ম হত্যা বাল হত্যা স্ত্রী হত্যা, পতিহত্যা প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত পাপের প্রাদুর্ভাব হওয়াও উক্ত নিয়ম লংঘনের এক প্রধান ফল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এক জনে এক দ্রব্যাভিলাষী হইলে স্বভাবতই লোকের মনে পরস্পর দ্বেষ ভাব উপস্থিত হয় এবং যে স্থলে দ্বেষ ভাব আসিয়া অধিকার করে, সে স্থলে যে এক কালে প্রণয় ভাবের অভাব হয়, তাহা কাহার না বিদিত আছে? মনের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম! যখন যে পক্ষে যে ভাবের উদয় হয়, তখন সে পক্ষে সেই ভাবেরই বিস্তার হইতে থাকে। প্রিয় পদার্থ সম্পর্কীয় সকলি যেমন প্রিয় বোধ হয়, সেই মত যাহার প্রতি দ্বেষভাব উপস্থিত হয়, তৎ পক্ষীয় সকলেরি উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেই দ্বেষ ভাব সঞ্চরণ করিতে থাকে, সুতরাং সপত্নী ঈর্ষ্যা কেবল সপত্নীতেই স্থির থাকে না, সে ঈর্ষ্যা সপত্নী সন্তান ও সপত্নী প্রিয় পতি পর্য্যন্তও ধাবিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই বিষবৎ হইয়া উঠে। যখন স্ত্রী জাতির মনে অনবরত সপত্নীর প্রজ্বলিত দ্বেষানল জ্বলিতে থাকে, তখন তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে উহারা আর দিখিদিগ কিছু মাত্র বিবেচনা করে না। পতির সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াও সপত্নীকে দীন হীন করিবার চেষ্টা করে, পতিকে নির্ব্বংশ করিয়াও তাহাকে পুত্র শোক দিবার মন্ত্রণা করে এবং অবশেষে দুর্লভ পতি বস্তু নষ্ট করিয়াও তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা প্রদান করিবার মনন করে। সপত্নী ঈর্ষ্যার এই ফল যে কেবল অনুমান করিয়া লেখা যাইতেছে এমত নহে, এ বিষয়ের রাশি রাশি প্রমাণ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সপত্নী ঈর্ষ্যার জর্জ্জরিত হইয়া অনেক স্ত্রী যে পতি ঘাতিনী হইয়াছে এবং অনেকে যে উদ্বন্ধন বা বিষ পানাদি দ্বারা আত্ম হত্যা করিয়াছে, অনেকে যে অবোধের ন্যায় স্বামীর যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং অনেকে যে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পিশাচরীর ন্যায় গোপনে সপত্নী সন্তানের প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও নিদর্শন দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

পরমেশ্বর-প্রণীত উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সংসার মধ্যে প্রকৃত বাৎসল্য ও ভক্তি ভাবেরও অনেক অন্যথা হইয়া যায়। বহু স্ত্রীর স্বামী হইয়া যে অনেকে এক স্ত্রীর বাক্যে অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে আপনার সমস্ত আধিপত্যে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাকে পুত্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা দূরে থাকুক তাহাকে যে সামান্য রূপে অন্ন বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক লালন পালনও করে নাই এবং কোন প্রকার শিক্ষা প্রদান করে নাই, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত অনেক স্থানে বর্ত্তমান আছে। এই কারণে অদ্যাপি এ দেশের এক ব্যক্তির কোন

সন্তান অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে এবং কোন সন্তান দীনহীনের ন্যায় উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া কাল ক্ষেপ করিতেছে। বহু স্ত্রী পরায়ণ পুরুষেরা সকল পুত্রের প্রতি বিহিত বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পুত্রের নিকট হইতেও প্রকৃত ভক্তি ভাব প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত উক্ত অত্যাচার জন্য অনেক স্থানে পিতা পুত্রের মধ্যে বিষম বৈরভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য যে পুত্রের আনন্দকর মুখ সন্দর্শন করিবার জন্য লোকে প্রার্থনা করিয়া থাকে, জগদীশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করাতে সে পুত্রও লোকের শত্রু হইয়া উঠে, ইহার অপেক্ষা আর অধিক প্রত্যক্ষ ফল কি আছে? ইহাতেও যদি লোকের মনে জ্ঞানের উদয় ও লজ্জা বোধ না হয় এবং ইহাতেও যদি তাঁহাদিগের এ কুপদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি না জন্মে, তবে আর উপায় কি।

আর কোন যুক্তি প্রদর্শন করিবারও আবশ্যক করে না এবং কোন বিশেষ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল, তাহারি প্রতি সকলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন যে এতক্ষণ অনেক কুপদ্ধতি এই দণ্ডেই দেশ হইতে দূর করা বিধেয় কি না? বাল্য বিবাহ ও বাক্দত্তা প্রভৃতি এ কুপদ্ধতি নিবারণ করিবার অনেকানেক উপায় আছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা নিবারিত হইলে আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল? যাহা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে, কখনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে, যে বিষয় কোন অংশেই ভদ্র সমাজের শ্রবণ যোগ্য নহে এবং যাহা প্রচলিত থাকাতে সহস্র সহস্র অনিষ্ট ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই এবং রহিত করিলে অশেষ প্রকার উপকার ব্যতীত কোন হানি নাই, তাহাতে কি জন্য আমরা লিপ্ত থাকিয়া বৃথা দুর্নামের ভাগী হই, লোকের নিকট নিন্দনীয় ও ঈশ্বরের নিকট পাপ ভাজন হই ও আপনাদিগের পরমার্থ পথে কণ্টক প্রদান করি। ইহা রহিত করা কিছু বহু আয়াস কি বহু ব্যয় সাধ্য নহে, কেবল পরস্পর আপনারা সকলে মনোযোগী হইলেই এইক্ষণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। অতএব এক্ষণে দেশস্থ মহাত্মা দিগের সমীপে বিনীতভাবে আমাদিগের এই নিবেদন যে অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন, আর বিলম্ব করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

'ন' 'দুশ্চরিতাৎ' পাপকর্ম্মণঃ 'অবিরতঃ' অনুপরতঃ 'ন' অপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ 'অশান্তঃ' 'ন' অপি অসমাহিতঃ অনেকাগ্রমনাঃ বিক্ষিপ্তচিত্তঃ। 'ন চ' অপি 'অশান্তমানসঃ' কর্ম্মফলাভিলাষাৎ কেবলং 'প্রজ্ঞানেন' 'এনং' 'ব্রহ্মাত্মানং' 'আপ্নুয়াৎ'। যস্তু দুশ্চরিতাৎ বিরতঃ, ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ শান্তঃ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চ আচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃ সমাধানের অনুপম সুখ কখন আস্বাদন করিলাম না; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না; তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে কখন বিচরণ করিলাম না; কেবল স্বার্থ পরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্মকাল নিযুক্ত রহিলাম; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল।

২

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়োবৃণীতে।

[illegible] (বিচার্য্য) সম্যক্তরমালোচ্য গুরু[illegible] পৃথক্ করোতি [illegible] আদদানস্য উপাদান[illegible] মোহবুদ্ধিঃ [illegible] পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনাৎ [illegible]॥

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়। [illegible] করিয়া এই দুইকে পৃথক করেন। ইহার মধ্যে [illegible] শ্রেয়কে গ্রহণ করেন [illegible] তিনি প্রেয়কে [illegible] তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের সুখে নিমগ্ন হওয়া প্রেয়। কখন ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়, কখন সাংসারিক সুখ মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয়; আর যিনি সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি সাংসারিক সুখের উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত কদাপি এ বাক্য বলিতে পারেন না যে "হে পরমাত্মন্ তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।" যখন উৎসাহ পূর্ব্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে এবং তোমার সমুদয় কার্য্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

৩

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

যথা করণং যথাচরিতুং শীলমস্য [illegible] যথাকারী যথাচারী স তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন॥

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন আর যেমন আচরণ করেন তাঁহার সেইরূপ গতি হয়। যিনি সাধু কর্ম্ম করেন তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন তিনি পাপী হয়েন। পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা আত্মা পবিত্র হয় আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা অপবিত্র হয়।

আত্মাকে পবিত্র না করিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না এবং তাঁহার সহিত সহবাস জনিত ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয় না; অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইবেক।

৪

যস্ত্ববিজ্ঞানবান ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ।

যস্তু অবিজ্ঞানবান অবিবেকী ভবতি [illegible] অযুক্তেন মনসা সদা যুক্তো ভবতি তস্য অকুশলস্য ইন্দ্রিয়াণি অবশ্যানি অশক্যনিবারণানি দুষ্টাশ্বাঃ অদান্তাশ্বাঃ ইব সারথেঃ ভবন্তি॥

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

মনের কামনা সকল বুদ্ধির অবশীভূত হইলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্ম্মপথ হইতে বিপথগামী করে এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত করে। অতএব সাবধান, মন ও ইন্দ্রিয় যেন বুদ্ধিবৃত্তির অবশীভূত না হয়।

৫

যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ।

[illegible]

[illegible] আছেন [illegible]

[illegible] সকল [illegible] প্রতি [illegible] দমন [illegible] পথ [illegible]

৬

[illegible] বিজ্ঞানবান [illegible] সদা [illegible] ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি।

[illegible]

[illegible]

যিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানেন না, যিনি আপনার মনকে [illegible] পারেন না, যিনি পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা অপবিত্র থাকেন, তিনি সংসারের কঠিন পথেতেই পরিভ্রমণ করেন, সংসারের পার যে অভয় ব্রহ্মপদ তাহা প্রাপ্ত হন না।

৭

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে।

'যঃ তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'সমনস্কঃ' যুক্তমনাঃ 'সদা শুচিঃ'। 'সঃ তু তৎপদং আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' সংসারে॥

যিনি জ্ঞানবান্ স্থির ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে [illegible]

যিনি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হয়েন, [illegible] তাঁহাকে [illegible] যেখানে [illegible] তিনি [illegible] ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন।

৮

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।

[illegible]

[illegible]

[illegible] মনকে [illegible] ও ধর্ম্মের [illegible] তিনি [illegible] ব্রহ্ম [illegible]

৯

[illegible] নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ।

[illegible] তে লোকাঃ [illegible]

[illegible] সেই সকল [illegible] সকল লোক [illegible] অন্ধকারে আবৃত।

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিলেক, তাহারা মৃত্যুর পরে তাহা লাভ করিবার অধিকারী হইল না। যে অনুসারে এখানে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ

হইবেক, সেই অনুসারে তাহারদিগের উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে থাকিয়াই পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবেক. উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই।

ইতি প্রথমখণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বিজ্ঞাপন

যে অক্ষরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে, ঐ অক্ষর বিক্রয় করা যাইবেক। যাহার প্রয়োজন হয় উচিত মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভা প্রবেশ দক্ষিণায় এক টাকা প্রেরণ করুন মাসিক দাতব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পত্রদ্বারা অবগত করিলেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়মানুসারে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

নানাবিধ পুস্তক বিক্রয়

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতার মূল্য .... ॥০

শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ভগবদ্গীতার দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মূল্য ৪৶০

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র নন্দি কর্ত্তৃক অনুবাদিত চাহার দরবেশ, ভাল বাঁধা ১৵০

ঐ সামান্য বাঁধা ১

টামস্ পেন্ ...., ... ১

শ্রীরাম চরিত .... ।০

রামপ্রসাদ সেন প্রণীত কালী কীর্ত্তন ... ।০

ইং ১৮১৯ সাল অবধি ৯৩ সাল পর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট ... ২

কায়স্থ দীপিকা .... ॥০

সংগীতানন্দলহরী ... . ।০

বালক রঞ্জন ১ ভাগ ৵০

ঐ .... ২ ভাগ ৵০

মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব কি ... . ।৵০

আনবর শোহেলি ... ... ১ ॥০

মাল সংক্রান্ত আইন ২

বিজ্ঞাপন

বৈরাগ্য শতক

শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কৃত প্রতিপদের বাঙ্গলা অর্থ ও শ্লোকের অনুবাদ সহিত উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে. মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র; যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

ধর্ম্মনীতি

ধর্ম্মনীতির প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

বিজ্ঞাপন

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবার ইহার মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ চৈত্র রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

১৪১ সংখ্যা	পৃষ্ঠ
ব্রাহ্মসমাজে পঠিত প্রস্তাব—ভবানীপুর	১
ধর্ম্মনীতি	১০
১৪২ সংখ্যা	
ব্রহ্মস্তোত্র	১৭
ধর্ম্মনীতি	১৯
উলকাপিণ্ড	২২
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—কৃষ্ণনগর	২৫
১৪৩ সংখ্যা	
ধর্ম্ম মন্ত্র	২৯
ধর্ম্মনীতি	৩১
মাংসভোজন ও গৃহ পরিমার্জন	৩[illegible]
সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা—ভবানীপুর	৪১
১৪৪ সংখ্যা	
ব্রহ্মস্তোত্র	৪৫
ধর্ম্মনীতি	৪৬
হরিশ্চন্দ্রের কল্পিত উপাখ্যান	৪৮
বিজ্ঞানবার্ত্তা	৫৩
বিদ্যাদর্শন সঞ্চারিণী সভা—বেহালা	৫৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড ১৩ অধ্যায়	৫৮
১৪৫ সংখ্যা	
ব্রহ্মস্তোত্র	৬১
পদার্থ বিদ্যা—বারি বিজ্ঞান	৬৩
পরমেশ্বরের মহিমা	৬৫
বিজ্ঞানবার্ত্তা	৬৮
মানবজাতির অমরত্ব বিষয় ইংরাজিতে	৭১
১৪৬ সংখ্যা	
ঈশ্বরের উপাসনা	৭৩
বিক্রমদেহ	৭৬
কুসংস্কার	৭৭
বিজ্ঞানবার্ত্তা	৮১
সাম্বৎসরিক সমাজ তৃতীয় ভবানীপুর	[illegible]

১৪৭ সংখ্যা	পৃষ্ঠ
সৃষ্ট বস্তু মাত্রই ঈশ্বর আরাধনার পক্ষে অনুকূল	৮৫
ঈশ্বরের মহিমা—বায়ু	৮৬
নৈসর্গিক কন্দরের শোভা	৮৯
বিজ্ঞানবার্ত্তা	৯০
সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ—ত্রিপুরা	৯১
১৪৮ সংখ্যা	
পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা	৯৭
অসম্ভাব্য নদি	১০০
বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপক্রমভাগ	১০৪
ঐ উপসংহার ভাগ	১০৭
বিজ্ঞানবার্ত্তা	১১০
১৪৯ সংখ্যা	
ঈশ্বর প্রীতিই প্রকৃত সুখ	১১১
ঈশ্বরের মহিমা—জল	১১৪
জীবনের সাফল্য	১১৯
বিজ্ঞানবার্ত্তা	১২২
সত্যের অনুরাগ	১২৪
ডি, পার্কর সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ইং	১২৫
১৫০ সংখ্যা	
ব্রহ্মস্তোত্র	১২৯
ঈশ্বরের মহিমা—উদ্ভিদ	১৩০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড ১৪ অধ্যায়	১৩৭
ফাইকীট সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ইং	১৪০
১৫১ সংখ্যা	
সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ বক্তৃতা	১৪৫
ঈশ্বরের মহিমা—সমুদ্র	১৫২
বিজ্ঞানবার্ত্তা	১৫৩
ফাইকীট সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ইং	১৫৮
১৫২ সংখ্যা	
ঈশ্বরের মহিমা—কীট	১৬১
নচ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ	১৬৪
বহুবিবাহ	১৬৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড ১৫ অধ্যায়	১৭৫

অকারাদি বর্ণক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
অযত্নাত মণি	১৪৮	১০৫
উনকাপিণ্ড	১৪২	২২
ঈশ্বরের উপাসনা	১৪৩	৭৩
ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃত পথ	১৪৯	১১৩
ঈশ্বরের মহিমা, [illegible]	১৪৭	৮৩
ঐ জল	১৪৯	১১৫
ঐ [illegible]	১৫০	১২০
ঐ [illegible]	১৫১	১৩২
ঐ [illegible]	১৫২	[illegible]
[illegible]	১৪৩	৭১
[illegible]	১৪৪	৫৮
[illegible]	১৪৯	১১৯
[illegible] গ্রন্থ হইতে		
উদ্ধৃত [illegible]	১৪৯	১১৫
[illegible]	১৪২	১০
ঐ	[illegible]	[illegible]
ঐ	[illegible]	[illegible]
ঐ	১৪৪	৪৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১৪৩	২৯
[illegible]	১৫২	১৬০
[illegible]	১৪৭	৮৯
[illegible]	১৪৫	[illegible]
পরমেশ্বরের [illegible]	১৪৮	৯৭
পরমেশ্বরের মহিমা	১৪৫	৬৫
পার্কর সাহেবের গ্রন্থ হইতে		
উদ্ধৃত [illegible]	১৫০	১২৩
ঐ	১৫১	১৪৮
ব্রহ্মস্তোত্র	১৪২	১৭
ঐ	১৪৪	৪৫
ঐ	১৪৫	৬২
ঐ	১৫০	১২৯
ব্রাহ্মধর্ম প্রথমখণ্ড ১১ অধ্যায়	১৪৪	৫৮
ঐ ঐ ১২	১৫০	১২৭
ঐ ঐ ১৫	১৫২	১৭৫

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—কৃষ্ণনগর	১৪২	২৫
ব্রাহ্মসমাজে পঠিত		
প্রস্তাব ভবানীপুর	১৪১	১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ভবানীপুর		
সাংবৎসরিক সভা—তৃতীয়	১৪৬	[illegible]
মানব জাতির অবস্থার বিষয়		
[illegible]	১৪৫	৭১
[illegible]	১৫১	১৪৯
[illegible]	১৪৩	৩৩
[illegible] বার্ত্তা	১৪১	[illegible]
ঐ	১৪৫	৬৮
ঐ	১৪৬	৮১
ঐ	১৪৭	[illegible]
ঐ	১৪৮	[illegible]
ঐ	১৪৯	[illegible]
ঐ	১৫১	[illegible]
বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের		
উপক্রমণিকা	১৪৮	১০৪
ঐ উপসংহারের ভাগ	১৪৮	১০৬
[illegible]	১৪৬	[illegible]
বেহালা নিত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা	১৪৪	৫৫
সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ		
[illegible] কলিকাতা	১৫১	১৪৫
সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা, ভবানীপুর	[illegible]	[illegible]
সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ [illegible]	১৪৭	[illegible]
সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর		
আরাধনার পক্ষে অনুকূল	১৪৭	[illegible]

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়—ইহার মূল্য এক টাকা। [illegible]

সভাপ্রবেশকাল হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি [illegible] এই পত্রিকার [illegible] বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৃতীয় কল্পের তৃতীয় ভা

নির্ঘণ্ট পত্র

১১৭ সংখ্যা	পৃষ্ঠ
কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১
বেলুন	৩
উপাসক সম্প্রদায়—জৈন	৬
মহাভারত—আদিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়	৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম-২ খণ্ড—২ অধ্যায়	১২
১১৮ সংখ্যা	
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৭
ধর্ম্মনীতি	১৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম-২ খণ্ড—৩ অধ্যায়	২৪
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম	২৫
১১৯ সংখ্যা	
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৯
জলস্তম্ভ	৩১
ধর্ম্মনীতি	৩২
পদার্থবিদ্যা—ঘাত প্রতিঘাত	৩৪
ব্রাহ্মধর্ম্ম-২ খণ্ড ৪ অধ্যায়	৩৭
মহাভারত—আদিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়ের শেষ	৩৮
১২০ সংখ্যা	
ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৪১
ধর্ম্মনীতি	৪৪
উপাসক সম্প্রদায়—জৈন	৪৮
১২১ সংখ্যা	
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৫৩
ধর্ম্মনীতি	৫৫
জোয়ার ভাটা	৫৭
ব্রাহ্মধর্ম্ম-২ খণ্ড ৫-৬-৭-৮ অধ্যায়	৬১
মহাভারত—আদিপর্ব্ব—৬৪ অধ্যায়	৬৫
১২২ সংখ্যা	
কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৬৯
ধর্ম্মনীতি	৭০
হিমশিলা	৭৫
পদার্থবিদ্যা—নিম্নগতি	৭৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম-২ খণ্ড ৯-১০-১১ অধ্যায়	৭৮

১২৩ সংখ্যা	
মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	[illegible]
হিন্দুধর্ম্ম	[illegible]
ধর্ম্মনীতি	[illegible]
১২৪ সংখ্যা	
ধর্ম্ম	৯[illegible]
ধর্ম্মনীতি	৯[illegible]
পদার্থবিদ্যা—তারকেন্দ্র	৯[illegible]
ব্রাহ্মধর্ম্ম-২ খণ্ড ১২-১৩-১৪-১৫ অধ্যায়	৯৮
মহাভারত—আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়	১০[illegible]
১২৫ সংখ্যা	
ব্রহ্মস্তোত্র	১০[illegible]
ধর্ম্মনীতি	১০[illegible]
বল্মীক	১১[illegible]
১২৬ সংখ্যা	
ধর্ম্মনীতি	১[illegible]
মেঘ	১[illegible]
আত্মদৃষ্টি	১[illegible]
ব্রাহ্মধর্ম্ম—২ খণ্ড—১৬ অধ্যায়	১[illegible]
১২৭ সংখ্যা	
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১[illegible]
ধর্ম্মনীতি	১[illegible]
পদার্থবিদ্যা—গতির নিয়ম	১৩[illegible]
ইন্দ্রচাপ শব্দ	১৩[illegible]
ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাব-ইংরেজি ভাষায়	১৩[illegible]
সংবাদ-হাজারিবাগের মৃত্যু	১৩[illegible]
১২৮ সংখ্যা	
পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা	১৪[illegible]
ধর্ম্মনীতি	১৪[illegible]
তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-১ খণ্ড ১ অধ্যায়	১[illegible]
খিদিরপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১[illegible]
ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাব-ইংরেজি ভাষায়	১[illegible]
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম	১[illegible]

[illegible] পত্রিকার তৃতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগের
নির্ঘণ্ট পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
[illegible]	১২৬	[illegible]
[illegible]	১২৭	১৭৮
বিতরক গ্রন্থাদি ... ঐ	[illegible]	১৩৫
[illegible]	১২৯	১৫৪
[illegible]	[illegible]	৩
[illegible]	১২১	[illegible]
[illegible]	১১৯	[illegible]
[illegible]	১২৫	[illegible]
[illegible]	১২৮	[illegible]
[illegible]	১২৮	১৩০
[illegible]	১২৪	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	৭
[illegible]	১২১	[illegible]
[illegible]	১২৯	[illegible]
[illegible]	১২৪	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১২৭	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১২২	[illegible]
[illegible]	[illegible]	৯০
[illegible]	১১৭	১৩৭
[illegible]	[illegible]	১৪১
[illegible]	১১৯	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
[illegible] ৩ অধ্যায়	১১৮	২৪
ঐ ৪ ঐ	১১৯	৩৭
ঐ ৫।৬।৭।৮ ঐ	১২১	৬৩
ঐ ৯।১০।১১ ঐ	১২২	৭৮
ঐ ১২।১৩।১৪।১৫	১২৪	৯৮
ঐ ১৬ অধ্যায়	১২৬	১২৩
[illegible]	১২৮	১৪১
[illegible]	১১৮	১৭
ঐ	১১৯	২৯
ঐ	১২১	৫৩
ঐ	১২৭	১২০
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১২৩	[illegible]
[illegible]	১২৫	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] ১২৬৪। [illegible]

[illegible] প্রাপ্ত হয়েন।